ANNUAL REPORT 2018

1958-2018

DCCI

SIX DECADES OF BUSINESS

DCCI

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

DHAKA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

ANNUAL REPORT 2018

DCCI

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

Dhaka Chamber of Commerce & Industry

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

65-66 Motijheel Commercial Area, Dhaka-1000, Bangladesh

PABX: 88-02-9552562, 9554383 (Hunting), Fax: 880-2-9560830, 9550103

Email: info@dhakachamber.com, secretary.general@dhakachamber.com

Website: www.dhakachamber.com

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
১.	ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ৫৭ম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ	০৫
২.	ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর পরিচালনা পর্ষদ ২০১৮	০৬
৩.	ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর সাবেক সভাপতি, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এবং সহ-সভাপতিবৃন্দ	১৩
৪.	ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন-২০১৮	১৬
৫.	ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ৫৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী	৫৮
৬.	ঢাকা চেম্বারের স্মরণীয় ও বরণীয়দের সংক্ষিপ্ত জীবনী	৬৬
৭.	ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম	৭১
৮.	ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর উল্লেখযোগ্য ঘটনাপুঞ্জী ২০১৭-১৮	৭৩
৯.	ডিসিসিআই'র বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত	৯৭
১০.	বিভিন্ন কমিটি/সংস্থাসমূহে ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধি	১৪৫
১১.	ডিসিসিআই স্ট্যান্ডিং কমিটিসমূহের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্তসার	১৫৫
১২.	ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই)	১৮১
১৩.	DCCI Business Institute (DBI) College	১৮৫
১৪.	সংবাদপত্রে ডিসিসিআই	১৮৮
১৫.	DCCI Presents International Flower Exhibition & Conference 2018	১৯৬
১৬.	২০১৮-১৯ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভূক্তির জন্য সরকারের কাছে পেশকৃত ডিসিসিআই'র সুপারিশ/প্রস্তাবসমূহ	১৯৭
১৭.	ডিসিসিআই আয়োজিত সেমিনার/কনফারেন্স/ওয়ার্কশপসমূহের সুপারিশমালা	২০১
১৮.	ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত Destination Bangladesh আন্তর্জাতিক সম্মেলন থেকে প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য সুপারিশমালা	২২৯
১৯.	অডিটকৃত হিসাব বিবরণী ২০১৭-১৮	২১২

ABUL KASEM KHAN

PRESIDENT

DHAKA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY (DCCI)

DESTINATION BANGLADESH

Embolden with a glorious past, DCCI has chosen the logo of 'Destination Bangladesh'. Bangladesh has meanwhile qualified and met the benchmark criteria to become a Middle-Income Country (MIC) and, with this, confidence and commitment is growing to realize all targets of Sustainable development Goals by 2030. The logo symbolizes that DCCI prioritizes SDG targets and indicators. The red color signifies the courage and commitment that the entire nation holds to face the challenges ahead towards long-cherished journey of being a developed economy. Destination Bangladesh as a whole indicates a relentless journey for leading our economy to a new trajectory as well as creating economic leverage for other economies in the world.

SIX DECADES OF BUSINESS

With the legacy of six decades since 1958, promoting private sector growth in the country, DCCI is now recognized as a leading voice for private sector and strong partner in the progress of the nation. DCCI pioneered many ground breaking initiatives which now are the greatest success stories. DCCI over the years played an important role in policy reforms, simplification of taxation systems, cross-border trade facilitation intyroduced public private platforms for improved policy designs, trade reforms for conducive investment climate and improvement of the overall business eco-system of Bangladesh. The six spikes within the logo of Six decades signify its profound courage and strong engagement of DCCI for promoting private sector development and steering private sector-led journey towards sustainable economic development for the future.

DCCI
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি
Dhaka Chamber of Commerce & Industry

The Best of Bangladesh is Business®

ডিসিসিআই/প্রশাঃ/এজিএম/২০১৮/১৪৪০

০৫ ডিসেম্বর, ২০১৮

ডাক প্রত্যায়িত

নোটিশ

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর
৫৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশনের ৩০, ৩১ এবং ৩৯ ধারা অনুসরণে এবং কোম্পানী আইন ও টিও রুলস-এর আলোকে চেম্বারের সম্মানিত সদস্যগণের বিশেষ অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয়া যাচ্ছে যে, নিম্নলিখিত আলোচ্যসূচি সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে এ চেম্বারের ৫৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা **আগামী ২২ ডিসেম্বর, ২০১৮ (৮ পৌষ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ) শনিবার, বিকাল ০৩-০০ টায়** ডিসিসিআই অডিটোরিয়ামে ("ঢাকা চেম্বার ভবন", ৬ষ্ঠ তলা, ৬৫-৬৬ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০) অনুষ্ঠিত হবে।

আলোচ্যসূচিঃ

১। গত ২৩ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ৫৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ;

২। ২০১৮ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন;

৩। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের হিসাব এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন (**Audit Report**) অনুমোদন;

৪। ২০১৯, ২০২০ ও ২০২১ সালের পরিচালক এবং ২০১৯ সালের জন্য সভাপতি, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ও সহ-সভাপতি পদের নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা;

৫। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য নিরীক্ষক (**Auditor**) নিয়োগ ও পারিশ্রমিক নির্ধারণ।

চেম্বারের সম্মানিত সদস্যগণকে এ বার্ষিক সাধারণ সভায় যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

এএইচএম রেজাউল কবির
মহাসচিব

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র পরিচালনা পর্ষদ ২০১৮

আবুল কাসেম খান
সভাপতি

কামরুল ইসলাম, এফসিএ
ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি

রিয়াদ হোসেন
সহ-সভাপতি

ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম
পরিচালক

আন্দালিব হাসান
পরিচালক

হোসেন এ সিকদার
পরিচালক

হুমায়ুন রশিদ
পরিচালক

ইমরান আহমেদ
পরিচালক

খন্দ. রাশেদুল আহসান
পরিচালক

কে এম এন মঞ্জুরুল হক
পরিচালক

মামুন আকবর
পরিচালক

মোঃ আলাউদ্দিন মালিক
পরিচালক

ইঞ্জিঃ মোঃ আল আমিন
পরিচালক

মোহাম্মদ বাশীর উদ্দিন
পরিচালক

নূহের লতিফ খান
পরিচালক

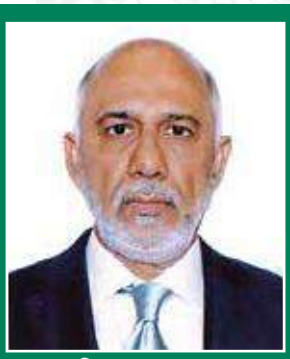

সেলিম আকতার খান
পরিচালক

এস এম জিল্লুর রহমান
পরিচালক

ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী
পরিচালক

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র
পরিচালনা পর্ষদ ২০১৮

সামনের সারিতে (বাঁ থেকে) ঃ সর্বজনাব খন্দ. রাশেদুল আহসান, মামুন আকবর, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি কামরুল ইসলাম, এফসিএ, সভাপতি আবুল কাসেম খান, সহ-সভাপতি রিয়াদ হোসেন, হুমায়ুন রশিদ, মোঃ আলাউদ্দিন মালিক।

পিছনের সারিতে (বাঁ থেকে) ঃ সর্বজনাব এস এম জিল্লুর রহমান, ইঞ্জিঃ মোঃ আল আমিন, মোহাম্মদ বাশীর উদ্দিন, ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম, কে এম এন মঞ্জুরুল হক, ইমরান আহমেদ, আন্দালিব হাসান, ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী, নূহের লতিফ খান এবং হোসেন এ সিকদার।

ছবিতে অনুপস্থিত ঃ জনাব সেলিম আকতার খান।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ৫৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা ২০১৭-এর

গুরুত্বপূর্ণ কিছু মুহূর্ত

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ৫৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা ২০১৭-এর

গুরুত্বপূর্ণ কিছু মুহূর্ত

ঢাকা চেম্বারের ২০১৮ সালে নির্বাচন পরিচালনার জন্য গঠিত

নির্বাচন বোর্ড এবং নির্বাচন আপীল বোর্ড

নির্বাচন বোর্ডের সদস্যবৃন্দ

মোহাম্মদ শাহজাহান খান
চেয়ারম্যান

আহমেদ হোসেন মজুমদার
সদস্য

এম বশির উল্ল্যাহ ভূঁইয়্যা
সদস্য

নির্বাচন আপীল বোর্ডের সদস্যবৃন্দ

মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা
চেয়ারম্যান

রফিকুল ইসলাম খান, এফসিএ
সদস্য

মাহাবুব আনাম
সদস্য

খসড়া বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮ পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য গঠিত ওয়ার্কিং কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

১।	**জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ** ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই	-	আহ্বায়ক
২।	**জনাব রিয়াদ হোসেন** সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই	-	সদস্য
৩।	**জনাব হোসেন এ সিদকার** পরিচালক, ডিসিসিআই	-	সদস্য
৪।	**জনাব কে এম এন মঞ্জুরুল হক** পরিচালক, ডিসিসিআই	-	সদস্য
৫।	**জনাব মামুন আকবর** পরিচালক, ডিসিসিআই	-	সদস্য
৬।	**জনাব খন্দ. রাশেদুল আহসান** পরিচালক, ডিসিসিআই	-	সদস্য

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতি

নাম	সাল
জনাব সাখাওয়াৎ হোসেন (মরহুম)	১৯৫৯-৬০
জনাব আবু নাসির আহমেদ (মরহুম)	১৯৬০-৬১
জনাব ওয়াই এ বাওয়ানী (মরহুম)	১৯৬১-৬২
জনাব নূরুল হুদা (মরহুম)	১৯৬২
জনাব মোহাম্মদ আইয়ুব (মরহুম)	১৯৬২-৬৩
জনাব সাখওয়াৎ হোসেন (মরহুম)	১৯৬৩-৬৪
জনাব আহাম্মদ হোসেন (মরহুম)	১৯৬৭
জনাব কিউ জে আহম্মদ (প্রশাসক)	১৯৬৭-৬৮
জনাব এ কাশেম (মরহুম)	১৯৬৮
জনাব আখলাক আহাম্মদ (মরহুম)	১৯৬৮-৬৯
জনাব মতিউর রহমান (মরহুম)	১৯৬৯-৭২
জনাব কে এ সাত্তার (মরহুম)	১৯৭২-৭৬
মির্জা গোলাম হাফিজ (মরহুম)	১৯৭৬
চৌধুরী তানভীর আহম্মদ সিদ্দিকী	১৯৭৬-৭৯
জনাব নুরউদ্দিন আহমেদ (মরহুম)	১৯৭৯-৮২
জনাব এম এ সাত্তার	১৯৮২-৮৪
জনাব এম ইউনুস, এফসিএ (মরহুম)	১৯৮৪-৮৫
জনাব মাহবুবুর রহমান	১৯৮৫-৮৬
জনাব আবু সায়ীদ মাহমুদ (মরহুম)	১৯৮৬-১৯৯০
জনাব মাহবুবুর রহমান	১৯৯১-৯২
জনাব এম ইউনুস, এফসিএ (মরহুম)	১৯৯২-৯৩
জনাব এ টি এম ওয়াজিউল্লাহ	১৯৯৩-৯৪
জনাব এ রব চৌধুরী (মরহুম)	১৯৯৪-১৯৯৫
জনাব আর মাকসুদ খান	১৯৯৫
জনাব আলী হোসেন (হাসান)	১৯৯৬
জনাব এ এস এম কাসেম	১৯৯৭
জনাব আর মাকসুদ খান	১৯৯৮
জনাব এম এইচ রহমান	১৯৯৯
জনাব আফতাব উল ইসলাম	২০০০
জনাব বেনজির আহমেদ	২০০১
জনাব মতিউর রহমান	২০০২-২০০৩
জনাব ফজলে আর এম হাসান, এফসিএ	২০০৪
জনাব সাইফুল ইসলাম	২০০৫
জনাব এম এ মোমেন	২০০৬
জনাব হোসেন খালেদ	২০০৭-০৮
জনাব জাফর ওসমান	২০০৯
জনাব আবুল কাসেম খান	২০১০
জনাব আসিফ ইব্রাহীম	২০১১-১২
জনাব মোঃ সবুর খান	২০১৩
জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান	২০১৪
জনাব হোসেন খালেদ	২০১৫-১৬
জনাব আবুল কাসেম খান	২০১৭-১৮

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি

নাম	সাল
জনাব এইচ এম সেকিল (মরহুম)	১৯৬৭-৬৮
জনাব এ সাত্তার কারাওয়াদিয়া (মরহুম)	১৯৭০-৭২
জনাব খোরশেদ আলম	১৯৭৩
জনাব এ এম এম শামছুল আলম	১৯৭৫
জনাব এম এ হক (মরহুম)	১৯৭৬
জনাব এম এ হক (মরহুম)	১৯৭৭-৭৮
জনাব এম এ খালেক (মরহুম)	১৯৭৮-৭৯
জনাব এম রেজা (মরহুম)	১৯৭৯-৮২
জনাব শামছুজ্জোহা খান (মরহুম)	১৯৮২-১৯৮৪
আলহাজ্ব আব্দুস সালাম	১৯৮৪-৮৫
জনাব মোঃ আলী হোসেন	১৯৮৫-৮৬
জনাব এ এম মুবাশ-শার	১৯৮৬-৮৮
জনাব এ এম মুবাশ-শার	১৯৮৯-৯০
জনাব মাসুদুর রহমান	১৯৯১-৯২
জনাব মাসুদুর রহমান	১৯৯২-৯৩
সৈয়দ জামিলুদ্দিন হায়দার	১৯৯৩-৯৪
জনাব সাজ্জাতুজ জুম্মা	১৯৯৪-৯৫
জনাব হোসেন আকতার	১৯৯৫
জনাব ফজলে আর এম হাসান, এফসিএ	১৯৯৬
জনাব আশরাফ ইবনে নূর	১৯৯৭
জনাব মাসুদুর রহমান	১৯৯৮
জনাব সাজ্জাতুল জুম্মা	১৯৯৯
জনাব এ এম মুবাশ-শার	২০০০
জনাব মাহবুব-উজ-জামান	২০০১
জনাব সাব্বির আহমেদ খান	২০০২
জনাব জাফর ওসমান	২০০৩
জনাব এ এম মুবাশ-শার	২০০৪
জনাব মঞ্জুর উর-রহমান (রাসকিন) (মরহুম)	২০০৫
জনাব হোসেন খালেদ	২০০৬
জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান	২০০৭
জনাব সালাহ্উদ্দিন আব্দুল্লাহ্ (মরহুম)	২০০৮
জনাব এম এস সেকিল চৌধুরী	২০০৯
জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান	২০১০
জনাব টি আই এম নূরুল কবীর	২০১১
জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ	২০১২
জনাব নেসার মাকসুদ খান	২০১৩
জনাব ওসামা তাসীর	২০১৪
জনাব হুমায়ুন রশিদ	২০১৫-১৬
জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ	২০১৭-১৮

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সহ-সভাপতি

নাম	সাল
জনাব ইসহাক আহমেদ	১৯৬৭-৬৮
জনাব মুখলেছুর রহমান (মরহুম)	১৯৭০-৭২
জনাব মুখলেছুর রহমান (মরহুম)	১৯৭৩
জনাব এম এ হক (মরহুম)	১৯৭৫
জনাব এ বি সিদ্দিকী	১৯৭৬
জনাব মোশাররফ হোসেন	১৯৭৭-৭৮
জনাব এম এ রাজ্জাক মিয়া	১৯৭৮-৭৯
জনাব মজিবুর রহমান	১৯৭৯-৮২
জনাব এ এ মনিরুজ্জামান	১৯৮২-৮৪
জনাব রমিজ উদ্দিন ফকির	১৯৮৪-৮৫
জনাব সায়েদুর রহমান (মরহুম)	১৯৮৫-৮৬
জনাব মাসুদুর রহমান	১৯৮৬-৮৮
জনাব এম এ খালেক (মরহুম)	১৯৮৯-১৯৯০
জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন মিয়া (মরহুম)	১৯৯১-৯২
জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন মিয়া (মরহুম)	১৯৯২-৯৩
জনাব খোরশেদ আলী মোল্লা	১৯৯৩-৯৪
জনাব মোঃ সিরাজউদ্দিন মালিক	১৯৯৪-৯৫
সৈয়দ তৌফিক আলী (মরহুম)	১৯৯৫
জনাব আবসার করিম চৌধুরী	১৯৯৬
জনাব মঞ্জুর হোসেন	১৯৯৭
জনাব জাফর ওসমান	১৯৯৮
জনাব নাসির হোসেন	১৯৯৯
জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা	২০০০
জনাব আবসার করিম চৌধুরী	২০০১
জনাব হোসেন খালেদ	২০০২-২০০৩
জনাব এম আবু হোরায়রাহ	২০০৪
জনাব হোসেন এ সিকদার	২০০৬
জনাব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক	২০০৭
খন্দকার শহীদুল ইসলাম	২০০৮
জনাব মোঃ সিরাজউদ্দিন মালিক	২০০৯-২০১০
জনাব নাসির হোসেন	২০১১
জনাব আবসার করিম চৌধুরী	২০১৩
খন্দকার শহীদুল ইসলাম	২০১৪
জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী	২০১৫
খন্দ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ	২০১৬
জনাব হোসেন এ সিকদার	২০১৭
জনাব রিয়াদ হোসেন	২০১৮

ডিসিসিআই'র ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত "ডেস্টিনেশন বাংলাদেশ" শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধনী সেশনের কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

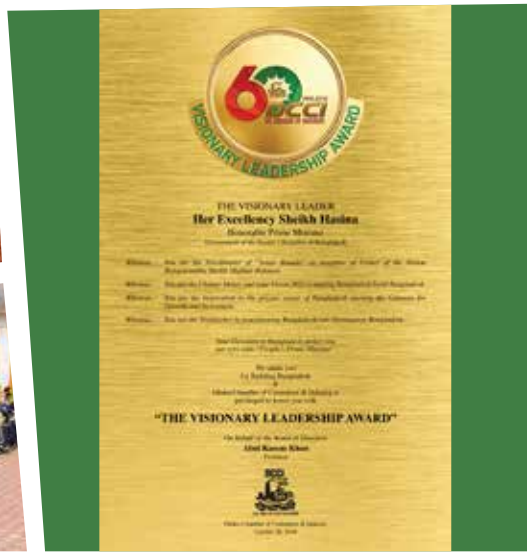

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন-২০১৮

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র সম্মানিত সদস্যবৃন্দ
সম্মানিত প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দ ও ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ
২০১৮ সালের পরিচালনা পর্ষদে আমার সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ
ডিসিসিআইয়ের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ
ভদ্র মহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ

আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ অপরাহ্ন

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে চেম্বারের ৫৭তম বার্ষিক সাধারণ সভায় আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির ৫৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার এই বিশেষ ক্ষণে, এক অনন্য প্রাপ্তি নিয়ে আমি আপনাদের জানাচ্ছি যে, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) গত ২৮ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে এর ৬০ বছর পূর্তি উদযাপন করেছে। আমাদের ৬০ বছর পূর্তি উদযাপন ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক মাইলফলক, কারণ জাতিসংঘের তিনটি মুখ্য শর্ত পূরণ সাপেক্ষে বাংলাদেশও একই সময়ে একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হিসেবে পরিণত হয়ে ওঠার পথে যাত্রা শুরু করেছে। চলতি বছরে, বেসরকারিখাতে উন্নয়নের জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতি আরও জোরালো হয়েছে এবং বাংলাদেশে বেসরকারিখাতের বৃদ্ধির জন্য আমাদের নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন অব্যাহত রয়েছে। ব্যবসায়িক নীতিমালায় নতুনত্ব আনায়ন, কর ব্যবস্থার সহজীকরণ, আন্তঃসীমান্ত ব্যবসা-বাণিজ্য সহজতর করা, ব্যবসা বান্ধব নীতিমালা প্রণয়ন, অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ বাড়ানো, জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, বন্দরসমূহের দক্ষতা উন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য শ্রমদক্ষতার মানোন্নয়ন এবং শিল্পখাত ও প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানের মধ্যবর্তী গবেষণাগত ব্যবধান কমিয়ে আনা; সর্বোপরি বিনিয়োগের জন্য উপযোগী পারিপার্শ্বিক ব্যবসা সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ডিসিসিআই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

আমি আত্মবিশ্বাসের সাথে বলতে চাই যে, আমাদের পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত পরিচালকগণ, সদস্য এবং ডিসিসিআই সচিবালয়ের ধারাবাহিক সমর্থন ও সহায়তায় আমি ডিসিসিআইয়ের বিদ্যমান অবস্থানকে এবং এর ভূমিকাকে আরও সুসংহত অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাহসী এবং শক্তিশালী প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে পেরেছি। এর মাধ্যমে আমি সম্মানিত সদস্যদের জন্য ডিসিসিআইয়ের ভূমিকা এবং বেসরকারিখাতে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ প্রেক্ষিতে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সামগ্রিক বক্তব্য আরো জোরালোভাবে উপস্থাপন করতে পেরেছি।

আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে আজকের এই ৫৭তম বার্ষিক সাধারণ সভায় ২০১৮ সালে গৃহিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সার-সংক্ষেপ আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই।

সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ ও ডিসিসিআই'র সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

যুক্তরাষ্ট্র-চীন ক্রমবর্ধমান ব্যবসায়িক উদ্বেগ, বহুপাক্ষিক ও অধিক আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ব্যবসা পদ্ধতির পরিবর্তন, যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হার বৃদ্ধি, foreign capital re-routing, বিশ্বব্যাপী মুদ্রামানের অবমূল্যায়ন, তেলের মূল্য বৃদ্ধি ইত্যাদি এখন বিশ্ব অর্থনীতিতে চিন্তার বিষয়; কারণ এগুলো উৎপাদন, ব্যয়/ভোগ এবং বিনিয়োগের প্রেক্ষিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

বিশ্ব অর্থনীতির অনিশ্চিত এই পরিস্থিতিতে, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) ২০১৮ সালের অক্টোবরে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে যে, ২০১৮ সালে বিশ্বব্যাপী প্রবৃদ্ধির নিম্নমুখিতা/নিম্নগামিতা ০.২% থেকে ৩.৭% এ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্বব্যাপী সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (এফডিআই) এর হারও ৪১% এ নেমে গিয়েছে। ২০১৮ সালের প্রথম ৬ মাসে এর মূল্যমান ছিল ৪৭০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০০৫ সালের পর থেকে সবচেয়ে নিম্ন পরিমান। অন্যদিকে, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও)'র হিসেবে দেখা গেছে যে, বিশ্বব্যাপী পণ্য বাণিজ্য ৩.৯% বৃদ্ধি পাবে, যা কিনা ২০১৮ সালের শুরুর দিকে প্রাক্কলন করা হয়েছিল ৪.৪%। বিশ্বব্যপি পণ্য বাণিজ্যের হার প্রাক্কলনের চেয়ে কম হবার একমাত্র কারন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বনাম চীনের মধ্যে প্রকটতর হয়ে ওঠা বাণিজ্যিক যুদ্ধ।

Annual Report of the Board of Directors of Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) for the Year 2018

Bismillahir Rahmanir Rahim

Distinguished Members of Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI)

Respected Former Presidents and Business Leaders

My Colleagues in the Board of Directors-2018

All Officials and Staff of DCCI

Ladies and Gentlemen

Assalamu Alaikum and a very good afternoon.

On behalf of the Board of Directors, I am delighted to welcome all of you to the 57th Annual General Meeting (AGM) of Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI).

On the eve of the 57th Annual General Meeting (AGM) of Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI), it provides me a unique opportunity to inform that Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) celebrated its 60th anniversary on 28 October 2018. Our 60th anniversary celebration was an important economic milestone as Bangladesh has started its graduation process to a developing economy, fulfilling three major eligibility criteria of the United Nations (UN) for qualification. During this year, our commitment towards private sector development consolidated stronger and we continued our leadership role in promoting private sector growth in Bangladesh through advocating pro-business enabling policy reforms, simplification of taxation systems, cross-border trade facilitation, improved policy design, increase infrastructure investment, ensure energy security, improve ports efficiency, scale up labor skills for decent employment and bridging the research gap between industry and academia for conducive investment climate and improvement of the overall business eco-system of Bangladesh.

It gives me immense confidence that with the continued support and cooperation from our distinguished Board of Directors, members and secretariat of DCCI, I was able to make bold and strong efforts to strengthen and expand role of DCCI in improving its services to members as well as raising collective voice of private sector in addressing the challenges associated with trade, business and investment.

On the occasion of 57th AGM, it gives me a great pleasure to present the summary of activities held and performed during the year 2018.

Distinguished Colleagues and Members of DCCI

Escalating US-China trade tension, potential shift away from a multilateral and rules-based trading system, interest rate hike by USA Federal Reserve, foreign capital re-routing, currency devaluation in major economies, increasing oil price are major concerns of global economy as these have started to threaten economic activities worldwide, adversely impact production, consumption and investment. Amidst growing global economic uncertainty, International Monetary Fund (IMF) in its latest report published in October 2018 revised the global growth downward by 0.2% to 3.7% in 2018. Global flows of foreign direct investment (FDI) also fell by 41% to USD470 billion in the first six months of 2018 which was lowest since 2005. In addition, WTO made a forecast that global trade in goods would grow by 3.9%, less than 4.4% forecasted in the beginning of 2018, due to downside risks becoming evident from direct economic effects of the US-China trade war.

সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ ও ডিসিসিআই'র সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

আন্তর্জাতিক প্রবৃদ্ধির এই হতাশাজনক চিত্র এবং ক্রমবর্ধমান বিশ্ব বাণিজ্যে উদ্বেগ থাকা সত্ত্বেও শক্তিশালী সামষ্ঠিক অর্থনৈতিক সূচকে ইতিবাচক নিয়ামকসহ বাংলাদেশ ৭.৮৬% জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। ৪১.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যমানের রপ্তানি, ৫৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যমানের আমদানি, ১৪.৯৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যমানের রেমিট্যান্স, ৬১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যমানের স্থানীয় বেসরকারি বিনিয়োগ, ২.৫৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যমানের বিদেশী বিনিয়োগ এবং ৩৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যমানের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আমাদের এই ডিডিপি প্রবৃদ্ধিকে আরও সুসংহত করেছে।

আন্তর্জাতিক মূদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) হিসেব অনুযায়ী, পারচেজিং পাওয়ার প্যারিটি (পিপিপি) অনুসারে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের ৩২তম এবং নমিনাল জিডিপি অনুসারে বিশ্বের ৪৩তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশকে এখন বিশ্বে দ্রুততম বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। বাংলাদেশ এখন ইতিহাসের অন্যতম অর্থনৈতিক পরিক্রমার মধ্যে যাচ্ছে এবং শীঘ্রই ২০২১ সালের মধ্যে দুই অংকের জিডিপি অর্জন, মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হতে পারবে। এই অগ্রগামী উন্নয়ন এবং ভবিষ্যতে প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা বিবেচনায় রেখে, ২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে এইচএসবিসি গ্লোবাল রিসার্চ অভিমত প্রকাশ করছে যে, ২০৩০ সালের মধ্যে জিডিপির এই বৃহত্তর বৃদ্ধি অব্যহত রেখে বাংলাদেশ ২৬তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হিসেবে পরিণত হবে।

সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ ও ডিসিসিআই'র সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

অর্থনৈতিক পরিসরে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হলেও বাংলাদেশ এখনো বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা এবং ব্যবসাবান্ধব পরিবেশের প্রেক্ষিত বিবেচনায় বৈশ্বিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে অনেক পেছনে রয়েছে, যা বাংলাদেশের প্রকৃত অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে বাধাগ্রস্ত করছে। বিশ্ব ব্যাংকের 'ডুয়িং বিজনেস ২০১৯' শিরোনামের প্রতিবেদনে ১৯০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৭৬তম, যেখানে ভিয়েতনামের অবস্থান ৬৯, ভারতের ৭৭, শ্রীলংকার ১০০, পাকিস্তানের ১৩৬ এবং আফগানিস্তানের অবস্থান ১৬৭তম। 'দ্য গ্লোবাল কম্পিটিটিভনেস রিপোর্ট ২০১৮' এবং 'লজিস্টিকস পারফরম্যান্স ইনডেক্স ২০১৮' প্রতিবেদনেও বাংলাদেশের অবস্থান হতাশাব্যঞ্জক। 'দ্য গ্লোবাল কম্পিটিটিভনেস রিপোর্ট ২০১৮' শীর্ষক প্রতিবেদনে ১৪০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১০৩ এবং 'লজিস্টিকস পার্ফরম্যান্স ইনডেক্স ২০১৮' প্রতিবেদনে ১৬০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১০০তম অবস্থানে রয়েছে। এই নিম্নমুখী অবস্থান এটাই নির্দেশ করে যে, বিভিন্ন মাপকাঠিতে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের থেকে পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ। সেইসাথে ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে পিছিয়ে থাকার কারণে বর্তমানে এফডিআই-এর চিত্র আশাব্যঞ্জক নয়, আর সে কারণে বেসরকারি বিনিয়োগ যা কি না জিডিপির ২৩.২৫%, তার চিত্রও সুখকর নয়।

এমন পরিস্থিতি থেকে বের হয়ে আসা আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরী। বিদ্যমান ২৩.২৫% বেসরকারি বিনিয়োগের পরিমান অন্তত ২৯%-এ উঠে আসা দরকার। ব্যবসায়িক পরিসরে স্থিতাবস্থা নিয়ে আসার জন্য এবং যথাযথ নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির জন্য যা করতে হবে তা হলো, বাণিজ্য বিষয়ক আইন ও নীতিমালার সংস্কার, বাণিজ্যিক খাতের সংস্কার, করের হার কমানো, সংশ্লিষ্ট আইনসমূহের সংস্কার, ব্যবসা করার পরিবেশ উন্নয়ন। এ কারণেই, ২০১৮ সালে ডিসিসিআই সরকারের বিভিন্ন মহলে নীতিসহায়তা আরও জোরদার করে যাতে করে সরকার একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সরকারী-বেসরকারী প্রতিনিধিত্বে **"জাতীয় কৌশল নির্ধারণ কমিটি"** গঠন করে। এ ছাড়াও বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগকে আকর্ষণের লক্ষ্যে ডিসিসিআই বিডা, বেজা এবং হাইটেক পার্ক অথরিটির আওতায় 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' বাস্তবায়নের বিষয়ে নীতিসহায়তা করে আসছে।

সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ ও ডিসিসিআই'র সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

একটি রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য অবকাঠামো উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে কারও কোন দ্বিমত নেই। আধুনিক এবং দক্ষ অবকাঠামো খাতের মাধ্যমেই প্রতিটি রাষ্ট্র এর উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করছে। এই আধুনিক এবং দক্ষ অবকাঠামোর অভাবেই আমরা আমাদের পূর্ণাঙ্গ উৎপাদন ক্ষমতা অনুধাবন করতে সক্ষম হচ্ছি না। স্বল্প বিনিয়োগ এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতা আধুনিক অবকাঠামো উন্নয়নে বড় অন্তরায়। প্রকৃতপক্ষে গত ২৫ বছরে বাংলাদেশে বেসরকারিখাতের প্রবৃদ্ধি সরকারিখাতের পরিকল্পনা এবং উন্নয়নকে বহুগুণে ছাপিয়ে গেছে। আমাদের প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে আমরাই যথেষ্ট অবহিত বিশেষ করে সীমিত সম্পদ ও প্রয়োজনের তুলনায় তার অসম বন্টন।

Distinguished Colleagues and Members of DCCI

Against the depressing picture of global growth and mounting trade tension, Bangladesh achieved a remarkable economic growth and crossed 7.86% threshold, with the key macro-economic indicators showing positive trends. The outstanding GDP growth driven by encouraging performance of USD41.5 billion export, USD59 billion import, USD14.98 billion remittance inflow, USD61 billion local private investment, USD2.58 billion FDI and USD33 billion foreign exchange is leading Bangladesh to move ahead on the development path at a rapid pace.

As per International Monetary Fund (IMF), today, Bangladesh is the 32nd largest economy in terms of Purchasing Power Parity (PPP) and the 43rd largest economy in terms of Nominal GDP, ranked as one of the fastest growing nations of the world. Bangladesh is truly positioned in a transition path in its history and can achieve double-digit growth rate to become a Middle-Income Country (MIC) by 2021 and a Developed Country by 2041. Acknowledging the rapid development and future growth potentials, HSBC Global Research in October 2018 projected that Bangladesh's GDP is likely to be the biggest mover, becoming the 26th largest economy in the world by the year 2030.

Distinguished Colleagues and Members of DCCI

Despite the commendable economic progress, Bangladesh stands far behind from its global competitors in terms of business competitiveness and ease of doing business condition which corrode the true economic potential of Bangladesh. Bangladesh is placed at the bottom, ranked 176th out of 190 countries, in the World Bank's "Doing Business 2019" report, whereas Vietnam ranked 69th, India 77th, Sri Lanka 100th, Pakistan 136th and Afghanistan 167th. The ranking of Bangladesh is also disheartening in the "The Global Competitiveness Report 2018" and "Logistics Performance Index 2018". In terms of overall country competitiveness, Bangladesh holds 103rd position in "The Global Competitiveness Report 2018" out of 140 countries and 100th position in the "Logistics Performance Index 2018" out of 160 countries. The poor rankings in these indices show that Bangladesh is lagging behind in most of the pillars of the competitiveness compared with other developing countries and lack of business enabling environment which are closely associated with current disheartening scenario in FDI and sluggishness of private investment which is hovering around 23.25% of GDP. We need to come out from this stagnant situation. The private investment needs to be scaled-up to 29% from the current level of 23.25%. For improving investment climate with policy continuity for improved predictability on business climate and confidence, actions involving- business deregulation, financial sector reforms, tax reduction, major legal reforms, cost and ease of doing business condition need serious improvements, and therefore, during the year 2018, DCCI strengthened its policy advocacy role with concerned government agencies for forming a high powered **"National Strategy Committee"** under a public-private initiative as well as implementation of "One Stop Service (OSS)" under BIDA, BEZA and Bangladesh Hi-Tech Park Authority (BHTPA) to improve business condition and encourage investment in Bangladesh.

Distinguished Colleagues and Members of DCCI

There is no debate about the importance of infrastructure in a nation's development. Every nation maximized its development pace with modern and efficient infrastructure. We are failing to realize our full growth potentials primarily due to lack of modern and efficient infrastructure. The key reasons for lack of modern infrastructure include low investment as well as delay in the project implementation. In fact, in Bangladesh, for the last 25 years, the private sector growth outpaced public sector planning and development. We know the limitation we face in terms of resources which resulted in limited allocation to infrastructure whereas requirement is much higher.

প্রবৃদ্ধি হার বৃদ্ধি করতে চাইলে বাংলাদেশের অবকাঠামোগত খাতে ইনভেস্টমেন্ট-জিডিপি'র হার বর্তমানের ৩.৬৪% থেকে অন্তত ৬%-৭% হারে উন্নীত করতে হবে বলে আমরা ধারণা করছি। প্রবৃদ্ধির চলমান ধারাকে অব্যাহত রাখতে হলে ২০৩০ সালের মধ্যে আমাদের অবকাঠামো, বন্দর ও জ্বালানী খাতে প্রায় ৩০০ থেকে ৩২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিনিয়োগ প্রয়োজন।

অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিনিয়োগকারীদের আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি, পারস্পরিক সহযোগিতা নিশ্চিত করা এবং বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার নিশ্চিত এবং পিপিপি'র আওতায় আরও অধিক হারে বেসরকারীখাতের অন্তর্ভূক্তি দরকার। এই লক্ষ্যে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) সরকারের কাছে একটি শক্তিশালী অবকাঠামো খাত সংক্রান্ত প্রকল্প পর্যবেক্ষণ কর্তৃপক্ষ গঠনের প্রস্তাব রেখেছে, যার নাম হলো–**'ন্যাশনাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড মনিটরিং অ্যাডভাইজরি অথরিটি (নিডমা)'**। এই কর্তৃপক্ষ সরকারি এবং বেসরকারি–দুই পরিসরকেই একইসাথে উপস্থাপন করবে। 'নিডমা' মূলত জাতীয় অবকাঠামো পরিকল্পনা প্রণয়নে কাজ করবে যেখানে বেসরকারিখাত আরও গভীরভাবে যুক্ত হতে পারে গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অবকাঠামো প্রকল্পসমূহ খুঁজে বের করতে। এ সকল প্রকল্প বেসরকারী অথবা সরকারী পর্যায়ে এমনকি পিপিপি'র আওতায় করা যেতে পারে।

সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ ও ডিসিসিআই'র সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

বর্তমানে যাত্রী এবং মালবাহী যানবাহনের পরিমাণ সড়কপথে বৃদ্ধি পাওয়ায় 'ঢাকা-চট্টগ্রাম ট্রান্সপোর্ট করিডোর' এর উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি হয়েছে এবং এ কারণে মালামাল সরবরাহের খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় নদীপথে কনটেইনার পরিবহনের খরচ সড়কপথে পরিবহন খরচের তিনভাগের এক ভাগ। ব্যয় সংকোচনের এই সুবিধা থাকা সত্ত্বেও, নদীপথের অবকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থাপনায় অপ্রতুলতার কারণে এখনো ৮৩% কনটেইনার সড়কপথেই পরিবহন করা হচ্ছে। সড়ক পরিবহন খাতে এই বিপুল পরিমানের ব্যয় যোগাযোগ ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধিতে একটি বিশাল বাধা, কারণ যোগাযোগের অন্যান্য মাধ্যম (নদী ও রেলপথ) উন্নয়ন ও নির্মাণে খরচ কিংবা ব্যবহারে ব্যয়; দুটোই অনেক কম। একটি নির্দিষ্ট যোগাযোগ খাতে এই অতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদানের বিষয়টি নজরে আনা উচিত এবং এর মাধ্যমে যোগাযোগ ও যাতায়াত সংশ্লিষ্ট অবকাঠামোকে সব ধরনের মাধ্যমে ভারসাম্যপূর্ণ হিসেবে বিনির্মাণ করা উচিত। ২০১৮ সালে আমরা সর্বোচ্চ পর্যায়ের নীতিনির্ধারক, সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান, রপ্তানিকারক ও আমদানিকারকদের মনোযোগ আর্কষণের বিষয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছি যাতে করে তারা অভ্যন্তরীণ নৌপথের সংযোগ পুনর্গঠনে গুরুত্ব দিতে পারেন। এ ক্ষেত্রে তারা যেন সময়োপযুগী নীতিমালা উদ্ভাবন ও প্রণয়ন, দীর্ঘমেয়াদী অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা, বন্দর ও নদীপথে বেসরকারিখাতের সংশ্লিষ্টতা ও গতিপথের অবকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্ব দেন, সে বিষয়ে চেষ্টা করেছি।

সেইসাথে চট্টগ্রাম বন্দরের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও পানগাঁও আভ্যন্তরীন কন্টেইনার টার্মিনালের পূর্ণাঙ্গ ব্যবহারের মাধ্যমে যাতে সড়কের উপর চাপ কমিয়ে আনা যায় সেজন্য আমরা নীতিসহায়তা প্রদান করে আসছি। এজন্য ডিসিসিআই'র নিজস্ব রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বিভাগকে সুনির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহের জন্য চট্টগ্রাম বন্দর, পানগাঁও আইসিটি এবং মীরসরাই ইকোনমিক জোনে সরাসরি ফিল্ড ভিজিটে প্রেরণ করেছে, যাতে করে ডিসিসিআই তার নীতি সহায়তা ভূমিকা আরও ফলপ্রসূভাবে পালন করতে পারে।

প্রতিযোগী পরিবহন সক্ষমতা বৃদ্ধি, টেকসই অবকাঠামো বিনির্মাণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে ডিসিসিআই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে **'ন্যাশনাল মেরিটাইম অ্যান্ড পোর্ট অথরিটি'** নামে একটি একক বন্দর কর্তৃপক্ষ প্রণয়নের সুপারিশ করেছে, যা কিনা বেসরকারীখাতের অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসেবে পরিগণিত হবে। ডিসিসিআই **'লজিস্টিকস অ্যান্ড ওয়্যারহাউজিং'** খাতকে একটি থ্রাস্ট সেক্টর হিসেবে বিবেচনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে কারণ পরিবহন যোগাযোগ খাতে অবকাঠামোগত দিক থেকে দক্ষিণ এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় বাংলাদেশের সংযোগসূত্র হয়ে ওঠার সক্ষমতা রয়েছে বলে আমরা মনে করি।

সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ ও ডিসিসিআই'র সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

পাট শিল্প বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। বাংলাদেশের পাটজাত পণ্যের বিশ্বজুড়ে সুনাম ও চাহিদা রয়েছে। পাট ও পাটজাত পণ্যের বিশ্বজুড়ে ব্যাপক চাহিদা থাকা সত্ত্বেও, এই খাতে আমাদের রপ্তানি আয় প্রত্যাশিত মাত্রার চেয়ে অনেক কম। পণ্যের বহুমুখীকরণ, গুণগত মান বৃদ্ধি এবং বাণিজ্যিকিকরণ এবং নতুন নতুন উদ্ভাবনের অপ্রতুলতার কারণে আমরা স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে পাটের যে ব্যাপক সম্ভাবনা; তার থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছি।

We project that Bangladesh needs to raise its infrastructure investment-GDP ratio to 6% - 7% from the present level of 3.64% if we want to accelerate our growth trajectory. In line with this growth trend, injection of USD300 to USD320 billion into the economy by 2030 for infrastructure development from road and port to energy will be required. To accelerate the infrastructure implementation, building investors' confidence, ensuring coordination, and to see the best use of investment, we need deeper engagement of the private sector in the development planning under public private platform. With this view, Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI), proposed the government to form a high-powered infrastructure project oversight authority named **"National Infrastructure Development and Monitoring Advisory Authority (NIDMAA)"** represented by the government and the private sector. The NIDMAA concept has also been presented to the Honorable Prime Minister Her Excellency Sheikh Hasina during the International Conference 'Destination Bangladesh'. We outlined that NIDMAA can work on developing a national infrastructure plan and prepare a blueprint for national infrastructure for deeper engagement of the private sector including indentifying infrastructure projects in a disciplined way under public sector, G2G and PPP arrangements.

Distinguished Colleagues and Members of DCCI

Currently, majority of the traffic for both passenger and cargo is moved on the road resulting in huge traffic congestion in 'Dhaka-Chattagram Transport Corridor' and increasing logistics cost. Today, cost to move container via the river from Chattagram to Dhaka is one third of that of road. Despite this huge cost benefit, about 83% containers are still moving on the road due to lack of infrastructure and poor connectivity in inland waterway. This massive investment in the road transport sector is a serious hindrance to transport efficiency as the other modes (Railway and Waterway) are cheaper to build and thus cost less to use. Such over emphasis on one sector approach needs to be re-addressed for creating stable transport infrastructure and in turn make a balanced transport system in the country. In 2018, we gave importance to draw the attention of highest level of policy makers, concerned government agencies, exporters and importers to reshape our connectivity fully utilizing Inland Waterways through timely policy formulation, long-term infrastructure development planning, maintaining navigability and advocating private sector engagement in ports and waterways infrastructure development.

We also intensify our policy advocacy role in finding ways to improve the operational efficiency of Chattagram port and fully utilization of Pangaon ICT to divert the container traffic from road to waterways. In this connection, we assigned our Research and Development Department to conduct fact finding study visiting physically Chattagram Port, Pangaon ICT and Mirsarai Economic Zone to strengthen our advocacy role with specific facts and figures.

In order to improve transport efficiency and competitiveness and creating a stable transport infrastructure, DCCI proposed to Prime Minister's Office to form a single port authority named **'National Maritime & Port Authority'** which will be an important milestone for private sector participation, in addition, we have also drawn the attention of concerned Ministry to consider **'Logistics and Warehousing'** sector as a thrust sector under key infrastructure development planning as Bangladesh has the potential to become gateway between South and Southeast Asia for transportation.

Distinguished Colleagues and Members of DCCI

Jute industry is an important industry of Bangladesh. Bangladeshi made jute goods have huge demand across the world. Despite huge demand of jute and jute goods, our export earnings from jute and jute goods is far below the expectation. We are lagging behind to reap the immense export potentials and local market of jute goods due to lack of product diversification, value addition and commercialization of innovative ideas.

২০১৮ সালের ইউএন এসডিজি এজেন্ডা অনুসারে, পাটের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে পাটকে 'গোল্ডেন পেপার' এ পরিণত করতে **সবুজ পাট থেকে পাল্প ও কাগজ** উৎপাদনের বিষয়ে ডিসিসিআই বলে আসছে। সবুজ পাট নির্ভর মণ্ড এবং কাগজ প্রস্তুত করা হলে ব্রাজিল থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত বনাঞ্চল রক্ষা করা সম্ভব হবে। আমরা লক্ষ করে দেখেছি পরিবেশ বান্ধব সবুজ পাট ব্যবহার করে পাল্প ও পেপার প্রস্তুত, উদ্ভাবনী দক্ষতা, কর্মসংস্থান সৃষ্ঠি এবং ক্ষুদ্র গ্রামীণ ক্লাস্টার ভিত্তিক উন্নয়ন এসডিজি'র ১২ নম্বর লক্ষ্যমাত্রাকে অর্জন করতে সহায়তা করবে। ২০১৮ সালে আমরা পাটকে অর্থনৈতিক পরিসরে **'নেক্সট গ্রোথ ড্রাইভার'** হিসেবে প্রচার করার চেষ্টা করেছি। এ উদ্দেশ্যে আমরা ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছি বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, ইউএসএআইডি এবং লোকাল এক্সপার্টদের সাথে, যাতে করে পাটের বৈচিত্র্যকরণের সাথে সাথে এই খাতে টেকসই উন্নয়ন সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। এই খাতের উন্নয়নের জন্য আমরা এরই মধ্যে যা যা করেছি তা আমি আনন্দের সাথে আপনাদের জানাচ্ছি–

- 'অপরচুনিটিজ অব দ্য জুট পেপার অ্যাক্ট অ্যান্ড জুট পাল্প অ্যান্ড জুট পাল্প প্রোডাকশন প্রসেস' শিরোনামের একটি গবেষণাপত্র প্রস্তুত করা হয়েছে।
- বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীনে ডিসিসিআই'র উদ্যোগে 'স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং ফর জুট সেক্টর (২০১৮-২০৪১)' শিরোনামের একটি টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করা হয়েছে। ডিসিসিআই'র বিভিন্ন মতামত সাপেক্ষে পাট খাতের দীর্ঘমেয়াদী এবং টেকসই উন্নয়নের যথাযথ কৌশল প্রণয়নের মাধ্যমে এই কমিটি কাজ করবে।
- পরিবেশবান্ধব পাটজাত পণ্য ব্যবহার বৃদ্ধির প্রচারণা জন্য বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে সাথে যৌথ উদ্যোগে 'জাতীয় পাট দিবস' উদযাপন করা হয়েছে।

সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ ও ডিসিসিআই'র সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

এসডিজি অর্জনে বেসরকারিখাতের ভূমিকা অগ্রগামী কারণ এসডিজি বেসরকারিখাতের জন্য ব্যবসার সুযোগ সৃষ্ঠির পাশাপাশি অনেক অনেক চ্যালেঞ্জও সৃষ্টি করেছে। চলতি বছরে, ডিসিসিআই এর সব ধরনের উদ্যোগের সাথেই এসডিজি বিষয়টিকে সম্পৃক্ত করেছে। এ ধরণের উদ্যোগ বেসরকারিখাতকেও বিভিন্ন কার্যক্রমে এসডিজিকে সম্পৃক্ত করার বিষয়ে অনুপ্রাণিত করবে বলে ডিসিসিআই মনে করে। ২০১৮ সালে আমরা 'পটেনশিয়াল রোলস অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস অব প্রাইভেট সেক্টর টু অ্যাচিভ সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট' শিরোনামের একটি গবেষণা পরিচালনা করা হয়েছে। এখানে আমরা এসডিজি (সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস) অর্জনে বেসরকারিখাতের ভূমিকা চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বরাবর কিছু সুপারিশ উপস্থাপন করেছি যেগুলো এসডিজি বাস্তবায়নে বেসরকারিখাতের অংশগ্রহণকে আরও কার্যকর করে তুলতে পারে। এ ক্ষেত্রে আমরা যে চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করেছি– (১) সাশ্রয়ী এবং নির্ভরযোগ্য জ্বালানি উৎস (২) অপ্রতুল প্রযুক্তি (৩) ব্যয়বহুল প্রস্তুতিমূলক প্রক্রিয়া (৪) জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব (৫) অনুপযোগী অবকাঠামো (৬) ব্যবসার জন্য অত্যধিক ব্যয় (৭) দূর্বল নীতি কাঠামো এবং (৮) প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার অভাব।

সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ ও ডিসিসিআই'র সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

বিশ্বব্যাপী হালাল পণ্যের বাজারে যথাযথ সহায়তা এবং উন্নয়নের অবকাশ পেলে বাংলাদেশের যথেষ্ট সাফল্যের সম্ভাবনা রয়েছে, যদিও এই বাজারে বাংলাদেশ এখনো পর্যন্ত কোনো বৃহত্তর শক্তি হয়ে উঠতে সক্ষম হয়নি। চলতি বছরে হালাল পণ্য সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক খাতে আমরা যথাযথ মনোযোগ দিয়েছি এবং বিশ্বব্যাপী হালাল পণ্যের যে বাজার রয়েছে সেখানে সুযোগগুলোকে খতিয়ে দেখার চেষ্টা করেছি। হালাল সার্টিফিকেশনের ক্ষেত্রে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) মালয়েশিয়া এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে একটি হালাল সার্টিফিকেশন এজেন্সি হিসেবে কাজ করতে আগ্রহী। এ বিষয়ে আমরা BIDA এবং BEZA এর মতো দুটি প্রতিষ্ঠানকেও যথাযথভাবে অবহিত করেছি, যাতে করে হালাল পণ্য উৎপাদন, প্রস্তুতকরণের ও বাজারজাতকরণের জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে স্থান বরাদ্দ দেয়া হয়।

সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ ও ডিসিসিআই'র সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,

সমসাময়িক অর্থনীতিতে শিল্প ও শিক্ষাকে একত্রীভূত করতে হবে কারণ বাংলাদেশ দ্রুত অর্থনৈতিক পরিবর্তন ও বিবিধ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করছে। শিল্পখাতের গতি ত্বরান্বিত করার জন্য বিভিন্ন পরিসরে পরিচালিত গবেষণাগুলোকে আরও বেশি সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন, যাতে করে শিল্প ও গবেষণার মধ্যবর্তী ব্যবধান কমে আসে। অর্থনীতিতে পরিবর্তনমূলক প্রেক্ষিতগুলো বেসরকারিখাত

Given the UN SDG agenda, in 2018, we put emphasis to make best use of jute and turn it into as the "Golden Paper" through using **green jute for pulp and paper** production. Green jute based pulp and paper making can help save forests from Brazil to Bangladesh. We worked out that "Goal 12 of SDG" can be realized through using eco-friendly green jute plants for producing pulp and paper promoting innovation, employment and small rural cluster based enterprise development as a sustainable production and consumption solution. In 2018, we have promoted jute as the **"Next Growth Driver"** for our economy and we have been working closely with Ministry of Textiles and Jute, USAID and local experts to accelerate Jute diversification and sustainable development of this sector. I am pleased to share with you that for development of this sector, we have already-

- Prepared a research paper titled "Opportunities of the Jute Paper Act and Jute Pulp & Jute Paper Production Process"
- With the initiative of DCCI, Technical Committee "Strategic Planning for Jute Sector (2018-2041)" has been formed under the Ministry of Textiles and Jute. With input from DCCI, this committee has been working on developing long term comprehensive strategy for development of this sector;
- Celebrated "National Jute Day" in collaboration with Ministry of Textiles and Jute as part of our continued efforts to increase the domestic use of environmental friendly golden fiber jute goods.

Distinguished Colleagues and Members of DCCI

Private sector is the forerunner and critical partner in realizing the SDG, which brings many challenges and opportunities for the private sector. During this year, DCCI has undertaken leading initiative to tag all activities of DCCI with SDG, which will encourage private sector to align their activities with SDG. We conducted a study in 2018 titled "Potential Roles and Challenges of Private Sector to Achieve Sustainable Development Goals (SDGs)" mapping the role of private sector to achieve SDG and presented a set of recommendations to prime Minister's Office for improved participation of Private sector in SDG implementation by addressing the challenges such as (1) affordable and reliable energy sources (2) inadequate technology (3) expensive compliance and preparedness measures (4) climate change impacts (5) outdated infrastructure facilities (6) high cost of doing business (7) weak regulatory framework including business process and (8) lack of institutional capacity.

Distinguished Colleagues and Members of DCCI

Bangladesh has the potential in the global Halal Market but needs the right support and market development strategy given that today we are not a major player in the Halal market. During this year, we gave comprehensive attention in developing the Halal centric business in Bangladesh and tap the emerging opportunities from global Halal market. Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) desires to work as a Halal certification agency with the help of expertise and knowledge acquiring from Malaysia and United Arab Emirates (UAE). We have also recommended BIDA and BEZA so that designated area can be allocated within the Economic Zones for producing Halal products.

Distinguished Colleagues and Members of DCCI

The engagement of industry and academia on contemporary economic affairs needs to go deeper due to rapid economic changes and challenges faced by Bangladesh. Various research works taking place at different levels need to be bridged to reduce research and industry gaps for our industrial acceleration. Impacts relating to shifts in economy including policy changes directly affect the private sector and its

এবং এর ভবিষ্যত সম্ভাবনাকে সরাসরি প্রভাবিত করে। এ কারণেই, চলতি ২০১৮ সালে আমরা **'রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন বাংলাদেশ (আরএনআই বাংলাদেশ)'** নামে একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরী করেছি, যাতে করে এই ধারণাকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া যায় যা ডিসিসিআই'র একটি স্বাধীন সত্ত্বা হিসেবে কাজ করবে। এটি নেতৃস্থানীয় এবং বিশেষজ্ঞদের পারস্পরিকভাবে সম্পৃক্ত করার একটি প্রচেষ্টা, যাতে করে তারা এই পরিসর নিয়ে নতুন ভাবনা এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারেন। একইসাথে এটি জাতীয় পর্যায়ে স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার জন্য যথাযথ ইন্ডাস্ট্রি-সংশ্লিষ্ট গবেষণা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করবে। আমরা মনে করছি যে বেসরকারিখাত এবং অর্থনৈতিক পরিসরের বৃহত্তর উন্নয়নের এই চিন্তাভাবনাগুলো একটি প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসার মাধ্যমে **'আরএনআই বাংলাদেশ'** পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করবে।

সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ ও ডিসিসিআই'র সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

আমরা সব সময়ই আমাদের সম্মানিত সদস্যদের যথার্থ সেবা এবং সুযোগ-সুবিধা প্রদানের বিষয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিই। আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাতে চাই যে, ডিসিসিআই'র ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে মতিঝিলের নিজস্ব ভবনে আমরা 'প্রেসিডেন্টস এক্সিকিউটিভ ফ্লোর' উদ্বোধন করেছি যেটি সর্বাধুনিক সুযোগসুবিধার সাথে নান্দনিক আভিজাত্যে গড়ে তোলা হয়েছে। এটি সবার কাছে, বিশেষ করে বিদেশী অতিথিদের কাছে ডিসিসিআই'র ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল করবে বলে আমরা আশা রাখি।

সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ ও ডিসিসিআই'র সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

আমাদের বেসরকারিখাতে জাতীয় বাজেট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা পালন করে। ব্যবসা-বাণিজ্যকে চাঙ্গা করতে, বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং ব্যবসায় আত্মবিশ্বাস সৃষ্টিতেও জাতীয় বাজেট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের জন্য সুপারিশ প্রণয়নকালে ডিসিসিআই ৪টি বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করেছে যেমন ক্ষমাতায়ন, উৎসাহ, অন্তর্ভূক্তকরণ এবং পরিবেশ। বাজেট সম্পর্কে সুপারিশের ক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং এসডিডিজি বাস্তবায়নের জন্য বেসরকারিখাতে যথাযথ সংযুক্তি ইত্যাদি বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেয়া হয়। প্রথমবারের মতো ডিসিসিআই বাজেটে অন্তর্ভূক্তির জন্য প্রণীত সুপারিশমালা দিয়ে একটি বুকলেট তৈরী করা হয় যাতে ট্যাক্স, ভ্যাট, এডিপি, বিদুৎ ও জ্বালানী, যোগাযোগ অবকাঠামো, শিল্প, অর্থনৈতিক বাজার এবং পিপিপি নিয়ে ৪১টি সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রকাশ করা হয় সর্বমহলে সমাদৃত হয়।

এ ছাড়াও, বাজেটে ডিসিসিআই'র সুপারিশমালা অন্তর্ভূক্তির জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনার পাশাপাশি 'দৈনিক সমকাল' এবং 'চ্যানেল ২৪' এর যৌথভাবে ডিসিসিআই একটি **'লাইভ প্রি-বাজেট ডিসকাশন'** আয়োজন করে। এটি গত ১২ মে, ২০১৮ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) অনুষ্ঠিত হয় যাতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত, এমপি।

অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আমাদের বাজেট সুপারিশে ডিভিডেন্টের উপর আয়ের ক্ষেত্রে বহুস্তর বিশিষ্ট কর ব্যবস্থা, ভ্যাট ব্যবস্থার সহজীকরন, ট্রাংকেটেড ভ্যাট হারের হ্রাস, ট্যাক্স নেট বৃদ্ধি, ট্যাক্স-জিডিপি আনুপাতিক হার বৃদ্ধি, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কর্পোরেট ট্যাক্স হ্রাস, জিডিপির আনুপাতিক হারে অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, দক্ষ বন্দর ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেয়া হয়।

সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ ও ডিসিসিআই'র সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

'বাংলাদেশ গড়ছে বাংলাদেশ'– এই স্লোগানকে সামনে রেখে ডিসিসিআই এর ৬০ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে, **'ডেস্টিনেশন বাংলাদেশ'** শিরোনামের একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। এতে 'গেটওয়ে টু গ্রোথ অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট' শিরোনামের একটি প্লেনারি সেশন এবং (১) এসডিজি বাংলাদেশ (২) ইনফ্রাস্ট্রাকচার বাংলাদেশ-প্রাইভেট সেক্টর এনগেজমেন্ট (৩) ইনফ্রাস্ট্রাকচার বাংলাদেশ-ফাইন্যান্সিং দ্য ফিউচার (৪) সাসটেইনেবল জুট পাল্প পেপার অ্যান্ড জুট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট (৫) ইনভেস্টমেন্ট বাংলাদেশ-এফডিআই অপরচুনিটিজ এবং (৬) ইনোভেশন অ্যান্ড ডিজিটাল' বাংলাদেশ শিরোনামের ৬টি থিমেটিক সেশনের আয়োজন হয়েছে।

সম্মেলনটি উদ্বোধন করেছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এই সম্মেলনের মূল লক্ষ্য ছিল ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রধান করণীয়গুলো চিহ্নিত করা। বিষয়গুলো নির্ধারিত করা হয়েছে বর্তমান প্রেক্ষিত এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক, অবকাঠামোগত বিভিন্ন কর্মসূচির সাপেক্ষে জনগণের জীবনকে উন্নততর হিসেবে গড়ে তোলা।

future potentials. Therefore, we, in 2018, created a concept **"Research and Innovation Bangladesh (RNi Bangladesh)"** aiming to transform this concept into an institutional shape and establish it as an independent entity of DCCI. This will begin not only the process of engaging leaders and specialists in the economic arena to unveil new and improved way of thinking but also help bridge understanding among the stakeholders especially bringing the industry centric research approach within the country. We feel that RNi Bangladesh will be the pioneer in bridging such understanding for the greater benefit of the private sector and the economy.

Distinguished Colleagues and Members of DCCI

We always give priority to provide excellent services and facilities to our valued members. I am delighted to inform you, on the occasion of celebration of 60th anniversary of DCCI, we have inaugurated "President's Executive Floor" with state-of-the-art facilities at our own building in Motijheel. This will elevate the image of DCCI especially to our foreign delegates.

Distinguished Colleagues and Members of DCCI

Our National Budget plays an important role for boosting private sector business, investment and reinvigorating business confidence. In formulating the recommendations of National Budget for FY2018-19, DCCI objectively focused on policies geared towards 4Es-Empowerment, Encouragement, Engagement and Environment. The goal of the DCCI's National Budget recommendations were: increasing private investment, employment generation and private sector engagement in realizing SDG. For the first time ever, DCCI published "Budget Proposals Booklet for FY2018-19" encompassing 41 specific recommendations covering income tax, VAT, Annual Development Program (ADP), Power & Energy, Communication infrastructure, Industry, Financial market and PPP.

In addition to budget meetings with Ministry of Finance, National Board of Revenue, Ministry of Planning, DCCI in collaboration with 'The Daily Samakal' and 'Channel 24' organized a **"Live Pre-budget Discussion"** at Bangabandhu International Conference Centre (BICC) on 12th May, 2018 where Honorable Finance Minister Mr. Abul Maal Abdul Muhith, MP was present as the chief guest.

It is our pleasure to inform you that based on our budget proposals multilayer taxation on dividend income, simplification of VAT reducing truncated VAT slabs, increase of tax net and tax-GDP ratio, reduction of corporate tax for bank and financial institutions, increase infrastructure investment to GDP, efficiency of port capacity were addressed by the Government.

Distinguished Colleagues and Members of DCCI

To celebrate our 60th anniversary with a registered trademark slogan "**Bangladesh is Building Bangladesh"**, we organized an International Business Conference titled **"Destination Bangladesh"** with One (1) plenary session- Gateway to Growth and Investment and Six (6) thematic sessions - (1) SDG Bangladesh (2) Infrastructure Bangladesh - Private Sector Engagement (3) Infrastructure Bangladesh - Financing the Future (4) Sustainable Jute Pulp Paper and Jute Sector Development (5) Investment Bangladesh - FDI Opportunities and (6) Innovation & Digital Bangladesh.

The Conference was inaugurated by Her Excellency Sheikh Hasina, Honorable Prime Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh. The main objective of the program was to set priorities to move further to transform the country into a developed country by 2041 based on the present foundation and thus streamline in several areas of economic, social, infrastructural activities for a decent life of the population of the country.

এই সম্মেলনে বাংলাদেশের শিল্প-বাণিজ্য-ব্যবসায়িক পরিসরের বিভিন্ন সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করেছেন দেশ-বিদেশের ৫০ জনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বক্তা। এই দিনব্যাপী সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন দেশ-বিদেশের প্রায় ৯০০ জন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব যার মধ্যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ, সংসদ সদস্য, ব্যবসায়িক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব, গবেষক, শিক্ষক, অর্থনীতিবিদ, বিদেশ থেকে আগত অতিথিবৃন্দ, সরকারী উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, বেসরকারিখাতের প্রতিনিধি, শিল্প মালিকগণ। এই সম্মেলনে উদ্ভূত মুখ্য সুপারিশসমূহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে যথাযথভাবে অবহিত করা হয়েছে।

ডিসিসিআই'র সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

আপনারা নিশ্চয়ই অবগত যে চলতি বছরের পুরো সময় ধরেই ডিসিসিআই বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়োপযুগি সেমিনার, গোলটেবিল আলোচনা, সাক্ষাৎকার এবং আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করেছে। অনুষ্ঠানগুলো ডিসিসিআই'র ১৮টি স্ট্যান্ডিং কমিটি এবং ৪টি বিশেষ কমিটির সুপারিশের আলোকে বেসরকারিখাতের উন্নয়নের জন্য আয়োজন করা। উল্লিখিত অনুষ্ঠানগুলো আয়োজন করার সময় আমরা যে অর্থনৈতিক ভিত্তিগুলোর দিকে মনোযোগ দিয়েছি তা হলোঃ ব্যবসায়ের পরিবেশের উন্নয়ন, অর্থনৈতিক খাতের সংস্কার, কর ব্যবস্থা সহজীকরণ, এসএমই'র জন্য অর্থায়নের ব্যবস্থা, অবকাঠামো অর্থায়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদী বিকল্প পন্থার অনুসন্ধান, লজিস্টিকস সার্ভিসের উন্নয়ন, অভ্যন্তরীণ জলপথের অনুসন্ধান, সমুদ্র বন্দরসমূহের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি, পাটের বহুমুখীকরণ, রপ্তানিপণ্যের বহুমুখীকরণ, জ্বালানি নিরাপত্তা, বৈশ্বিক হালাল পণ্যের বাজারে বাংলাদেশের সম্ভাবনা অনুসন্ধান, উন্নততর উৎপাদনের জন্য কৃষিখাতে প্রযুক্তির প্রচার ও প্রয়োগ এবং বেসরকারিখাতকে এসডিজির লক্ষ্যসমূহের সাথে যথাযথভাবে সম্পৃক্তকরণ।

পুরো বছর ধরে আমরা মাননীয় অর্থমন্ত্রী, বাণিজ্যমন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী, বিডা এর নির্বাহী চেয়ারম্যান, বেজা এর নির্বাহী চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, পিপিপি অথরিটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, মাননীয় প্রধানন্ত্রীর কার্যালয়ের মূখ্য সচিব, মাননীয় প্রধানন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি অ্যাফেয়ার্সের প্রধান সমন্বয়কারীর সাথে সাক্ষাৎ করেছি, যার উদ্দেশ্য ছিল ব্যবসায়িক পরিবেশের উন্নয়নের জন্য যথাযথ প্রচেষ্টা করা। এই সাক্ষাৎগুলোয় যে বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু বিষয় নিম্নরুপ–

সামগ্রিক ব্যবসায়িক পরিবেশ

- বিশ্বব্যাংকের 'ডুয়িং বিজনেস ইনডেক্স' এ বাংলাদেশের অবস্থান উন্নয়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ
- বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে উপযোগী নীতিমালা প্রণয়ণ এবং এসএমই খাতে সহায়তা প্রদানের করণীয় নির্ধারণ
- ব্যবসাবান্ধব কর নীতিমালা প্রণয়ন এবং কর্পোরেট ট্যাক্সের হার কমানো
- সংশ্লিষ্ট নীতিমালার ধারাবাহিকতা যেমন শিল্প, কৃষি, পাট, আইসিটি, কর এবং অন্যান্য খাতের যথাযথ সমন্বয় এবং ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।
- দক্ষ এবং উপযুক্ত জনশক্তির মাধ্যমে পরিচালিত কার্যকর 'ওয়ান স্টপ' সার্ভিসের ব্যবস্থা করা
- যেসব শ্রমঘন সানসেট ইন্ডাস্ট্রি স্থান পরিবর্তনের উপযোগী নতুন স্থান খুজছে, তাদের যথাযথ সুযোগ প্রদান করা

শিল্প

- তৈরী পোষাক খাতের মত চামড়া, পাদুকা, জাহাজ নির্মান, পাট ও পাটজাত পণ্য, কৃষি প্রক্রিয়াকরণ, হালকা শিল্প এবং আইসিটি খাতে পণ্যের বহুমুখীকরণের স্বার্থে কর রেয়াত সুবিধা, আর্থিক ও অর্থ বহির্ভূত প্রণোদনা প্রদান
- বাজারে এসএমই খাতের সহজ প্রবেশ ও অর্থায়ন তরান্বিত করা
- মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হলে জিএসপি সুবিধা ত্যাগের বিষয়ে পূর্বে থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ বিষয়ে করনীয় নির্ধারণ

অর্থনৈতিক খাত

- ঋণের সুদের এক ডিজিটে নামিয়ে আনা এবং খেলাপী ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা
- 'মানি লোন কোর্ট অ্যাক্ট ২০০৩' আইনের সংশোধন 'মানি লোন কোর্ট' বিষয়ে উচ্চ আদালতে একটি বেঞ্চ তৈরী করা যাতে করা আইন এবং ঋণ আদায়ে আইনি জটিলতা দূর করা
- জমে থাকা মামলার দ্রুত সমাধান এবং অনাদায়ী ঋণ আদায় দ্রুততর করতে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর) প্রবর্তন
- পুঁজিবাজারকে চাঙ্গা করে তোলা, লাইসেন্সপ্রাপ্ত গ্রিন ফিল্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রোজেক্টসমূহকে পুঁজিবাজারে অন্তর্ভূক্তিতে অনুমতি প্রদান, বিশেষায়িত পিপিপি অবকাঠামো বন্ড এবং বন্ড মার্কেট ডেভেলপমেন্টসহ বন্ড মার্কেটকে কর্মচঞ্চল রাখার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ

Around 50 impressive lines of speakers from home and abroad discussed the various opportunities and challenges faced by the business and industry in Bangladesh. About 900 participants comprising Hon'ble Ministers, Members of Parliament, Eminent Business leaders, Researchers, Academicians, Economists, Foreign dignitaries, Policy makers, Private sector representatives, Industrialists and Senior Government officials from home and abroad joined the day-long conference. Major recommendations emerged from the Conference were shared with the Prime Minister's Office and concerned Ministries.

Distinguished Members

You are also aware that, throughout the year, DCCI has organized a number of important and timely events including seminars, roundtable discussions, call on meetings and international conference with the objectives of critical reforms for private sector development based on recommendations of the 22 Standing Committees (of which 4 were special committees). While organizing aforementioned events, we focused on core areas of growth pillars of the economy such as improving doing business environment, financial sector reform, simplification of tax system, access to finance for SMEs, exploring alternative long-term source for infrastructure financing, improve logistics services, explore inland waterways, enhance capacity of sea-ports, Jute sector development through diversification, export diversification, energy security, exploration of global Halal market potential, promoting technology in agriculture for improved productivity and value addition and aligning private sector with SDG etc.

During this year, we called on honorable Finance Minister, Commerce Minister, Planning Minister, Housing & Public Works Minister, Executive Chairman of BIDA, Executive Chairman of BEZA, Chairman NBR, Governor of Bangladesh Bank, CEO of PPP Authority, Principal Secretary of Prime Minister's Office, Principal coordinator of SDG Affairs of Prime Minister's Office with a view to facilitating improved business environment. Some of the important issues discussed during the call on meetings are noted below:

Overall Business Environment

- Effective measures to improve the position of Bangladesh in "Doing Business Index" of the World Bank.
- Creating enabling policy to increase private investment and support SMEs through policy measures.
- Business friendly tax policy and reduction of corporate tax rate.
- Policy continuity, consistency and cohesiveness e.g. Industrial Policy, Agriculture policy, Jute Policy, ICT policy, Tax policy and other Policies should have coordinated role.
- Effectively introduce integrated one stop service, equipped with skilled and expert human resources.
- Accommodate the labor intensive sunset industries of those countries which are looking for competitive business destination for relocation.

Industry

- Replicate the 'Success Model of RMG' encompassing preferential tax benefit, fiscal and non-fiscal incentives to leather & footwear, shipbuilding, jute & jute goods, agro processing, light engineering and ICT sectors to diversify our export basket.
- Empower SMEs for improving access to market and finance.
- Preparation for GSP plus as Bangladesh will lose GSP facility upon becoming a Middle-Income Country.

Financial Sector

- Reduce lending rate to single digit and control growing NPL.
- Reform the "Money Loan Court Act 2003" and introduce a High Court bench on "Money Loan Court" to ease regulatory bars and procedural complications to expedite the loan recovery process.

জ্বালানি ও অবকাঠামো

- অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে সুবিধা প্রদান, ফরওয়ার্ড ও ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্পে যথাযথ সাপ্লাই চেইন বাস্তবায়ন, নদীপথের আন্তসংযোগ, বন্দরের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আঞ্চলিক ভ্যালু চেইন সংযোগ সহজতর করা।
- ঢাকা এবং চট্টগ্রাম ট্রান্সপোর্ট করিডোরে যানবাহনের চাপ নিরসনে পদক্ষেপ
- নতুন অফ-শোর এবং অন-শোর গ্যাসক্ষেত্র অনুসন্ধানের জন্য বাপেক্সকে শক্তিশালী করে তোলা

সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগ প্ল্যাটফর্ম

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অধীনে সরকারি এবং বেসরকারিখাতের প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে "National Infrastructure Development and Monitoring Advisory Authority" (NIDMAA) নামে একটি নিয়ন্ত্রক ও পর্যবেক্ষণকারী কর্তৃপক্ষ সৃষ্টি করা, যা অবকাঠামো প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতা নিরসনে কাজ করবে।
- সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগের আওতায় 'জাতীয় কৌশল নির্ধারণ কমিটি' তৈরী করা, যার কাজ হবে ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি এবং বিনিয়োগ আকর্ষণ
- 'রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন' (আরএনআই) প্ল্যাটফর্মের সৃষ্টি, যাতে করে শিল্প-শিক্ষা সমন্বয়ে গবেষণা, সাধারণ গবেষণা ও উদ্ভাবনে একটি সমন্বিত প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে।

আঞ্চলিক সংযোগ

- ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, আসিয়ান, সিআইএসভূক্ত রাষ্ট্রসমূহ, লাতিন আমেরিকার রাষ্ট্রসমূহের আমাদের পরীক্ষিত বাণিজ্য সহযোগীদের সহায়তায় বাণিজ্যিক অংশীদারিত্ব মজবুত করে তোলা
- আসিয়ান অর্থনৈতিক অঞ্চলে সদস্য হিসেবে স্থান পাওয়ার জন্য গুরুত্ব দেওয়া
- মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য প্রক্রিয়া দ্রুত করা

চলতি বছরে বিভিন্ন সেমিনার এবং গোলটেবিল আলোচনা থেকে প্রাপ্ত মতামত ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে আমরা ব্যবসায়িক পরিবেশ উন্নয়নের জন্য 'রিফর্ম এজেন্ডা' প্রস্তুত করেছি। এই এজেন্ডা যথাযথভাবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে পেশ করা হয়েছে। একইসাথে পুরো বিষয়টি ডিসিসিআই'র সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তরফ থেকেও মনোযোগ সহকারে তদারকি করা হয়েছে। 'রিফর্ম এজেন্ডা' যে বিষয়গুলোতে নজর দিয়েছে তা হলো–

- বিনিয়োগ আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্য নীতিমালার সংস্কার
- কর পদ্ধতির সহজীকরণ এবং কর্পোরেট ট্যাক্স কমানো
- প্রবৃদ্ধি এবং বিনিয়োগের প্রবেশদ্বার হিসেবে বাংলাদেশকে সুপরিচিত করে তোলা
- অবকাঠামোগত চ্যালেঞ্জ যেমন ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক, চট্টগ্রাম বন্দর, মংলা বন্দর, পানগাঁও আইসিটি এবং অভ্যন্তরীণ নৌপথের সংস্কার
- শিল্পে জ্বালানী নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ
- রপ্তানি পণ্যের বহুমুখীকরণ এবং পাটখাতের উন্নয়ন
- ব্যবসার ব্যয় হ্রাস, প্রক্রিয়া সহজীকরণ এবং ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রণয়ন করা
- মাইনরিটি প্রোটেকশন, ব্যক্তিগত অঙ্গীকার/জামিন/পার্সোনাল গ্যারান্টি, সিঙ্গেল শেয়ারহোল্ডিং কোম্পানি, ই-ভোটিং ইত্যাদি বিষয় আমলে রেখে 'কোম্পানি আইন ১৯৯৪' এর আধুনিকায়ন
- দক্ষতা উন্নয়ন
- গবেষণা ও উদ্ভাবন
- এসডিজি অর্জনে বেসরকারিখাতকে সম্পৃক্ত করা
- বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ সম্প্রসারণের জন্য আঞ্চলিক সংযোগের কার্যকর প্রচারণা

- Make Alternative Dispute Resolution (ADR) mandatory to reduce the huge backlog of cases and ensure quick recovery of huge money currently stuck in lengthy court procedure.
- Revival of capital market, allow enlisting licensed green field infrastructure project in capital market; bond market development and specialized PPP Infrastructure Bond and other realistic initiatives to make the bond market vibrant.

Infrastructure & Energy

- To fully implement and get benefit out of Economic Zone operation, the supply chain network in both forward and backward linkage are essential including local waterways connectivity, port capacity, ICD and ICT for easy connection with local and regional value chain.
- Improve traffic congestion between Dhaka and Chattagram Transport Corridor.
- Strengthen BAPEX to explore new off-shore and on-shore gas fields.

Public Private Platform

- Formulation of Infrastructure Monitoring Authority "National Infrastructure Development and Monitoring Advisory Authority" (NIDMAA) with participation of public and private sector representatives, headed by Honorable Prime Minister to overcome infrastructural project implementation delay.
- "National Strategy Committee" under a public-private initiative to improve business condition and encourage investment.
- "Research and Innovation (RNi)" platform to promote research and innovation activities as well as strengthen industry-academia research collaboration.

Regional Connectivity

- Strengthening trade partnership with EU, ASEAN, CIS Latin American countries along with our tested leading trade partners.
- Set priority to be in ASEAN economic bloc as a member.
- Fasten the process of FTA implementation.

During the year, we have charted the 'Reform Agenda' to improve doing business environment, based on the outcome of the different seminars and roundtable discussions organized by DCCI. The 'Reform agenda' emerged as recommendations from the seminars submitted to the concerned Ministries and Government Agencies, subsequently, which were also followed-up by the Management of DCCI. The 'Reform agenda' focused on the following critical areas:

- Policy reforms to attract more investment.
- Reduce corporate tax and simplification of taxation systems.
- Branding Bangladesh as the gateway to growth and investment.
- Infrastructural challenges including Dhaka- Chattagram Highway, Chattagram Port, Mongla Port, Pangaon ICT and inland waterways.
- Energy security for industries.
- Export diversification and jute sector development.
- Reducing cost of doing business, easing the business process and implementing one stop service (OSS).
- Modernize the Companies Act 1994 including minority protection, personal guarantee, single shareholding company and e-voting.
- Skill development initiative.
- Research and Innovation process.
- Engage private sector to achieve SDGs.
- Promoting regional connectivity for expanding trade and investment.

ভদ্র মহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ

২০১৮ সালে যাদের আমরা হারিয়েছি, ডিসিসিআই পরিবারের পক্ষ থেকে আমি তাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব সৈয়দ তৌফিক আলী, রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বিভাগের জুনিয়র অফিসার জনাব মোঃ জহিরুল হক, ডিসিসিআই মাসিক 'রিভিউ' এর সম্পাদক জনাব রহমান জাহাঙ্গীর, ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ আলাউদ্দিন মালিকের বড় ভাই জনাব আশরাফউদ্দিন মালিক, ঢাকা ডিসেন্ট্রালাইজেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য আলহাজ্ব আহসানুল হকের স্ত্রী মোসাম্মাত শাহ মোরশেদা বেগম, ডিসিসিআই'র সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ-এর ভগ্নিপতি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. সৈয়দ ফজলে রহিম, ডিসিসিআই সদস্য কবি লিলি হক-এর মাতা, ডিসিসিআই'র ইলেকট্রিশিয়ান জনাব বেনজীর আহমেদ নান্নুর মাতার মৃত্যুতে ডিসিসিআই'র পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়েছে।

এছাড়াও ঢাকা চেম্বারের পক্ষ থেকে এফবিসিসিআই'র সাবেক ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব আবুল কাশেম আহমেদ, দ্য ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস পত্রিকার সম্পাদক জনাব এএইচএম মোয়াজ্জেম হোসাইন, দৈনিক সমকালের সম্পাদক জনাব গোলাম সারওয়ারের আকস্মিক মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়।

ডিসিসিআই সকল শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের নিকট শোক প্রকাশ করেছে এবং গভীর সমবেদনা জানিয়েছে।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

স্ববিস্তারে বর্ণনার পূর্বে আমি চেম্বারের ২০১৮ সালের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম ও প্রাপ্তি সম্পর্কে আপনাদের অবহিত করতে চাই।

ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই)

ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই) প্রতি বছরের ন্যায় এবারও তার বাৎসরিক ট্রেনিং ক্যালেন্ডার মোতাবেক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সুচারুভাবে পরিচালনা করছে এবং ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার (আইটিসি), জেনেভা-এর সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট কোর্স যথারীতি পরিচালনা করছে। সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট কোর্সের ২৩তম ব্যাচ ২০১৮ সালের জানুয়ারী-জুন মাসে এবং ২৪তম ব্যাচ জুলাই-ডিসেম্বর মাসে চালু করা হয়েছে, যেখানে যথাক্রমে ৫২ ও ৩৮ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছেন। উল্লেখ্য যে গত ৩১ অক্টোবর থেকে ০২ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে বেইজিং-এ আইটিসি কর্তৃক আয়োজিত সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট গ্লোবাল নেটওয়ার্ক রাউন্ডটেবিল ২০১৮ এ ডিবিআইকে "বেস্ট ট্রেনিং সাপোর্ট ইন্সটিটিউশন এ্যাওয়ার্ড-২০১৮" প্রদান করা হয়েছে যা ডিবিআই এর সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট কোর্সের আন্তর্জাতিক মান ও দক্ষ পরিচালনার স্বীকৃতি স্বরূপ একটি বিশেষ অর্জন।

ডিবিআই ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে (অক্টোবর থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) ২৩টি স্বল্পমেয়াদী ট্রেনিং কোর্স পরিচালনা করেছে, যেখানে ২৭৮ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছেন। একই সময়ে ২৭টি ওয়ার্কশপ পরিচালনা করে, যেখানে ৩৭৫ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছেন।

ডিবিআই এ বছর "পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ" এবং "আইন ও সালিশ কেন্দ্র" এর চাহিদা মোতাবেক যথাক্রমে "অফিস ম্যানেজমেন্ট ও ফাইলিং সিস্টেম" এবং "ম্যানেজিং একাউন্টস-বেস্ট প্রাকটিসেস" শীর্ষক দু'টি কর্পোরেট ট্রেনিং আয়োজন করেছে। এছাড়াও ডিসিসিআই-ইউএসএআইডি প্রকল্পের অর্থায়নে "প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট", "ডিজাইনিং এন্ড ম্যানুফ্যাকচারীং অব ডাইভারসিফাইড হাই-এন্ড জুট প্রোডাক্টস", "ট্রেনিং অব টেইনারস অন সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট" এবং "ব্যাংক্যাবল প্রজেক্ট প্রোপোজাল প্রিপারেশন" বিষয়ে মোট ৪টি প্রশিক্ষণ সফলভাবে আয়োজন করেছে। ডিবিআই "মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট", "ফিন্যানসিয়াল ম্যানেজমেন্ট" এবং "হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট" শীর্ষক ৩টি ৬মাসের প্রোফেশনাল সার্টিফিকেট কোর্স আয়োজনের নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যার ভর্তি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও, "ইনকাম ট্যাক্স ম্যানেজমেন্ট" ও কাস্টমস এ্যান্ড ভ্যাট ম্যানেজমেন্ট" শীর্ষক ২টি প্রোস্ট গ্রাজুয়েশন ডিপ্লোমা প্রদানের উদ্যোগ শীঘ্রই গ্রহণ করা হবে। ডিবিআই প্রথমবারের মত নিউজলেটার প্রকাশের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যার ২টি সংখ্যা ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে এবং ৩য় সংখ্যা শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

ডিবিআই কলেজ-এর কার্যক্রম

ডিবিআই কলেজ-এর প্রতিষ্ঠা লগ্ন হতে তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য ডিবিআই গভর্নিং বডি, স্ট্যান্ডিং কমিটি, ওয়ার্কিং কমিটি এবং ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সাথে নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ডিবিআই কলেজের শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত এবং পেশাগত সাফল্যের জন্য অনুপ্রেরণা ও প্রনোদনামূলক ব্যতিক্রমধর্মী এবং ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদান করে।

এ কলেজের শিক্ষার্থীর সংখ্যা আরো বৃদ্ধির জন্য নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর সাথে জড়িত সকল পৃষ্ঠপোষক কলেজের সার্বিক উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এ কলেজ কর্তৃক বিবিএ কোর্স পরিচালনার বিষয়ে অত্যন্ত আশাবাদী। কলেজের কাউন্সিলিং কমিটি প্রতিনিয়ত পাঠ্যক্রম বিষয়ক সমস্যা নিরসন ও নৈতিক শিক্ষা বিকাশে শিক্ষার্থীদের সাথে ফোকাস গ্রুপ আলোচনার আয়োজন করে। এর ফলে কলেজের শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস ও একাগ্রতার উল্লেখজনক অগ্রগতি সাধিত

Ladies and Gentlemen

Let me now pay solemn condolence and homage, on behalf of DCCI family, to the departed souls who have left us in 2018 and sympathy to their all grieved and shocked family members.

DCCI expressed deep shock at the demise of Mr. Syed Toufiq Ali, Former Vice President, DCCI; Mr. Ashrafuddin Malik, Member, DCCI & elder brother of Mr. Alauddin Malik, Director, DCCI; Ms. Shah Morsheda Begum, wife of Alhaj Ahsanul Haque, Member, DCCI Dhaka Decentralization Standing Committee; Mr. Brigadier General (Retd.) Dr. Syed Fazle Rahim, Brother-in-Law of Mr. Kamrul Islam, FCA, Senior Vice President of DCCI; Mother of DCCI Member Mrs. Lily Hoque, Mother of Mr. Benajir Ahmed Nannu, Electrician, DCCI. Mr. Md. Zahirul Haque, Junior Officer, Research & Development, DCCI; Mr. Rahman Jahangir, Editor, DCCI Monthly Review;

We also mourned with deep sorrow at sudden demise of Mr. Abul Kashem Ahmed, Former First Vice President, FBCCI; Mr. AHM Moazzem Hossain, Editor, The Financial Express; Mr. Golam Sarwar, Editor, The Daily Samakal.

DCCI deeply mourned and shared heartfelt solidarity for the members of the bereaved families who lost their beloved ones.

Distinguished Members

Before going in to the details of our activities, I would like to share some of the activities and achievements of the Chamber in 2018.

DCCI Business Institute (DBI)

DCCI Business Institute (DBI) has been conducting various training programme as per its Annual Training Calendar since its inception. It is continuously organizing Certificate, Advanced Certificate, Diploma Courses on "Supply Chain Management" of International Trade Centre (ITC), Geneva. It has also been implementing various short training courses and workshops over the year. During 2018, 23rd batch (January-June, 2018) and 24th batch (July-December, 2018) of Certificate Course were successfully started with fifty two (52) and thirty eight (38) participants respectively.

It is worth mentioning that DCCI won "Best Training Support Institution Award 2018" from ITC during its SCM Global Network Roundtable 2018, held at Beijing, China from 31st October to 2nd November 2018.

DBI organized 23 short training courses with 278 participants from October 2017 to September 2018. DBI also organized 27 workshops with 375 participants in the said period. Two corporate training courses were organized for "Power Grid Company of Bangladesh Ltd." and "Ain-o-Salish Kendra" titled 'Office Management, Filling and Documentation' and 'Managing Accounts-Best Practices', respectively.

Four training programme were organized by DBI on "Project Management", "Designing and Manufacturing of Diversified High-end Jute Products", "Training on Trainer (ToT) on Supply Chain Management" and "Bankable Project Proposal Preparation" financed by DCCI-USAID's AVC Project.

DBI has developed Course Curriculum for three new Professional Certificate Courses on "Marketing Management", "Financial Management" and "Human Resource Management". Admission process of the said courses are going on. DBI took initiative to promote its existing activities as well as advertisement its upcoming training courses, workshops, professional certificate courses and MLS-SCM courses regularly. Two issues of DBI Newsletter has been published in 2018 and 3rd issue will be published soon. DBI is planning to extend its horizon to into new Post Graduation Diploma (PGD) courses by offering "PGD in Income Tax Management" and (PGD in Customs and VAT Management" soon.

Activities of DBI College

Since its inception, with Joint Collaboration of DCCI, DCCI Business Institute (DBI) College has been relentlessly pursuing its mission and goals as stipulated by Governing Body, Standing Committee, Working Committee and DCCI Board of Directors. DBI (College) provides exceptional teaching and practical learning to inspire and empower students for personal and professional success.

Steps are being taken to attract and retain good students in large group. All patrons of DBI College have been proactive towards the attainment of desired goals for which National University has shown confidence on the ability of DBI College for running BBA Professional program successfully. Under the counseling Committee, students are counseled regularly to resolve their issues regarding academic and

হয়েছে। বর্তমানে ডিবিআই কলেজে ৫টি ব্যাচ চালু রয়েছে এবং ৮ম ব্যাচের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করার প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। কলেজের প্রথম এবং দ্বিতীয় ব্যাচ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চার বছর মেয়াদী বিবিএ প্রোগ্রাম সম্পন্ন করেছে। ডিবিআই কলেজ শিক্ষা, প্রশাসন, সুযোগ-সুবিধা, পাঠ্য বহিঃভূত কার্যক্রম এবং শিক্ষার্থী সম্পর্কিত সকল ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। কলেজের ২য় ব্যাচের শিক্ষার্থী মোঃ মামুনুর রশীদ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ সেমিস্টারে ফাইনাল পরীক্ষায় বাংলাদেশের মধ্যে সর্বোচ্চ সিজিপিএ ৩.৯৫ অর্জন করেছে এবং অধিকাংশ শিক্ষার্থী সিজিপিএ ৩.৫০ এর উপরে পেয়েছে। তৃতীয় এবং চতুর্থ ব্যাচের শিক্ষার্থীরা যথাক্রমে ৭ম এবং ৫ম সেমিস্টারে অসাধারণ ফলাফল অর্জন করেছে। ৩য় ব্যাচের শিক্ষার্থী মোহাম্মদ রিদুওয়ান ৭ম সেমিস্টার পরীক্ষায় জিপিএ-৪ এর মধ্যে ৩.৮৫ পেয়েছে এবং গড়ে ৫০% শিক্ষার্থী সিজিপিএ ৩.৫০ এর উপরে পেয়েছে।

ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন ও পরিচালনা পর্ষদ (বোর্ড অব ডিরেক্টর) ডিবিআই কলেজের শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের জন্য মহতী উদ্যোগ নিয়েছেন। ডিবিআই কলেজের ১১ জন শিক্ষার্থী "সিজেডএম জিনিয়াস স্কলারশিপ- ২০১৮" অর্জন করেছে। ডিবিআই কলেজের শিক্ষার্থীরা ডিসিসিআই-এ ইন্টার্নশীপ এবং বিভিন্ন সেমিনার ও কর্মশালায় অংশ গ্রহণের সুযোগ পেয়ে থাকে। ডিবিআই কলেজের ২য় ব্যাচের দুই জন মেধাবী শিক্ষার্থী সৈয়দ বিল্লাল হোসেন এবং আলীভা সালমিন তাফানা বিবিএ (পেশাগত) ডিগ্রি সম্পন্ন করার পর ডিসিসিআই লাইব্রেরিতে অস্থায়ী ভিত্তিতে চাকুরী করেছে।

ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই) কলেজ, ৬ এবং ৭ মে, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত "চতুর্থ শোকেস কানাডা-২০১৮" বাণিজ্য ও শিক্ষা মেলা তে অংশগ্রহণ করেছে। অধ্যক্ষ খোদেজা বেগম সম্প্রতি পিপলস রিপাবলিক অব বাংলাদেশের "কলেজ শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (CEDP)" এর অধীনে ২০১৮ সালের মার্চে নটিংহ্যাম বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়ার ক্যাম্পাস (ইউএনএমসি) থেকে "লিডারশিপ ম্যানেজমেন্ট" বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জনের প্রথম ধাপ সম্পন্ন করেন। শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশ ও আত্মউন্নয়নের জন্য কলেজের পক্ষ হতে ক্লাস লেকচার, ব্যক্তিগত ও গ্রুপ প্রেজেনটেশন, ক্লাস স্টাডি, এসাইনমেন্ট, গ্রুপ আলোচনা প্রভৃতির আয়োজন করা হয়ে থাকে। শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা ও শিক্ষার মান উন্নয়নে ভবিষ্যতেও এ ধরনের কার্যক্রম অব্যহত থাকবে।

ডিসিসিআই এবং ডিবিআই কলেজ লাইব্রেরির কার্যক্রম

ঢাকা চেম্বার অব কর্মাস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র একটি সুসংগঠিত ও বিপুল তথ্যসমৃদ্ধ পূর্ণাঙ্গ লাইব্রেরী রয়েছে। এটি ডিসিসিআই এবং ডিবিআই কলেজের গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে তথ্যসেবা প্রদানে করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ডিসিসিআই'র লাইব্রেরী বর্তমানে চেম্বারের সদস্য ছাড়াও ডিবিআই কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সেবা প্রদান করে থাকে। ২০১৮ সালে ঢাকা চেম্বারের লাইব্রেরীতে Library Management Software প্রতিস্থাপন করা হয়েছে এবং বর্তমানে লাইব্রেরীর সকল কার্যাবলী Library Management Software মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ে থাকে। ডিসিসিআই লাইব্রেরীতে মোট ৭২০০টি রেফারেন্স বই, ডিরেক্টরি এবং বিবিএ কোর্স সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় বইয়ের সংগ্রহ রয়েছে। ঢাকা চেম্বারের লাইব্রেরীর সদস্যদের চাহিদা মোতাবেক নিয়মিত আন্তর্জাতিক দরপত্র সংগ্রহ ও সেবাপ্রদান করে থাকে। এ বছর লাইব্রেরীতে ১২৭টি বিবিএ কোর্সের টেক্স বই, ৫৫০টি রেফারেন্স বই, ৪৭২টি টেন্ডার ডকুমেন্ট, ১৮টি ট্রেনিং ডকুমেন্ট সংগ্রহ ও সংরক্ষিত করা হয়েছে। এছাড়াও লাইব্রেরীর আর্কাইভ শাখায় সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ব্যবসায়িক জার্নাল সংরক্ষিত রয়েছে যা লাইব্রেরীকে অনেক বেশী সমৃদ্ধশীল করেছে। প্রতিদিন গড়ে ৬০-৭০জন সদস্যবৃন্দ লাইব্রেরী ব্যবহার করে থাকেন।

বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড)–এর কার্যক্রম

বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড) একটি পাবলিক-প্রাইভেট ডায়লগ (প্ল্যাটফর্ম) যা সরকারি এবং বেসরকারিখাতের বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক প্রতিবন্ধকতা এবং বিনিয়োগের সীমাবদ্ধতাসমূহ চিহ্নিত করার জন্য এগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে। বিল্ড বেসরকারিখাতের একটি অন্যতম গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান যার নেতৃত্ব দিচ্ছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই) এবং চিটাগাং চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (সিসিসিআই)। প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট পলিসি কোঅর্ডিনেশন কমিটি (পিএসডিপিসিসি) এর মধ্যে দিয়ে বিল্ডের কার্যক্রম চলমান থাকে যার নেতৃত্বে থাকেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব; আর এ কাজের জন্য বিল্ড সাচিবিক সেবা প্রদান করে থাকে। প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই বিল্ড ব্যবসায়িক কার্যক্রম সহজীকরণ এবং ইন্ডাস্ট্রির পরিবেশের উন্নয়নে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রক্রিয়া সংস্কারমূলক পদক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

২০১৮ সালে, অর্থাৎ চলতি বছরে ৫টি ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং এবং বৃহৎ পরিসরের সংলাপ এই পিপিডি প্ল্যাটফর্মটির মাধ্যমে আয়োজিত হয়েছে। এগুলোর আলোচ্য বিষয় ছিল বিবিধ ব্যবসা-বাণিজ্যর নীতি এবং কৌশলগত অবস্থান নিয়ে। সেইসাথে ১৬টি প্রি-ডায়লগ কনসালটেশন, ব্রেইনস্ট্রর্মিং সেশন, এফজিডি এবং ইন-হাউজ ডায়লগ (সংলাপ), বৃহত্তর পরিসরের সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সব সময়েই 'বিল্ড' এর কার্যক্রম সুবিস্তৃত এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে ব্যবসা ও বিনিয়োগের প্রসারে সংলাপের একটি জাতীয় পর্যায়ের প্ল্যাটফর্ম হিসেবে এটি যথাযথ স্বীকৃতি পেয়েছে।

morality. As a result, their self-motivation process have been improved. Students of 1st and 2nd batch have already completed their academic degree from the college. At present, 5 batches are up and running simultaneously and DBI College is taking necessary steps to welcome its 8th Batch. It is worth mentioning that DBI College has achieved commendable success in the fields of academics, administration, facilities, extra-curricular activities and student's affair. It's a matter of pride that our students Md. Mamonur Rashid obtained CGPA 3.95 in 6th semester which is the highest and outstanding result in the National University and around 60% student obtained CGPA 3.50 and above. Students of 3rd & 4th batches have done outstanding result in their last semesters (7th semester & 5th semester respectively). One of them named Mohammad Riduwan (3rd batch) obtained CGPA 3.85 out of GPA-4. On an average 50% students obtained CGPA 3.50 and above.

DCCI Foundation & Board of Directors have taken a generous initiative to offer scholarship to students of DBI College. 11 students from DBI College got "CZM Genius Scholarship" managed by DCCI for the year 2018 (Jan-Dec) session. Students of DBI College get preference for internship opportunity at DCCI and also have the opportunity to participate in different seminars and workshops of DCCI. Two of our brilliant students Sayed Billal Hossain and Aliva Salmin Tafana had worked in the DCCI Library after completion of their BBA (Professional) degree.

DCCI Business Institute (DBI) College has participated in "4th Showcase Canada-2018" (Trade and Education Fair) held from 6th -7th May, 2018. Principal of DBI College Ms. Khodeza Begum recently completed the first part of "Master in Leadership Management" degree from Nottingham University of Malaysian Campus (UNMC) in March, 2018 under College Education Development Project (CEDP) of Peoples Republic of Bangladesh. Besides class lectures-individual and group presentation, class study, assignments, group discussion, exercise and other interactive methods of learning are being practiced to explore and expose students potential. Much effort has been taken to enhance students' standard of assimilation, analysis and creativity.

Activities of DCCI and DBI College Library

DCCI has a well-equipped library with a collection of 7200 books, journals, magazines and other publications. It helps learning and development of DBI college students, Faculty members, DCCI members and for general people. DCCI Library has been introduced Library Management Software this year. As a result, all library service activities provided through Library Management Software. DCCI members use it particularly for International Tenders and consulting International Business Directories. During 2018, 127 BBA Text Books, 550 Reference Books (Directories, Magazines, Journal), 472 Tender Documents, 18 Training materials were collected for the Library. It has also an enriched archive section with rare collection including government & non-government publications, National and International business and commercial publications with study space. On an average 60-70 users visit and use the library every day.

Activities of Business Initiative Leading Development (BUILD)

Business Initiative Leading Development (BUILD) - a Public-Private Dialogue (PPD) platform working very closely with public and private sector to address regulatory barriers for business and to unlock investment constraints. BUILD, as a private sector think tank supported by three leading Chambers, Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI), Metropolitan Chamber of Commerce and Industry (MCCI) and Chittagong Chamber of Commerce and Industry (CCCI). BUILD's activities are rotated through the Private Sector Development Policy Coordination Committee (PSDPCC) headed by the Principal Secretary of PMO for which BUILD provides secretarial services. Since inception, BUILD kept contributing with significant policy and process reform initiatives easing trade and industry ecosystem of Bangladesh.

During 2018, 5 Working Committee Meeting and Broader scale Dialogues were organized by the PPD Platform on different Trade & Business Policies and strategic issues. Similarly, 16 Pre-Dialogue Consultation Sessions and Meetings including, brainstorming sessions, Focus Group Discussion and in-house-Dialogues, broader dialogue were organized. Since its inception, BUILD's activities have been diversified and have been acknowledged by the national and international community as the national dialogue platform working for promoting trade and investment in the country.

২০১২ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত বিল্ড ৬৫১টি সংস্কারমূলক প্রস্তাবনা পেশ করেছে যার মধ্যে ৩৩৪টি প্রস্তাবনা গৃহীত হয়েছে যার মধ্যে ৩৩৪টি প্রস্তাবনা বিভিন্ন WCs এবং PSDPCC তে প্রয়োগ/বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এর মধ্যে ২০১৮ সালে ৩৫টি সংস্কারমূলক প্রস্তাবনা প্রয়োগ/বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০১৮ সালে ওয়াশিংটন ডিসি ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান 'উই কানেক্ট ইন্টারন্যাশনাল' এবং 'বাংলাদেশ সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজ (বিসিএস) এর সাথে 'বিল্ড' সমঝোতাপত্র (মেমোর‍্যান্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং) সাক্ষর করেছে।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

বিনিয়োগের জন্য যথাযথ পরিবেশ এবং এবং ব্যবসাবাণিজ্যের যথাযথ প্রচারণা ও প্রসারের লক্ষ্যে ডিসিসিআই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন ইউএনডিপি, ইউএনসিটিএডি, ইউএনআইডিও, ইউএসএআইডি, ইউ, ডব্লিউটিও, আইটিসি, এসকাপ, সিবিআই, বিশ্বব্যাংক, জিটিজেড, জেডডিএইচ, এপিও, জাইকা, আইএফসি-বিআইসিএফ, জেট্রো, সিআইপিই, এসইডিএফ, ডব্লিউসিসি, সিসিপিআইটি – এর সাথে যৌথভাবে কাজ করেছে। চলতি বছরে ডিসিসিআই নিম্নোক্ত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করেছে–

১. ইউএসএআইডি'র এগ্রিকালচারাল ভ্যালু চেইন (এভিসি) প্রোজেক্টঃ

ঐতিহাসিকভাবেই বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। বহু দশক ধরে কৃষিই ছিল বাংলাদেশের জিডিপি বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের মূল উৎস। শিল্পখাতের ক্রমবিকাশের কারণে বিগত কয়েক দশকে জিডিপিতে অবদানের প্রেক্ষিতে শিল্পের থেকে পিছিয়ে গেছে কৃষিখাত। ১৯৭২ সালে জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান ৫৯.৬০% হলেও ২০১৮ সালে এসে তার পরিমাণ ১৪.২৩%।

জিডিপিতে কৃষির অবদান কমে গেলেও, শিল্পায়নের প্রাথমিক ধাপে কৃষির অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ; বিভিন্ন কৃষিজাত পণ্য নির্ভরশীল দ্রব্যাদি প্রস্তুতে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল কৃষিখাতই জোগায়। কৃষিজাত পণ্য প্রস্তুতকরণের শিল্পখাতের প্রয়োজন স্বল্প মূলধন এবং চলনসই মানের প্রযুক্তি। এসএমই খাত কিংবা নব্য উদ্যোক্তাদের জন্য শিল্পের এই খাতটি বেশ উপযোগী।

ডিসিসিআই এগ্রিকালচার ভ্যালুচেইন প্রকল্পের অধীন ও আর্থিক সহায়তায় "ফিড দি ফিউচার বাংলাদেশ" সমঝোতার ভিত্তিতে কৃষি খাতে বিপণন, বাণিজ্যিকীকরণ, বিনিয়োগ এবং কৃষি উৎপাদনে গ্লোবাল-গ্যাপের প্রভাব ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে চলতি বছরে 'এভিসি' এর সহযোগিতায় ডিসিসিআই ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে বেশ কিছু সেমিনার, সংলাপ, কর্মশালা এবং প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে। সেইসাথে ঢাকায় 'ডিসিসিআই এগ্রো টেক ২০১৮' শিরোনামের একটি জাতীয় পর্যায়ের মেলার আয়োজন করেছে। 'এভিসি প্রোজেক্ট' ফেজ-১ ও ২ ডিসিসিআই এরই মধ্যে সাফল্যের সাথে শেষ করেছে।

২. মেটাবিল্ড প্রোজেক্টঃ

মেটাবিল্ড একটি ৪বছর মেয়াদী (২০১৬-২০২০) প্রোজেক্ট যা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের (ইইউ) সহায়তায় এবং সুইচ এশিয়া প্রোগ্রামের আওতায় পরিচালিত হচ্ছে। এসএমই খাতে টেকসই ব্যয় ও উৎপাদনের বিষয়ে এই প্রোগ্রাম গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এই প্রকল্পের সামগ্রিক লক্ষ্যগুলো হচ্ছে–

১. বাংলাদেশ, নেপাল এবং শ্রীলংকার ভবন এবং নির্মাণ খাতের জন্য প্রয়োজনীয় লোহাজাতীয় উপকরণের (যেমন স্ট্রাকচারাল স্টিল) উন্নতমানের উৎপাদন প্রক্রিয়া তৈরি করা
২. উদ্দিষ্ট এলাকাসমূহে পরিবেশগত মানের উন্নয়নে অবদান রাখা
৩. উদ্দিষ্ট দেশগুলোয় কাজ এবং জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন করা

বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, শ্রীলংকার নির্মাণখাতের জন্য প্রয়োজনীয় লোহাজাতীয় উপকরণের উৎপাদন প্রক্রিয়ার উন্নতমান নিশ্চিত করা; কাজ এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য একটি যথাযথ সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টের প্রয়োজন যা উপকরণের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার এবং অপচয় নিশ্চিত করে। ২০১৫ সালে ইউরোপিয়ান কমিশন এবং TERI, India ৬টি দেশের (অস্ট্রিয়া, জার্মানি, ভারত, নেপাল, শ্রীলংকা, বাংলাদেশ) মধ্যে একটি কনসোর্টিয়াম সমঝোতায় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে যাকে দক্ষিণ এশিয়ার ভবন/নির্মাণ খাতে

Since 2012 BUILD has proposed 651 reform proposals of which 334 proposals were approved while 173 proposals were implemented in different Working Committees and PSDPCC, where in the 2018, thirty-five(35) reform proposals were implemented. BUILD signed MOU with WE Connect International based in Washington and Bangladesh Centre for Advance Studies (BCAS) in 2018.

Distinguished Members

DCCI has been actively cooperating with various international agencies like UNDP, UNCTAD, UNIDO, USAID, EU, WTO, ITC, ESCAP, CBI, World Bank, ICC, GIZ, ZDH, APO, JICA, IFC-BICF, JETRO, CIPE, SEDF, WCC, CCPIT etc. in carrying out various joint project activities for creation of a favorable investment climate and promotion of trade and industry. This year DCCI has implemented the following projects:

1. USAID's Agricultural Value Chains (AVC) Project:

Traditionally Bangladesh's economy is based on agriculture. Agriculture is the main source of GDP growth and employment for many decades in Bangladesh. Over the decades, against the incremental industry contribution to GDP, agriculture is losing its share to industry in terms of contribution to GDP. The contribution of agriculture slipped to 14.23% in 2018 from 59.60% in 1972.

Despite reducing share of agriculture to GDP, the importance of agriculture is crucial in primary industrialization, providing raw materials to many agro-processing based manufacturing activities. As agro-progressing sector requires comparatively low capital and moderate technology, it is most suitable segment to invest by the small and medium enterprises (SMEs) or new entrepreneurs.

DCCI has entered into an Adaptive Market Actor Agreement with Feed the Future Bangladesh Agriculture Value Chain Activity (AVC) under which DCCI received a fixed award grant to implement activities that will help engage public and private partners in key agricultural sectors such as agricultural marketing and commercialization, investment in agriculture, and assessing the impact of Global G.A.P. and other compliance certifications as promotional tools and tactics. As part of these activities, during this year, DCCI, supported by AVC, has organized numerous seminars, dialogues, workshops, and training both in Dhaka and outside of Dhaka. Also organized National Fair named "DCCI Agro Tech 2018" and "Destination Bangladesh Fair 2018" in Dhaka. DCCI has successfully completed the Phase-1 and 2 of DCCI's AVC Project

2. METABUILD Project:

METABUILD is a 4-year project (2016-2020) supported by the European Union (EU) under the SWITCH Asia Programme. This programme emphasizes sustainable consumption and production in small and medium enterprises (SMEs).

The overall objectives of the project are:

(a) Creating improved production processes of metal components (e.g. structural steel) for the building and construction sector in Bangladesh, Nepal and Sri Lanka.

(b) Contributing to improved environmental quality in the target locations, and

(c) Creating improved working and living conditions in the target countries.

In order to ensure improved production process in metal components of building sector in Bangladesh, India, Nepal, Sri Lanka, improved working and living condition through emission reduction and resource efficiency throughout entire supply chain management process focusing metal components. European Commission and TERI, India entered into the consortium agreement of six countries (Austria, Germany, India, Nepal, Sri Lanka and Bangladesh) called Resource Efficient Supply Chain for Metal Products in

ব্যবহৃত লোহাজাত দ্রব্যের জন্য উদ্দিষ্ট রিসোর্স এফিশিয়েন্ট সাপ্লাই চেইন (মেটাবিল্ড) হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। বাংলাদেশের তরফ থেকে কেবলমাত্র ডিসিসিআই এই প্রকল্পের চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে এবং এই প্রকল্প ২০২০ সাল পর্যন্ত চলবে। চলতি বছরে প্রোজেক্ট টেকনিক্যাল টিম ২৫৭টি কোম্পানির সাথে RECP assessment এর জন্য সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সাক্ষর করেছে, ঢাকা এবং চট্টগ্রামের ১৭টি সেক্টরের ১৫০টি কোম্পানির ওপর এই RECP assessment পরিচালনা করেছে। এর মাধ্যমে মোট সমঝোতা স্মারক সাক্ষরের (এমওইউ) সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩১৭ তে এবং এবং মোট ১৯০টি কোম্পানির ওপর এই RECP assessment সাফল্যজনকভাবে পরিচালিত হয়েছে। চলতি বছরে, এই প্রকল্পের আওতায় মূল লক্ষ্যগুলো আমলে নিয়ে ৩টি প্রশিক্ষণ (টিওটি), ১৭টি সেমিনার এবং কর্মশালা, ২টি গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৩. ইন্ট্রা-রিজিওনাল ট্রেড প্রোজেক্টের জন্য এশিয়ান এলডিসিভুক্ত দেশগুলোর রপ্তানি ক্ষমতা বৃদ্ধি করা:

ইন্ট্রা-রিজিওনাল ট্রেড প্রোজেক্টের জন্য এশিয়ান এলডিসিভুক্ত দেশগুলোর রপ্তানি ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য সৃষ্ট ডিসিসিআই-আইটিসি প্রোজেক্টের অর্থায়নে রয়েছে আইটিসি। এর লক্ষ্য বাংলাদেশ ও এশিয়ার ছয়টি এলডিসিভুক্ত দেশের এসএমই প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে চীনে রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ এবং সম্ভাবনাময় আমদানি বাজারটির সদ্ব্যবহার করা। এর মাধ্যমে আন্তঃআঞ্চলিক ব্যবসা-বাণিজ্যের আরও প্রসার ঘটবে। চলতি বছরে এই প্রকল্পের সহায়তার আওতায় (কস্ট শেয়ারিং অ্যারেঞ্জমেন্ট) দুটি কোম্পানি চীনের বাজারে রপ্তানির জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছে এবং চীনের সাংহাইয়ে অনুষ্ঠিত 'চায়না ইন্টারন্যাশনাল ইমপোর্ট এক্সপো (সিআইআইই)' শীর্ষক আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ করেছে।

৪. ২০০০ নতুন উদ্যোক্তা তৈরি (ই টু কে) প্রোজেক্ট অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সপো:

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে যৌথ উদ্যোগে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) সারাদেশ জুড়ে একটি বৃহৎ পরিসরের প্রকল্প হাতে নিয়েছে যার নাম 'ক্রিয়েশন অব ২০০০ নিউ অন্ট্রাপ্রেনারস (ই টু কে)'। এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে ২০১৩ সালে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের অভিভাবকত্ব/দিকনির্দেশনা নিয়ে ডিসিসিআই এই প্রকল্পটি পরিচালনা করছে। এই প্রকল্পের আওতায় ডিসিসিআই একটি ২০১৪ সালের মে মাসে 'ডিসিসিআই অন্ট্রাপ্রেনারশিপ অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সপো' শিরোনামের একটি মেগা-এক্সপোর আয়োজন করেছে। ই টু কে প্রোজেক্টের লক্ষ্যমাত্রা ও নেটওয়ার্ক কার্যকর করার জন্য একে ইউএসএআইডির অর্থায়নে পরিচালিত 'ডিসিসিআই এভিসি প্রোজেক্ট' এর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। চলতি বছরে এই প্রকল্পের আওতায় ৫টি জেলাভিত্তিক চেম্বার থেকে (বরিশাল, ভোলা, যশোর, সাতক্ষীরা এবং ফরিদপুর) মোট ৪০ জন উদ্যোক্তা 'ব্যাংকেবল প্রোজেক্ট প্রোপোজাল প্রিপারেশন ট্রেনিং' শিরোনামের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

৫. ডিসিসিআই হেল্প ডেস্ক :

ইউএসএআইডি-এভিসি প্রকল্পের সহায়তায় ডিসিসিআই ভবনে ডিসিসিআই একটি GAP হেল্প ডেস্ক প্রতিষ্ঠা করেছে। স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিসরে এই GAP সার্ভিস ডেস্কের মূল কাজ হচ্ছে GlobalGAP সংশ্লিষ্ট বিষয়াষয়ে যথাযথ তথ্য এবং সহায়তা প্রদান– যেমন সার্টিফিকেশন, লাইসেন্সিং এবং অন্যান্য। অতি সত্ত্বর ডিসিসিআই'র GlabalGAP এর কান্ট্রি পার্টনার হওয়ার কথা রয়েছে।

২০১৮ সালে ডিসিসিআই আয়োজিত অনুষ্ঠানসমূহ

১. 'ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ : রিশেপিং কানেক্টিভিটি অ্যান্ড ক্রিয়েটিং ইকোনমিক অপরচুনিটিজ' বিষয়ক সেমিনার।

২. ডিসিসিআই'র ৬০ বছর উদযাপন উপলক্ষে আর্মি গলফ ক্লাবে ঐতিহ্যবাহী 'মেজবান' আয়োজিত।

৩. 'ডাইভারসিফিকেশন অব জুট ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অব জুট ইন্ডাস্ট্রি' বিষয়ে ডিসিসিআই এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত সেমিনার।

৪. "রোল অব প্রাইভেট সেক্টর ইন এসডিজি'স" বিষয়ে পরামর্শক সভা ডিসিসিআই এবং সিপিডি'র যৌথ আয়োজনে ডিসিসিআই গুলশান সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়।

৫. 'জয়েন্ট ক্রেডিটিং মেকানিজম (জেসিএম)-সাপোর্টিং কমিটমেন্টস টু দ্য মিটিগেশন টার্গেটস' শিরোনামের একটি কর্মশালা ডিসিসিআই ভবনের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়।

Building Sector in South Asia (METABUILD) in 2015. DCCI inked the project agreement as the only partner of Bangladesh and project will continue till 2020. During the year 2018, project technical team signed MoU with 257 companies for RECP assessment and conducted RECP assessment in 150 companies converging 17 sectors, both Dhaka and Chattagram, reaching total stock of MoU to 317 and successful assessment of RECP in 190 companies. During the year, 3 training (ToT), 17 seminars and workshop, 2 roundtable discussions were organized under this project in line with the objectives of this project.

3. Enhancing Export Capacities of Asian LDCs for Intra-regional Trade Project:

DCCI-ITC Project for Enhancing Export Capacities of Asian LDCs for Intra-regional Trade is funded by ITC, aims at increasing exports of Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) from Bangladesh including 6 Asian LDCs to China to take advantage of Asia's largest and most dynamic import market, as a stimulus to boost intra-regional trade. During this year, under this project (cost sharing arrangement), two companies, who received training on building export capacity in exporting to Chinese market, participated international fair 'China International Import Expo (CIIE)' held in Shanghai, China.

4. Creating 2000 New Entrepreneurs (E2K) Project & Innovation Expo:

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) in cooperation with Bangladesh Bank has taken up an ambitious and a Mega Project namely "Creation of 2000 New Entrepreneurs (E2K)" across the country. The activity of the project has started since 2013 and the project is being operated by DCCI under the guidance of Bangladesh Bank. Under this project, DCCI has organized a mega-expo namely "DCCI Entrepreneurship and Innovation Expo" in Dhaka in May 2014. To operationalise the E2K objectives and its network, the activities of E2K is being linked with USAID funded DCCI-AVC Project. This year 40 new Entrepreneurs from five District Chambers (Barisal, Bhola, Jessore, Satkhira and Faridpur) have received training on "Bankable Project Proposal Preparation Training" under E2K Project.

5. DCCI Help Desk:

DCCI in cooperation with USAID-AVC project established a GAP Help Desk in DCCI premises. The main objective of the DCCI's Global and Local GAP service desk is to provide information and support related to GlobalGAP products such as certification, licensing and other services. DCCI will be the country partners of GlabalGAP very soon.

DCCI Events During 2018

1. Seminar on "Inland Waterways: Reshaping Connectivity & Creating Economic Opportunities" at La Vita Hall, Lakeshore Hotel.
2. Traditional MEZBAAN organized by DCCI at Army Golf Club, Dhaka on the occasion of DCCI's 60th Anniversary
3. Seminar on "Diversification of jute for the Development of Jute Industry" jointly organized by DCCI and Ministry of Textiles & Jute at DCCI Auditorium, Motijheel.
4. Consultation meeting on "Role of Private Sector in SDGs" jointly organized by DCCI and CPD at DCCI.
5. A Workshop titled "Joint Crediting Mechanism (JCM)-Supporting Commitments to the Mitigation Targets" held at DCCI.

৬. পবিত্র রমজান মাসে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার পাশাপাশি আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে এলাকাভিত্তিক ও বিশেষায়িত ব্যবসায়ী সমিতিগুলোর সাথে মতবিনিময় সভা

৭. "প্রাক বাজেট আলোচনা ২০১৮-১৯" শিরোনামের সরাসরি টেলিভিশন অনুষ্ঠান ডিসিসিআই, দৈনিক সমকাল এবং চ্যানেল ২৪ এর যৌথ আয়োজনে বঙ্গবন্ধু ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারের (বিআইসিসি) মিডিয়া বাজার হলে অনুষ্ঠিত হয়।

৮. ডিসিসিআই এবং ইউএসএআইডি-এভিসি প্রকল্পের যৌথ আয়োজনে "ডিসিসিআই এগ্রো-টেক ২০১৮" ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরা-য় আয়োজিত হয়।

৯. ডিসিসিআই অডিটোরিয়ামে প্রাক বাজেট সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

১০. 'দ্য কি ফাইন্ডিংস অব বাংলাদেশ লজিস্টিকস (ওয়্যারহাউজিং অ্যান্ড স্টোরেজ) স্টাডি আন্ডারটেকেন বাই দ্য ওয়ার্ল্ড ব্যাংক গ্রুপ' নিয়ে ডিসিসিআই এবং আইএফসি-র যৌথ উদ্যোগে প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলের ব্যালকনি হলে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

১১. 'কোম্পানিস অ্যাক্ট: ক্রিটিক্যাল রিফর্মস ফর প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট' বিষয়ে মতিঝিলে ডিসিসিআই অডিটোরিয়ামে একটি গোলটেবিল মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

১২. ইউএসএআইডি'র এগ্রিকালচারাল ভ্যালু চেইনস প্রোজেক্টের সহায়তায় ডিসিসিআই 'নলেজ ডিসেমিনেশন অন লোকাল/বাংলাদেশ জিএপি' শিরোনামের একটি সেমিনার ডিসিসিআই অডিটোরিয়ামে আয়োজন করে।

১৩. ডিসিসিআই এবং বিয়াক-এর যৌথ আয়োজনে 'এডিআর ইন ম্যানেজিং দ্য রিস্ক অব নন পারফর্মিং ব্যাংক লোনস' শিরোনামের একটি গোলটেবিল মতবিনিময় সভা মতিঝিলের ডিসিসিআই অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়।

১৪. 'পটেনশিয়াল রোলস অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস অব প্রাইভেট সেক্টর টু অ্যাচিভ সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস (এসডিজি)' বিষয়ে একটি গোলটেবিল আলোচনা সভা ডিসিসিআই'র আয়োজনে ডিসিসিআই অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়।

১৫. 'হালাল সার্টিফিকেশন স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস: অপরচুনিটিজ টু বাংলাদেশ মার্কেট' বিষয়ে ডিসিসিআই'র আয়োজনে ডিসিসিআই অডিটোরিয়ামে একটি সেমিনার আয়োজিত হয়।

১৬. ডিসিসিআই এবং ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি) 'বাংলাদেশ লজিস্টিকস স্টাডি কি ইস্যুজ, প্রোসপেক্টস অ্যান্ড প্রায়োরিটিজ' শিরোনামের একটি স্টেকহোল্ডার কর্মশালা প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলের ব্যালকনি হলে অনুষ্ঠিত হয়।

১৭. 'কারেন্ট ব্যাংকিং সেক্টর অব বাংলাদেশ' শিরোনামে একটি ব্রেইনস্টর্মিং আলোচনা ডিসিসিআই'র আয়োজনে ডিসিসিআই গুলশান সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়।

১৮. ডিসিসিআই'র আয়োজনে 'ডেস্টিনেশন বাংলাদেশ–গেটওয়ে টু গ্রোথ অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট' শিরোনামের আন্তর্জাতিক সম্মেলন বঙ্গবন্ধু ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স সেন্টারে (বিআইসিসি) অনুষ্ঠিত হয়।

১৯. ডিসিসিআই এবং বিএফটিআই'র যৌথ উদ্যোগে 'ট্রেড ওয়ার অ্যান্ড ইটস ইমপ্যাক্ট অন বাংলাদেশ' বিষয়ক মতবিনিময় সভা মতিঝিলে ডিসিসিআই অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়।

২০. 'এলএনজি ট্যারিফ: ইমপ্লিকেশন অন ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ' বিষয়ে ডিসিসিআই একটি সংলাপের আয়োজন করে। এটি মতিঝিলে ডিসিসিআই অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়।

ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত সাক্ষাৎকারসমূহ

১. বেজা-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব পবন চৌধুরীর সাথে বেজা অফিসে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত।

২. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব আ হ ম মুস্তাফা কামাল, এমপি-এর সাথে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত।

৩. বিডা-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব কাজী আমিনুল ইসলামের সাথে বিডা অফিসে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত।

6. Focus Group Discussion Meeting among local and special businsse cooperative societies to control the market price of necessary good during Holly Ramadan.
7. Seminar on "law and Order Situation and Price Control of Essential Commodities during Holy Ramadan" organized by DCCI at DCCI.
8. Live TV Program on "Pre-Budget Discussion" jointly organized by DCCI, The Daily Samakal and Channel 24 at Media Bazar, BICC.
9. "DCCI Agro Tech 2018" jointly organized by DCCI & USAID AVC Project at Hall-1, International Convention City Bashundhara, Dhaka.
10. Meet the Press on "Pre-Budget Discussion" organized by DCCI at DCCI.
11. Workshop on "The Key findings of Bangladesh Logistics (Warehousing and Storage) study undertaken by the World Bank Group" jointly organized by DCCI and IFC at Balcony Hall, Pan Pacific Sonargaon Hotel.
12. Roundtable Discussion on "Companies Act: Critical Reforms for Private Sector Development" organized by DCCI at DCCI.
13. DCCI, supported by Agricultural Value Chains Project of USAID, organized a seminar on "Knowledge Dissemination on Local/Bangladesh GAP" at DCCI.
14. Roundtable Discussion on "ADR in Managing the Risk of Non Performing Bank Loans" jointly organized by DCCI and BIAC at DCCI.
15. Roundtable Discussion on "Potential Roles and Challenges of Private Sector to achieve Sustainable Development Goals (SDG)" organized by DCCI at DCCI.
16. Seminar on "Halal Certification Standards and Challenges: Opportunities to Bangladesh Market" organized by DCCI at DCCI.
17. DCCI and IFC jointly organized stakeholder workshop titled "Bangladesh Logistics Study Key Issues, Prospects and Priorities" at the Balcony Hall, Pan Pacific Sonargaon Hotel, Dhaka.
18. Brainstorming Discussion on "Current Banking Sector of Bangladesh" organized by DCCI at DCCI.
19. International Conference on "Destination Bangladesh-Gateway to growth and Investment" organized by DCCI at Bangabandhu International Conference Center (BICC).
20. Discussion Meeting on "Trade War and Its Impact on Bangladesh" jointly organized by DCCI and BFTI at DCCI.
21. Dialogue on "LNG Tariff: Implication on Trade and Industries" organized by DCCI at DCCI.

Called On Meetings of the Board of Directors

1. Members of the Board of Directors, DCCI Called on Mr. Paban Chowdhury, Executive Chairman, BEZA at BEZA Office.
2. Members of the Board of Directors, DCCI Called on Mr. AHM Mustafa Kamal, MP Hon'ble Planning Minister at Planning Ministry.
3. Members of the Board of Directors, DCCI Called on Mr. Kazi M. Aminul Islam, Executive Chairman of BIDA at BIDA Office.

৪. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব জনাব মোঃ নজিবুর রহমানের সাথে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত।

৫. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এমপি-এর সাথে বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত।

৬. পিপিপি অথরিটি-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব সৈয়দ আফসর এইচ. উদ্দীন-এর সাথে পিপিপি অফিসে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত।

৭. বাংলাদেশ ব্যাংক-এর মাননীয় গভর্ণর জনাব ফজলে কবিরের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের কনফারেন্স রুমে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত।

৮. এনবিআর-এর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূইয়া, এনডিসি-এর সাথে এনবিআর অফিসে প্রাক-বাজেট আলোচনা সভায় ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের অংশগ্রহণ।

৯. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, এমপি-এর সাথে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত।

২০১৮ সালে ডিসিসিআই'তে অনুষ্ঠিত বৈঠকসমূহের বিবরণী

১. বাংলাদেশে ফিলিপাইন-এর রাষ্ট্রদূত মান্যবর ভিনসেন্তে ভিভেনসিও টি. বান্দিলো-এর সাথে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের সাক্ষাৎ।

২. বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিসিসিঅ্যান্ডআই)-এর বিজনেস ডেলিগেশনের সাথে মতিঝিলে ডিসিসিআই অডিটোরিয়ামে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা একটি সাক্ষাতে অংশ নেন।

৩. ডেহং পিপল'স অ্যাসোসিয়েশন ফর ফ্রেন্ডশিপ উইথ ফরেন কান্ট্রিজ, ইউনান-এর প্রতিনিধি দলের সাথে ডিসিসিআই গুলশান সেন্টারে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা একটি সাক্ষাতে অংশ নেন।

৪. তুরস্ক বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিল-এর সভাপতি মিসেস লরা ক্লার্কের সাথে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের সাক্ষাৎ।

৫. বাংলাদেশে ব্রুনাই-এর মান্যবর রাষ্ট্রদূত মিস মাসুরাই মাসরির সাথে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা ডিসিসিআইতে একটি সাক্ষাতে অংশ নেন।

৬. বাংলাদেশে ভিয়েতনামের মান্যবর রাষ্ট্রদূত ট্র্যান ভ্যান খোয়া-এর সাথে ডিসিসিআই গুলশান সেন্টারে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা সাক্ষাৎ করেন।

৭. ডব্লিউআইপিও-এর প্রতিনিধিদের সাথে ডিসিসিআই গুলশান সেন্টারে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা একটি সাক্ষাতে অংশ নেন।

৮. জিএসএমএ-এর সিনিয়র ম্যানেজার মিস জুলিয়া বারশেল- এর সাথে গুলশান সেন্টারে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের সাক্ষাৎ।

৯. জেট্রো'র পরিচালক জনাব লিটন সরকারের সাথে গুলশান সেন্টারে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের সাক্ষাৎ

১০. ডিসিসিআই এবং সিপিডির যৌথ আয়োজনে 'রোল অব প্রাইভেট সেক্টর ইন এসডিজি' বিষয়ক আলোচনা সভায় গুলশান সেন্টারে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা একটি অংশ নেন।

১১. বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, কলকাতা এর প্রতিনিধিদলের সাথে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত।

১২. ডিএআই-এর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অফিস থেকে আগত প্রতিনিধিদলের সাথে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সাক্ষাৎ।

১৩. নিমফিয়া পাবলিকেশনস-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব করুনাংশু-এর সাথে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের সাক্ষাৎ অংশ নেন।

4. Members of the Board of Directors, DCCI Called on Mr. Md. Nojibur Rahman, Principal Secretary of Prime Minister's Office.
5. Members of the Board of Directors, DCCI Called on Mr. Tofail Ahmed, MP, Hon'ble Commerce Minister at Ministry of Commerce.
6. Members of the Board of Directors, DCCI Called on Mr. Syed Afsor H. Uddin, Chief Executive Officer, PPP Authoruty.
7. Members of the Board of Directors, DCCI Called on Mr. Fazle Kabir, Governor of Bangladesh Bank at the Conference Room, Bangladesh Bank.
8. Members of the Board of Directors, DCCI Called on Mr. Md. Mosharraf Hosain Bhuiyan, ndc, Chairman, NBR at a Pre-Budget Discussion meeting at NBR Office.
9. Members of the Board of Directors, DCCI called on Engineer Mosharraf Hossain, Hon'ble Minister, Ministry Housing & Public Works at the Ministry.

During The Year 2018 the Following Meetings Were Held

1. Members of the Board of Directors, DCCI attended the meeting with H.E. Mr. Vicente Vivencio T. Bandillo, Ambassador of Philippines in Bangladesh at DCCI Gulshan Centre.
2. Members of the Board of Directors met the business delegation from Bengal Chamber of Commerce and Industry, kolkataat DCCI Auditorium, Motijheel.
3. Members of the Board of Directors, DCCI attended the meeting with the delegation from Dehong People's Association for Friendship with Foreign Countries, Yunnan, China at DCCI.
4. Members of the Board of Directors, DCCI attended the meeting with Mrs. Laura Gok, President of Turkey Bangladesh Business Council at DCCI Gulshan Centre.
5. Members of the Board of Directors, DCCI attended the meeting with H.E. Ms. Masurai Masri High Commissioner of Brunei in Dhaka at DCCI.
6. Members of the Board of Directors, DCCI attended the meeting with H.E. Mr. Tran Van Khoa, Ambassador of Vietnam in Bangladesh at DCCI Gulshan Centre.
7. Members of the Board of Directors, DCCI attended the meeting with the representative of WIPO at DCCI Gulshan Centre.
8. Members of the Board of Directors, DCCI attended the meeting with Ms. Julia Burchell, Senior Manager, GSMA at DCCI Gulshan Centre.
9. Members of the Board of Directors, DCCI attended the meeting with Mr. Liton Sarker, Director, JETRO at DCCI Gulshan Centre.
10. Member of the Board of Directors, DCCI attended the Discussion meeting on the Role of Private Sector in SDGs jointly organized by DCCI and CPD at DCCI Gulshan Centre.
11. Members of the Board of Directors, DCCI attended the meeting with the business delegation from Bengal Chamber of Commerce and Industry, kolkata at DCCI Auditorium, Motijheel.
12. Members of the Board of Directors, DCCI attended the meeting with the delegation from DAI Head Office, USA at DCCI Gulshan Centre.
13. Members of the Board of Directors, DCCI attended the meeting with met Mr. Karunagshu, CEO of Nymphea Publications at DCCI Gulshan Centre.

১৪. বাংলাদেশে বেলজিয়াম দূতাবাসের ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কমিশনার অ্যালেক্সিস বসউইট-এর সাথে গুলশান সেন্টারে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের সাক্ষাৎ।

১৫. বিশ্বব্যাংকের মেট্রো ঢাকা ট্রান্সফর্মেশন প্ল্যাটফর্ম মিশন প্রতিনিধিদলের সাথে গুলশান সেন্টারে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা সাক্ষাতে অংশ নেন।

১৬. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মূখ্যসচিব জনাব মোঃ নজিবুর রহমানের সাথে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের সাক্ষাৎ।

১৭. বাংলাদেশে অবস্থিত থাইল্যান্ড দূতাবাসের মান্যবর রাষ্ট্রদূত মিস পানপিমন সুয়ান্নাপুংসে-এর সাথে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের সাক্ষাৎ।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

দেশের একমাত্র আইএসও সনদপ্রাপ্ত চেম্বার হিসেবে দেশে ও বিদেশে ঢাকা চেম্বার তার সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ও সর্বোপরি দেশের ব্যবসায়ী সমাজের জন্য উন্নত সেবার মান অক্ষুণ্ন রেখে চলেছে। আজ রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে ডিসিসিআই বাংলাদেশের সবচেয়ে গতিশীল ও কর্মচঞ্চল বাণিজ্য সংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। আপনাদের সকলের আন্তরিক সমর্থন ও সহযোগিতার মাধ্যমে ডিসিসিআই ভবিষ্যতেও এই সুনাম অব্যাহত রাখবে বলে আমি বিশ্বাস রাখি।

ডিসিসিআই সভাপতি হিসেবে বিভিন্ন সেমিনার, আলোচনা সভা ও কর্মশালায় যোগদান

১। বিল্ড প্রকল্পের ট্রাস্টি বোর্ডের ১৪তম সভায় যোগদান।

২। বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার (বিয়াক)-এর পরিচালনা পর্ষদের ২৮তম সভায় যোগদান।

৩। ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স-বাংলাদেশ (আইসিসিবি)'র নির্বাহী পরিষদের ৭০তম সভা যোগদান।

৪। বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইন্সটিটিউট (বিএফটিআই)'র ৪৭তম সভায় যোগদান।

৫। ওয়াইপো'র প্রতিনিধিদলের সাথে অনুষ্ঠিত বৈঠকে যোগদান।

৬। বাংলাদেশস্থ বৃটিশ দূতাবাসের ডেপুটি হাইকমিশনার এ্যাশলে-এর বিদায়ী নৈশভোজ সভায় যোগদান।

৭। "প্রাইভেট সেক্টর এনগেইজমেন্ট থ্রু ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন" কর্মশালায় প্যানেল আলোচক হিসেবে ডিসিসিআই'র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব সেলিম আকতার খানের যোগদান।

৮। "বাংলাদেশ-সুইজারল্যান্ড বিজনেস অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ফোরাম ২০১৮"-এ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব সেলিম আকতার খানের যোগদান।

৯। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত "স্বল্পোন্নত দেশ হতে বাংলাদেশের উত্তরণ" বিষয়ক সভায় যোগদান।

১০। বেসিস আয়োজিত "ট্যাক্স কমপ্লায়েন্স অ্যান্ড অটোমেশন" বিষয়ক সেমিনারে যোগদান।

১১। পিআরআই আয়োজিত "বিনিয়োগ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সক্ষমতা বাড়ানো" বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা সভায় যোগদান।

১২। বাংলাদেশস্থ কানাডার মান্যবর রাষ্ট্রদূত বেনট প্রিফোন্টেইন আয়োজিত নৈশভোজ সভায় যোগদান।

১৩। এসিআই গ্রুপের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান।

১৪। মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই) আয়োজিত নৈশভোজ সভায় যোগদান।

১৫। ভারতের ফোর্বস এশিয়া'র সম্পাদক মিস নাজনীন কারমালি'র সম্মানের আয়োজিত নৈশভোজ সভায় যোগদান।

১৬। "এফবিসিসিআই মিলন মেলা ২০১৮"-তে যোগদান।

১৭। বিডা আয়োজিত "বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর বিজনেস ফোরাম ২০১৮" আয়োজনের লক্ষ্যে প্রস্তুতিমূলক সভায় যোগদান।

14. Members of the Board of Directors, DCCI attended a meeting with Mr. Alexis Bossuyt, Trade and Investment Commissioner, Embassy of Belgium at DCCI Gulshan Center, Dhaka.
15. Member of the Board of Directors, DCCI attended the meeting with the delegation from The World Bank Metro Dhaka Transformation Platform mission team at DCCI Gulshan Centre.
16. Members of the Board of Directors, DCCI attended the meeting with Mr. Md. Nojibur Rahman, Principal Secretary, Prime Minister's Office.
17. Members of the Board of Directors, DCCI attended the meeting H.E. Ms. Panpimon Suwannapongse, Ambassador,The Royal Thai Embassy in Bangladesh at The Royal Thai Embassy.

Distinguished Members

As a first ISO certified Chamber of the country, DCCI maintains its high quality of services to its distinguished members as well as business community both at home and abroad. Today, the DCCI has been recognized as one of the most active and reputed trade organizations both in national and international arena. The Chamber would like to maintain the same standard in future also which will not be possible without your whole-hearted support and cooperation.

Meeting Attended by the President, DCCI

1. 14th Trustee Board meeting of BUILD Project at New Age Garments Corporate office, Farmgate, Dhaka
2. 28th Board meeting of BIAC (Attended) at BIAC Office.
3. 70th meeting of Executive Board of ICCB at ICCB Office.
4. 47th meeting of the Board of Directors of BFTI.
5. Meeting with WIPO representative at DCCI Gulshan Centre.
6. Farewell reception to Mr. David Ashley, Deputy High Commissioner, The British High Commission at The British High Commissioner's Residence, Dutabash Road, Baridhara.
7. DCCI Acting President Mr. Salim Akhter Khan attended a Workshop on Private Sector Engagement through Development Co-operation as panel Speaker held at Gulshan.
8. DCCI Acting President Mr. Salim Akhter Khan attended the seminar on "Bangladesh-Switzerland Business and Investment Forum, 2018" jointly organized by the BIDA, FBCCI, Embassy of Switzerland in Bangladesh and Ministry of Foreign Affairs at Sonargaon Hotel.
9. Meeting on the issues of LDC status at Ministry of Commerce.
10. Seminar on "Tax Compliance & Automation" organized by BASIS SoftExpo-2018 as special guest held at Media Bazaar Hall, BICC.
11. Roundtable Discussion on "Boosting Competitiveness for Investment and Growth" organized by PRI at PRI Office.
12. Welcome dinner in Honour of H.E. Mr. Benoit Prefontaine, High Commissioner of Canada organized by Canadian High Commission in Bangladesh at Canadian High Commission Recreation Centre (Canadian Club).
13. Celebration of 25th Anniversary of ACI Group organized by ACI Group at Radisson Blu Hotel.
14. Dinner organized by Metropolitan Chamber of Commerce & Industry (MCCI)
15. Cocktail Party Hosted in the Honour of Ms. Naazneen Karmali, Editor, Forbes Asia (india) at Gulshan.
16. "FBCCI Family Milon Mela-2018" at Surborno Amusement Park, Rupganj Narayanganj.
17. Preparatory meeting on Bangladesh-Singapore Business Forum 2018 organized by BIDA at Conference Room, Prime Minister's Office.

১৮। ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত "স্বল্পোন্নত দেশ হতে বাংলাদেশের উত্তরণ" বিষয়ক সভায় যোগদান।

১৯। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মির্জা আজম, এমপি'র সাথে সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত।

২০। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের সিনিয়র সচিব মান্যবর ইউনুসুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত।

২১। বাংলাদেশ সফররত ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি জনাব ট্রান ডাই কোয়াঙ্গ-এর সাথে সাক্ষাৎ।

২২। বাংলাদেশ সফররত ভিয়েতনামের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সাথে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় যোগদান।

২৩। বিএফটিআই আয়োজিত "ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রভাব" শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান।

২৪। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ আয়োজিত "স্বল্পোন্নত দেশের কাতার হতে বাংলাদেশের উত্তরণ" উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান।

২৫। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত "স্বল্পোন্নত দেশের কাতার হতে বাংলাদেশের উত্তরণ" উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান।

২৬। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এবং এফবিসিসিআই যৌথভাবে আয়োজিত আলোচনা সভায় ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ যোগদান করেন।

২৭। ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ এফবিসিসিআই আয়োজিত "কাউন্সিল অফ চেম্বার প্রেসিডেন্টস্"-এর সভায় যোগদান।

২৮। এফবিসিসিআই এবং এসএমই ফাউন্ডেশন যৌথভাবে আয়োজিত "৬ষ্ঠ জাতীয় এসএমই মেলা ২০১৮"-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান।

২৯। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মূখ্যসচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত "প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট পলিসি কো-অর্ডিনেশন কমিটি"-এর ১০ম সভায় যোগদান।

৩০। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এবং এফবিসিসিআই যৌথভাবে আয়োজিত "জাতীয় পরামর্শক কমিটি"-এর ৩৯তম সভায় ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ যোগদান করেন।

৩১। বৃটেনের মহামান্য রানীর জন্মদিন উপলক্ষে বাংলাদেশস্থ বৃটিশ হাইকমিশন আয়োজিত নৈশভোজ সভায় যোগদান।

৩২। আইসিসি-বাংলাদেশ আয়োজিত "ট্রেড ফেসিলিটেশন ইন বাংলাদেশ" বিষয়ক গোলটেবিলে যোগদান।

৩৩। পিপিআরসি'র নির্বাহী পরিচালক ড. হোসেন জিল্লুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ।

৩৪। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) আয়োজিত থাইল্যান্ডের প্রতিনিধিদলের সাথে বাণিজ্য আলোচনায় যোগদান।

৩৫। বাংলাদেশ-থাই চেম্বার আয়োজিত থাইল্যান্ডের প্রতিনিধিদলের সাথে বাণিজ্য আলোচনায় যোগদান।

৩৬। রাশিয়ার জাতীয় দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশস্থ রাশিয়ার দূতাবাস আয়োজিত নৈশভোজ সভায় যোগদান।

৩৭। ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স (আইসিসি)-বাংলাদেশের নির্বাহী পরিষদের ৭২তম সভায় যোগদান।

৩৮। ডিসিসিআই এবং ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স কর্পোরেশন যৌথভাবে আয়োজিত "বাংলাদেশ লজিস্টিক (ওয়ারহাউজিং অ্যান্ড স্টোরেজ)" বিষয়ক ওয়ার্কশপে যোগদান।

৩৯। ঢাকা শিল্প মালিক সমিতির ইফতার ও দোয়া মাহফিলে যোগদান।

৪০। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় আয়োজিত ইফতার ও দোয়া মাহফিলে যোগদান।

৪১। এফবিসিসিআই আয়োজিত ইফতার ও দোয়া মাহফিলে যোগদান।

৪২। বাংলাদেশস্থ ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূতের সাথে সাক্ষাৎ।

৪৩। ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স (আইসিসি)-বাংলাদেশের ২৩তম বার্ষিক কাউন্সিল ২০১৭'তে যোগদান।

18. DCCI Acting President Mr. Kamrul Islam, FCA attended meeting on the issues of LDC Status organized by Ministry of Commerce at Ministry of Commerce.
19. Meeting with Mr. Mirza Azam, MP, Hon'ble State Minister for Textiles & Jute regarding Eco-Friendly Paper Processing from Jute at Ministry of Textiles & Jute, Bangladesh Secretariat.
20. Meeting with Mr. Younusur Rahman, Senior Secretary, Financial Division, Ministry of Finance at Ministry of Finance, Bangladesh Secretariat.
21. Meeting with the business delegation from Vietnam organized by FBCCI at Pan Pacific Sonargaon Hotel.
22. Meeting with the President of Vietnam H.E. Mr. Tran Dai Quang at a Business Forum-2018 organized by FBCCI at Pan Pacific Sonargaon Hotel.
23. Round Table Discussion Meeting on "The Impact of 4th Industrial Revolution on Trade and Economic Development" organized by BFTI at BFTI Office as special guest.
24. A function to celebrate "Bangladesh's Graduation From LDC's" organized by ERD at BICC.
25. Procession to celebrate "Bangladesh's Graduation from LDC's" organized by Ministry of Commerce.
26. DCCI Acting President Mr. Kamrul Islam, FCA attended the discussion meeting with National Board of Revenue (NBR) organized by FBCCI at FBCCI
27. DCCI Acting President Mr. Kamrul Islam, FCA attended the meeting on Council of Chamber Presidents organized by FBCCI at FBCCI.
28. Inaugural Ceremony of 6th National SME Fair-2018 jointly organized by FBCCI and SME Foundation at Hall of Fame, BICC.
29. 10th meeting of PSDPC Committee of BUILD with Hon'ble Principal Secretary, Prime Minister's Office.
30. DCCI Acting President Mr. Kamrul Islam, FCA attended the 39th meeting of Consultation Committee of NBR jointly organized by NBR and FBCCI at Pan Pacific Sonargaon Hotel.
31. Celebration of the birthday of Her Majesty Queen Elizabeth II, hosted by H.E. Ms. Alison Blake CMG, British High Commissioner at her Residence.
32. Round Table Discussion on Trade Facilities Project in Bangladesh organized by ICC Bangladesh at the Pan Pacific Sonargaon Hotel.
33. Meeting with Dr. Hossain Zillur Rahman, Executive Director, PPRC at PPRC Office.
34. Meeting with the business delegation from Thailand organized by BIDA at Sonargaon Hotel.
35. Business meeting with the delegation from Thailand organized by BTCCI at Dhaka Club Ltd.
36. A programme on National Day of the Russian Federation held at Embassy of the Russia.
37. 72nd meeting of the Executive Board of ICC Bangladesh at ICCB Office Suvastu Tower.
38. Workshop on the findings of Bangladesh Logistics (Warehousing and Storage) study jointly organized by DCCI and IFC at Pan Pacific Sonargaon Hotel.
39. Attended Ifter Mahfil organized by Dhaka Shilpo Malik Samity at DCCI Auditorium
40. Iftar Mahfil hosted by the Hon'ble Prime Minister of Bangladesh at Gono Bhaban.
41. Iftar Party organized by FBCCI at Ball Room, The Westin Hotel.
42. Meeting with H.E. Rensje Teerink, Head of the Delegation of European Union to Bangladesh at EU Office.
43. 23rd Annual Council-2017 of ICC, Bangladesh at Golden Tulip Hotel, Banani.

৪৪। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ২৪২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশস্থ মার্কিন দূতাবাস আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান।

৪৫। বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশ অফিস আয়োজিত "টুওয়ার্ডস গ্রেট ঢাকা ঃ এ নিউ আরবান ডেভেলপমেন্ট প্যারাডিয়াম ইস্টওয়ার্ড" বিষয়ক সেমিনারে যোগদান।

৪৬। বিল্ড আয়োজিত "রেগুলেটরি প্রোডাক্টিভিলিটি অ্যান্ড প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট" বিষয়ক পলিসি ডায়ালগে যোগদান।

৪৭। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত "ন্যাশনাল ট্রেড অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট ফেসিলিটেশন কমিটি" সভায় যোগদান।

৪৮। আইন মন্ত্রণালয় আয়োজিত বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি বিষয়ক সভায় যোগদান।

৪৯। ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ'র সাথে বাংলাদেশস্থ বেলজিয়াম দূতবাসের ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কমিশনার এলেক্সাস বসিউয়ট স্বাক্ষাৎ করেন।

৫০। ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ ফরেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ফিকি) আয়োজিত নৈশভোজ সভায় যোগদান।

৫১। ডিসিসিআই সভাপতির সাথে বাংলাদেশস্থ থাই দূতাবাসের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ।

৫২। ডিসিসিআই সভাপতির সাথে ইউএনডিপি'র প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অ্যাডভাইজর জনাব হমিদুল হক খানের সাক্ষাৎ।

৫৩। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত "প্রস্তাবিত রপ্তানি পলিসি ২০১৮-২১" বিষয়ক সভায় যোগদান।

৫৪। ডিসিসিআই সভাপতির সাথে বিমসটেক'র সেক্রেটারি জেনারেল জনাব এম শহীদুল ইসলামের সাক্ষাৎ।

৫৫। এফবিসিসিআই আয়োজিত "পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক ফর পোস্ট এলডিসি গ্রাজুয়েশন অফ বাংলাদেশঃ বিজনেস পার্সপেকটিভ" অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতির যোগদান।

৫৬। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রী জনাব মোস্তফা জাব্বার-এর সাথে ডিসিসিআই সভাপতির সাক্ষাৎ।

৫৭। বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (বিআইডিএস)'র মহাপরিচালকের সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতির সাক্ষাৎ।

৫৮। বাংলাদেশে নিযুক্ত থাইল্যান্ডের রাষ্ট্রদূতের বিদায়ী নৈশভোজ সভায় ডিসিসিআই সভাপতির যোগদান।

৫৯। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত "প্রাইভেট সেক্টর ডেলেভপমেন্ট পলিসি কো-অর্ডিনেশন কমিটি"-এর ১১তম সভায় যোগদান।

৬০। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং মেরিটাইম গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া যৌথভাবে আয়োজিত "দ্বিতীয় সাউথ এশিয়া মেরিটাইম অ্যান্ড লজিস্টিক ফোরাম"-এ ডিসিসিআই সভাপতির যোগদান।

ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ কর্তৃক বিভিন্ন সেমিনার, আলোচনা সভা ও ওয়ার্কশপে যোগদান

১। ঢাকা চেম্বার এবং সিপিডি যৌথভাবে আয়োজিত "এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বেসরকারীখাতের ভূমিকা" শীর্ষক মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের যোগদান।

২। ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত "এন্টারপ্রেনিউরশীপ উন্নয়ন" অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

৩। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব ইমরান আহমেদ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত "এলডিসি হতে বাংলাদেশের উত্তরণ" বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

৪। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ বেসিস আয়োজিত "একাউন্টিং বিপিওঃ অপরচুনিটিজ অ্যান্ড চ্যালেঞ্জ" বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

44. 242nd Anniversary of the declaration of independence of the United States of America at U.S. Embassy, Madani Avenue, Baridhara.
45. Seminar on Towards Great Dhaka: A New Urban Development Paradigm Eastward organized by The World Bank at Pan Pacific Sonargaon Hotel.
46. Policy Dialogue on Regulatory Predictability and Private Sector Development organized by BUILD at Hotel Amari.
47. National Trade and Transport Facilitation Committee (NTTFC) meeting at Ministry of Commerce.
48. Meeting on the issues of settlement of trade disputes, innovation and implementation of ways to ensure dispute resolution in alternative ways at Ministry of Law.
49. DCCI Acting President Mr. Kamrul Islam, FCA met Mr. Alexis Bossuyt, Trade and Investment Commissioner, Embassy of Belgium at DCCI Gulshan Centre.
50. DCCI Acting President Mr. Kamrul Islam, FCA attended a dinner organized by FICCI at The Westin Hotel.
51. Meeting with H.E. Ms. Panpimon Suwannapongse, Ambassador, The Royal Thai Embassy in Bangladesh at The Royal Thai Embassy.
52. Meeting with Mr. Hamidul Haque Khan, Program Development Advisor UNDP in Bangladesh.
53. Meeting on the issues of "Draft proposed Export Policy 2018-2021" organized by Ministry of Commerce at Conference Room at Ministry of Commerce.
54. Meeting with Mr. M. Shahidul Islam, Secretary General, BIMSTEC at BIMSTEC Secretariat, Gulshan.
55. "Policy Framework for post LDC Graduation of Bangladesh: Business Perspective" jointly organized by FBCCI at Hotel Sonargaon.
56. Meeting with Mr. Mustafa Jabbar, Hon'ble Minister, Ministry of Posts and Telecommunication at Bangladesh Secretariat.
57. Meeting with Dr. Khan Murshed, Director General, Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS) at DCCI Gulshan Centre.
58. Farewell reception in honour of H.E. Ms. Panpimon Suwannapongse, Ambassador of Thailand in Bangladesh organized by Royal Thai Embassy.
59. 11th meeting of Private Sector Development Policy Coordination Committee (PSDPCC) at PMO.
60. Business session titled 'Maritime Allied Infrastructure: Dredging, Shipbuilding and Bunkering' as a parallel event of '2nd South Asia Maritime & Logistic Forum' jointly organized by Ministry of Shipping and Maritime Gateway of India as special guest.

Meeting Attended by the Members of the Board of Directors

1. Members of the Board of Directors attended the meeting on the issues of Role of Private Sector in SDGs jointly organized by DCCI and CPD at DCCI Gulshan Centre.
2. Members of the Board of Directors, DCCI attended the "Lecture Series on Entrepreneurship Development" organized by Daffodil International University at DIU Campus.
3. Mr. Imran Ahmed, Director, DCCI attended the meeting on the issues of LDC status at Ministry of Commerce.
4. Mr. Kamrul Islam, FCA Senior Vice President, DCCI attended the Seminar on "Accounting BPO: Opportunities & Challenges" organized by BASIS at BICC.

৫। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য-প্রযুক্তি বিভাগ আয়োজিত জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের সভায় ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেনের যোগদান।

৬। বাংলাদেশে সফররত অস্ট্রেলিয়ার বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সম্মানে আয়োজিত নৈশভোজ সভায় ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদারের যোগদান।

৭। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব সেলিম আকতার খান "বাংলাদেশে বিনিয়োগ ও ব্যবসা সহায়ক পরিবেশ তৈরি" বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদান।

৮। বিএসটিআই আয়োজিত সভায় ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদারের যোগদান।

৯। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ "জয়েন্ট ক্রেডিটিং মেকানিজম ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশে নিম্নকার্বন ভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণে উৎসাহিতকরণ" শীর্ষক কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

১০। ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ গ্রামীণ ফোন কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত "ইও সোশাল বিজনেস অ্যাওয়ার্ড" প্রদান অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

১১। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ দৈনিক প্রথম আলো আয়োজিত "সবার জন্য নিরাপদ খাদ্য" বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

১২। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার "ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০১৮"-এর ৫ম সভায় যোগদান করেন।

১৩। বিমসটেক'র সেক্রেটারি জেনারেলের সাথে ডিসিসিআই পরিচালক ইঞ্জিঃ আকবর হাকিমের সাক্ষাৎ।

১৪। এফসিসিআই এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) যৌথভাবে আয়োজিত "জাতীয় পরামর্শক কমিটি'-এর ৩৯তম সভায় ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ যোগদান করেন।

১৫। ঢাকা চেম্বারের পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার বিসিক'র ২০তম সভায় যোগদান করেন।

১৬। বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উপলক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত সেমিনারে ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন যোগদান করেন।

১৭। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ-এর অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার যোগদান করেন।

১৮। মহান মে দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই'র পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদারের যোগদান।

১৯। থাই ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদলের সম্মানে আয়োজিত নৈশভোজ ও নেটওয়ার্ক সেশনে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন যোগদান করেন।

২০। ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ "শোকেস কানাড-২০১৮"-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

২১। বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূতের সাথে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন।

২২। চীনের কুনমিং-এ অনুষ্ঠিত "৫ম সাউথ চায়না এশিয়া এক্সপো" তে ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন যোগদান করেন।

২৩। শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত বিসিক শিল্প নগরীতে চামড়া খাতের ব্যবসায়ীদের মাঝে প্লট বরাদ্দ সংক্রান্ত সভায় ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার যোগদান করেন।

২৪। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং এফবিসিসিআই যৌথভাবে আয়োজিত "এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বেসরকারীখাতের ভূমিকা" বিষয়ক আলোচনা সভায় ডিসিসিআই পরিচালক সর্বজনাব হুমায়ুন রশিদ, এস এম জিল্লুর রহমান এবং খন্দ. রাশেদুল হাসান যোগদান করেন।

২৫। ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এবং বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধিদলের মধ্যকার আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

২৬। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মূখ্যসচিবের সাথে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন।

২৭। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হুমায়ুন রশিদ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত "ব্লু ইকোনোমি" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

5. Mr. Riyadh Hossain, Vice President, DCCI attended the 1st and 2nd Joint Working Group Meeting at ICT Division, Agargaon, Dhaka
6. Mr. Hossain A Sikder, Director, DCCI attended the Networking Dinner Reception in honor of Austrian Business Delegation to Bangladesh at Platinum Suites, Banani, Dhaka- 1213
7. Mr. Salim Akhtar Khan, Director, DCCI attended the discussion meeting on "providing corruption free public service for investment and business friendly Environment in Bangladesh organized by BIDA at Conference Room, Anti-Corruption Commission, Dhaka
8. Mr. Hossain A Sikder, Director, DCCI attended the meeting with BSTI at BSTI Office, Dhaka
9. Mr. Kamrul Islam, FCA attended the workshop on Bangladesh-Japan Joint Crediting Mechanism (JCM) capacity building for Private Sector as the Special Guest held at DCCI Auditorium, Motijheel
10. Members of the Board of Directors, DCCI attended the EO Social Business Awards Ceremony held at GP House Auditorium, Bashundhara R/A, Dhaka
11. Mr. Kamrul Islam, FCA, Senior Vice President, DCCI attended a Round Table Discussion on Safe food for everyone organized by The Daily Prothom Alo held at The Daily Prothom Alo Office.
12. Mr. Hossain A Sikder, Director, DCCI attended the 5th meeting of DITF-2018 held at EPB Karwan Bazar, Dhaka.
13. Engr. Akber Hakim, Director, DCCI, Members of DCCI standing committee on Country Competitiveness met Secretary General, BIMSTEC at BIMSTEC Office, Gulshan – 2.
14. Mr. Kamrul Islam, FCA, Senior Vice President, DCCI attended the 39th meeting of Consultation Committee of NBR jointly organized by NBR and FBCCI at Pan Pacific Sonargaon Hotel.
15. Mr. Hossain A Sikder, Director, DCCI attended the 20th Meeting of BISIC, at the Conference Room of Dhaka DC Office.
16. Mr. Riyadh Hossain, Vice President, DCCI attended a Seminar on World Intellectual Day organized by Patent, Design, Trade Marks Office of Ministry of Industries held at CIRDAP Auditorium.
17. Mr. Hossain A Sikder, Director, DCCI attended a program of Hon'ble President of Bangladesh Mr. Md. Abdul Hamid held at Krishibid Institute.
18. Mr. Hossain A Sikder, Director, DCCI attended a programme of International May Day held at BICC.
19. Mr. Riyadh Hossain, Vice President, DCCI attended a business meeting followed by networking dinner with the delegation from Royal Thai Government and Thai Business Delegation at Dhaka Club Ltd.
20. Members of the Board of Directors, DCCI attended Showcase Canada-2018 Trade and Education Fair at Hall-1, International Convention City Bashundhara, Dhaka.
21. Members of the Board of Directors, DCCI and Mr. T.I.M Nurul Kabir, Former Senior Vice President and Mr. Rashedul Karim Munna, Convenor, DCCI attended a meeting with EU Head of Delegationat EU Office, Dhaka.
22. Mr. Riyadh Hossain, Vice President, DCCI attended a programme regarding Fifth China South-Asia Expo to be held in Kunming, China at Westin Hotel, Dhaka
23. Mr. Hossain A Sikder, Director, DCCI attended a meeting of BSCIC Leather Sector Land Allotment Committee held at Ministry of Industries.
24. DCCI Directos Mr. Humayun Rashid, Mr. S.M. Zillur Rahman and Kh. Rashedul Ahsan attended a meeting with Institutional Dialogue on "Role of Private Sector to Achieve SDGs" jointly organized by FBCCI and PMO held at The Westin Hotel, Dhaka
25. Members of the Board of Directors, DCCI attended a meeting with World Bank Metro Dhaka transformation platform mission team held at DCCI Gulshan Center, Dhaka.
26. Members of the Board of Directors, DCCI attended a meeting with the Principal Secretary at Prime Minister's Office.
27. Mr. Humayun Rashid, Director, DCCI attended a meeting on Blue Economy held at Ministry of Commerce.

২৮। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব কে এমএন মঞ্জুরুল হক বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত "থিম স্টেটমেন্ট অফ বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন"-এর সভায় যোগদান করেন।

২৯। ডিসিসিআই পর্ষদের সদস্যবৃন্দ বাংলাদেশে নিযুক্ত থাইল্যান্ডের রাষ্ট্রদূতের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

৩০। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ, সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেনের সাথে বাংলাদেশস্থ বেলজিয়াম দূতাবাসের ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কাউন্সিলর সাক্ষাৎ করেন।

৩১। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী এবং জনাব নূহের লতিফ খান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালকের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

৩২। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার "জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬" বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

৩৩। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার এফবিসিসিআই আয়োজিত "ডিজিটাল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস" বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

৩৪। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ ফরেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ফিকি) আয়োজিত নৈশভোজ সভায় যোগদান করেন।

৩৫। "ন্যাশনাল ফিন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন স্ট্যাটেজি অফ বাংলাদেশ" ওয়ার্কশপে ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ যোগদান করেন।

৩৬। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় আয়োজিত "সাসটেইনেবল অ্যান্ড গ্রীণ গ্রোথ ওয়ার্কিং কমিটি"-এর সভায় ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ যোগদান করেন।

৩৭। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন বেসিস আয়োজিত ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

৩৮। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)'র নির্বাহী চেয়ারম্যান কাজী এম আমিনুল ইসলামের সাথে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ, পরিচালক জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী, প্রাক্তন পরিচালক জনাব রিজওয়ান-উর রহমান সাক্ষাৎ করেন।

৩৯। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত ব্রুনাইয়ে বাংলাদেশ মিশন চালুর প্রস্তুতি বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

৪০। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট'র কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আইন-শৃঙ্খলা পর্যালোচনা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

৪১। ডিসিসিআই পরিচালক ইঞ্জিঃ মোঃ আল আমিন শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত "ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফেয়ার"-এর মুদ্রণ বিষয়ক কমিটির সভায় যোগদান করেন।

৪২। ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ বেসামরিক বিমান চালাচল এবং পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিবের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

৪৩। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)'র নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব পবন চৌধুরীর সাথে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ, পরিচালক জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী সাক্ষাৎ করেন।

৪৪। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক অথরিটি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিসেস হোসনে আরা বেগম-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের পর্ষদ সভার সদস্যবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন।

৪৫। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত "সুদানে দীর্ঘমেয়াদী চাষাবাদ" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

৪৬। বিমসটেক'র মহাপরিচালক জনাব এম শহীদুল ইসলামের সাথে ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন সাক্ষাৎ করেন।

৪৭। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রী জনাব মোস্তফা জাব্বারের সাথে ডিসিসিআই'র ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি কামরুল ইসলাম, এফসিএ, সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন সাক্ষাৎ করেন।

৪৮। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব নূহের লতিফ খান বিডা অয়োজিত পলিসি ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।

28. Mr. K M N Manjurul Haque, Director, DCCI attended a preparatory meeting on Theme Statement of Bangladesh pavilion held at Ministry of Commerce Bangladesh Secretariat
29. Members of the Board of Directors, DCCI attended a meeting with H.E. Ms. Rina P. Soemarno, Ambassador, Indonesia to Bangladesh at DCCI Gulshan Center.
30. Mr. Kamrul Islam, FCA, Senior Vice President & Mr. Riyadh Hossain, Vice President, DCCI attended a meeting with Mr. Alexis Bossuyt, Trade and Investment Commissioner, Embassy of Belgium at DCCI Gulshan Center
31. DCCI Directors Mr. Waqar Ahmad Choudhury and Mr. Nuher L. Khan attended a meeting with Director General, Ministry of Foreign Affairs at Ministry of Foreign Affairs
32. Mr. Hossain A Sikder, Director, DCCI attended a Seminar on National Industry Policy-2016 held at CIRDAP Auditorium.
33. Mr. Hossain A Sikder, Director, DCCI attended workshop on "Transforming Business through Digital Financial Services: Challenges and Opportunities" organized by FBCCI.
34. Mr. Kamrul Islam, FCA, Senior Vice President, DCCI attended a Dinner organized by FICCI at The Westin Hotel, Dhaka.
35. Mr. Kamrul Islam, FCA, Senior Vice President, DCCI attended workshop on "National Financial Inclusion Strategy (NFIS) of Bangladesh" held at The Westin Hotel, Dhaka.
36. Mr. Kamrul Islam, FCA, Senior Vice President, DCCI attended a meeting on the issue of sustainability and Green Growth Working Committee (SGGWC) organized by Ministry of Environment.
37. Mr. Riyadh Hossain, Vice President, DCCI attended a Focus Group Discussion meeting with leading private sector association of Bangladesh organized by BASIS held at BASIS Office, Dhaka.
38. Mr. Kamrul Islam, FCA, Senior Vice President, Mr. Riyadh Hossain, Vice President, Mr. Waqar Ahmad Choudhury, Director and Mr. Rizwan-Ur-Rahman, former Director, DCCI attended a meeting with Executive Chairman of BIDA Mr. Kazi M. Aminul Islam held at BIDA Office.
39. Mr. Kamrul Islam, FCA, Senior Vice President, DCCI attended "Bangladesh-Brunei Foreign Office Consultation (FOC) Preparatory Meeting" organized by Ministry of Foreign Affairs held at Ministry of Foreign Affairs, Segun Bagicha, Dhaka.
40. Mr. Md. Alauddin Malik, Director, DCCI attended a meeting on the issue of Law and Order Situation organized by Dhaka DC Office held at Conference Room, DC office, Dhaka.
41. Engr. Md. Al Amin, Director, DCCI attended the National Industrial Fair Publication Sub-Committee meeting organized by Ministry of industries held at Ministry of Industries, Motijheel, Dhaka.
42. Members of the Board of Directors, DCCI attended a meeting with Acting Secretary, Ministry of Civil Aviation organized by Ministry of Civil Aviation held at Ministry of Civil Aviation, Dhaka.
43. Mr. Kamrul Islam, FCA, Senior Vice President, Mr. Riyadh Hossain, Vice President and Mr. Waqar Ahmad Choudhury, Director, DCCI met Executive Chairman of BEZA Mr. Paban Chowdhury at BEZA
44. Members of the Board of Directors, DCCI attended a meeting with Ms. Hosne Ara Begum, Managing Director, Bangladesh Hi Tech Park Authority held at Hi Tech Park Authority Office Agargaon, Dhaka.
45. Mr. Riyadh Hossain, Vice President, DCCI attended a meeting regarding "Long-term land lease in Sudan for cultivation livestock and fish farming by Bangladesh" organized by PMO.
46. Mr. Riyadh Hossain, Vice President, DCCI attended a meeting with Mr. M. Shahidul Islam, Secretary General, BIMSTEC organized by BIMSTEC Secretariat held at BIMSTEC Secretariat.
47. Mr. Kamrul Islam, FCA, Senior Vice President and Mr. Riyadh Hossain, Vice President attended a meeting with Mr. Mustafa Jabbar, Hon'ble Minister, Ministry of Posts, Telecommunication and Information Technology at Bangladesh Secretariat, Dhaka.
48. Mr. Nuher L. Khan, Director, DCCI attended workshop for Policy Development (for FDI-driven linkage formation) organized by BIDA held at BIDA Office, Dhaka.

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর (এম ও ইউ)

১। ঢাকা চেম্বার এবং এইচকেটিডিসি-বেল্ট অ্যান্ড রোড অ্যান্ড এক্সটার্নাল রিলেসন ডিপার্টমেন্ট-এর মধ্যকার সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর।

ডিসিসিআই সভাপতি ও পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের বিদেশ গমন

১। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসেবে সিঙ্গাপুর সফর করেন।

২। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান চীনে অনুষ্ঠিত ১৩তম চায়না সাউথ-এশিয়া বিজনেস ফোরামের "সেপিং ফিউচার টুগেদারঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেশন অফ মিউচুয়্যাল অপেনিং" সেশনে যোগদান করেন।

৩। ডিসিসিআই সভাপতি আবুল জনাব কাসেম খান হংকং-এ অনুষ্ঠিত "এশিয়া-প্যাসিফিক বিজনেস ফোরাম"-এ অংশগ্রহণ করেন।

৪। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান এএইচকেডিসি আয়োজিত "বেল্ট অ্যান্ড রোড গ্লোবাল ফোরাম অ্যান্ড বেল্ট অ্যান্ড রোড সামিট"-এ যোগদান করেন।

৫। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসেবে ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করেন।

জাতীয় নীতিমালা ও বিভিন্ন জাতীয় ইস্যুতে ডিসিসিআই'র সুপারিশমালা

১। "রেগুলার বিজনেস চ্যালেঞ্জে এভিডেন্ট ইন বাংলাদেশ"-এর উপর সুপারিশ প্রেরণ।

২। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২২ নং)-এর সংশোধনকল্পে ডিসিসিআই-এর প্রস্তাবসমূহ সুপারিশ প্রেরণ।

৩। ডিসিসিআই কর্তৃক ওয়ান স্টপ সার্ভিস (বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ) বিধিমালা, ২০১৮-এর খসড়া তফসিলের সেবা, সুবিধা ও প্রণোদনা, অনুমতি, ছাড়পত্র বা পারমিট, নির্ধারিত সময় প্রস্তাবে সুপারিশ প্রেরণ।

২০১৮ সালের প্রকাশনা সমূহ

ডিসিসিআই'র গবেষণা শাখার সহযোগিতায় জনসংযোগ শাখা এ বছর বেশ কিছু প্রকাশনা বের করেছে। এগুলো হলো ঃ

1. DCCI Budget Proposal Booklet FY 2018-19
2. Introducing DCCI 2018
3. Souvenir published on the occasion of "Destination Bangladesh" conference
4. Brochure- Destination Bangladesh
5. Speakers' Bio-Book for International Conference "Destination Bangladesh"
6. RNi Bangladesh Flyer
7. Booklet for DCCI trade delegation to Turkey
8. DCCI Monthly Review
9. DCCI Tax Guide 2018-19
10. Annual Report 2018
11. DCCI Brochure on its regular activities
12. Suppliment published on the occasion of International Conference "Destination Bangladesh"

স্ট্যান্ডিং কমিটির কার্যক্রম

ডিসিসিআই এর ১৮টি স্ট্যান্ডিং কমিটি এবং ৪টি বিশেষ কমিটি প্রতিটিতে একজন করে পরিচালকের নেতৃত্বে সারা বছর কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। ২০১৮ সালে স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলো প্রায় ৭৩টি বৈঠক করে এবং এ সকল বৈঠকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও পরামর্শ গৃহীত হয়। স্ট্যান্ডিং কমিটির নতুন আহ্বায়ক ও সহ-আহ্বায়কদের অংশগ্রহণে একটি সমন্বয় সভা ডিসিসিআইতে অনুষ্ঠিত হয়। স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলোর বিশদ কার্যাবলী এ রিপোর্ট-এর আলাদা এক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। কমিটিগুলোর সমন্বয়কারী পরিচালক, আহ্বায়ক এবং সহ-আহ্বায়কগণকে বছরব্যাপি তাদের অকৃত্রিম সহযোগিতা প্রদানের জন্য আমি তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

MoU Signing

1. Mou signed with HKTDC-Belt and Road & External Relation Department to be the member of "Belt and Road Global Forum".

DCCI President's and the Board of Directors Trade Visit Abroad

1. Visited Singapore as an entourage of Hon'ble Prime Minister of Bangladesh.
2. Attended the 13th China-South Asia Business Forum on "Shaping Future Together- Industrial Cooperation of Mutual opening" held in Kunming, China.
3. Attended Asia-Pacific Business Forum (APBF) 2018 organized by ICCB at Cyberport, Hong Kong, China
4. Attended Belt and Road Global Forum and Belt and Road Summit organized by HKTDC, China.
5. DCCI Vice President Mr. Riyadh Hossain attended at the UN General Assembly as an entourage of Hon'ble Prime Minister of Bangladesh.

Recommendation on Several National Policies

1. Recommendations on National Budget 2018-19 placed to NBR.
2. Opinion on regular business challenges evident in Bangladesh
3. Reviwing the Online VAT Payment Law 1991 (22th law of 1991)
4. Reviwing the draft One Stop Serive Schedule 2018 (Bangladesh High Tech Park Authority) on providing service, incentive, allowance, clearance certificate, permit and the proposed time of work completion.

Publication in the year 2018

Research & Development (R&D) Department of DCCI in cooperation with Public Relation Department of DCCI has prepared the following publications in 2018.

1. DCCI Budget Proposal Booklet FY 2018-19
2. Introducing DCCI 2018
3. Souvenir published on the occasion of "Destination Bangladesh" conference
4. Brochure- Destination Bangladesh
5. Speakers' Bio-Book for International Conference "Destination Bangladesh"
6. RNi Bangladesh Flyer
7. Booklet for DCCI trade delegation to Turkey
8. DCCI Monthly Review
9. DCCI Tax Guide 2018-19
10. Annual Report 2018
11. DCCI Brochure on its regular activities
12. Suppliment published on the occasion of International Conference "Destination Bangladesh"

Standing Committee activities and Board Meetings

DCCI has eighteen (18) Standing Committees and 4 special committees and each committee is headed by a Director who acts as the 'Coordinating Director' of the respective committee throughout the year. In 2018, about 73 meetings of these Standing Committees were held, where a lot of important suggestions and recommendations came out. A meeting with the newly assigned Conveners and Joint-conveners of all the Standing Committees of DCCI was also held. The details of the activities of the Standing Committees have been included in a separate chapter of this Annual Report. I would like to take the privilege to thank all Coordinating Directors, Conveners and Joint Conveners of all the Standing Committees for their whole–hearted cooperation and efforts throughout the year.

ডিসিসিআইতে এ বছর এগার (১১)টি বোর্ড সভা ও একটি (১)টি জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে যাতে ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক বিষয় ছাড়াও ডিসিসিআইকে আরো কার্যকরভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে গৃহীত নীতি বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাগুলো ডিসিসিআই এর প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও সুশৃংখল কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করেছে।

সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম

২০১৮ সালে ডিসিসিআই নানাবিধ সামাজিক কল্যাণমূলক কাজের সাথে জড়িত ছিল। এ বছর ডিসিসিআই'র সামাজিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দেশের উত্তারাঞ্চলের মানুষের শীতের কষ্ট লাঘবের লক্ষ্যে এ বছর ডিসিসিআই নীলফামারি চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, দিনাজপুর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, কুড়িগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, রংপুর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, লালমনিরহাট চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর প্রতিনিধিদের কাছে শীত বস্ত্র হস্তান্তর করে। এছাড়া ঢাকা ও এর আশেপাশের মানুষের শীতের কষ্ট লাঘবের জন্য আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম, ঢাকা মহানগর সমিতি (ঢাকা সমিতি), ঢাকা শিল্পনগরী শিল্প মালিক বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ, মেসবাহউল উম্মা এবং ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন-এর প্রতিনিধিদের নিকটও শীত বস্ত্র হস্তান্তর করা হয়েছে।

ডিসিসিআই'র সদস্যপদ

ডিসিসিআই'র সম্মানিত সদস্যবৃন্দ আমাদানী, রপ্তানি, ম্যানুফেকচারিং, ব্যাংকিং, ইন্সুরেন্স, জাহাজ নির্মাণ, রিয়েল এস্টেট এবং এসএমই খাতের সাথে সম্পৃক্ত। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনায় নানাবিধ সীমাবদ্ধতা এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সত্ত্বেও ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ৬৪১ জন নতুন সদস্য নিবন্ধিত হয়েছেন, ১২৯ জন সদস্য তাদের সদস্যপদ পূনরুদ্ধার করেছেন এবং ২৮৬০ জন সদস্য তাদের সদস্যপদ নবায়ন করেছেন; যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এবছর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

ডিসিসিআই-এর আর্থিক অবস্থার হিসাব

আমার বক্তৃতা শেষ করার আগে আমি ডিসিসিআই এর আর্থিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য দিকগুলো তুলে ধরতে চাই। এ বার্ষিক রিপোর্টে অর্ন্তভূক্ত অডিটরস রিপোর্ট হতে দেখা যায়, এ বছর চেম্বারের আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৬,৯৪,০১,৪৪২ টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ১৮,০১,৭৭,৮১০ টাকা, অর্থাৎ ২০১৮ সালে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় আয় কমেছে ১,০৭,৭৬,৩৬৮ টাকা বা ৫.৯৮%। এ আয় মূলতঃ সদস্যদের চাঁদা, ভবন ভাড়া, সুদ এবং অন্যান্য উৎস থেকে অর্জিত হয়েছে। পক্ষান্তরে, ২০১৮ সালে মোট খরচ হয়েছে ৮,১৮,৬৮,১৭২ টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ৮,৬৭,৫৫,৫৭৩ টাকা, অর্থাৎ তুলনামূলকভাবে খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে ৪৮,৮৭,৪০১ টাকা বা ৫.৬৩%। ফলতঃ ২০১৮ সালে ব্যয়াতিরিক্ত আয় হয়েছে ৮,৭৫,৩৩,২৭০ টাকা, যা পূববর্তী বছরে ছিল ৯,৩৪,২২,২৩৭ টাকা অর্থাৎ ব্যয়াতিরিক্ত আয় কমেছে ৫৮,৮৮,৯৬৭ টাকা বা ৬.৩০%। বিগত বছরে আন্তর্জাতিক সম্মেলন "নিউ ইকোনোমিক থিংকিং ঃ বাংলাদেশ ২০৩০ অ্যান্ড বিওয়ন্ড" আয়োজনের ব্যয়াতিরিক্ত ৪২,৫১,১৮০ টাকা এবং "ডিসিসিআই মেজবান" আয়োজনের ফলে অতিরিক্ত ১৫,৪৬,১৪৭ টাকা খরচ হয়েছে।

চেম্বারের মোট তহবিল বা সঞ্চয় পূববর্তী বছরের ৫৮,০৬,৯৮,৯২২ টাকা থেকে ১,৮১,৬৮,৫৭২ টাকা অর্থাৎ ৩.১৩% বৃদ্ধি পেয়ে এ বছরে ৫৯,৮৮,৬৭,৪৯৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ২০১৮ সালে চেম্বারের আর্থিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

বক্তব্য শেষ করার পূর্বে আমি বলতে চাই যে পরিচালনা পর্ষদে আমার সহকর্মীবৃন্দ এবং ডিসিসিআই সচিবালয়ের সহযোগিতা ও সমর্থনের মাধ্যমে **২০১৮ সালে ৭টি মুখ্য বিষয়কে গুরুত্ব দিয়েছি** যেগুলো যা হলো– ১. নীতিমালা প্রণয়নে বেসরকারিখাতের অন্তর্ভূক্তি, ২. প্রাতিষ্ঠানিক এবং নীতিমালা সংস্কার, ৩. অবকাঠামো উন্নয়ন ৪. ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব ত্বরান্বিত করা ৫. দক্ষতা উন্নয়ন ৬. প্রতিযোগী লজিস্টিক এবং পরিবহনখাত তৈরী এবং ৮. গবেষণা ও উদ্ভাবন।

Eleven (11) Board meetings and One (01) emergency meeting of the Board of Directors, DCCI were held to discuss managerial and financial issues along with suggestive policy issues to run the Chamber efficiently. these meetings helped to take administrative decisions to streamline disciplinary activities of the Chamber.

Social Welfare Activities

During the year 2018, DCCI foundation has donated blanket amounting Tk. 1,167,640 to the cold hit people and Tk. 10,000 taka for medical checkup and financial help of DCCI employees. And Tk. 2 Lakh is donated to the Dhaka Mohanagar Samity for aiding distressed people during Ramadan as a commitment of CSR activities to the community.

Membership Enrollment

DCCI has been supported by a large number of members engaged in business in the area of export, import, manufacturing, banking, insurance, shipping, services, real estate and SMEs. During this year, 641 new members were enrolled, 129 companies revived their membership and 2860 members have renewed their membership which shows a significant increase of membership in the Chamber.

DCCI Accounts

Before concluding my speech, I would like to highlight some salient features of the financial position of the Chamber. It appears from the Auditors' Report of the Chamber as incorporated in this Annual Report that the income of the Chamber of this year (2018) is Tk. 16,94,01,442 as against Tk. 18,01,77,810 in the previous year (2017) leading to an decrease of Tk. 1,07,76,368 i.e., 5.98%. The income has accrued from membership subscription, building rent, interest and other sources. On the other hand, total expenditure during 2018 stands at Tk. 8,18,68,172 as against Tk. 8,67,55,573 in the previous year (2017) resulting in a increased of Tk. 48,87,401 i.e., 5.63%. Thus, excess of income over expenditure during 2018 is Tk. 8,75,33,270 which was Tk. 9,34,22,237 in the previous year leading to an decrease of Tk. 58,88,967 i.e., 6.30%. In previous fiscal year, because of International Conference on 'New Economic Thinking: Bangladesh 2030 and Beyond', Tk. 42,51,180 was the excess of income over expenditure. While in present year, because of Mezbaan arranged by DCCI, extra Tk. 15,46,147 was expenses. Given the fact, in compared to the previous year, we have seen a deficit amounting Tk.58,88,967 in the present year.

The overall savings of the Chamber during the year in the form of cash at Bank, cash in hand and fixed deposits increased to Tk. 59,88,67,494 from Tk. 58,06,98,922 in the previous year reflecting an increase of Tk. 1,81,68,572 or 3.13 %. It is evident from the above statistics that the financial condition of the Chamber has improved substantially in 2018.

Distinguished Members

In summing up, I would like to reiterate that with the support from my colleagues, Board of Directors and officials of the secretariat, we prioritized **seven core areas for DCCI in 2018** to attract the desired level of investments, facilitate enabling business environment and support GDP growth. The seven (7) core areas were: (1) Private sector engagement in policy planning (2) Institutional and policy reforms (3) Infrastructure development (4) Increasing business competitiveness (5) Skills development (6) Logistics and transportation competitiveness and (7) Research and Innovation.

I am delighted to mention that with relentless effort and sincerity, the Board of Directors, Conveners, Joint conveners, members of the standing committees and all officials of the Secretariat performed well to achieve the set goals for DCCI in 2018 and strengthen the role of DCCI for the development of private sector particularly for SMEs, which immensely contributed to uphold the image of the Chamber at home and abroad. I would like to thank all members of Board and DCCI members for their wonderful contribution, keeping trust on me and giving me great honour and privilege to lead the DCCI for last two consecutive years.

আমি আনন্দের সাথে উল্লেখ করতে চাই যে অক্লান্ত প্রচেষ্টা এবং আন্তরিকতার মাধ্যমে ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদ, আহ্বায়ক, যুগ্ম আহ্বায়ক, স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যগণ এবং সচিবালয়ের কর্মকর্তাগণ ২০১৮ সালে নির্ধারিত লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সক্ষম হয়েছেন। বেসরকারিখাতের উন্নয়নে, বিশেষ করে এসএমই খাতের উন্নয়নের জন্য ডিসিসিআই যে প্রচেষ্টা রেখেছে তা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে ডিসিসিআই'র ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। আমি ধন্যবাদ জানাই পর্ষদের সকল সদস্য এবং ডিসিসিআই'র সদস্যদের আন্তরিক অবদানের জন্য, আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের জন্য এবং ডিসিসিআই'র নেতৃত্ব প্রদানের সুযোগ ও সম্মান প্রদানের জন্য।

আমি আমার সকল পূর্বশূরীদের ও উত্তরশূরীদের প্রতি গভীর আস্থা জানাচ্ছি। ননির্বাচিত সভাপতি, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এবং সহ-সভাপতি এবং পরিচালকদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি প্রত্যাশা রাখি যে ২০১৯ সালে ডিসিসিআই'র এই নতুন নেতৃত্ব আরও গতিশীলতা নিয়ে আসবে এবং ডিসিসিআইকে আরও উচ্চতর মর্যাদায় নিয়ে যেতে সক্ষম হবে।

আমি অবশ্যই বলতে চাই যে ডিসিসিআই বাংলাদেশের বেসরকারিখাতের জন্য কেবল একটি অগ্রগণ্য কণ্ঠস্বরই নয়, এটি জাতির উন্নয়নেও এক শক্তিশালী সঙ্গী। আজ ডিসিসিআই 'বাংলাদেশ ইজ বিল্ডিং বাংলাদেশ' (বাংলাদেশ গড়ছে বাংলাদেশ) স্লোগানের সাথে সাথে এ নিয়েও দৃপ্ত বিশ্বাস রাখে যে, চলমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারায় ২০২১ সালের মধ্যে আমরা মধ্যম আয়ের দেশ, ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী ৩০তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃত হতে সক্ষম।

আমি বিশ্বাস করি যে ডিসিসিআই সদস্যদের ধারাবাহিক সহযোগিতা, পরিচালনা পর্ষদের সদস্যগণের কঠোর পরিশ্রম, স্ট্যান্ডিং কমিটির আহ্বায়ক ও যুগ্ম আহ্বায়ক এবং আমাদের প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দের দিকনির্দেশনার সুবাদে; উন্নয়নের পথে বাংলাদেশের যাত্রায় ডিসিসিআই'র ভূমিকা আমরা আরও জোরালো করে তুলতে পারব। ডিসিসিআই'র সভাপতি হিসেবে আজই আমার শেষ কার্যদিবস। মহান আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবানী যে তিনি আমাকে এই ঐতিহ্যবাহী সংগঠনটির নের্তৃত্ব দেয়ার সুযোগ প্রদান করেছেন। ডিসিসিআইকে নের্তৃত্ব প্রদানকালে আমার অনেক সুখকর স্মৃতি রয়েছে যা আমাকে এই চেম্বারকে সেবা করার আরও প্রেরণা যোগাবে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, আমার উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এবং সহ-সভাপতিসহ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ ডিসিসিআই'র ষাটতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর বছরটিতে দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়েছি।

নবনির্বাচিত সভাপতি, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সর্বোপরি নতুন পর্ষদকে আমি স্বাগত জানাই। আমি তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যে দায়িত্ব তাদের উপর অর্পণ করা হয়েছে তা অত্যন্ত গৌরবের এবং দায়িত্বশীলতার। তারা যেন সব সময় তাদের প্রতিশ্রুতির প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ থাকেন।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির ৫৭তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত হবার জন্য আমি আবারো আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আল্লাহ্ হাফেজ

আবুল কাসেম খান
সভাপতি, ডিসিসিআই
ডিসেম্বর ২২, ২০১৮

I would like to extend my deep appreciation to all of my predecessors and successors. I would also like to congratulate the newly elected President, Senior Vice President, Vice President and Directors of DCCI. I hope the new leadership in DCCI for the year 2019 will bring more dynamism and value to glorify and elevate DCCI into new height.

DCCI is not only a leading voice for private sector in Bangladesh but also a strong partner in the progress of the nation. Today, DCCI has set a new slogan **"Bangladesh is Building Bangladesh"** and we are confident that given our current economic growth momentum, we would achieve Middle-Income Country status by the year 2021, becoming the 30th largest economies in the world by year 2030 and Developed Country by the year 2041.

I believe with the continued support of DCCI members, hard work of the Board of Directors, Standing Committee Conveners and Joint Conveners and the guidance of our former Presidents, we will contribute to further spearhead the role of DCCI in the development journey of the country. Today is my last day as the President of DCCI. Almighty Allah has been kind enough to give me the opportunity to serve this great institute. I will always have great memories of my service to this institute which has served the business community over the last six decades and will continue to serve. I along with my board members, Senior Vice President, Vice President have had the privilege to serve DCCI on its 60th anniversary.

I welcome the new Board along with the newly elected President, Senior Vice President and Vice President. And, I will remind them the position they will hold in this institute is a position of great service and responsibility and therefore they must keep in mind of their commitment.

I thank you all once again for your kind presence at in the 57th Annual General Meeting (AGM) of DCCI.

Allah Hafiz

Abul Kasem Khan
President, DCCI
Date: 22 December, 2018

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ৫৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর ৫৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা গত ২৩ ডিসেম্বর, ২০১৭ ইং, রোজ শনিবার, বিকাল ০৩ঃ০০ ঘটিকায়, ডিসিসিআই অডিটোরিয়াম (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা চেম্বার ভবন, ৬৫-৬৬ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০-তে অনুষ্ঠিত হয়।

৫৬তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	প্রতিনিধির নাম		প্রতিষ্ঠানের নাম
১।	জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান	-	মেসার্স খায়ের এন্টারপ্রাইজেস
২।	জনাব মাহাবুব আনাম	-	মেসার্স মাহাবুব অ্যান্ড এসোসিয়েটস
৩।	মেজর মোঃ ইয়াদ আলী ফকির (অবঃ)	-	মেসার্স ইয়াদ লিমিটেড
৪।	জনাব এম আনওয়ারুল হক	-	মেসার্স টিপারা আয়রন অ্যান্ড টিন ফ্যাক্টরী লিঃ
৫।	আলহাজ্ব মোঃ এহ্সানুল হক (এহ্সান)	-	মেসার্স আপন ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল
৬।	জনাব বিধু ভূষণ চক্রবর্তী	-	মেসার্স এশিয়া প্যাসিফিক জেনারেল ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড
৭।	জনাব এ কে মিজানুর রহমান, এফসিএ	-	মেসার্স শফিক মিজান রহমান এন্ড অগাস্টিন
৮।	জনাব এম এস সিদ্দিকী	-	মেসার্স বাংলা কেমিক্যাল
৯।	জনাব এম আবু হোরায়রাহ	-	মেসার্স সালমান রেফ্রিজারেশন
১০।	জনাব মোঃ সাখায়েত উল্লাহ	-	মেসার্স রিলায়েবল কর্পোরেশন
১১।	আলহাজ্ব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক	-	মেসার্স এভিন্স গার্মেন্টস
১২।	আলহাজ্ব আব্দুস সালাম	-	মেসার্স হাজী আব্দুল হালিম এন্ড সন্স
১৩।	জনাব নান্না মিয়া	-	মেসার্স নিপা ইন্টারন্যাশনাল
১৪।	জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম	-	মেসার্স ফেডারেল ইন্সপেকশন সার্ভিস লিঃ
১৫।	জনাব মোঃ আতিকুল হাসান	-	মেসার্স ফুড ইম্পোরিয়াম
১৬।	জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	-	মেসার্স আলিফ বয়লার কোম্পানি লিঃ
১৭।	জনাব এ.কে.এম. নুরুল হুদা পিন্টু	-	মেসার্স ই-জোন লিমিটেড
১৮।	জনাব মোহাম্মদ নুরুন নবী, এফসিএ	-	মেসার্স একনাবিন
১৯।	জনাব আবু জাহিদ	-	মেসার্স বিডেক্স ইন্টারন্যাশনাল (প্রাঃ) লিমিটেড
২০।	খন্দ. রাশেদুল আহসান	-	মেসার্স পিসেস কর্পোরেশন লিঃ
২১।	জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম	-	মেসার্স এস.এম. ইলেক্ট্রিক এন্ড ইলেকট্রনিক্স
২২।	জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন	-	মেসার্স জেনারেল মটর্স
২৩।	জনাব মোঃ রাশেদ আলী	-	মেসার্স দয়াল এন্টারপ্রাইজ
২৪।	জনাব আবু নাঈম আল মামুন	-	মেসার্স ক্রান্তি কৃষি বিপনন লিঃ
২৫।	জনাব মোঃ আব্দুল হান্নান	-	মেসার্স সেনটিরা এন্টারপ্রাইজ লিঃ
২৬।	জনাব মোঃ হারুন অর রশিদ	-	মেসার্স যমুনা ব্যাংক লিঃ
২৭।	জনাব ইমতিয়াজ আহমেদ	-	মেসার্স ইউনিক এক্সপোর্টার্স (প্রাঃ) লিঃ
২৮।	জনাব দীন মোহাম্মদ	-	মেসার্স দীন মোহাম্মদ
২৯।	ইঞ্জিঃ এম এ ওয়াহাব	-	মেসার্স একিউরেট টেকনোলজি লিঃ
৩০।	জনাব এজাজ মাহমুদ রিদওয়ান	-	মেসার্স রূপায়ন হাউজিং এস্টেট লিঃ

ক্রমিক নং	প্রতিনিধির নাম		প্রতিষ্ঠানের নাম
৩১।	জনাব এস.এম. জিল্লুর রহমান	-	মেসার্স রহমান ওভারসীজ ট্রেড লিংক
৩২।	জনাব মোঃ আল-মামুন	-	ফিহা ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড কনস্ট্রাকশন লিঃ
৩৩।	জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ	-	মেসার্স মাসনুনস লিঃ
৩৪।	জনাব আসিফ এ চৌধুরী	-	মেসার্স কে-লাইন বাংলাদেশ লিঃ
৩৫।	জনাব সৈয়দ হাবিবুর রহমান	-	মেসার্স ফয়সাল কন্ট্রাকটিং কর্পোরেশন
৩৬।	জনাব শাহজাহান সরকার	-	মেসার্স ইরেক্টর ইন্টারন্যাশনাল
৩৭।	জনাব রিয়াদ হোসেন	-	মেসার্স আর এইচ ইন্টারন্যাশনাল
৩৮।	জনাব শেখ মোঃ ওয়ালিউল ইসলাম	-	মেসার্স রুটস সোর্সিং ইন্টারন্যাশনাল লিঃ
৩৯।	জনাব আলহাজ্ব আব্দুল হাকিম	-	মেসার্স এফ.এম.কিউ. ইস্টাবলিশমেন্ট
৪০।	জনাব নুহের লতিফ খান	-	মেসার্স জুলেস পাওয়ার লিঃ
৪১।	জনাব আবুল কাসেম খান	-	মেসার্স এ. কে. খান টেলিকম লিমিটেড
৪২।	জনাব আবু নাঈম রিপন	-	মেসার্স লাকি ট্রেডিং এজেন্সি
৪৩।	ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম	-	মেসার্স ইঞ্জিনিয়ারিং রিসোর্সেস ইন্টারন্যাশনাল লিঃ
৪৪।	জনাব মাহবুবুর রহমান	-	মেসার্স ইটিবিএল হোল্ডিংস লিমিটেড
৪৫।	জনাব এ.এস.এম. কাশেম	-	মেসার্স নিউএইজ গার্মেন্টস লিঃ
৪৬।	জনাব আর. মাকসুদ খান	-	মেসার্স বেঙ্গল ফাইন সিরামিক্স লিমিটেড
৪৭।	জনাব আফতাব-উল-ইসলাম	-	মেসার্স আইওই (বাংলাদেশ) লিমিটেড
৪৮।	জনাব বেনজির আহমেদ	-	মেসার্স এল. এ. ফ্যাশন (প্রাঃ) লিঃ
৪৯।	জনাব ফজলে আর এম হাসান	-	মেসার্স এলাইড এন্টারপ্রাইজ
৫০।	জনাব আসিফ ইব্রাহীম	-	মেসার্স নিউএইজ এ্যাপারেল্স লিমিটেড
৫১।	জনাব এম এস সেকিল চৌধুরী	-	মেসার্স টিসিবিএল গ্রুপ
৫২।	জনাব আন্দালিব হাসান	-	মেসার্স নর্থ বেঙ্গল সাইকেল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ
৫৩।	জনাব ইমরান আহমেদ	-	মেসার্স নবাব অ্যান্ড সন্স
৫৪।	জনাব নাজির হোসেন	-	মেসার্স এন এইচ ইন্টারন্যাশনাল
৫৫।	জনাব মোঃ কামালউদ্দিন মালিক	-	মেসার্স ইম্পেরিয়াল প্লাষ্টিক ইন্ডাষ্ট্রিজ
৫৬।	জনাব হোসেন এ সিকদার	-	মেসার্স হোমটেক ডেভেলপমেন্টস্ এন্ড হোল্ডিংস লিঃ
৫৭।	জনাব খন্দ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ	-	মেসার্স দি কম্পিউটারস লিমিটেড
৫৮।	জনাব মনোয়ার হোসেন	-	মেসার্স মনোয়ার ট্রেডিং
৫৯।	জনাব আব্দুল মালেক	-	মেসার্স আব্দুল মালেক
৬০।	জনাব এম. শফিকুল আলম, এফসিএ	-	মেসার্স ন্যাশনাল এসেট ম্যানেজমেন্ট লিঃ
৬১।	জনাব হোসেন আখতার	-	মেসার্স আনোয়ার এক্সপোর্ট অ্যান্ড ইম্পোর্ট কোং
৬২।	জনাব শরফরাজ হোসেন	-	মেসার্স ফাষ্ট ফাইন্যান্স লিমিটেড
৬৩।	জনাব সেলিম আখতার খান	-	মেসার্স এ্যাসেট ডেভেলপমেন্টস অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড
৬৪।	জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা	-	মেসার্স ইউনিসন গোল্ড লিমিটেড
৬৫।	জনাব শাহিদ আমিন রানা	-	মেসার্স আনোয়ার সিল্ক মিলস লিঃ
৬৬।	জনাব মোঃ ওমর গণি	-	মেসার্স আনোয়ার পাল্প লিমিটেড
৬৭।	জনাব বেলাল হোসেন	-	মেসার্স টিকেডি এন্টারপ্রাইজ অব বিডি
৬৮।	জনাব হুমায়ুন রশিদ	-	মেসার্স এনার্জিপ্যাক পাওয়ার জেনারেশন লিমিটেড

ক্রমিক নং	প্রতিনিধির নাম		প্রতিষ্ঠানের নাম
৬৯।	জনাব মোঃ ইকরাম ঢালি	-	মেসার্স সীমা প্যাকেজিং অ্যান্ড এক্সেসরিজ
৭০।	জনাব নূর হোসেন	-	মেসার্স এঞ্জেল করপোরেশন
৭১।	জনাব টি. আই. এম নূরুল কবির	-	মেসার্স স্পেনোভিশন লিঃ
৭২।	জনাব সাইফুর রহমান	-	মেসার্স এস. কমার্শিয়াল এন্টারপ্রাইজ
৭৩।	জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন	-	মেসার্স বায়োফার্মা লিঃ
৭৪।	জনাব মোঃ সবুর খান	-	মেসার্স ডেফোডিল কম্পিউটারস্ লিঃ
৭৫।	জনাব মোঃ বাচ্চু	-	মেসার্স জাওয়াদ ড্রাগ
৭৬।	জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান	-	মেসার্স আলেয়া কর্পোরেশন
৭৭।	জনাব হাফিজ ইউ বিপ্লব	-	মেসার্স ইউনাইটেড কন্টিনেন্টাল লিঃ
৭৮।	জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী	-	মেসার্স ইউনি-গ্লোব ট্রাভেলস
৭৯।	জনাব আবু জাফর মোঃ ছাদেক	-	মেসার্স হামদার্দ ল্যাবরেটরিস (ওয়াকফ) বাংলাদেশ
৮০।	মিসেস আসমা খাতুন	-	মেসার্স সুচিলি
৮১।	ইঞ্জি. মোঃ আল আমিন	-	মেসার্স প্যারাডাইজ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কনস্ট্রাকশনস লিঃ
৮২।	জনাব মোঃ আওলাদ হোসেন	-	মেসার্স এএইচকে ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল
৮৩।	জনাব ফজলুল হক	-	মেসার্স প্লামি ফ্যাশন লিঃ
৮৪।	জনাব তোফাজ্জেল হোসেন তালুকদার	-	মেসার্স সাজু এন্টারপ্রাইজ
৮৫।	জনাব রিজওয়ান-উর-রহমান	-	মেসার্স ইটিবিএল সিকিউরিটিস এন্ড এক্সচেঞ্জ লিঃ
৮৬।	জনাব এম এ রশিদ শাহ সম্রাট	-	মেসার্স মক্কা ট্যুরস্ অ্যান্ড ট্রাভেলস্
৮৭।	জনাব এম এ হামিদ	-	মেসার্স দিগন্ত এডভারটাইজিং
৮৮।	জনাব আহমেদ হোসেন মজুমদার	-	মেসার্স পারভীন ট্রেডিং কর্পোরেশন
৮৯।	জনাব মোহাম্মদ জমশের আলী	-	মেসার্স সনি লুব্রিকেন্টস সেন্টার
৯০।	জনাব গোলাম গাফ্ফার	-	মেসার্স শান্তাক্রুজ
৯১।	জনাব মোঃ মঈন	-	মেসার্স ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং কোং
৯২।	জনাব আব্দুর রহিম	-	মেসার্স অনিক কম্পোজিটস মিলস্ লিঃ
৯৩।	জনাব মোহাম্মদ নিজামউদ্দিন তালুকদার	-	মেসার্স লিংকন ইম্পেক্স ওভারসীজ
৯৪।	জনাব সুমন তালুকদার	-	মেসার্স এস এস বিজনেস কর্পোরেশন লিঃ
৯৫।	জনাব মোহাম্মদ এনামুল হক	-	মেসার্স মডার্ন এন্টারপ্রাইজ
৯৬।	জনাব মোহাম্মদ ওসমান গনি	-	মেসার্স হাইপো ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস কোম্পানী
৯৭।	জনাব ওসমান গনি	-	মেসার্স আগামী প্রকাশনী
৯৮।	জনাব মোহাম্মদ বেলাল হোসেন	-	মেসার্স ইমেক্স কর্পোরেশন
৯৯।	ইঞ্জিঃ এম আনিসুজ্জামান ভূঁইয়া রানা	-	মেসার্স জামান কনস্ট্রাকশন
১০০।	জনাব বিষ্ণু কুমার সরকার	-	মেসার্স আনোয়ার গ্যালভানাইজিং লিঃ
১০১।	জনাব এস কে শরিফ মিয়া	-	মেসার্স এ.জি অটোমোবাইলস লিঃ
১০২।	জনাব আহমেদ সাগর	-	মেসার্স এ ওয়ান ট্রেডিং কোং
১০৩।	জনাব মিজানুর রহমান	-	মেসার্স আনোয়ার জুট স্পিনিং মিলস লিঃ
১০৪।	জনাব এসএম মুসফিকুর রহমান	-	মেসার্স মেহমুদ ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাঃ লিঃ

ক্রমিক নং	প্রতিনিধির নাম		প্রতিষ্ঠানের নাম
১০৫।	জনাব মোঃ আল-হেলাল	-	মেসার্স আনোয়ার ল্যান্ডমার্ক লিঃ
১০৬।	জনাব মোঃ শাহীন হোসেন	-	মেসার্স ট্রাম্প ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড
১০৭।	জনাব মির্জা জহির আলী	-	মেসার্স পেগাসাস ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং কোং
১০৮।	জনাব রফিকুল ইসলাম চৌধুরী	-	মেসার্স বাল্ক ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল লিঃ
১০৯।	মিসেস তানুজা মেহমুদ	-	মেসার্স হোসেন ডাইং প্রিন্টিং মিলস্ লিঃ
১১০।	মিসেস সুরাইয়া আলম	-	মেসার্স সুরাইয়া ফ্যাশন
১১১।	জনাব মোঃ রমজান আলী	-	মেসার্স হক প্লাস্টিক সেন্টার
১১২।	জনাব প্রাণতোষ দাস	-	মেসার্স ডি এস এম কমোডিটিস লিঃ
১১৩।	জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ	-	মেসাস সেনটিরা এন্টারপ্রাইজ লিঃ
১১৪।	জনাব মামুন আকবর	-	মেসার্স এএমএ মেডিক্যাল লিমিটেড
১১৫।	জনাব আবসার করিম চৌধুরী	-	মেসার্স ফজল ওয়্যার এন্ড মেটাল ইন্ডাষ্ট্রিজ
১১৬।	খন্দকার শহীদুল ইসলাম	-	মেসার্স মাহবুবা খন্দকার
১১৭।	জনাব মোঃ বাশীর উদ্দিন	-	মেসার্স ক্যাপিটাল বিস্কুটস কোং
১১৮।	জনাব এম খায়রুল আলম	-	মেসার্স এ আর সার্ভিসেস
১১৯।	জনাব এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া	-	মেসার্স শ্যাডো ইন্টারন্যাশনাল
১২০।	জনাব সাখাওয়াত হোসেন	-	মেসার্স বেঙ্গল জুট এন্ড বারলপ এজেন্সিজ
১২১।	জনাব সালাম জাহাঙ্গীর চৌধুরী	-	মেসার্স মার্স ইন্টারন্যাশনাল
১২২।	জনাব মোঃ শামসুদ্দিন	-	মেসার্স আনোয়ার সিমেন্ট সীট লিঃ
১২৩।	জনাব নাদিম আহমেদ	-	মেসার্স আনোয়ার ইন্টিগ্রেটেড স্টীল প্ল্যান্ট লিঃ
১২৪।	জনাব মোতাহার হোসেন	-	মেসার্স বাংলাদেশ ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেমেন্ট কোম্পানী লিঃ
১২৫।	জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ	-	মেসার্স আহমেদ খান অ্যান্ড কোং
১২৬।	জনাব এ এস এম মাহফুজুর রহমান	-	মেসার্স এইচ এম ট্রেডার্স
১২৭।	জনাব মোঃ বখতিয়ার আলম	-	মেসার্স বাংলাদেশ সাইন্স হাউজ
১২৮।	জনাব মোঃ নূরুল আমিন	-	মেসার্স অ্যাডভান্স ট্রেড
১২৯।	জনাব মোঃ নুরুজ্জামান দিপু	-	মেসার্স দি বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৩০।	জনাব মোঃ ফজলুল মোমিন	-	মেসার্স মোমিন এন্টারপ্রাইজ
১৩১।	জনাব আব্বাস আলী	-	মেসার্স মীম এন্টারপ্রাইজ
১৩২।	জনাব তপন কৃষ্ণ পোদ্দার	-	মেসার্স এলায়েন্স ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিঃ
১৩৩।	জনাব সৈয়দ তাজুল বাশার তপু	-	মেসার্স কনসার্টেড সলিউশন
১৩৪।	জনাব রোকনুজ্জামান	-	মেসার্স ঢাকা অনুবাদ
১৩৫।	জনাব ইমতিয়াজ আহমেদ	-	মেসার্স ফাতেমা নাজির কনস্ট্রাকশন এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং
১৩৬।	জনাব রনি শফিকুল ইসলাম	-	মেসার্স রেসা বেনারসি কুঠির
১৩৭।	জনাব এম এইচ দারিয়া মনজু	-	মেসার্স পাওয়ার অটোমোশন লিঃ
১৩৮।	জনাব এম এ মোমেন	-	মোসার্স টোকা ইংক (বাংলাদেশ) লিঃ
১৩৯।	জনাব কে. এ সেলিম	-	মেসার্স মনির ট্রেডিং
১৪০।	জনাব নিখিল চৌধুরী	-	মেসার্স ইউনাইটেড বিজ ইন্টারন্যাশনাল

ক্রমিক নং	প্রতিনিধির নাম		প্রতিষ্ঠানের নাম
১৪১।	জনাব মোহাম্মদ শরফুদ্দিন	-	মেসার্স আদর এন্টারপ্রাইজ
১৪২।	জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী	-	মেসার্স এস এস ভিশন লিমিটেড
১৪৩।	জনাব নিয়ামত উল্লাহ মজুমদার	-	মেসার্স ইনোভা ইন্টারন্যাশনাল
১৪৪।	জনাব দিদার আরেফিন	-	মেসার্স ইউরো ভিজিল (প্রাঃ) লিমিটেড
১৪৫।	জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী	-	মেসার্স জুট অ্যান্ড ব্যাগস এক্সপোর্ট কর্পোরেশন
১৪৬।	জনাব আখতারুজ্জামান	-	মেসার্স এক্সপো কর্পোরেশন
১৪৭।	জনাব মোঃ নুরুজ্জামান	-	মেসার্স এ্যাথিনা'স ফার্নিচার অ্যান্ড হোম ডেকর
১৪৮।	ক্যাপ্ট. মোঃ নুরুল হক (অবঃ)	-	মেসার্স শেল্টার কনস্ট্রাকশনস লিঃ
১৪৯।	জনাব মোঃ আবুল কাসেম	-	মেসার্স কাবা ট্রেডিং কোং
১৫০।	জনাব গৌতম কৃষ্ণ ঘোষ	-	মেসার্স বিপি লাইফ সাইন্স

সভার শুরুতে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসসিআই) এর মহাসচিব, জনাব এ এইচ এম রেজাউল কবির বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণকে স্বাগত জানান। নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী তিনি চেম্বারের সভাপতি, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যগণকে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ জানান এবং সবাই আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে চেম্বারের ইমাম জনাব হাফেজ ক্বারী মোঃ আব্দুস সাত্তার পবিত্র কালাম-ই-পাক থেকে তেলাওয়াত করেন। অতঃপর ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান এর সভাপতিত্বে ৫৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যক্রম শুরু হয়।

সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে মহাসচিব ৫৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ পাঠ করেন। তিনি বিগত এক বছরে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ যাঁরা ইন্তেকাল করেছেন এবং ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ও ডিসিসিআই নির্বাচন বোর্ডের (চলতি) সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব সালাহ্উদ্দিন আব্দুল্লাহ্; ডিসিসিআই এর প্রাক্তন সভাপতি জনাব এ রব চৌধুরী; ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি জনাব এম এ মোমেন-এর শ্বাশুড়ি সৈয়দা শামুজাহান; ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম এর বাবা আলহাজ্ব এ রশিদ; ডিসিসিআই'র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য জনাব মরহুম এফ কে চৌধুরীর সেজো ছেলে এবং প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব আবসার করিম চৌধুরী'র ছোট ভাই রহমান করিম চৌধুরী; ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি জনাব বেনজীর আহমেদ-এর মেয়ে আফরিদা আহমেদ; ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি জনাব মতিউর রহমান এর মাতা আফিয়া খাতুন; ডিসিসিআই'র প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুস সালাম-এর স্ত্রী মাহফুজা সালাম; ডিসিসিআই'র প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব আশরাফ ইবনে নূর-এর মাতা; যুগ্ম-আহ্বায়ক জনাব মোঃ শহিদ হোসেন-এর ছেলে; ডিসিসিআই'র প্রাক্তন পরিচালক জনাব মাহবুব আনাম-এর মাতা ফিরোজা বেগম; ডিসিসিআই'র প্রাক্তন পরিচালক জনাব সৈয়দ হাবিবুর রহমানের মাতা; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী জনাব ছায়েদুল হক, এমপি; ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন-এর জনাব মেয়র আনিসুল হক; সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত টাঙ্গাইলের সংসদ সদস্য গোলাম মোস্তফা আহমেদ; চট্টগ্রামের সিটি কর্পোরেশনের প্রাক্তন মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী; ওয়ালটন গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম; ডিসিসিআই'র মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির-এর মাতা হোসনে আরা আতিক; ডিসিসিআই'র যুগ্ম সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম-এর শ্বাশুড়ী; ডিসিসিআই'র কর্মচারী জনাব মোঃ হারুন-উর-রশিদ এবং খন্দকার কামাল হোসেন এর মাতা ও ডিসিসিআই'র প্রাক্তন কর্মচারী জনাব গোলাম সারোয়ার সহ সকলের নাম উল্লেখ করেন। অতঃপর চেম্বারের ইমাম জনাব হাফেজ ক্বারী মোঃ আব্দুস সাত্তার সকল মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন। সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে চেম্বারের মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

আলোচ্যসূচি-১ ঃ বিগত ২২ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ৫৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ;

ঢাকা চেম্বারের মহাসচিব মহোদয় বিগত ৫৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সভায় উপস্থাপন করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে ৫৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পঠিত বলে গণ্য করা হয়। উক্ত কার্যবিবরণী সদয় অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করেন জনাব নান্না মিয়া, স্বত্বাধিকারী, মেসার্স নিপা ইন্টারন্যাশনাল এবং সমর্থন করেন জনাব মোহাম্মদ জমশের আলী, স্বত্বাধিকারী, মেসার্স সনি লুব্রিকেন্টস্ সেন্টার। অতঃপর সর্বসম্মতিক্রমে ৫৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হয়।

আলোচ্যসূচি-২ ঃ ২০১৭ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন;

সভাপতি মহোদয় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র ২০১৭ সালের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এবং তাঁর পক্ষ থেকে চেম্বারের ৫৬তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানান। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান ২০১৭ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপনপূর্বক সকলকে অবহিত করেন, বিগত বছরের মত এবছরও বার্ষিক প্রতিবেদনে ২০১৭ সালের পরিচালকমণ্ডলীর কার্যক্রম উল্লেখ করা হয়েছে। বক্তব্যের শুরুতে তিনি ঢাকা চেম্বারের স্বনামধন্য ব্যবসায়ী ব্যক্তিত্ব এবং দেশ-বিদেশের বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ যারা বিগত বছর ইন্তেকাল করেছেন তাঁদের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং ডিসিসিআই'র প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্যবৃন্দের মঙ্গল কামনা করেন। তিনি ডিসিসিআই'র বয়োজ্যেষ্ঠ/ মুরব্বীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন এবং তাদের সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

তিনি গত এক বছরের ঢাকা চেম্বারের সাফল্য ও কর্মকাণ্ড আলোচনা, পর্যালোচনা, ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সেবার মানোন্নয়ন এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে বার্ষিক সাধারণ সভায় চেম্বারের ভূমিকা উপস্থাপনের সুযোগ পাওয়ায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি সম্মানিত সদস্যবৃন্দদের প্রতি, যাদের ঐকান্তিক সহযোগিতা, দক্ষ দিকনির্দেশনা ও দৃঢ়তায় ঐতিহ্যবাহী ঢাকা চেম্বার বর্তমান সম্মানজনক অবস্থান বজায় রাখতে পারায় আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানান। তার বক্তব্যে বিগত ২০১৭ সালে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নে এবং ইতিবাচক অর্থনৈতিক গতিধারা বজায় রাখতে ডিসিসিআই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

সভাপতি মহোদয় আরও উল্লেখ করেন, ২০১৭ সালে ঢাকা চেম্বার থেকে পুনঃমূল্যায়নে প্রতীয়মান হয়, ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ৩০তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশে পরিণত হতে হলে, সামনের দিনগুলোতে ৮% হতে ১০% হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হবে। ডিসিসিআই বিশ্বাস করে, প্রাক্কলিত জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হলে অবকাঠামো খাতে বর্তমান বিনিয়োগ ৫% এ উন্নীত করতে হবে। এমতাবস্থায়, ২০৩০ সাল পর্যন্ত অবকাঠামো ও জ্বালানী খাতে ৩২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ প্রয়োজন। অবকাঠামোখাত বিশেষ করে, মহাসড়ক, এক্সপ্রেসওয়ে, রেলওয়ে নেটওয়ার্ক, ওয়াটারওয়ে, ঢাকা-চট্টগ্রাম ইকোনেমিক করিডোর, মেট্রোরেল সার্ভিস, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, এসইজেড, স্থল ও সমুদ্রবন্দর, গভীর সমুদ্রবন্দর, এলএনজি টার্মিনাল, গ্যাসকূপ অনুসন্ধান, কয়লা উত্তোলন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সরবরাহ ব্যবস্থা ও দৃশ্যমান উন্নয়নের উপর অধিকমাত্রায় গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। এলক্ষ্যে ঢাকা চেম্বার চারটি ব্রেইন স্টর্মিং সেশনের আয়োজন করে। ব্রেইন স্টর্মিং এর সুপারিশের আলোকে "বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার" এবং "জ্বালানী নিরাপত্তা ২০৩০: সমস্যা ও সম্ভাবনা" শীর্ষক দুটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। ডিসিসিআই অয়োজিত "বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার" শীর্ষক আলোচনা সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে "ন্যাশনাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট মনিটরিং অ্যান্ড এ্যাডভাইজরি অথরিটি (নিডমা)" নামে একটি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়। তিনি আরও জানান যে, ঢাকা চেম্বার ২০১৮ সালকে "অবকাঠামো বছর" হিসেবে ঘোষণা প্রদানের প্রস্তাব করে, যার মাধ্যমে অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগের বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরি করা সম্ভব হবে।

ঢাকা চেম্বারের অর্থনৈতিক সক্ষমতার অবস্থা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ বছর চেম্বারের আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৮,০১,৭৭,৮১০ টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ১৫,২০,৩৮,১৩৮ টাকা, অর্থাৎ ২০১৭ সালে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ২,৮১,৩৯,৬৭২ টাকা বা ১৮.৫১% । এ আয় মূলতঃ সদস্যদের চাঁদা, ভবন ভাড়া এবং অন্যান্য উৎস থেকে অর্জিত হয়েছে। পক্ষান্তরে, ২০১৭ সালে মোট খরচ হয়েছে ৮,৬৭,৫৫,৫৭৩ টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ৭,১৮,৮০,৪৪৯ টাকা, অর্থাৎ তুলনামূলকভাবে খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে ১,৪৮,৭৫,১২৪ টাকা বা ২০.৬৯% । ফলে ২০১৭ সালে ব্যয়াতিরিক্ত আয় হয়েছে ৯,৩৪,২২,২৩৭ টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ৮,০১,৫৭,৬৮৯ টাকা অর্থাৎ ব্যয়াতিরিক্ত আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১,৩২,৬৪,৫৪৮ টাকা বা ১৬.৫৫% । চেম্বারের মোট তহবিল বা সঞ্চয় পূর্ববর্তী বছরের ৫৬,১৪,৬২,০৯৯ টাকা থেকে ১,৯২,৩৬,৮২৩ টাকা অর্থাৎ ৩.৪৩% বৃদ্ধি পেয়ে এ বছরে ৫৮,০৬,৯৮,৯২২ টাকায় দাঁড়িয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ২০১৭ সালে চেম্বারের আর্থিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে।

২০১৭ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত ৫৫৪ জন নতুন সদস্য নিবন্ধিত হয়েছেন, ১৩৬ জন সদস্য তাদের সদস্যপদ পুনরুদ্ধার করেছেন এবং ২৮৮৯ জন সদস্য তাদের সদস্যপদ নবায়ন করেছেন। এই পরিসংখ্যানে চেম্বারের এ বছর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি তুলে ধরেন।

পরিশেষে সম্মানিত সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন, ২০১৭ সাল আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ এ বছর সরকারি, বেসরকারি সংস্থাসহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার সাথে আরো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছি। তিনি আরও জানান, ডিসিসিআই'র কর্মকান্ডে বেসরকারিখাতের উন্নয়নের দিকটিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে চেষ্টা করেছেন। পূর্বসূরীদের নিকট থেকে চেম্বারকে গতিশীল ও কার্যকর রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ পাওয়ার কারণে বর্তমান মেয়াদকালে অনেক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এবং বিশ্ব আঙ্গিনায় ঢাকা চেম্বারের ইমেজ সুদৃঢ় হয়েছে। তিনি ডিসিসিআই সচিবালয়ের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান এবং নিজ নিজ অবস্থানে থেকে দায়িত্বশীলতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে ডিসিসিআই এর ভাবমূর্তি উজ্জ্বলে অবদান রাখার জন্য অভিনন্দন জানান।

বক্তব্য শেষ করার পূর্বে তিনি ডিসিসিআই'র নবনির্বাচিত সহ-সভাপতি, পুনঃনির্বাচিত উর্ধ্বতন সহসভাপতি এবং পরিচালনা পর্ষদকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান। তিনি আশা প্রকাশ করেন, ২০১৮ সালের নির্বাচিত পরিচালকমণ্ডলী এবং পরিচালনা পর্ষদ চেম্বারের বৃহত্তর সাফল্য অর্জনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। এছাড়া তাকে সভাপতি হিসেবে পুননির্বাচিত করার জন্য তিনি সকল সহকর্মীদের জানান আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন। তিনি পূর্বের ন্যায় আগামী ২০১৮ সালে ডিসিসিআই-এর উত্তরোত্তর উন্নয়নে সব ধরনের প্রচেষ্টা ও প্রয়াস চলমান রাখার দৃঢ় প্রত্যয় ও আশাবাদ ব্যক্ত করে বক্তব্য শেষ করেন।

অতপর ২০১৭ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব ও সমর্থন করেন যথাক্রমে আলহাজ্ব আব্দুস সালাম, মেসার্স আব্দুস সালাম এন্ড সন্স এবং এম আবু হোরায়রাহ, মেসার্স সালমান রেফ্রিজারেশন।

আলোচ্যসূচি-৩ ঃ ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের হিসাব এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন (Audit Report) অনুমোদন;

সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে মহাসচিব মহোদয় ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষা প্রতিবেদন বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার পর জনাব আবসার করিম চৌধুরী, মেসার্স ফজল ওয়্যার এন্ড মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ-এর প্রস্তাবে এবং জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান, মেসার্স খায়ের এন্টারপ্রাইজ-এর সমর্থনে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদন বার্ষিক সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচি-৪ ঃ ২০১৮, ২০১৯ ও ২০২০ সালের পরিচালক এবং ২০১৮ সালের জন্য সভাপতি, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ও সহ-সভাপতি পদে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা;

সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে মহাসচিব মহোদয় নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব সালাহ্উদ্দিন আব্দুল্লাহ এর আকস্মিক মৃত্যুতে নির্বাচন বোর্ডের অন্যতম সদস্য জনাব আহমেদ হোসেন মজুমদারকে মঞ্চে আসন গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। এ পর্যায়ে ডিসিসিআই-এর মহাসচিব মহোদয় ২০১৭ সালে অবসর গ্রহণকারী সম্মানিত পরিচালকবৃন্দ নাম ঘোষণা করেন যথাক্রমে জেনারেল শ্রেণি থেকে জনাব ওসমান গনি; খন্দকার আতিক ই রাব্বানী, এফসিএ; খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির; জনাব আসিফ এ চৌধুরী; এবং এসোসিয়েট শ্রেণি থেকে জনাব হোসেন খালেদ ও জনাব হোসেন আখতার।

অতপর নির্বাচন বোর্ডের সদস্য জনাব আহমেদ হোসেন মজুমদার ২০১৮, ২০১৯ এবং ২০২০ সালের ডিসিসিআই এর নির্বাচিত পরিচালকদের নাম ঘোষণা করেন। এবছরের নির্বাচিত পরিচালকরা হলেন, জেনারেল শ্রেণি থেকে জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী, জনাব আন্দলিব হাসান, জনাব নূহের লতিফ খান ও ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আল আমিন পাশাপাশি এসোসিয়েট শ্রেণি থেকে নির্বাচিত জনাব মোহাম্মদ বাশীর উদ্দিন ও জনাব এস এম জিল্লুর রহমান। অতঃপর তিনি ২০১৮ সালের জন্য সভাপতি পদে জনাব আবুল কাসেম খান, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি পদে জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ এবং সহ-সভাপতি পদে জনাব রিয়াদ হোসেন নির্বাচিত হয়েছেন বলে ঘোষণা করেন। অতপর উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণ করতালির মাধ্যমে নবনির্বাচিত পর্ষদ সদস্যবৃন্দ এবং সভাপতি, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ও সহ-সভাপতিকে অভিনন্দন জানান।

নির্বাচন বোর্ডের সদস্য জনাব আহমেদ হোসেন মজুমদার নির্বাচন বিধিমালা ও নির্বাচন তফসিল অনুযায়ী স্বচ্ছ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় আন্তরিক সহযোগিতার জন্য নির্বাচন বোর্ড ও নির্বাচন আপীল বোর্ডের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এবং চেম্বারের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের একনিষ্ঠ দায়িত্ব পালনের জন্য সকলের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বিধি মোতাবেক নির্বাচন বোর্ড ও নির্বাচন আপীল বোর্ডের বিলুপ্তি ঘোষণা করেন। সভাপতি মহোদয় নির্বাচন বোর্ড এবং নির্বাচন আপীল বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং সদস্যগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে পুষ্পস্তবক দিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। এ পর্যায়ে মহাসচিব মহোদয় নব-নির্বাচিত সভাপতি, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং পরিচালকবৃন্দকে মঞ্চে আসন গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান।

আলোচ্যসূচি-৫ ঃ ২০১৭ - ২০১৮ অর্থবছরের জন্য নিরীক্ষক (Auditor) নিয়োগ ও পারিশ্রমিক নির্ধারণ;

মহাসচিব মহোদয় ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য নিরীক্ষক নিয়োগ বিষয়ে তিনটি আবেদন পত্র প্রাপ্তির উল্লেখ করেন যথাক্রমে মেসার্স এ. কাসেম এন্ড কোং, মেসার্স শফিক মিজান রহমান এন্ড আগষ্টিন ও মেসার্স আখতার আমির অ্যান্ড কোং। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জন্য নিরীক্ষক ছিলেন মেসার্স এ. কাসেম অ্যান্ড কোং এবং পারিশ্রমিক ছিল ৬৫,০০০/- টাকা + ১৫% ভ্যাট ৯৭৫০/- টাকা = মোট ৭৪,৭৫০/- টাকা। তিনি আরো উল্লেখ করেন, মেসার্স এ কাসেম এন্ড কোং বিগত ১১ (এগারো) বছর যাবৎ ঢাকা চেম্বারের নিরীক্ষক হিসেবে সন্তোষজনকভাবে কাজ করছে। বিস্তারিত আলোচনার পরে এ কাসেম অ্যান্ড কোং কে নিরীক্ষা ফি মোট ৮০,০০০/- (আশি হাজার) টাকা (ভ্যাট/ট্যাক্সসহ) পারিশ্রমিক ধার্য করে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের নিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগের জন্য প্রস্তাব করেন জনাব এম আবু হোরায়রাহ এবং সমর্থন করেন খন্দকার শহিদুল ইসলাম। অতঃপর সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(এ এইচ এম রেজাউল কবির)
মহাসচিব

(আবুল কাসেম খান)
সভাপতি

ঢাকা চেম্বারের সেবা প্রদানের অগ্রদূত হিসেবে স্মরণীয় ও বরণীয় ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত জীবনী

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র পরিচালনা পর্ষদ-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৫৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার বার্ষিক প্রতিবেদনে ঢাকা চেম্বারের সেবা প্রদানের অগ্রদূত হিসেবে যাদের নাম স্মরণীয় এবং বরণীয় তাদের সম্মানার্থে সংক্ষিপ্ত জীবনী উপস্থাপন করা হলো। এতে যদি কোনো তথ্য বা উপাত্ত বাদ পড়ে থাকে তা আগামী বার্ষিক প্রতিবেদনে সংশোধিত আকারে প্রকাশ করা হবে।

মরহুম আলহাজ্ব হাফেজ মনির হোসেন

আলহাজ্ব হাফেজ মনির হোসেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তিনি চেম্বারের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তাঁর ইন্তেকাল পর্যন্ত চেম্বারের নানাবিধ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকে দেশের শিল্প, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি ছিলেন ধর্মপরায়ণ, দেশদরদী, সমাজসেবক ও গরীবের বন্ধু। তিনি বিভিন্ন সময়ে চেম্বারের পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত থেকে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পের উন্নয়নে আজীবন কাজ করেছেন। তিনি বাংলাদেশের প্রথম উদ্যোক্তা, যিনি চীনের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে শিল্প স্থাপন করেন। ১৩ এপ্রিল, ১৯৯১ সালে ৭৮ বৎসর বয়সে বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

মরহুম আলহাজ্ব নাজির হোসেন

আলহাজ্ব নাজির হোসেন পুরাতন ঢাকার লালবাগে ১৯৩০ সালে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে ওতোপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। লালবাগ বস্ত্র বিতান, লালবাগ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ইত্যাদি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি ১৯৭৩ সাল থেকে ঢাকা চেম্বারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জড়িত থেকে দেশের শিল্প-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। তিনি ১৯৯১-৯২ এবং ১৯৯৬ সালে ঢাকা চেম্বারের পরিচালক ছিলেন। জনাব নাজির হোসেন ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ সমাজ সেবক। তিনি আজাদ মুসলিম ওয়েলফেয়ার কমপ্লেক্স-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট-এর আজীবন সদস্য, ফিরোজা বারী পঙ্গু ও শিশু হাসপাতালের চেয়ারম্যানসহ বাংলাদেশ শিশু ওয়েলফেয়ার পরিষদ, সরকারি শিশু সনদ ইত্যাদি সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানে একনিষ্ঠভাবে নিবেদিত প্রাণ হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি শুধু সমাজ সেবকই নন, একজন সু-সাহিত্যিক হিসেবেও সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর বইগুলোর মধ্যে কিংবদন্তির ঢাকা, দেশ দেশান্তর, সমবায় সংগ্রাম সাধনা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

মরহুম ফজলুল করিম চৌধুরী

জনাব ফজলুল করিম চৌধুরী ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তিনি পুরোনো ঢাকার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি। বিভিন্ন সময় তিনি ডিসিসিআই'র পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। মরহুম ফজলুল করিম চৌধুরী দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে ও শিল্পোন্নয়নে বিশেষ অবদান রেখেছেন। ঢাকা চেম্বারের অগ্রযাত্রায় এবং সার্বিক কর্মকাণ্ডে মরহুমের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও কর্ম প্রচেষ্টা ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিবৃন্দ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। জনাব ফজলুল করিম চৌধুরী ২১ মে, ১৯৯৮ তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বৎসর।

মরহুম নুরউদ্দিন আহমেদ

জনাব নুরউদ্দিন আহমেদ ডিসিসিআই, দি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই) এবং ঢাকা ক্লাবের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। দেশের শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি সংগঠনসমূহের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নয়নে অনবদ্য অবদান রেখেছেন। তিনি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণসহ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে অবদান রেখে গেছেন। মরহুম নুরউদ্দিন আহমেদ ছিলেন একাধারে একজন সাংবাদিক, চিন্তাবিদ, ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক। ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি তিনি সামাজিক, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, শিক্ষা বিস্তারে অবদানসহ দুঃস্থ মানবতার সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। ঢাকা চেম্বারের ব্যাপ্তি, বহুমুখী কার্যক্রম, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে সেবা প্রদানের নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচন এবং সর্বোপরি চেম্বারের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি ও সংরক্ষণে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। বর্তমান সময়ের বিশ্বায়নের নিত্য নব-প্রযুক্তি উদ্ভাবনের নতুন প্রজন্মের মেধা, ধীশক্তি ও প্রজ্ঞার প্রয়োজন তিনি অনুধাবন করেছিলেন এবং ঢাকা চেম্বারের নেতৃত্বে বিভিন্ন স্রোতধারা থেকে প্রতিশ্রুতিশীল এবং সম্ভাবনাময় নতুন নেতৃত্ব শ্রেণি তৈরি করে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। মরহুম নুরউদ্দিন আহমেদ ঢাকা চেম্বারের মাসিক প্রকাশনা ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরী বোর্ডের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। মরহুমের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও কর্মপ্রচেষ্টা সকলেই শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। নুরউদ্দিন আহমেদ ২৩ মে, ২০০০ সালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

মরহুম আবু নাসের আহম্মদ

জনাব আবু নাসের আহম্মদ ঢাকা চেম্বারের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যগণের মধ্যে অন্যতম। তিনি ঢাকা শহরের এক আদি ও মুসলিম (সরদার) পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ও পরবর্তীকালে শিল্প-বাণিজ্যে বিশেষভাবে জড়িত হয়ে পড়েন। তিনি ১৯৬০-৬১ কার্যকালে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ঢাকা চেম্বারের নেতৃবৃন্দের অনুরোধে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশেষ অবদান রাখার জন্য আশির দশকে আবারো ঢাকা চেম্বারের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মেসার্স ক্রীন ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটর লিঃ-এর চেয়ারম্যান ছিলেন এবং চলচ্চিত্র প্রযোজনা পরিবেশনা ও প্রদর্শক হিসেবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। মরহুম আবু নাসের আহম্মদ ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি বহুবিধ জনহিতকর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি চেম্বারের নানাবিধ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত থেকে দেশের শিল্প ও বাণিজ্যিক উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। জনাব আবু নাসের আহম্মদ ১৫ জুন, ১৯৮৬ সালে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বৎসর।

মরহুম এম ইউনুস, এফসিএ

জনাব এম ইউনুস, এফসিএ ১৯৩৮ সালের ১৪ মে, কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর থানার পাহাড়পুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮৪ ও ১৯৯৩ সালে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি এফবিসিসিআই-এর পরিচালকের দায়িত্ব পালনসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি দেশের একজন বিশিষ্ট চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস এবং ইউনুস অ্যান্ড কোম্পানীর ফাউন্ডার পার্টনার ছিলেন। তিনি দি ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট অব বাংলাদেশ (আই সি এ বি) এবং দি সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন অব একউন্ট্যান্টস (সাফা)-এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিভিন্ন সংগঠনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নয়নে অনবদ্য অবদান রাখেন। মরহুম এম ইউনুস, এফসিএ ছিলেন একজন চিন্তাবিদ, ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক। ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ও শিক্ষা বিস্তারে বিভিন্ন অবদানসহ দুঃস্থ মানবতার সেবায় তিনি সর্বদা নিয়োজিত ছিলেন। ঢাকা চেম্বারের বর্তমান ব্যাপ্তি, বহুমুখী কার্যক্রম ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে সেবা প্রদানের নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচন এবং সর্বোপরি চেম্বারের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি ও রক্ষায় মরহুম এম ইউনুস, এফসিএ আন্তরিকভাবে সচেষ্ট ছিলেন। সর্বজন শ্রদ্ধেয় এম ইউনুস, এফসিএ ৩০ ডিসেম্বর, ২০০৮ সালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

মরহুম ইয়াহিয়া আহমেদ বাওয়ানী

জনাব ইয়াহিয়া আহমেদ বাওয়ানী ১৯২৫ সালের ১৬ জুলাই বর্তমান মিয়ানমারের (পূর্বনাম বার্মা) রেঙ্গুনে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মরহুম ইয়াহিয়া আহমেদ বাওয়ানী ১৯৬১-৬২ সাল মেয়াদে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিভিন্ন সংগঠনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নয়নে অনবদ্য অবদান রেখেছেন। একজন সফল ব্যবসায়ী হওয়া সত্ত্বেও তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি সামাজিক ও শিক্ষা বিস্তারে অবদান রেখেছেন। তিনি আল বাওয়ানী ফাউন্ডেশন, ঢাকা রিফিউজি রিহ্যাবিলিটেশন অ্যান্ড ফিন্যান্স করপোরেশন এবং লালবাগ মাদ্রাসা-এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। মরহুম ওয়াই এ বাওয়ানী লতিফ বাওয়ানী জুট মিল, আহমেদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিলসহ অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের প্রতিষ্ঠাতা সংগঠক। আহমেদ বাওয়ানী একাডেমী এবং ঢাকায় বাওয়ানী উচ্চ বিদ্যালয় তিনি স্থাপন করেন। মরহুমের এই অবদান ঢাকা চেম্বারের সকল সদস্যবৃন্দ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। মরহুম ইয়াহিয়া আহমেদ বাওয়ানী ১২ জানুয়ারি, ২০০৯ সালে পাকিস্তানের করাচিতে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

মরহুম আলহাজ্ব মুখলেছুর রহমান

জনাব মুখলেছুর রহমান ১৯২৮ সালে ১৮ এপ্রিল নরসিংদীর এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মৌলভী আশরাফ আলী ১৯১৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রিধারী এবং পরবর্তীতে তৎকালীন সরকারের শিক্ষা বিভাগের উচ্চ পদে আসীন ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে ১৯৫২ সালে তিনি ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। বাগেরহাট কলেজে অধ্যাপনা দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। অতঃপর দীর্ঘদিন চট্টগ্রাম চেম্বারে সেক্রেটারি হিসেবে কর্মরত থেকে চেম্বারের প্রভূত উন্নয়ন সাধনে ভূমিকা রাখেন। ১৯৬৭-৬৮ সালে ব্যবসার জগতে প্রবেশ করেন। তিনি দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য খাতের উন্নয়নের জন্য ব্যাপক ভূমিকা রাখতে শুরু করেন।

জনাব মুখলেছুর রহমান ১৯৭০ হতে ১৯৭৪ পর্যন্ত ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ঢাকা চেম্বারের অন্যতম কনসালটেন্ট বা পরামর্শক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। চেম্বারের দিক-নির্দেশনামূলক কর্মকাণ্ডে ও যোগ্য নেতৃত্ব তৈরিতে বলিষ্ঠ ভূমিকার জন্য তিনি Leader হিসেবে বিবেচিত হতেন। ঢাকা চেম্বারের প্রথম প্রকল্প "সার্ভিস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম" তিনিই চালু করেন, যা গবেষণা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা দিয়েছে। জনাব মুখলেছুর রহমান ছিলেন একজন সৎ, নির্ভীক ও বিশিষ্ট সংগঠক। পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন সু-সাহিত্যিক, সমাজসেবী ও জ্ঞানপিপাসু দার্শনিক। তিনি একাধিক সামাজিক ও মানবকল্যাণমূলক সংগঠনের সফল প্রতিষ্ঠাতা। শ্রদ্ধেয় জনাব মুখলেছুর রহমান ১৬ এপ্রিল, ২০১০ সালে ৮৬ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

মরহুম আবুল কাশেম, এফসিএ

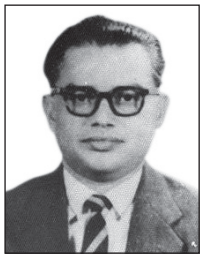

মরহুম আবুল কাশেম এ দেশের দ্বিতীয় মুসলিম চার্টার্ড একাউন্টেন্ট ছিলেন। ১৯৫৩ সালে তিনি তাঁর ফার্ম এ কাশেম এ্যান্ড কোং প্রতিষ্ঠা করেন, যা বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরাতন এবং স্বনামধন্য চার্টার্ড একাউন্টেটস্ ফার্ম। তিনি তাঁর দীর্ঘ ও অসাধারণ কৃতিত্বপূর্ণ কর্মময় জীবনে দি ইন্সটিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্টেন্টস্ অব বাংলাদেশ (আইসিএবি)-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র প্রাক্তন সভাপতি ছিলেন। তিনি বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা কার্যক্রম, সমাজ কল্যাণমূলক এবং মানব সেবার ন্যায় মহৎ কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। তিনি বাংলাদেশের লায়ন আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট এবং সিনেটের ফাইন্যান্স কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি ভিকারুননেসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের গভর্নিং বডি-এর সদস্য ছিলেন।

মরহুম মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন

জনাব মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ডিসিসিআই প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তিনি ১৯২৩ সালের ২১ জুলাই ঢাকার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মধুমিতা ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও নির্বাহী পরিচালক ছিলেন। ১৯৫০ সালে তিনি প্রথম সিরকো সোপ অ্যান্ড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি প্রতিষ্ঠা করেন, যেটি তৎকালীন সময়ের প্রথম সাবান ফ্যাক্টরি। এটি ব্রিটিশ কোম্পানী জেমস ফিনলে অ্যান্ড কোম্পানীর ডিস্ট্রিবিউটর হিসেবে কাজ করতো। ১৯৬৬ সালে তিনি কোহিনূর জুট মিলস্ স্থাপন করেন এবং স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটির নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক অব পাকিস্তান এবং স্ট্যান্ডার্ড ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড-এর পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর ৫৩ বছর কর্মজীবনে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গিয়েছেন। ১৯৭৬ সালের ৮ জানুয়ারি তিনি মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

মরহুম এ রব চৌধুরী

জনাব এ রব চৌধুরী বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র প্রাক্তন সভাপতি। তিনি আরকো কোল্ড স্টোরেজ লিমিটেড'র চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ এসোসিয়েশন'র চেয়ারম্যান এবং এফবিসিসিআই'র নির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ব্যবসায়িক কার্যক্রমের পাশাপাশি তিনি নানাবিধ সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি ধানমন্ডি ও উত্তরা রোটারি ক্লাব'র প্রাক্তন সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৯৪ সালে ঢাকা চেম্বারের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৭ সালের ১৯ অক্টোবর তারিখে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

মরহুম মোহাম্মদ সাখী মিঞা

জনাব মোহাম্মদ সাখী মিঞা পুরাতন ঢাকার প্রবীণ ব্যক্তিত্ব, সাহিত্যিক, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক। জনাব মোহাম্মদ সাখী মিঞা ১৯২১ সালে ঢাকার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইস্ট বেঙ্গল ইনস্টিটিউশন থেকে কৃতিত্বের সাথে এনট্রান্স এবং ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন ও পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তিনি পাকিস্তান আমলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চাকুরীর মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। অতঃপর চাকুরী ছেড়ে তিনি লুব্রিকেন্ট-এর ব্যবসায় নিয়োজিত হন। তিনি লুব্রিকেন্ট ব্যবসায় বাঙ্গালীদের মধ্যে অগ্রগণ্য এবং তাঁর প্রতিষ্ঠান নিশাত ট্রেডিং এ ব্যবসায় এখনও নিয়োজিত। তিনি ছিলেন বিনয়ী, দানশীল, ধর্মপ্রাণ ও মানবদরদী। তিনি ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কমিটির (বর্তমান ঢাকা সিটি কর্পোরেশন) কমিশনার এবং পরবর্তীতে চেয়ারম্যানের দায়িত্বও পালন করেন। তিনি ডিসিসিআই'র প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এর সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ পাবলিকেশনস লিমিটেডের অন্যতম পরিচালক ছিলেন। তিনি ঢাকার ইতিহাস ও ইসলামী মূল্যবোধের উপর বেশ কয়েকটি অনুবাদও প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক বিষয়ে লেখালেখি করতেন। তিনি তৎকালীন সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। তিনি বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তনের প্রথম সারির একজন দিকনির্দেশক। তিনি বর্তমান ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জড়িত ছিলেন। সর্বজন শ্রদ্ধেয় এই ব্যক্তিত্ব ৮৭ বছর বয়সে ২০০৮ সালের ১লা জুলাই ঢাকার বারডেম হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন

আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন ১৯৭৬-৭৮ মেয়াদকালে প্রথমবারের মত ঢাকা চেম্বারের পরিচালক হিসেবে নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে তিনি ১৯৮২-৮৩, ১৯৮৫ এবং ১৯৮৯-৯০ মেয়াদকালে ঢাকা চেম্বারের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বর্তমানে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন এবং আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ-এর চেয়ারম্যান। তিনি আনোয়ার গ্রুপের বিভিন্ন কোম্পানীর চেয়ারম্যান ছাড়াও নির্বাহী পরিচালক, দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড-এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজের পরিচালক এবং প্রাক্তন ডিআইটির ট্রাস্টি ছিলেন।

একজন সফল উদ্যোক্তা আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন তাঁর প্রচন্ড ধী-শক্তি, মেধা, সুদূর প্রসারী ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষমতাবলে বাংলাদেশের শিল্পায়নে খাতওয়ারী অসামঞ্জস্যতা দূর করার জন্য এবং দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য নিজে উদ্যোগী হয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমনঃ গৃহায়ন, শিক্ষা, বয়ন, নির্মাণ এবং প্রযুক্তি (আইটি) খাতে বিনিয়োগ করেছেন এবং আগামী প্রজন্মের জন্য দিক দিশারীর ভূমিকা পালন করছেন।

তিনি বহু সমাজকল্যাণ কাজের অগ্রদূত এবং প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিবেচিত। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ উদয়ন বিদ্যালয়, জমিলা খাতুন বালিকা বিদ্যালয়, রহিম বক্স মেমোরিয়াল আই ক্লিনিকস, জমিলা খাতুন রেড ক্রিসেন্ট প্রসূতি এবং শিশু সেবা কেন্দ্র, আনোয়ার হোসেন ফ্রি মেডিকেল সেন্টার, আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন শহিদ নগর ফ্রি প্রাইমারী বিদ্যালয় প্রভৃতি তাঁরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত।

তিনি ঢাকা চেম্বারের বহুমুখী কার্যক্রমের অন্যতম উপদেষ্টা এবং ব্যবসা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় আন্দোলনের অন্যতম অগ্রদূত। তিনি সামাজিক ও রাজনীতির ক্ষেত্রে সমভাবে অগ্রগণ্য। সময়ের প্রয়োজনে এবং এলাকার উন্নয়নকল্পে তিনি নব্বই-এর দশকে জাতীয় সংসদের সদস্য হিসেবে অমূল্য অবদান রাখেন এবং ঢাকাবাসীর প্রভূত উন্নয়ন সাধন করেন। এছাড়াও আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন লালবাগ ক্রিকেট ক্লাব, আজাদ মুসলিম ওয়েলফেয়ার কমপ্লেক্স-এর আজীবন সদস্য।

জনাব এম এ সাত্তার

জনাব এম এ সাত্তার ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৩৯ সালে জামালপুর জেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মরহুম ইঞ্জিনিয়ার এম এ জব্বার তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের প্রধান প্রকৌশলী ছিলেন। জনাব সাত্তার যুক্তরাজ্যের লন্ডনের সেন্ট ফ্রান্সিস মিশনারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ১৯৫৬ সালে সিনিয়র ক্যামব্রিজ কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। ১৯৫৮ সালে তিনি ঢাকা নটরডেম কলেজ হতে আই. এ পাশ করেন। ১৯৬৪ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬৫ সালে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সর্বকনিষ্ঠ (এম.পি.এ) হিসেবে নির্বাচিত হয়ে পার্লামেন্টে তিনি শিল্পায়ন, বেকারত্ব দূরীকরণে ও সকল মৌলিক অধিকার আদায়ে সুবক্তা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

পরবর্তীতে তিনি নিজস্ব ব্যবসাসহ পৈতৃক ব্যবসাতে আত্তনিয়োগ করেন। ১৯৮০ সালে ঐতিহাসকি ঢাকা ক্লাবের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে দক্ষতার পরিচয় দেন। ১৯৮২ সালে ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর এবং নরসিংদী সমন্বয়ে বৃহত্তর ঢাকা, ফরিদপুর ও টাঙ্গাইল জেলায় অবস্থিত ঢাকা চেম্বারের সদস্যদের ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বীতামূলক নির্বাচনে জয় লাভ করে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি নির্বাচিত হন। চেম্বারের সভাপতি থাকাকালীন সময় তিনি বেসরকারিখাতে ব্যাংক-বীমা এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের বি-রাষ্ট্রীকরণে সরকারকে নীতিমালা গ্রহণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

ব্যবসায়ী মহলের যে কোনো জটিল মুহূর্তে অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নিতে তাঁর জুড়ি নেই। আর এ কারণেই ব্যবসায়ী মহলে যে কোন কঠিন বাস্তবতায় সঠিক পথ-প্রদর্শক হিসেবে আজও দিক-নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন।

তিনি ১৯৮৬-৯০ সালে বাংলাদেশ সরকারের বিমান ও পর্যটন এবং বাণিজ্য মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনে তিনি আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে দক্ষতার পরিচয় রাখেন।

জনাব মাহবুবুর রহমান

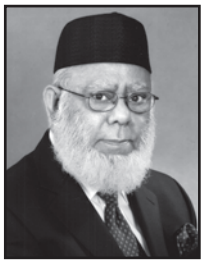

জনাব মাহবুবুর রহমান ১০ জুলাই, ১৯৪২ সালে কুমিল্লার প্রসিদ্ধ চৌদ্দগ্রাম থানার অন্তর্গত জগন্নাথদীঘি ইউনিয়নে জন্মগ্রহণ করেন। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা শেষ করে ৬০-এর দশকে একজন সফল ব্যাংকার হিসেবে তিনি তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। অতঃপর ১৯৭৪-৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হিসেবে শ্রীলংকার কান্ট্রি প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে তিনি মেসার্স ইস্টার্ন ট্রেডিং (বাংলাদেশ) লিমিটেড সহ বহু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।

তিনি বর্তমানে ইটিবিএল হোল্ডিং-এর চেয়ারম্যান, যার অনেকগুলো অঙ্গ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ১৯৮০ সালে জুনিয়র চেম্বার ইন্টারন্যাশাল-এর ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট অব বাংলাদেশ নির্বাচিত হন। ১৯৮৫-৮৬ সালে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি, ১৯৯২-৯৪ সালে এফবিসিসিআই-এর সভাপতি এবং ১৯৯৪ সাল থেকে বর্তমান সময় অবধি আইসিসি-বাংলাদেশের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। ১৯৯৩-৯৫ সালে ইসলামিক চেম্বার অব কমার্স-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট, ১৯৮৭-১৯৮৮ সালে লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা-এর সভাপতি এবং এ ছাড়া তিনি বিভিন্ন ব্যাংক, আর্থিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচালক/চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন।

জনাব মাহবুবুর রহমান আঞ্চলিক, আন্তর্জাতিক এবং বিশ্বায়ন সম্পর্কিত বহু প্রতিষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে সুনাম ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যবসায়ীদের বর্তমান প্রয়োজন, ব্যবসা-বাণিজ্যের বাধা-বিপত্তি এবং সর্বোপরি অন্তরায় দূর করার জন্য একনিষ্ঠভাবে সরকারি ও ব্যবসায়ী মহলে এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দিক-নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন। সময়োপযোগী একটি ট্রেড অর্গানাইজেশন রুলস্ প্রণয়নে তিনি সরকারকে সক্রিয় সাহায্য করে ব্যবসায়ী ও সরকারি মহলে অভিনন্দিত হয়েছেন।

ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) দেশের শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যে ও উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নে বেসরকারিখাতের অন্যতম সংগঠন হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। সরকারি প্রচেষ্টার পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নকে আরো গতিশীল করতে ডিসিসিআই কর্তৃপক্ষ গড়ে তুলেন ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন। ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্মস-এ ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০০৯ তারিখে The Societies Registration Act XXI of ১৮৬০-এর অধীনে নিবন্ধিত হয়, যা ৪টি গ্রুপের সমন্বয়ে গঠিত ৯ সদস্যের একটি Executive Committee দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর সভাপতি ফাউন্ডেশনের জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন-এর উদ্দেশ্যঃ

১. ডিসিসিআইএর সেবামূলক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ততা এবং এর ঐতিহ্য ও উন্নয়নের ধারা বজায় রাখা;

২. স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রশিক্ষণ/শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলা;

৩. গরীব ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের জন্য অলাভজনক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা;

৪. সাহিত্য, চারুকলা, বিজ্ঞান ও শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদানের জন্য উৎসাহমূলক পুরস্কার ও মেধাবীদেরকে বৃত্তি প্রদান করা;

৫. প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য সাহায্য সংগ্রহ ও বন্টন এবং পুনর্বাসনের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করা;

৬. ডিসিসিআই-এর সদস্য এবং অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ব্যবসায়িক শিষ্ঠাচার বা নীতি সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা;

৭. পাবলিক-প্রাইভেট ও সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে সংযোগ স্থাপন ও যোগাযোগের ভারসাম্য রক্ষা করা।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত নিম্নোক্ত ব্যক্তি মহোদয়গণের স্বাক্ষরক্রমে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন নিবন্ধিত হয় ঃ

১) আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন, চেয়ারম্যান, ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন এবং আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ
২) জনাব এম এ সাত্তার, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
৩) জনাব মাহবুবুর রহমান, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
৪) জনাব এ টি এম ওয়াজিউল্লাহ, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
৫) জনাব এ রব চৌধুরী (মরহুম), প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
৬) জনাব রাশেদ মাকসুদ খান, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
৭) জনাব এ এস এম কাশেম, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
৮) জনাব এম এইচ রহমান, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
৯) জনাব আফতাব-উল ইসলাম, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
১০) জনাব বেনজির আহমেদ, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
১১) জনাব মতিউর রহমান, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
১২) জনাব ফজলে আর এম হাসান এফসিএ, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
১৩) জনাব সাইফুল ইসলাম, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
১৪) জনাব এম এ মোমেন, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
১৫) জনাব জাফর ওসমান, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
১৬) জনাব হোসেন খালেদ, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই এবং সদস্য সচিব, ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন

ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান, ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন-এর মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড সমূহ ঃ

১) সামাজিক সেবামূলক কার্যকলাপের অংশ হিসেবে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ শিশুকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত ফিরোজাবাড়ি পঙ্গু ও শিশু হাসপাতালে ঢাকা চেম্বারের ওয়ার্ড উন্নয়ন ও রোগীদের চিকিৎসার জন্য নিয়মিতভাবে দীর্ঘদিন ধরে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

২) ডিসিসিআই কর্তৃক আয়োজিত DCCI Young Visionaries প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারী দুইজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় অনুষ্ঠিত (১৮-২০ এপ্রিল, ২০১২) The Global Social Venture Competition (GSVC)-তে অংশগ্রহণ করে প্রথম স্থান অধিকার করে বাংলাদেশের সুনাম অর্জন করেন। ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন তাঁদের যুক্তরাষ্ট্রে আসা-যাওয়ার ব্যয় ভার বহন করে।

৩) সামাজিক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে কিডনী ফাউন্ডেশনকে ডায়ালাইসিস মেশিন ক্রয় বাবদ ২০,০০,০০০/- টাকা CSR কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে অনুদান প্রদান করে।

৪) ২০১৫ ও ২০১৬ সালে পবিত্র রমজান মাসে ঢাকার দুঃস্থ ও দরিদ্র স্থানীয়দের মধ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বিতরণের জন্য ঢাকা মহানগরী সমিতি (ঢাকা সমিতি) কে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ২,০০,০০০/- টাকা করে মোট ৪,০০,০০০/- টাকা অনুদান দেওয়া হয়।

৫) ২০১২ সালে পবিত্র রমজান মাসে ঢাকার দুঃস্থ ও দরিদ্র স্থানীয়দের মধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বিতরণের জন্য ঢাকা মহানগরী সমিতি (ঢাকা সমিতি) কে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ১,৫০,০০০/- টাকা অনুদান দেওয়া হয়।

৬) পুরাতন ঢাকায় আজাদ মুসলিম ক্লাবের সাথে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন এবং বাংলাদেশ ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন-এর যৌথ উদ্যোগে একটি ডায়াবেটিক সেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

৭) ২০১৫ সালে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্থ নেপাল কে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন থেকে তাৎক্ষণিকভাবে ৫,০০,০০০/-টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান।

৮) ২০১৫ সালে পবিত্র রমজান মাসে ঢাকার দুঃস্থ ও দারিদ্র স্থানীয়দের মাঝে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বিতরণের জন্য ঢাকা মহানগরী সমিতিকে ২,০০,০০০/- টাকার অনুদান প্রদান করা হয়।

৯) সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম) কে আর্থিক অনুদান হিসেবে ২০১৫ সালে ২০,০০,০০০/-টাকা প্রদান করা হয়।

১০) ২০১৫ ও ২০১৬ সালে সামাজিক সেবামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন থেকে মোট ৪,০০,০০০/- টাকা বাংলাদেশ শিশু কল্যাণ পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত ফিরোজাবাড়ি পঙ্গু হাসপাতাল কে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

১১) ২০১৭ সালে পবিত্র রমজান উপলক্ষে ঢাকা মহানগরী সমিতিকে ২,০০,০০০/- টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

১২) ২০১৭ সালে সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম) কে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন থেকে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়।

১৩) ২০১৭ সালে বন্যা দূর্গতদের সাহায্যার্থে ৬ (ছয়) লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

১৪) ২০১৮ সালে গরীব, দুঃস্থ ও অসহায় শীতার্তদের মাঝে ১১,৬৭,৬৪০/- টাকা ব্যয়ে মোট ৩৩০০ পিস কম্বল বিতরণ করা হয়

১৫) ২০১৮ সালে আনোয়ারা নাছিমুদ্দিন মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনকে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন থেকে ২,০০,০০০/- টাকা (দুই লক্ষ) টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়।

১৬) ২০১৮ সালে নিলক্ষিয়া বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়কে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন থেকে ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র উল্লেখযোগ্য ঘটনাপুঞ্জী ২০১৭-১৮

২৩ ডিসেম্বর ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই'র ৫৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত।

২৪ ডিসেম্বর ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই স্ট্রাটেজিক কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

২৬ ডিসেম্বর ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির বিল্ড প্রকল্পের ট্রাস্টি বোর্ডের ১৪তম সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার (বিয়াক)-এর ২৮তম বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান আইসিসি বাংলাদেশ-এর নির্বাহী পর্ষদের ৭০তম সভায় যোগদান করেন।

২৭ ডিসেম্বর ২০১৭ ঃ বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আয়োজিত "নেপাল-বাংলাদেশ অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য" বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব এম এস সিদ্দিকী-এর যোগদান।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম ইপিবি আয়োজিত ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার উপ-কমিটির সভায় যোগদান করেন।

৩০ ডিসেম্বর ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই রিভিউ অ্যাডভাইজরি বোর্ডের ১০ম সভা অনুষ্ঠিত।

২ জানুয়ারি ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত "নতুন কোম্পানি আইন" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

৩ জানুয়ারি ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব ইমরান আহমেদ এবং ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ জয়নাল আব্দীন ডিসিসিআই-ডাই প্রকল্পের কর্মসূচি হিসেবে জার্মানি সফরের প্রস্তুতিমূলক সভায় যোগদান করেন।

৪ জানুয়ারি ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান চীনের ইউনান প্রদেশের "ডুহং পিপলস এসোসিয়েশন ফর ফ্রেন্ডশিপ উইথ ফরেন কান্ট্রিজ" হতে আগত প্রতিনিধিদলের সাথে মতবিনিময় করেন।

ঃ "ডিসিসিআই কন্সটিটিউশন, মেম্বারশিপ অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড এইচআর ম্যানেজমেন্ট" বিশেষ কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

৬ জানুয়ারি ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ, সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন এবং পর্ষদ সদস্যবৃন্দ পরিচালনা পর্ষদের ১ম সভায় যোগদান করেন।

৭ জানুয়ারি ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই এক্সিকিউটিভ কমিটি (ইকম)-এর ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

১২ জানুয়ারি ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ ডিবিআই সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

১৩ জানুয়ারি ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই'র পক্ষ হতে শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণের লক্ষ্যে "শীতবস্ত্র ক্রয় ও প্রস্তুতিমূলক সভা" অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই এক্সিকিউটিভ কমিটি (ইকম)-এর ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই রিভিউ অ্যাডভাইজরি বোর্ড-এর ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

১৫ জানুয়ারি ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান-এর সাথে ওয়াইপো'র প্রতিনিধিবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের সাথে জিএসএমই'র সিনিয়র ম্যানেজার জুলিয়া বারসেল সাক্ষাৎ করেন।

ঃ "ডিসিসিআই এস্টেট, কন্সট্রাকশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স" স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

১৮ জানুয়ারি ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত ভিয়েতনামের রাষ্ট্রদূত মান্যবর ট্রান ভ্যান খোয়া-এর মধ্যকার বৈঠক অনুষ্ঠিত। পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

২০ জানুয়ারি ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান "আরএনআই বাংলাদেশ অ্যান্ড রিসার্চ ইনক্লুডিং জুট ডাইভার্সিফিকেশন (পাল্প অ্যান্ড পেপার)" বিশেষ কমিটির ১ম সভায় যোগদান করেন

ঃ ডিসিসিআই এক্সিকিউটিভ কমিটি (ইকম)-এর ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ "রিয়েল এস্টেট ইনক্লুডিং আরবানাইজেশন, ডিসেন্ট্রালাইজেশন" স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ "ডিসিসিআই এসএমই ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ইটুকে" স্ট্যান্ডিং কমিটির অ্যাকশন প্ল্যান ও সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ "এগ্রো বেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্শিয়ালাইজেশন অফ এগ্রিকালচার" স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ "টেলিকম, আইসিটি অ্যান্ড আইপি" স্ট্যান্ডিং কমিটির এ্যাকশন প্ল্যান বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত।

২১ জানুয়ারি ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই সমন্বয়কারী পরিচালক, আহ্বায়ক ও সহ-আহ্বায়কবৃন্দের সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন-এর সভা অনুষ্ঠিত।

২২ জানুয়ারি ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের সভাপতিত্বে স্ট্রাটেজিক অ্যাকশন কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব এএইচএম মোস্তফা কামাল-এর সাথে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের নেতৃত্বে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন।

২৩ জানুয়ারি ২০১৮ ঃ বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইন্সটিটিউট (বিএফটিআই)-এর ৪৭তম পর্ষদ সভায় ডিসিসিআই সভাপতি আবুল কাসেম খান যোগদান।

২৪ জানুয়ারি ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের নেতৃত্বে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)-এর চেয়ারম্যান কাজী এম আমিনুল ইসলাম-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

২৫ জানুয়ারি ২০১৮ ঃ ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের মূখ্যসচিব জনাব মোঃ নজিবুর রহমান-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

ঃ "ডিসিসিআই পাবলিশিং, প্রিন্টিং, লাইব্রেরী ডেভেলপমেন্ট" স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ "এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট, ট্রেড ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ডাইভার্সিফিকেশন অ্যান্ড কোম্পানী অ্যাক্ট" স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

২৭ জানুয়ারি ২০১৮ ঃ ডিসিসিআইতে "বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের বর্তমান অবস্থা" শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।

২৮ জানুয়ারি ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান-এর সাথে ইউএসএইড-এভিসি প্রকল্পের প্রতিনিধিবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের সভাপতিত্বে স্ট্রাটেজিক অ্যাকশন কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের সাথে জেট্রো'র পরিচালক জনাব লিটন সরকার সাক্ষাৎ করেন।

২৯ জানুয়ারি ২০১৮	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান "ডিসিসিআই ফিন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস" কমিটির ১ম সভায় যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান "ডিসিসিআই আরএনআই বাংলাদেশ ফোরাম"-এর ১ম সভায় যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান "স্কিলস্ ডেভেলপমেন্ট (ডিসিসিআই কলেজ, ডিবিআই, লিডারশীপ ইন্সটিটিউট, লাইব্রেরী অ্যান্ড নলেজ সেন্টার" স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভায় যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান "কাস্টমস, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন, এনবিআর রিলেটেড ইস্যুজ" স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	"ডিসিসিআই ফিন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস" স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
৩০ জানুয়ারি ২০১৮	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান-এর সাথে বাংলাদেশস্থ ব্রুনাই'র রাষ্ট্রদূত মান্যবর মাসুইরি মাসরি সাক্ষাৎ করেন।
	ঃ	ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এমপি-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।
	ঃ	বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাজ্যের ডেপুটি হাইকমিশনার ডেভিড এ্যাশলে-এর বিদায়ে আয়োজিত নৈশভোজ সভায় ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের যোগদান।
১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮	ঃ	"ন্যাশনাল এনার্জি" স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮	ঃ	ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ এবং সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন "ডিসিসিআই ইউএসএইড-এভিসি প্রকল্প" এর অধীনে জার্মানি সফর করেন।
৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮	ঃ	ডিসিসিআই এক্সিকিউটিভ কমিটি (ইকম)-এর ৫ম সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	ডিসিসিআই রিভিউ অ্যাডভাইজরি বোর্ড-এর ২য় সভা অনুষ্ঠিত।
৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮	ঃ	ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব সেলিম আকতার খান "প্রাইভেট সেক্টর এনগেইজমেন্ট থ্রু ডেভেলপমেন্ট কো–অপারেশন" বিষয়ক অনুষ্ঠানে প্যানেল আলোচক হিসেবে যোগদান করেন।
	ঃ	"ল অ্যান্ড অর্ডার অ্যান্ড এন্টি-স্মাগলিং ইনিশিয়েটিভ" স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	"স্কিল ডেভেলপমেন্ট (ডিসিসিআই কলেজ, ডিবিআই, লিডারশীপ ইন্সটিটিউট, লাইব্রেরী অ্যান্ড নলেজ সেন্টার)" স্ট্যান্ডিং কমিটির ব্রেইনস্টর্মিং সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	এসএমই ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ইটুকে স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮	ঃ	ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব সেলিম আকতার খান "বাংলাদেশ-সুইজারল্যান্ড বিজনেস অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ফোরাম ২০১৮" বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।
৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮	ঃ	"প্রটেকশন অব কনজুমার রাইটস, এসেনশিয়াল কমুডিটিজ অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং" স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮	ঃ	"কান্ট্রি কম্পিটিটিভনেস" স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮	ঃ	"টেলিকম, আইসিটি অ্যান্ড আইপি" স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান "ডিবিআই গভর্নিং বোর্ড"-এর সভায় যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের নেতৃত্বে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ প্রাইভেট-পাবলিক পার্টনারশিপ (পিপিপি) এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দ আফসর এইচ উদ্দিন-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান "ডিসিসিআই কন্সটিটিউশন, মেম্বারশিপ, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড এইচআর" বিষয়ক বিশেষ কমিটির ২য় সভায় যোগদান করেন।

১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত ফিলিপাইনের রাষ্ট্রদূত মান্যবর ভিভেনসিও বানভিলো সাক্ষাৎ করেন।

ঃ "কাস্টম, ভ্যাট অ্যান্ড ট্যাক্সেশন" স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের সাথে তুরস্ক বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিল-এর সভাপতি লরা গুক সাক্ষাৎ করেন।

১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের সভাপতিত্বে স্ট্রাটেজিক অ্যাকশন কমিটির ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ বাংলাদেশ ব্যাংক-এর গভর্নর জনাব ফজলে কবির-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির ডেইলি স্টার-এর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ ঃ "ডিসিসিআই ফিন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস" স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই এক্সিকিউটিভ কমিটি (ইকম)-এর ৭ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ "কাস্টম, ভ্যাট অ্যান্ড ট্যাক্সেশন" উপ-কমিটির সভা অনুষ্ঠিত।

১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ-এর সিনিয়র সচিব জনাব ইউনুসুর রহমানের সাথে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী এবং জনাব আন্দালিব হাসান ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে বৈঠকে মিলিত হন।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এবং জাইকা প্রকল্পের প্রতিনিধিবৃন্দের মধ্যকার বৈঠক অনুষ্ঠিত।

১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই এবং সিপিডি যৌথভাবে আয়োজিত "এসডিজি বাস্তবায়নের বেসরকারীখাতের ভূমিকা" শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।

২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই আয়োজিত "আভ্যন্তরীণ নৌপথ ঃ যোগাযোগের পুনঃমূল্যায়ন ও আর্থিক সম্ভাবনার সুযোগ" বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত।

২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই-এর ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ঐতিহ্যবাহী "মেজবান" অনুষ্ঠিত।

২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত এলডিসি বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান বেসিস আয়োজিত "ট্যাক্স কমপ্লায়েন্স অ্যান্ড অটোমেশন" সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ বেসিস আয়োজিত "একাউন্টিং বিপিও ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা" শীর্ষক সেমিনারে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন এবং পরিচালক জনাব আন্দালিব হাসান ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে বৈঠকে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার বাংলাদেশ সফররত অস্ট্রেলিয়ার বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সম্মানে আয়োজিত নৈশভোজ সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব ইমরান আহমেদ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশে উত্তরণ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই সহকারী সচিব (গবেষণা) জনাব সাব্বির আহমেদ "এন্টি ডাম্পিং" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় যোগদান করেন।

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হুমায়ুন রশিদ ও জনাব এস এম জিল্লুর রহমান "ডিসিসিআই বিজনেস এ্যাওয়ার্ড" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ "ঢাকা সিটি ট্রাফিক অ্যান্ড ট্রেড" বিশেষ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ "এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট, ট্রেড ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ডাইভার্সিফিকেশন (ডব্লিউটিও, এফটিএ) অ্যান্ড কোম্পানি অ্যাক্ট" স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত জাতীয় শিল্প মেলা'র প্রস্তুতিমূলক সভায় যোগদান করেন।

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান পিআরআই আয়োজিত "বিনিয়োগ ও প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধিতে দক্ষতা উন্নয়ন" বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব সেলিম আকতার খান বিডা আয়োজিত "বাংলাদেশের বেসরকারীখাতে দূর্নীতি ও হয়ারনিমুক্ত বিনিয়োগ পরিস্থিতি" শীর্ষক সেমিনারে যোগদান করেন।

১ মার্চ ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান বাংলাদেশে নিযুক্ত কানাডার রাষ্ট্রদূতের সম্মানে আয়োজিত নৈশভোজে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের সভাপতিত্বে স্ট্রাটেজিক অ্যাকশন কমিটির ৫ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত কোম্পানি আইন সংশোধন সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান এসিআই গ্রুপের ২৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

৩ মার্চ ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই এক্সিকিউটিভ কমিটি (ইকম)-এর ৮ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই স্ট্রাটেজিক অ্যাকশন কমিটি-এর ৫ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই অটোমেশন রিভিউ কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ "কাস্টমস, ভ্যাট অ্যান্ড ট্যাক্সেশন" স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই প্রাক্তন সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম সিপিডি আয়োজিত "বাংলাদেশের তৈরি পোষাক খাতের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা" শীর্ষক মতবিনিময় সভায় যোগদান।

ঃ ডিসিসিআই পর্ষদের সদস্যবৃন্দ "কোম্পানী আইন সংস্কার" শীর্ষক মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

৪ মার্চ ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান এভিসি-ডাই প্রকল্প বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের সাথে এনার্জী ম্যাগাজিনের সম্পাদক জনাব মোল্লা এম আমজাদ হোসেন সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার বিএসটিআই-এর সভায় যোগদান করেন।

৫ মার্চ ২০১৮	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের নেতৃত্বে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ বাংলাদেশ ইকোনোমিক জোনস্ অথরিটি (বেজা)-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব পবন চৌধুরী'র সাথে সাক্ষাৎ করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে এফবিসিসিআই আয়োজিত নৈশভোজে যোগদান করেন।
৬ মার্চ ২০১৮	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান এফবিসিসিআই আয়োজিত ভিয়েতনামের ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদলের সাথে বাণিজ্য আলোচনায় যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান "কন্সটিটিউশন অ্যান্ড মেম্বারশীপ অ্যান্ড এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড এইচআর ম্যানেজমেন্ট" বিশেষ কমিটির সভায় যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ "বাংলাদেশে-জাপান জয়েন্ট ক্রেডিটিং ম্যাকানিজম" শীর্ষক সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
	ঃ	ডিসিসিআই পর্ষদের সদস্যবৃন্দ "ইও সোশাল বিজনেস এ্যাওয়ার্ড" প্রদান অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
৭ মার্চ ২০১৮	ঃ	জাতীয় পাট দিবস-২০১৮ উপলক্ষে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় যৌথভাবে আয়োজিত "পাট শিল্পের উন্নয়নে পাটের বহুমুখীকরণ" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত। উক্ত সেমিনারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মির্জা আজম, এমপি প্রধান অতিথি এবং তত্ত্বধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি)'র নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান "ঢাকা সিটি ট্রাফিক অ্যান্ড ট্রেড" বিশেষ কমিটির সভায় যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই) আয়োজিত নৈশভোজ সভায় যোদান করেন।
৮ মার্চ ২০১৮	ঃ	"ডিসিসিআই রিয়েল এস্টেট ইনক্লুডিং আরবানাইজেশন, ডিসেন্ট্রালাইজেশন" স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।
৯ মার্চ ২০১৮	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান এফবিসিসিআই আয়োজিত "মিলন মেলা-২০১৮" তে যোগদান করেন।
১০ মার্চ ২০১৮	ঃ	ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান "বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর বিজনেস ফোরাম ২০১৮"-এর প্রস্তুতিমূলক সভায় যোগদান করেন।
১১-১৪ মার্চ ২০১৮	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসেবে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত "বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর বিজনেস ফোরাম ২০১৮"-তে যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত "নিম্ন আয়ের দেশ হতে বাংলাদেশের মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত" বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদান করেন।
২০ মার্চ ২০১৮	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী জনাব মির্জা আজম, এমপি-এর সাথে সচিবালয়ে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।
২১ মার্চ ২০১৮	ঃ	বিএফটিআই আয়োজিত "দি ইমপ্যাক্ট অফ ফোরথ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভ্যুলেশন অন ট্রেড অ্যান্ড ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট" বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা সভায় ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

২২ মার্চ ২০১৮ ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ আয়োজিত "স্বল্পোন্নত দেশ হতে বাংলাদেশের উত্তরণ" বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান-এর যোগদান।

ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত "স্বল্পোন্নত দেশ হতে বাংলাদেশের উত্তরণ" বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান-এর যোগদান।

২৯ মার্চ ২০১৮ ঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এবং এফবিসিসিআই যৌথভাবে আয়োজিত আলোচনা সভায় ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ এফবিসিসিআই আয়োজিত "কাউন্সিল অফ চেম্বার প্রেসিডেন্ট'স" এর সভায় যোগদান করেন।

১ এপ্রিল ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান "ডিসিসিআই কাস্টমস্, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন, এনবিআর রিলেটেড ইস্যুস" স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় যোগদান করেন।

২ এপ্রিল ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান "আরএনআই বাংলাদেশ অ্যান্ড রিসার্চ ইনক্লুডিং জুট ডাইভার্সিফিকেশন" বিশেষ কমিটির সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান জুট পাল্প উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে অনুষ্ঠিত ব্রেইনস্টর্মিং সেশনে অংশগ্রহণ করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান এসডিজি বিষয়ক বিশেষ কমিটির সভায় অংশগ্রহণ করেন।

৩ এপ্রিল ২০১৮ ঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এবং ঢাকা চেম্বারের মধ্যকার প্রাক-বাজেট আলোচনা সভায় এনবিআর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়্যা, এনডিসি, ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

৪ এপ্রিল ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান এসএমই ফাউন্ডেশন এবং এফবিসিসিআই যৌথভাবে আয়োজিত "৬ষ্ঠ জাতীয় এসএমই ফেয়ার ২০১৮"-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

৭ এপ্রিল ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান "ডিসিসিআই কন্সটিটিউশন, মেম্বারশীপ অ্যান্ড এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যান্ড এইচআর" বিশেষ কমিটির ৪র্থ সভায় যোগদান করেন।

৮ এপ্রিল ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান "আরএনআই বাংলাদেশ ফোরাম" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত "প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট পলিসি কো-অর্ডিনেশন কমিটি"-এর ১০ম সভায় যোগদান করেন।

ঃ দৈনিক প্রথম আলো আয়োজিত "সবার জন্য নিরাপদ খাদ্য" বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা সভায় ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ-এর যোগদান।

৯ এপ্রিল ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির-এর সাথে কাই গ্লোবাল এলএলসি'র চেয়ারম্যান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাক্ষাৎ করেন।

১০-১৩ এপ্রিল ২০১৮ ঃ আইসিসি-বাংলাদেশ-এর প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান হংকং-এ অনুষ্ঠিত "এশিয়া-প্যাসিফিক বিজনেস ফোরাম ২০১৮"-তে যোগদান করেন।

১১ এপ্রিল ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই এস্টেট, কন্সট্রাকশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার ইপিবিতে অনুষ্ঠিত "ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০১৮" বিষয়ক ৫ম সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম এবং "কান্ট্রি কম্পিটিভিনেস" স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যবৃন্দ বিমসটেক-এর সেক্রেটারি জেনারেলের সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ জয়নাল আব্দীন বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত ট্রেড পলিসি রিভিউ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ জয়নাল আব্দীন বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত বাংলাদেশ ট্রেড পোর্টাল বিষয়ক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।

১২ এপ্রিল ২০১৮ ঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এবং এফবিসিসিআই যৌথভাবে আয়োজিত "জাতীয় পরামর্শক কমিটি"-এর ৩৯তম সভায় ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ অংশগ্রহণ।

১৫ এপ্রিল ২০১৮ ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত "আসন্ন পবিত্র রমজান মাসে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার পাশাপাশি আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে এলাকাভিত্তিক ও বিশেষায়িত ব্যবসায়ী সমিতিগুলোর সাথে মতবিনিময় সভা" অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত।

১৭ এপ্রিল ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ, সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন এবং পরিচালক জনাব ইমরান আহমেদ-এর সাথে ইউএসএআইডি-এভিসি প্রকল্পের প্রতিনিধিবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের সভাপতিত্বে স্ট্রাটেজিক অ্যাকশন কমিটির ৬ষ্ঠ সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান বৃটেনের রানীর জন্মদিন উপলক্ষে বাংলাদেশস্থ বৃটিশ দূতাবাস আয়োজিত নৈশভোজে যোগদান করেন।

ঃ "ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট, রিলেশন্স অ্যান্ড ফ্যাক্টরি কমপ্লায়েন্স" স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ জয়নাল আব্দীন বেজা আয়োজিত সভায় যোগদান করেন।

১৮ এপ্রিল ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান আইসিসি-বাংলাদেশ আয়োজিত "ট্রেড ফেসিলিটিস প্রজেক্ট ইন বাংলাদেশ" শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার বিসিক-এর ২০তম সভায় যোগদান করেন।

১৯ এপ্রিল ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন-এর সাথে টিকেট সেবা ডট কম-এর সিইও জনাব রাসিম সিরিম সাক্ষাৎ করেন।

২১ এপ্রিল ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই সমন্বয়কারী পরিচালক, আহ্বায়ক এবং যুগ্ম-আহ্বায়কবৃন্দের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন-এর সভা অনুষ্ঠিত।

২৩ এপ্রিল ২০১৮ ঃ "ফিন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস্" স্ট্যান্ডিং কমিটির ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত।

২৪ এপ্রিল ২০১৮ ঃ ভারতের বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর প্রতিনিধিদলের সাথে ডিসিসিআই পর্ষদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।

২৫ এপ্রিল ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই এস্টেট, মেইনটেন্যান্স অ্যান্ড কন্সট্রাকশন স্ট্যান্ডিং কমিটির ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব আন্দালিব হাসান-এর সাথে ডিবিআই কলেজের শিক্ষকবৃন্দের সাথে বৈঠক অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত "ন্যাশনাল প্রোডাক্টেভিটি অর্গানাইজেশন"-এর ১২তম সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই উপ-সচিব (গবেষণা) জনাব এএইচএম মনিরুজ্জামান প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত "প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেশন কমিটি"-এর ২য় সভায় যোগদান করেন।

২৬ এপ্রিল ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান পিপিআরসি'র নির্বাহী পরিচালক ড. হোসেন জিল্লুর রহমান-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

ঃ বিশ্ব মেধাসত্ত্ব দিবস উপলক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয়ের পেটেন্ট, ডিজাইন অ্যান্ড ট্রেড মার্কস কার্যালয় আয়োজিত সেমিনারে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন-এর যোগদান।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান, আহ্বায়ক জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির পিপিআরসি'র সাথে অনুষ্ঠিত সভায় যোগদান করেন।

২৮ এপ্রিল ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার কৃষিবিদ ইন্সটিটিউটে অনুষ্ঠিত সেমিনারে যোগদান করেন।

৩০ এপ্রিল ২০১৮ ঃ "এগ্রোবেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্শিয়ালাইজেশন" স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই বিজনেস এ্যাওয়ার্ড কমিটির সভা অনুষ্ঠিত।

১ মে ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার মহান মে দিবস-উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

২ মে ২০১৮ ঃ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) আয়োজিত থাইল্যান্ডের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সাথে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান যোগদান করেন।

৩ মে ২০১৮ ঃ ইউএসএআইডি'র এগ্রিকালচার ভ্যালু চেইনস প্রকল্পের সহযোগিতায় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত "ডিসিসিআই এগ্রোটেক এক্সপো ২০১৮" অনুষ্ঠিত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষি মন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী, এমপি প্রধান অতিথি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে উক্ত মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব জনাব আবুল কাসেম খান, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ, সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ বাংলাদেশ থাই চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি কর্তৃক আয়োজিত থাইল্যান্ডের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সাথে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান যোগদান করেন।

৪ মে ২০১৮ ঃ "ডিসিসিআই এগ্রোটেক এক্সপো ২০১৮"-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

৫ মে ২০১৮ ঃ ঢাকা চেম্বার আয়োজিত "প্রাক-বাজেট সংবাদ সম্মেলন"-এ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি আবুল কাসেম খান বিল্ড-এর ট্রাস্টি বোর্ডের ১৫তম সভায় যোগদান করেন।

ঃ "টেলিকম, আইসিটি অ্যান্ড আইপি" বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি'র সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ "স্কিলস ডেভেলপমেন্ট (ডিসিসিআই কলেজ, ডিবিআই, লিডারশিপ ইন্সটিটিউট, লাইব্রেরী অ্যান্ড নলেজ সেন্টার)" স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

৬ মে ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ "শোকেস কানাডা ২০১৮"-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

৮ মে ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন চীনের কুনমিং-এ অনুষ্ঠিত "৫ম চায়না সাউথ এশিয়া এক্সপো"তে যোগদান করেন।

৯ মে ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স-বাংলাদেশ-এর নির্বাহী পর্ষদের ৭২তম সভায় যোগদান করেন।

ঃ "ন্যাশনাল ইনফ্রাস্টাকচার" স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ "ডিসিসিআই গুলশান সেন্টার" সংস্কার বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় আয়োজিত পাট পণ্য বহুমুখীকরণ সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না বিজেএমসি আয়োজিত "স্ট্রাটেজিক প্ল্যানিং ফর জুট সেক্টর" শীর্ষক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির-এর সাথে সিবিআই নেদারল্যান্ড-এর প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন।

১০ মে ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান, প্রাক্তন সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম এবং জনাব হোসেন খালেদ প্রাক-বাজেট আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এমসিসিআই আয়োজিত "বাজেট ২০১৮-১৯ঃ আমাদের প্রত্যাশা" অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

১২ মে ২০১৮ ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), দৈনিক সমকাল এবং চ্যানেল ২৪ যৌথভাবে আয়োজিত "প্রাক-বাজেট আলোচনা" সভা বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত, এমপি উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঃ বিল্ড-এর "এসএমই ডেভেলপমেন্ট" ওয়ার্কিং কমিটির ৫ম সভায় ঢাকা চেম্বারের আহ্বায়ক জনাব রাশেদুল করিম মুন্না যোগদান করেন।

ঃ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত "নিউ ট্রেড অর্গানাইজেশন এ্যাক্ট" বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব আবসার করিম চৌধুরী'র যোগদান।

১৩ মে ২০১৮ ঃ ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি)'র সহায়তায় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত "বাংলাদেশ লজিস্টিকস কস্ট স্টাডি (ওয়ারহাউজ এবং স্টোরেজ)" শীর্ষক গবেষণার প্রতিবেদন প্রকাশ বিষয়ক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আব্দুস সালাম প্রধান অতিথি এবং ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি)'র বাংলাদেশ ও নেপালের কান্ট্রি ডিরেক্টর মিস ওয়েন্ডি জো ওয়ারনার বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান ওয়ার্কশপে সভাপতিত্ব করেন।

ঃ ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব এম এস সিদ্দিকী বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আয়োজিত "ডব্লিউটিও রুলস্" শীর্ষক সভায় যোগদান করেন।

১৪ মে ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-আহ্বায়ক জনাব মোঃ বেল্লাল হোসেন বিএসটিআই আয়োজিত "ফিশ অ্যান্ড ফিশারিজ প্রডাক্টস্" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১৫ মে ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির সিপিডি আয়োজিত "এলডিসি উত্তরণ এবং এসডিজি বাস্তবায়নে আমাদের করণীয়" শীর্ষক সভায় যোগদান করেন।

১৬ মে ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-আহ্বায়ক জনাব মোঃ ইকরাম ঢালী "এক্সপোর্ট প্রোটেনশিয়াল অব ট্রেড ইন সার্ভিসেস অব বাংলাদেশ"-বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ বাংলাদেশ গ্লাস অ্যান্ড সিরামিক ইন্সটিটিউট আয়োজিত সভায় ডিসিসিআই প্রাক্তন পরিচালক জনাব এম আনোয়ারুল হকের যোগদান।

১৮ মে ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হুমায়ুন রশিদ "আরএনআই বাংলাদেশ ফোরাম"-এর মধ্যাহ্নভোজে যোগদান করেন।

১৯ মে ২০১৮	ঃ	"ডিসিসিআই এস্টেট, কন্সট্রাকশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স" কমিটির ৫ম সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	"ফিন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস্" স্ট্যান্ডিং কমিটির ৫ম সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি আয়োজিত ইফতার মাহফিলে যোগদান করেন।
২২ মে ২০১৮	ঃ	"প্রজেক্ট মনিটরিং" বিশেষ কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
২৩ মে ২০১৮	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের সভাপতিত্বে "ডিসিসিআই কন্সটিটিউশন, মেম্বারশীপ, এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড এইচআর" বিশেষ কমিটির ৫ম সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ, সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন এবং পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার "ঢাকা শিল্প মালিক সমিতি"-এর ইফতার মাহফিলে যোগদান করেন।
	ঃ	সানেম আয়োজিত "অশুল্ক প্রতিবন্ধকতা" শীর্ষক ওয়ার্কশপে ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ জয়নাল আব্দীনের যোগদান।
২৪ মে ২০১৮	ঃ	ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত "বেসরকারীখাতের উন্নয়নে কোম্পানী আইনের সংস্কার" শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠিত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান, এমপি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি এবং বাণিজ্য সচিব জনাব শুভাশীষ বসু বিশেষ অতিথি হিসেবে গোলটেবিল আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন।
	ঃ	ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৫ম সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	ঢাকা শিল্প-মলিক সমিতি-এর ইফতার ও মিলাদ মাহফিলে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান যোগদান করেন।
	ঃ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) আয়োজিত "ট্রেড ফেসিলিটেশন ওয়ার্কিং গ্রুপ" বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই আহ্বায়ক এম শফিকুল আলম, এফসিএ-এর যোগদান।
	ঃ	বাংলাদেশ জুট মিসল্ কর্পোরেশন আয়োজিত "স্ট্রাটেজিক প্ল্যানিং ফর জুট সেক্টর (২০১৮-২০২২)" শীর্ষক অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম-এর যোগদান।
২৬ মে ২০১৮	ঃ	ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন এবং পরিচালক জনাব ইমরান আহমেদ "গ্লোবাল গ্যাপ বাংলাদেশ কনফারেন্স ২০১৮"-তে যোগদান করেন।
	ঃ	"ডিসিসিআই এগ্রো হেল্প ডেস্ক"-এর কার্যক্রম উদ্বোধন।
	ঃ	ডিসিসিআই এক্সিকিউটিভ কমিটি (ইকম)-এর ১৪তম সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত ইফতার মাহফিলে যোগদান করেন।
২৮ মে ২০১৮	ঃ	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আয়োজিত ইফতার মাহফিলে ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই যুগ্ম-আহ্বায়ক জনাব এসএম গোলাম ফারুক আলমগীর শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত পেটেন্ট সহযোগিতামূলক চুক্তি বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
২৯ মে ২০১৮	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান এফবিসিসিআই আয়োজিত ইফতার মাহফিলে যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান-এর সাথে এমসিসিআই'র সাবেক সচিব জনাব সাকিব কোরেশী এবং ইউএনডিপি'র প্রতিনিধি জনাব হামিদ সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান ক্যাম্পাস ম্যাগাজিনে সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব মিজানুর রহমান শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত বিসিক অ্যাক্ট ১৯৫৭ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মূখ্যসচিব জনাব মোঃ নজিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই গবেষণা শাখার কর্মকর্তাগণের পানগাঁও টার্মিনাল পরিদর্শন।

৩০ মে ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান-এর সাথে অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোবারক আলী সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত বিসিক শিল্পনগরীতে চামড়াখাতের ব্যবসায়ীদের মাঝে প্লট বরাদ্দ সংক্রান্ত সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব জনাব এসএম গোলাম ফারুক আলামগীর শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত "ন্যাশনাল ইনটেলেকচুয়্যাল প্রোপার্টি পলিসি ২০১৮" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

৩১ মে ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান আইএফসি আয়োজিত ইফতার মাহফিলে যোগদান করেন।

২ জুন ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই রিভিউ অ্যাডভাইজরি বোর্ড-এর ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত।

৩ জুন ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান ডিসিসিআই স্ট্রাটেজিক অ্যাকশন কমিটি-এর ৭ম সভায় যোগদান করেন।

৫ জুন ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান-এর সাথে "মেরিটাইম গেটওয়ে" ম্যাগাজিন'র প্রধান সম্পাদক ও প্রকাশক জনাব রামপ্রসাদ সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ, সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন, প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টিআইএম নূরুল কবীর, আহ্বায়ক জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না, মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এবং ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ জয়নাল আব্দীন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ জয়নাল আব্দীন এফবিসিসিআই আয়োজিত স্কিল ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

৬ জুন ২০১৮ ঃ বাংলাদেশ নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়ন-এর মান্যবর রাষ্ট্রদূত রেনজেস টেরিনিক-এর সাথে ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান সাক্ষাৎ করেন।

৭ জুন ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ "জাতীয় বাজেট ২০১৮-১৯" পর্যবেক্ষণ সভায় যোগদান করেন।

৯ জুন ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেনের সভাপতিত্বে টেলিকম আইসিটি স্ট্যান্ডিং কমিটির ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত।

১১ জুন ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান, পরিচালক সর্বজনাব ওয়াকার আহমদ চৌধুরী, নূহের লতিফ খান, আহ্বায়ক জনাব আশরাফ আহমেদ এবং জনাব আরিফ খানের মধ্যকার সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ রাশিয়ার জাতীয় দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশস্থ রাশিয়ার দূতাবাস আয়োজিত অনুষ্ঠনে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের যোগদান।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব সেলিম আকতার খান-এর সভাপতিত্বে রিয়েল এস্টেট ইনক্লুডিং আরবানাইজেশন, ডিসেন্ট্রালাইজেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

	ঃ	ডিসিসিআই আহ্বায়ক ইঞ্জিনিয়ার শামসুজ্জোহা চৌধুরী ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির বেসিস আয়োজিত ইফতার মাহফিলে যোগদান করেন।
১১-১৬ জুন ২০১৮	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান চীনের কুনমিং-এ অনুষ্ঠিত "১৩তম চায়না সাউথ এশিয়া বিজনেস ফোরাম"-এ যোগদান করেন।
২১ জুন ২০১৮	ঃ	ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত "ন্যাশনাল ইনটেলেকচুয়্যাল প্রোপার্টি পলিসি ২০১৮" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
২৬ জুন ২০১৮	ঃ	ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির "ডিসিসিআই-এভিসি প্রকল্প" আয়োজিত ওয়ার্কশপের সার্টিফিকেট প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।
২৮-২৯ জুন ২০১৮	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান হংকং-এ অনুষ্ঠিত "বেল্ট অ্যান্ড রোড গ্লোবাল ফোর অ্যান্ড বেল্ট অ্যান্ড রোড সামিট"-এ যোগদান করেন।
৩০ জুন ২০১৮	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান আইসিসি-বাংলাদেশ-এর ২৩তম বার্ষিক কাউন্সিল-এ যোগদান করেন।
১ জুলাই ২০১৮	ঃ	ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হুমায়ুন রশিদ, ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রোজউল কবির, ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ জয়নাল আব্দীন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং এফবিসিসিআই যৌথভাবে আয়োজিত "এসডিজি লক্ষ্য অর্জনে বেসরকারীখাতের ভূমিকা" শীর্ষক ডায়লগে যোগদান করেন।
৩ জুলাই ২০১৮	ঃ	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়্যা-এর সাথে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ, সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন, প্রাক্তন সভাপতি জনাব এম এ সাত্তার এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
	ঃ	যুক্তরাষ্ট্রের ২৪২তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশস্থ মার্কিন দূতাবাস আয়োজিত নৈশভোজে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান অংশগ্রহণ করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই পরিচালক জনাব আন্দালিব হাসান, আহাবায়ক জনাব রাশেদ আলী, মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এবং ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ জয়নাল আব্দীন "ডিবিআই'র কোর্স সার্কুলার চূড়ান্তকরণ" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
৪ জুলাই ২০১৮	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ, সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন এবং পরিচালক জনাব ইমরান আহমেদ-এর সাথে এভিসি প্রকল্পের প্রতিনিধিবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের সভাপতিত্বে "ডিসিসিআই কন্সটিটিউশন, মেম্বারশিপ, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড এইচআর" বিশেষ কমিটির ৬ষ্ঠ সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান এবং সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন-এর সাথে স্পেলবাউন্ড-এর প্রতিনিধিবৃন্দের মধ্যকার সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির, প্রোজেক্ট কো-অর্ডিনেটর খন্দকার আনোয়ার কামাল এভিসি ডাই প্রজেক্ট বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
৫ জুলাই ২০১৮	ঃ	বিশ্বব্যাংক আয়োজিত "টুওয়ার্ডস গ্রেট ঢাকা ঃ এ নিউ আরবান ডেভেলপমেন্ট প্যারাডিয়াম ইস্টওয়ার্ড" শীর্ষক সেমিনারে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের যোগদান।

ঃ ডিসিসিআই'র কান্ট্রি কম্পিটিটিভনেস স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ এসোসিয়েশন-এর পর্ষদ সদস্যবৃন্দের মধ্যকার মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির ইউএনডিপি আয়োজিত "ইনট্রিগ্রেটিং ক্লাইমেট চেইঞ্জ এডাপটেশন ইনটু সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট পাথওয়েজ অব বাংলাদেশ প্রজেক্ট" শীর্ষক ডায়ালগে যোগদান করেন।

৭ জুলাই ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৬ষ্ঠ সভা অনুষ্ঠিত।

৮ জুলাই ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ, সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন ও পরিচালক জনাব ইমরান আহমেদ-এর সাথে এভিসি প্রকল্পের প্রতিনিধিবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক-এর সভাপতিত্বে "ল অ্যান্ড অর্ডার" স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব মোঃ হাবিব উল্ল্যাহ তুহিন শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় শিল্প মেলার মুদ্রণ বিষয়ক সাব-কমিটির সভায় যোগদান করেন।

৯ জুলাই ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বিসিক শিল্প নগরীতে প্লট বরাদ্দ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব মোঃ হাবিব উল্ল্যাহ তুহিন রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) আয়োজিত "চায়না ইন্টারন্যাশনাল এক্সপো"-তে যোগদান বিষয়ক প্রস্তুতিমূলক সভায় যোগদান করেন।

১১ জুলাই ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান, পরিচালক জনাব হোসন এ সিকদার ডিসিসিআই'র এস্টেট শাখার কর্মকতাদের সাথে বৈঠক করেন।

১২ জুলাই ২০১৮ ঃ প্রধানমন্ত্রী'র কার্যালয়ের মূখ্যসচিব জনাব মোঃ নজিবুর রহমানের সাথে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ এবং সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন-এর সাক্ষাৎ।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান বিল্ড আয়োজিত "রেগুলেটরি প্রোডাক্টিবিলিটি অ্যান্ড প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট" শীর্ষক পলিসি ডায়ালগে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ এবং পরিচালক জনাব সেলিম আকতার খান বিশ্বব্যাংক আয়োজিত "ঢাকা মেট্রো ট্রান্সফরমেশন প্ল্যাটফর্ম" শীর্ষক ২য় স্টেকহোল্ডার সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মূখ্য সচিব জনাব মোঃ নজিবুর রহমানের সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

১৪ জুলাই ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার (বিয়াক) আয়োজিত ঈদ-পুনমিলনী ও মধ্যাহ্নভোজ সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের সভাপতিত্বে "ডিসিসিআই স্ট্রাটেজিক অ্যাকশন কমিটি"-এর ৮ম সভা অনুষ্ঠিত।

১৫ জুলাই ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই'র ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ-এর সভাপতিত্বে "কাস্টমস, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন, এনবিআর" বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ৫ম সভা অনুষ্ঠিত।

১৬ জুলাই ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক-এর সভাপতিত্বে "ল অ্যান্ড অর্ডার অ্যান্ড এন্টি-স্মাগলিং ইনিশিয়েটিভ" বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

১৭ জুলাই ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত "পাট পণ্য বহুমুখীকরণ" বিষয়ক স্টিয়ারিং কমিটির সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-আহ্বায়ক জনাব এসএম গোলাম ফারুক আলমগীর বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত প্যাটেন্ট সহযোগিতা চুক্তি বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ চট্টগ্রাম বন্দরের প্রাক্তন চেয়ারম্যান এ্যাডমিরাল খালেক (অবঃ)-এর সাথে ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ জয়নাল আব্দীন সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (গবেষণা) জনাব এএইচএম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারী এবং সহকারী সচিব (গবেষণা) জনাব সাব্বির রহমান বাংলাদেশস্থ চাইনীজ দূতাবাসের কমার্শিয়াল কাউন্সিলরের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

১৮ জুলাই ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত "ন্যাশনাল ট্রেড অ্যান্ড ট্রান্সপোর্টেশন ফেসিলিটেশন কমিটি"-এর সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হুমায়ুন রশিদ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত "ব্লু ইকোনোমিক" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৮ উপলক্ষে পরিবেশ মন্ত্রণালয় আয়োজিত সেমিনারে ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির যোগদান করেন।

১৯ জুলাই ২০১৮ ঃ ঢাকা চেম্বারের ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিতব্য "ডেস্টিনেশন বাংলাদেশ" অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি বিষয়ে আলোচনার লক্ষ্যে আইসিসি-বাংলাদেশ-এর সভাপতি জনাব মাহবুবুর রহমানের সাথে ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-আহ্বায়ক মেজর সৈয়দ মুনিবুর রহমান বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আয়োজিত শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদান বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই প্রাক্তন পরিচালক জনাব এম আনোয়ারুল হক শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত বিএসটিআই প্রোডাক্টস সার্টিফিকেশন বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২০ জুলাই ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ "সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট" প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ডিসিসিআই পরিচালক খন্দ. রাশেদুল আহসান এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

২১ জুলাই ২০১৮ ঃ বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার (বিয়াক) এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) যৌথভাবে আয়োজিত "খেলাপী ঋণ আদায়ে এডিআর'র ভূমিকা" শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন, বিচার এবং সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ এবং সংসদ বিষয়ক বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ শহীদুল হক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। গোলটেবিল আলোচনায় মিডল্যান্ড ব্যাংক-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও জনাব আহসান-উজ জামান এবং ইউল্যাব-এর বোর্ড অব ট্রাস্টি'র বিশেষ উপদেষ্টা অধ্যাপক ইমরান রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিয়াক-এর চেয়ারম্যান জনাব মাহবুবুর রহমান গোলটেবিল বৈঠকটি সঞ্চালনা করেন।

ঃ ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ ঢাকা চেম্বারের ম্যানেজমেন্ট কমিটির ৭ম সভায় সভাপতিত্ব করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন-এর সভাপতিত্বে "টেলিকম, আইসিটি অ্যান্ড আইপি রাইটস্" স্ট্যান্ডিং কমিটির ৫ম সভা অনুষ্ঠিত।

২২ জুলাই ২০১৮ ঃ ডিবিআই গভর্নিং বডি-এর ১২তম সভায় ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের যোগদান।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের সভাপতিত্বে "ডিসিসিআই স্ট্রাটেজিক অ্যাকশন কমিটি"-এর ৯ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব কেএমএন মঞ্জুরুল হক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ প্যাভেলিয়নের থিম নির্ধারণের প্রস্তুতিমূলক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের সভাপতিত্বে ডিবিআই গভর্নিং বডি-এর সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব মোঃ হাবিবউল্ল্যাহ তুহিন শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত "জাতীয় শিল্প মেলা" বিষয়ক উপ-কমিটির সভায় যোগদান করেন।

২৩ জুলাই ২০১৮ ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের সাথে বাংলাদেশস্থ ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রদূত মান্যবর রিনা পি সোমারনো সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই'র সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন, মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এবং ইন্দোনেশিয়ার দূতাবাসের কাউন্সিলর (ইকোনেমিক এ্যাফেয়ার্স) ইনগ্রিদ রোজালিনা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ "প্রোটেকশন অব কনজুমার রাইটস, এসেনশিয়াল কমেডিটিজ অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং" স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভায় সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ বাশীর উদ্দিন, আহ্বায়ক জনাব এম এ রাশিদ শাহ সম্রাট এবং কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব মোঃ হাবিবউল্ল্যাহ তুহিন ইপিবিতে অনুষ্ঠিত "২৩তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা"-এর ১ম সভায় যোগদান করেন।

২৫ জুলাই ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব মিজানুর রহমান শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

২৬ জুলাই ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ-এর সাথে বাংলাদেশস্থ বেলজিয়াম দূতাবাসের ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কমিশনার এলেক্সি বসুইউট সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী এবং জনাব নূহের লতিফ খান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালকের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এবং যুগ্ম-সচিব (গবেষণা) জনাব আসাদুজ্জামান পাটোয়ারী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

২৮ জুলাই ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ-এর সভাপতিত্বে "ডিসিসিআই স্ট্রাটেজিক অ্যাকশন কমিটি"-এর সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব ইমরান আহমেদ-এর সভাপতিত্বে "ডিসিসিআই এগ্রো-বেইজড ট্রেড/ সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্শিয়ালাইজেশন অব এগ্রিকালচার" বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

২৯ জুলাই ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ ফরেন ইনভেস্টরস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর নৈশভোজে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার সিরডাপ আয়োজিত "জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬" বিয়ষক সেমিনারে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ ফরেন চেম্বার আয়োজিত নৈশভোজে যোগদান করেন।

৩০ জুলাই ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ এ্যামচেম-এর মধ্যাহ্নভোজে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব আন্দালিব হাসান-এর সভাপতিত্বে "স্কিল ডেভেলপমেন্ট" স্ট্যান্ডিং কমিটির ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত।

৩১ জুলাই ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ এ্যামচেম আয়োজিত নৈশভোজে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব মোঃ মিজানুর রহমান "এসএমই ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ইটুকে" বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহকারী সচিব (মেম্বারশীপ) জনাব রাসেল আহমেদ বিএসটিআই'তে অনুষ্ঠিত চামড়া, পাদুকা এবং চামড়াজাত পণ্য বিষয়ক কমিটির ৫ম সভায় যোগদান করেন।

২ আগস্ট ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান বাংলাদেশে নিযুক্ত থাইল্যান্ডের মান্যবর রাষ্ট্রদূত পানপিমোন সোয়ান্নাপোনসে-এর সাথে তার কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এসএম জিল্লুর রহমান-এর সভাপতিত্বে "ডিসিসিআই ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট, রিলেশন্স অ্যান্ড ফ্যাক্টরি কমপ্লায়েন্স" স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

৪ আগস্ট ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেনের সভাপতিত্বে "ডিসিসিআই ক্রয় কমিটি"-এর ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

৫ আগস্ট ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের সভাপতিত্বে "ডিসিসিআই স্ট্রাটেজিক অ্যাকশন কমিটি"-এর ১১তম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের সাথে নিমফি'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব করুনাংশু সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির সিপিডি আয়োজিত "তৈরি পোষাক খাতের শ্রমিদের ন্যুনতম মুজরি নির্ধারণ' বিষয়ক সংলাপে যোগদান।

৬ আগস্ট ২০১৮ ঃ ঢাকা চেম্বারের আহ্বায়ক জনাব এস এস সিদ্দিকী বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত সভায় যোগদান করেন।

৮ আগস্ট ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের সভাপতিত্বে "ডিসিসিআই কন্সটিটিউশন অ্যান্ড মেম্বারশিপ অ্যান্ড এইচআর ম্যানেজমেন্ট" বিশেষ কমিটির ৭ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (বিআইডিএস)-এর মহাপরিচালক ড. খান মোরশেদ সাক্ষাৎ করেন। ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ এবং সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ এবং সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেনের সাথে ইউএসএআইডি'র প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট ইমানুয়েল মনটানারি স্টিফেনস্ সাক্ষাৎ করেন। ঢাকা চেম্বারের মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির, ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ জয়নাল আব্দীন এবং প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর খন্দকার আনোয়ার কামাল এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ এফবিসিসিআই আয়োজিত "ট্রান্সফরমিং বিজনেস থ্রো ডিজিটাল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস" শীর্ষক সেমিনারে ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদারের যোগদান।

ঃ "ডিসিসিআই বিজনেস এ্যাওয়ার্ড ২০১৮"-এর সভায় ঢাকা চেম্বারের পরিচালক জনাব হুমায়ুন রশিদের যোগদান। ঢাকা চেম্বারের মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির, ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ জয়নাল আব্দীন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (বিডা) আয়োজিত "মুম্বাই ফেয়ার"-এর প্রস্তুতি সভায় ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব মোঃ হাবিব উল্ল্যাহ তুহিনের যোগদান।

৯ আগস্ট ২০১৮ ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত "হালাল সনদের মানদণ্ড এবং প্রতিবন্ধকতাঃ বাংলাদেশের সম্ভাবনা" শীর্ষক অনুষ্ঠিত। আয়োজিত এ সেমিনারে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)'র নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব কাজী এম আমিনুল ইসলাম প্রধান অতিথি এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত সংযুক্ত আরব আমিরাত-এর রাষ্ট্রদূত জনাব সাইদ মোহাম্মদ আল-মেহেরি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত "প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট পলিসি কো-অর্ডিনেশন কমিটি"-এর ১১তম সভায় যোগদান করেন।

	ঃ	অর্থমন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংক যৌথভাবে আয়োজিত "ন্যাশনাল ফিন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন স্ট্রাটেজি" শীর্ষক ওয়ার্কশপে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ, সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন এবং আহাবয়ক জনাব আশরাফ আহমেদের যোগদান।
১১ আগস্ট ২০১৮	ঃ	ডিসিসিআই বিজনেস অ্যাওয়ার্ড ২০১৮-এর জুরি বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের নেতৃত্বে পরিচালনা পর্ষদের ৭ম সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান-এর সভাপতিত্বে "ডিসিসিআই স্ট্রাটেজিক অ্যাকশন কমিটি"-এর ১২তম সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	ঢাকা চেম্বারের পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদারের সভাপতিত্বে "ডিসিসিআই এস্টেট, কন্সট্রাকশন অ্যান্ড মেইনট্যানেন্স" স্ট্যান্ডিং কমিটির ৮ম সভা অনুষ্ঠিত।
১৪ আগস্ট ২০১৮	ঃ	ঢাকা চেম্বারের ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে "ডেস্টিনেশন বাংলাদেশ" অনুষ্ঠান বিষয়ে চেম্বারের গবেষণা শাখার কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ, সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেনের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	"ডিসিসিআই বিজনেস অ্যাওয়ার্ড ২০১৮"-এর ৫ম সভায় ঢাকা চেম্বারের পরিচালক জনাব হুমায়ুন রশিদের যোগদান।
	ঃ	ঢাকা চেম্বারের পরিচালক জনাব হুমায়ুন রশিদের সভাপতিত্বে "ন্যাশনাল এনার্জি" বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।
১৬ আগস্ট ২০১৮	ঃ	শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত জাতীয় শিল্প মেলার মুদ্রণ বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব মোঃ হাবিব উল্ল্যাহ তুহিনের যোগদান।
	ঃ	ঢাকা চেম্বারের আহ্বায়ক জনাব এস এম সিদ্দিকী ইপিবি আয়োজিত "ডব্লিউটিও রুলস" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
১৯ আগস্ট ২০১৮	ঃ	ডিসিসিআই উধ্বর্তন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ পরিবেশ মন্ত্রণালয় আয়োজিত "সাসটেনেবিলিটি অ্যান্ড গ্রীণ গ্রোথ" বিষয়ক ওয়ার্কিং কমিটির সভায় যোগদান করেন।
২৬ আগস্ট ২০১৮	ঃ	ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন বেসিস আয়োজিত ফোকাস গ্রুপ আলোচনা সভায় যোগদান করেন।
২৭ আগস্ট ২০১৮	ঃ	ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত সভায় যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই পরিচালক জনাব ইমরান আহমেদের সাথে এভিসি প্রকল্পের প্রতিনিধিবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
২৯ আগস্ট ২০১৮	ঃ	ডিসিসিআই পরিচালক জনাব একেএম মঞ্জুরুল হক-এর সভাপতিত্বে "ডিসিসিআই ট্রেড ডেলিগেশন অ্যান্ড ট্রেড ফেয়ার" স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।
১ সেপ্টেম্বর ২০১৮	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের সভাপতিত্বে "এসডিজি গোলস্ অ্যান্ড স্ট্রাটেজি ২০৩০" বিষয়ক বিশেষ কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৮ম সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	ডিসিসিআই স্ট্রাটেজিক অ্যাকশন কমিটি-এর ১২তম সভা অনুষ্ঠিত।
৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান বিল্ড ট্রাস্টি বোর্ডের ১৬তম সভায় যোগদান করেন। ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
	ঃ	ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ এবং সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন "ডিসিসিআই এএইচআর কনসালটেন্ট" পদে নিয়োগের জন্য সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন।
৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান-এর সাথে ইউএনডিপি'র প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অ্যাডভাইজর জনাব হামিদুল হক খান সাক্ষাৎ করেন।
	ঃ	ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান "ডিসিসিআই বিজনেস অ্যাওয়ার্ড ২০১৮"-এর জুরি বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

ঃ "ডিসিসিআই বিজনেস এ্যাওয়ার্ড ২০১৮"-এর বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হুমায়ুন রশিদের যোগদান।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব ইমরান আহমেদ-এর সাথে "ডিসিসিআই এভিসি" প্রকল্পের প্রতিনিধিবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এবং প্রজেক্ট কনসালটেন্ট খন্দ. আনোয়ার কামাল এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ঃ বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (বিডা) এর নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব কাজী এম আমিনুল ইসলাম-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের সাক্ষাৎ। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ, সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন, পরিচালক জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী, প্রাক্তন পরিচালক জনাব রিজওয়ান-উর রহমান এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ঃ "ডিসিসিআই বিজনেস অ্যাওয়ার্ড ২০১৮"-এর জুরি বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক ইঞ্জিঃ মোঃ আল আমিন শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত জাতীয় শিল্প মেলার মুদ্রণ কমিটির সভায় যোগদান করেন।

৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ঃ "ডিসিসিআই আয়োজিত "ডেস্টিনেশন বাংলাদেশ"-এর অ্যাডভাইজরি কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই প্রাক্তন সভাপতি সর্বজনাব মাহবুবুর রহমান, আফতাব-উল ইসলাম, এফসিএ, আসিফ ইব্রাহীম, সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ এবং সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির "এসডিজি'র চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গৃহীত কার্যক্রম বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ঃ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত "খসড়া রপ্তানী নীতিমালা ২০১৮" বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের যোগদান।

ঃ বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মুহিবুল হকের সাথে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের সাক্ষাৎ। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী "এগ্রো প্রডাক্টস্ বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল"-এর সভায় যোগদান করেন।

১০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ঃ বাংলাদেশ ইকোনোমিক জোনস্ অথরিটি (বেজা)'র নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব পবন চৌধুরীর সাথে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের সাক্ষাৎ। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ, সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স (আইসিসি), বাংলাদেশ-এর ৭৩তম এক্সিকিউটিভ বোর্ড সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের যোগদান।

১১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান, সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন এবং পরিচালক জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক অথরিটি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিসেস হোসেনে আরা বেগম-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় যোগদান করেন।

১২ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক-এর সভাপতিত্বে "ল অ্যান্ড অর্ডার অ্যান্ড এন্টি-স্মাগলিং ইনিশিয়েটিভ" শীর্ষক স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ বিমসটেক'র সেক্রেটারি জেনারেল-এর সাথে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের সাক্ষাৎ।

১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত "টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে বেসরকারী খাতের সম্ভবনা ও চ্যালেঞ্জ" শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক প্রধান সমন্বয়কারী জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই)'র সভাপতি ব্যারিস্টার নিহাদ কবির এবং দি চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (সিসিসিআই)'র সভাপতি জনাব মাহবুবুল আলম বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান "হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল"-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ঃ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান "ডিসিসিআই স্ট্রাটেজিক অ্যাকশন কমিটি"-এর ১৩তম সভা সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন-এর সভাপতিত্বে "ডিসিসিআই টেলিকম, আইসিটি অ্যান্ড আইপি" বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ৬ষ্ঠ সভা অনুষ্ঠিত।

১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ঃ এফবিসিসিআই আয়োজিত "স্বল্পোন্নত দেশ হতে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণ" শীর্ষক সেমিনারে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের যোগদান।

১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তফা জব্বার-এর সাথে ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের সাক্ষাৎ। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ, সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব নূহের লতিফ খান "পলিসি ডেভেলপমেন্ট" বিষয়ক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।

১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ঃ বাংলাদেশে নিযুক্ত থাই দূতবাসের বিদায়ী রাষ্ট্রদূতের সম্মানে আয়োজিত নৈশভোজ সভায় ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের যোগদান।

ঃ ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী কৃষি মন্ত্রণালয় আয়োজিত সভায় যোগদান করেন।

২০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এমপি ঢাকা চেম্বারের "ডিসিসিআই প্রেসিডেন্ট'স এক্সিকিউটিভ ফ্লোর" উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দসহ প্রাক্তন সভাপতি, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এবং সহসভাপতিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

২১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসেবে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে যোগদান করেন।

২২ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ঃ ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান "ডিসিসিআই স্ট্রাটেজিক কমিটি"-এর ১৪তম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই ফিন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস কমিটির ৮ম সভায় ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ, সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব ইমরান আহমেদ-এর সভাপতিত্বে "এগ্রো বেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্শিয়ালাইজেশন অব এগ্রিকালচার" স্ট্যান্ডিং কমিটির ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত।

২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ঃ ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের সাথে সানেম'র নির্বাহী পরিচালক ড. সেলিম রায়হানের সাক্ষাৎ।

ঃ বাংলাদেশস্থ চীনের রাষ্ট্রদূত জ্যাং জো-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের সাক্ষাৎ। ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির, যুগ্ম-সচিব (গবেষণা) জনাব আসাদুজ্জামান পাটোয়ারি, উপ-সচিব (জনসংযোগ) জনাব মোঃ একরামুল হক এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ঃ ন্যাশনাল ইকোনোমিক কাউন্সিল আয়োজিত "অ্যাডভাইজরি কমিটি অব ন্যাশনাল ডেজিগনেটেড অথরিটি"-এর ৫ম সভায় ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবিরের যোগদান।

২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ঃ ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রীর সম্মানের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত নৈশভোজ সভায় ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের যোগদান।

ঃ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত "ডব্লিউটিও ট্রেড রিলেটেড টেকনিক্যাল এসিসটেন্ট" ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ জয়নাল আব্দীনের যোগদান।

২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ঃ "ডিসিসিআই কন্সটিটিউশন, মেম্বারশিপ অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড এইচআর" কমিটির ৮ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান মধুমতি ব্যাংক লিমিটেড-এর ৫ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ "ডেস্টিনেশন বাংলাদেশ"-এর হসপিটাবিলিটি বিষয়ক সাব-কমিটির সভায় ডিসিসিআই পরিচালক খন্দ. রাশেদুল আহসান এবং জনাব মামুন আকবর-এর যোগদান।

২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ঃ ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান এবং ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব কেএএম মাজেদুল ইসলামের মধ্যকার সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৯ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার (বিয়াক)-এর ৭ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এডিআর বিষয়ক সেমিনারে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের যোগদান।

ঃ "কাস্টমস, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন, এনবিআর রিলেটেড ইস্যুজ" স্ট্যান্ডিং কমিটির ৬ষ্ঠ সভায় ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ, সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন-এর যোগদান।

১ অক্টোবর ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ"ডিসিসিআই প্রজেক্ট মনিটরিং" বিশেষ কমিটির ২য় সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদারের সাথে মিসেস মাহবুবা হকের সাক্ষাৎ।

২-৪ অক্টোবর ২০১৮ ঃ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত ডব্লিউটিও বিষয়ক ট্রেনিং কোর্সে ডিসিসিআই উপ-সচিব জনাব ইনামুল হাফিজ লতিফির যোগদান।

৪ অক্টোবর ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এস এম জিল্লুর রহমানের সভাপতিত্বে "ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট, রিলেশন্স অ্যান্ড ফ্যাক্টরি কমপ্লায়েন্স" স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ, পরিচালক সর্বজনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী, নূহের লতিফ খান, ইমরান আহমেদ এবং প্রাক্তন পরিচালক জনাব রিজওয়ান উর রহমান স্পেলবাউন্ড-এর সাথে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ "ডিসিসিআই-এভিসি প্রজেক্ট" বিষয়ক সভায় পরিচালক জনাব ইমরান আহমেদ-এর যোগদান করেন।

ঃ এফবিসিসিআই আয়োজিত স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ রাশেদ আলী'র যোগদান।

ঃ ঢাকা চেম্বারের মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির বিল্ড আয়োজিত "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট পলিসি" বিষয়ক সংলাপে যোগদান করেন।

৬ অক্টোবর ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ, সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন ঢাকা চেম্বারের স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যবৃন্দের সমন্বয় বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

৮ অক্টোবর ২০১৮ ঃ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মূখ্যসচিব জনাব মোঃ নজিবুর রহমানের সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের সাক্ষাৎ। ঢাকা চেম্বারের মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

১০ অক্টোবর ২০১৮ ঃ ২য় সাউথ এশিয়া মেরিটাইম অ্যান্ড লজিস্টিক বিজনেস ফোরামের "মেরিটাইম এলাইড ইনফ্রাস্ট্রাকচার" সেশনের বিশেষ অতিথি হিসেবে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের যোগদান। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ "বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন অ্যাক্ট ২০১৮" পর্যালোচনা বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ'র যোগদান।

১১ অক্টোবর ২০১৮ ঃ "ডেস্টিনেশন বাংলাদেশ" উপলক্ষে গঠিত বাজটে উপ-কমিটির সভায় ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ ও সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন-এর যোগদান।

ঃ শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত "ট্রেড, ইকোনোমিক, সায়েন্টিফিক অ্যান্ড টেকনিক্যাল কো-অপারেশন" বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব এম এস সিদ্দিকী এবং উপ-সচিব জনাব ইনামুল হাফিজ লতিফি'র যোগদান।

১৩ অক্টোবর ২০১৮ ঃ ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের সভাপতিত্বে "ডেস্টিনেশন বাংলাদেশ" সম্মেলনের সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত।

১৪ অক্টোবর ২০১৮ ঃ মাননীয় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের সাক্ষাৎ। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ কৃষি মন্ত্রণালয় আয়োজিত "ফুড প্রসেসিং স্টিম" ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী এবং ডিসিসিআই প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর খন্দ. আনোয়ার কামাল যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই আহ্বায়ক ইঞ্জিঃ শামসুজ্জোহা চৌধুরী ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আইন-শৃঙ্খলা পর্যবেক্ষণ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১৫ অক্টোবর ২০১৮ ঃ ঢাকা চেম্বারের ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত "ডেস্টিনেশন বাংলাদেশ" আন্তর্জাতিক সম্মেলনের অ্যাডভাইজরি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ, সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন, পরিচালক জনাব ইমরান আহমেদ এবং অ্যাডভাইজরি কমিটির সদস্যবৃন্দ উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন।

১৬-১৯ অক্টোবর ২০১৮ ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র সফর সঙ্গী হিসেবে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের সৌদি আরব গমন।

১৬ অক্টোবর ২০১৮ ঃ ঢাকা চেম্বার আয়োজিতব্য "ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাওয়ার ফেস্টিভাল" আয়োজনের লক্ষ্যে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুর ইসলাম, এফসিএ, সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন, পরিচালক জনাব ইমরান আহমেদ এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির যোগদান করেন।

ঃ ইপিবি আয়োজিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০১৯ বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব মোঃ হাবিব উল্ল্যাহ তুহিন-এর যোগদান।

২০ অক্টোবর ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের সভাপতিত্বে "ডিসিসিআই স্ট্রাটেজিক অ্যাকশন কমিটি"-এর ১৫তম সভা অনুষ্ঠিত।

২২ অক্টোবর ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ-এর সভাপতিত্বে "ডিসিসিআই এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড" কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত "ন্যাশনাল প্রডাক্টিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এ্যাওয়ার্ড ২০১৭" বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এসএম জিল্লুর রহমানের যোগদান।

২৩ অক্টোবর ২০১৮ ঃ এফবিসিসিআই আয়োজিত "ডুইং বিজনেস উইথ ইউএসএ" বিষয়ক সেমিনারে ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ'র যোগদান।

২৪ অক্টোবর ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান-এর "বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য মেরিটাইম খাতের ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনারে সেশন চেয়ার হিসেবে যোগদান।

ঃ বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আয়োজিত "এন্টি ডাম্পিং" স্টেকহোল্ডার সভায় ডিসিসিআই উপ-সচিব জনাব ইনামুল হাফিজ লতিফির যোগদান।

২৮ অক্টোবর ২০১৮ ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে "ডেস্টিনেশন বাংলাদেশ" শিরোনামে আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী সেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের উদ্বোধনী সেশনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এমপি, অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জনাব এম. এ মান্নান, এমপি এবং এফবিসিসিআই সভাপতি জনাব মোঃ শফিউল ইসলাম (মহিউদ্দিন) বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

২৯ অক্টোবর ২০১৮ ঃ ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদ এবং চীনের শেনজেন স্টক এক্সচেঞ্জ-এর প্রতিনিধিদলের সদস্যদের মধ্যকার বিটুবি সেশন অনুষ্ঠিত।

৩০ অক্টোবর ২০১৮	ঃ	ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন এবং আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ'র চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন-এর ৮২তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের যোগদান।
	ঃ	ইষ্টল্যান্ড ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড-এর ১৮৭তম পর্ষদ সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের যোগদান।
৩১ অক্টোবর, ২০১৮	ঃ	ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ'র সভাপতিত্বে "ডিসিসিআই ম্যানেজমেন্ট কমিটি অন একাউন্টস্ অ্যান্ড ফিন্যান্স" কমিটির ৯ম সভা অনুষ্ঠিত।
১ নভেম্বর ২০১৮	ঃ	ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব মোঃ হাবিব উল্ল্যাহ তুহিন বিডা আয়োজিত "বার্ষিক বিনিয়োগ সম্মেলন"-এ যোগদান করেন।
	ঃ	ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ জয়নাল আব্দীন "এসএমই অ্যান্ড এসএমই ক্লাস্টার ইন বাংলাদেশ" শীর্ষক অভিজ্ঞতা বিনিময় সভায় যোগদান।
৩ নভেম্বর ২০১৮	ঃ	ডিবিআই কলেজের অধ্যক্ষ খোদেজা বেগম ঢাকা মহিলা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট আয়োজিত "স্কিল কম্পিটিশন ২০১৮"তে যোগদান করেন।
৫ নভেম্বর ২০১৮	ঃ	ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের সভাপতিত্বে "ডিসিসিআই স্ট্রাটেজিক অ্যাকশন কমিটি"-এর ১৬তম সভা অনুষ্ঠিত।
৬ নভেম্বর ২০১৮	ঃ	ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের সাথে বাংলাদেশস্থ মালয়েশিয়ার হাইকমিশনার মান্যবর নূর আশিকিন বিনতে মোহাঃ তায়ীব সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন, পরিচালক সর্বজনাব ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম, আন্দালিব হাসান, হোসেন এ সিকদার, হুমায়ুন রশিদ, ইঞ্জিঃ মোঃ আল আমিন, এস এম জিল্লুর রহমান এবং ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
৮ নভেম্বর ২০১৮	ঃ	ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ-এর সাথে চীন থেকে আগত তাইওয়ান গ্রুপের প্রতিনিধিবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন।
	ঃ	"দি রুল অব এসএমই ইন দি ন্যাশনাল ইকোনোমি" বিষয়ক সেমিনারে ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ'র যোগদান।
	ঃ	সিপিডি আয়োজিত "ক্যাটালাইজিং ডেভেলপমেন্ট ফিন্যান্স ফর বাংলাদেশ" শীর্ষক সেমিনারে ডিসিসিআই'র মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির অংশগ্রহণ করেন।
১০ নভেম্বর ২০১৮	ঃ	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমিতি আয়োজিত "টেকসই উন্নয়ন" বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির যোগদান করেন।
১২ নভেম্বর ২০১৮	ঃ	ডিসিসিআই পরিচালক জনাব ইমরান আহমেদ এবং বাংলাদেশ ফ্লাওয়ার এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদলের মধ্যকার সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী, মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এবং প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর খন্দকার আনোয়ার কামাল এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
	ঃ	ডিসিসিআই পরিচালক জনাব ইমরান আহমেদের সাথে এভিসি প্রকল্পের প্রতিনিধিবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির, ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ জয়নাল আব্দীন, প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর খন্দকার আনোয়ার কামাল এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
	ঃ	ডিসিসিআই পরিচালক জনাব ইমরান আহমেদের সভাপতিত্বে ফ্লাওয়ার এক্সিভিশনের জন্য ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ আলোচনায় মিলিত হন।
	ঃ	ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদারের সভাপতিত্বে ঢাকা চেম্বারের ২য় তলা এবং ৬ষ্ঠ তলা সংস্কার বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) আয়োজিত করদাতাদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির যোগদান করেন।
১৩ নভেম্বর ২০১৮	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের সাথে চীনের দ্য এইনিং গ্রুপের প্রতিনিধিবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদের সভাপতিত্বে "খসড়া অডিট রিপোর্ট ২০১৭-১৮" ওয়ার্কিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত "এন্টি-ডাম্পিং" বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না এবং ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ জয়নাল আব্দীন যোগদান করেন।

১৪ নভেম্বর ২০১৮ ঃ ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স-বাংলাদেশ (আইসিসিবি)'র মধ্যাহ্নভোজ সভায় ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের যোগদান।

ঃ "ডিসিসিআই কন্সটিটিউশন, মেম্বারশীপ, এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড এইচআর" বিশেষ কমিটির ৯ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ঢাকা চেম্বারের সভাপতিত্বে "ডিসিসিআই স্ট্রাটেজিক কমিটি"-এর ১৭তম সভা অনুষ্ঠিত।

১৭ নভেম্বর ২০১৮ ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইন্সটিটিউট যৌথভাবে আয়োজিত "বৈশ্বিক বাণিজ্য যুদ্ধ এবং বাংলাদেশে-এর প্রভাব" শীর্ষক সেমিনারে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব শুভাশীষ বসু প্রধান অতিথি এবং রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)'র ভাইস চেয়ারম্যান জনাব বিজয় ভট্টাচার্য বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ১০তম সভা অনুষ্ঠিত।

১৯ নভেম্বর ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান "মেরিটাইম গুড গভর্নেন্স টুওয়ার্ডস সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট" সেমিনারে যোগদান করেন।

ঃ "ডিসিসিআই বিজনেস এ্যাওয়ার্ড" বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন, পরিচালক সর্বজনাব পরিচালক ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী, ইমরান আহমেদ, হুমায়ুন রশিদ, হোসেন এ সিকদার, মামুন আকবর, আন্দালিব হাসান এবং নূহের লতিফ খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ, সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন এবং পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার-এর সাথে ডট ফাইভের প্রতিনিধিবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন।

ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মূখ্যসচিব জনাব মোঃ নজিবুর রহমানের সাথে ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ সাক্ষাৎ করেন।

২০ নভেম্বর ২০১৮ ঃ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) আয়োজিত "অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশ ট্রেড কনফারেন্স ২০১৮"-এর প্রস্তুতিমূলক সভায় ডিসিসিআই পরিচালক সর্বজনাব হোসেন এ সিকদার এবং ইমরান আহমেদ যোগদান করেন।

২২ নভেম্বর ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব ইমরান আহমেদ এবং বাংলাদেশ ফ্লাওয়ার এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদলের মধ্যকার সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব ইমরান আহমেদের সভাপতিত্বে "এগ্রো-বেইজড ট্রেড অ্যান্ড সার্ভিসেস" স্ট্যান্ডিং কমিটির ৫ম সভা অনুষ্ঠিত।

২৪ নভেম্বর ২০১৮ ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত "এলএনজি মূল্য নির্ধারণঃ ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পখাতে-এর প্রভাব" শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা সভায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক প্রধান সমন্বয়কারী জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ গোলটেবিল আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি এবং বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের সদস্য জনাব রহমান মুরশিদ সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আবুল কাশেম খানের সভাপতিত্বে "ডিসিসিআই স্ট্রাটেজিক অ্যাকশন কমিটি"-এর ১৮তম সভা অনুষ্ঠিত।

২৬ নভেম্বর ২০১৮ ঃ "বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি কো-অপারেশন" বিষয়ক সেমিনারে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের যোগদান।

২৭ নভেম্বর ২০১৮ ঃ ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের সভাপতিত্বে ডিসিসিআই বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮ মুদ্রণ বিষয়ক ওয়ার্কিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত।

২৯ নভেম্বর ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ১১তম সভা অনুষ্ঠিত।

৬ ডিসেম্বর ২০১৮ ঃ ডিসিসিআই এবং ইউএসএইড-এভিসি যৌথভাবে আয়োজিত "ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাওয়ার এক্সিবিশন অ্যান্ড কনফারেন্স ২০১৮"-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)'র নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব কাজী এম আমিনুল ইসলাম। ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ডিসিসিআই'র ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত "ডেস্টিনেশন বাংলাদেশ" শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (ডান থেকে চতুর্থ) কে "ভিশনারি এ্যাওয়ার্ড" প্রদান করছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে দ্বিতীয়)। ২৮ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখের ছবিতে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এমপি (ডানে) এবং এফবিসিসিআই সভাপতি জনাব মোঃ শফিউল ইসলাম (মহিউদ্দিন) (বামে) উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই'র ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত "ডেস্টিনেশন বাংলাদেশ" শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (ডান থেকে তৃতীয়) কে শুভেচ্ছা ক্রেস্ট প্রদান করছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে দ্বিতীয়)। ২৮ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখের ছবিতে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এমপি (ডানে) এবং এফবিসিসিআই সভাপতি জনাব মোঃ শফিউল ইসলাম (মহিউদ্দিন) (বামে) উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ঢাকা চেম্বারের ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত "ডেস্টিনেশন বাংলাদেশ" শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ গ্রুপ ফটো সেশনে অংশগ্রহণ করেন। মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এমপি (ডান থেকে দ্বিতীয়), অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান, এমপি (ডানে), ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং এফবিসিসিআই সভাপতি জনাব মোঃ শফিউল ইসলাম (মহিউদ্দিন) (বামে) এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা চেম্বারের ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত "ডেস্টিনেশন বাংলাদেশ" শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে ডিসিসিআই প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দ গ্রুপ ফটো সেশনে অংশগ্রহণ করেন। মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এমপি (ডান থেকে দ্বিতীয়), অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান, এমপি (ডানে), ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে দ্বিতীয়), এফবিসিসিআই সভাপতি জনাব মোঃ শফিউল ইসলাম (মহিউদ্দিন) (বামে) এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ঢাকা চেম্বারের ৬০ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত "ডেস্টিনেশন বাংলাদেশ" শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধনী সেশনে বক্তব্য রাখছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২৮ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখের ছবিতে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এমপি (ডান থেকে দ্বিতীয়), অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান, এমপি (ডানে), ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডান থেকে তৃতীয়) এবং এফবিসিসিআই সভাপতি জনাব মোঃ শফিউল ইসলাম (মহিউদ্দিন) (ডান থেকে চতুর্থ) দেখা যাচ্ছে।

ঢাকা চেম্বারের ৬০ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত "ডেস্টিনেশন বাংলাদেশ" শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধনী সেশনে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের একাংশ।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডানে) ঢাকা চেম্বারের ৬০ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত "ডেস্টিনেশন বাংলাদেশ" শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের উদ্বোধনী সেশনে বক্তব্য রাখছেন। ২৮ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখের অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (বাম থেকে দ্বিতীয়), মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এমপি (ডান থেকে তৃতীয়), অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান, এমপি (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং এফবিসিসিআই সভাপতি জনাব মোঃ শফিউল ইসলাম (মহিউদ্দিন) (বামে) উপস্থিত রয়েছেন।

ঢাকা চেম্বারের ৬০ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত "ডেস্টিনেশন বাংলাদেশ" শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের উদ্বোধনী সেশনে বক্তব্য রাখছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এমপি (ডানে)। ২৮ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখের অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (বাম থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে দ্বিতীয়), অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান, এমপি (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং এফবিসিসিআই সভাপতি জনাব মোঃ শফিউল ইসলাম (মহিউদ্দিন) (বামে) উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই'র ৬০ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত "ডেস্টিনেশন বাংলাদেশ" শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের উদ্বোধনী সেশনে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান, এমপি (ডানে)। ২৮ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখের ছবিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (বাম থেকে তৃতীয়), বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এমপি (ডান থেকে দ্বিতীয়), ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং এফবিসিসিআই সভাপতি জনাব মোঃ শফিউল ইসলাম (মহিউদ্দিন) (বামে) উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ডিসিসিআই'র ৬০ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত "ডেস্টিনেশন বাংলাদেশ" শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের "গেটওয়ে টু গ্রোথ অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট" শীর্ষক প্লেনারী সেশন সঞ্চালনা করছেন আইসিসি- বাংলাদেশ'র সভাপতি জনাব মাহবুবুর রহমান (ডান থেকে চতুর্থ)। ২৮ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখের ছবিতে প্রধামন্ত্রীর কার্যালয়ের মূখ্যসচিব জনাব মোঃ নজিবুর রহমান (বাম থেকে চতুর্থ), পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ড. শামসুল আলম (ডান থেকে তৃতীয়), স্ট্যান্ডার্ড চাটার্ড মালয়েশিয়া'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব আবরার এ আনোয়ার (বাম থেকে তৃতীয়), এ্যাপেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর (বাম থেকে দ্বিতীয়), ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স কর্পোরেশন'র সিনিয়র ইকোনোমিস্ট ও প্রোগ্রাম ম্যানেজার ড. এম মাশরুর রিয়াজ (ডান থেকে দ্বিতীয়), ইনসেপটা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব আব্দুল মোত্তাদির (ডানে) এবং জাইকা বাংলাদেশ'র আবাসিক প্রতিনিধি জনাব টাইকি কোগা (বামে) উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই'র ৬০ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে ২৮ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে আয়োজিত "ডেস্টিনেশন বাংলাদেশ" শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের "গেটওয়ে টু গ্রোথ অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট" শীর্ষক প্লেনারি সেশনে বক্তব্য রাখছেন প্রধামন্ত্রীর কার্যালয়ের মূখ্যসচিব জনাব মোঃ নজিবুর রহমান।

ডিসিসিআই'র ৬০ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে ২৮ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে আয়োজিত "ডেস্টিনেশন বাংলাদেশ" শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের "গেটওয়ে টু গ্রোথ অ্যান্ড ইনভেষ্টমেন্ট" শীর্ষক প্লেনারি সেশনে বক্তব্য রাখছেন পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য (সিনিয়র সচিব) ড. শামসুল আলম।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ডিসিসিআই'র ৬০ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত "ডেস্টিনেশন বাংলাদেশ" শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের "সাসটেইন্যাবল জুট পাল্প পেপার অ্যান্ড জুট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট" সেশন সঞ্চালনা করছেন এমসিসিআই'র সভাপতি ব্যারিস্টার নিহাদ কবির (বাম থেকে তৃতীয়)। ২৮ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখের অনুষ্ঠানে পিপিআরসি'র নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. হোসেন জিল্লুর রহমান (ডান থেকে তৃতীয়), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মিসেস রিনা পারভীন (ডান থেকে দ্বিতীয়), ইউএসএইড-এভিসি প্রকল্পের চিফ অব পার্টি পল বানডিক (বাম থেকে দ্বিতীয়), ইউএনডিপি'র অ্যাসিসটেন্ট কান্ট্রি ডিরেক্টর মিসেস শায়লা খান (বামে) এবং বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশনের গবেষণা উপদেষ্টা ড. মোবারক আহমেদ খান (ডানে) উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই'র ৬০ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত "ডেস্টিনেশন বাংলাদেশ" শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের "এসডিজি বাংলাদেশ" সেশন সঞ্চালনা করছেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক প্রধান সমন্বয়কারী জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ (মাঝে)। ২৮ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে তৃতীয়), সিপিডি'র সম্মানিত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য (ডান থেকে দ্বিতীয়), বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন'র সভাপতি জনাব কামরান টি রহমান (বাম থেকে দ্বিতীয়), কোরিয়া ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সী'র কান্ট্রি ডিরেক্টর জনাব কেরি হোনজি জো (বামে), ইউন্যাসক্যাপ'র ইকোনোমিক অ্যাফেয়ার্স অফিসার ড. মাসাতো অ্যাবে (ডান থেকে তৃতীয়) এবং হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুল'র নির্বাহী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ ইকবাল ইউসুফ (ডানে) উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই'র ৬০ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত "ডেস্টিনেশন বাংলাদেশ" শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের "ইনফ্রাস্ট্রাকচার বাংলাদেশ (প্রাইভেট সেক্টর এনগেইজমেন্ট)" শীর্ষক সেশন সঞ্চালনা করছেন বাংলাদেশ ব্যাংক'র পরিচালক ও ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি জনাব আফতাব উল ইসলাম (বাম থেকে তৃতীয়)। ২৮ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখের অনুষ্ঠানে ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স কর্পোরেশন'র কান্ট্রি ডিরেক্টর ওয়েন্ডি জো ওয়ার্নার (ডান থেকে তৃতীয়), এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ইন্সটিটিউট'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও ডিন প্রফেসর ড. নায়োকি ওশিয়ানো (বাম থেকে দ্বিতীয়), বিদ্যুৎ বিভাগের প্রাক্তন সচিব ড. এম ফওজুল কবির খান (বামে), সানেম'র নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. সেলিম রায়হান (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং সিঙ্গাপুরভিত্তিক প্রতিষ্ঠান গ্যারেনকো'র নির্বাহী পরিচালক নিশান্ত কুমার (ডানে) উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ডিসিসিআই'র ৬০ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে ২৮ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখের আয়োজিত "ডেস্টিনেশন বাংলাদেশ" শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের "ইনফ্রাস্ট্রাকচার বাংলাদেশ (ফিন্যান্সিং দি ফিউচার)" সেশনে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব শুভাশীষ বসু (মাঝে), বাংলাদেশস্থ এডিবি'র আবাসিক প্রতিনিধি জনাব মনমোহন পারকাশ (বাম থেকে দ্বিতীয়), বাংলাদেশস্থ জাইকা'র আবাসিক প্রতিনিধি হিতোশি হিরাতা (বামে), বাংলাদেশ ব্যাংক'র প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. ফয়সাল আহমেদ (ডানে), ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মাহবুবুর রহমান (ডান থেকে দ্বিতীয়), আইডিএলসি'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব আরিফ খান (ডান থেকে তৃতীয়) এবং নেদারল্যান্ড ভিত্তিক কারডানো ডেভেলপমেন্ট'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব জুস্ট জুডবার্গ (বাম থেকে তৃতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই'র ৬০ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত "ডেস্টিনেশন বাংলাদেশ" শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের "ইনভেস্টমেন্ট বাংলাদেশ-এফডিআই অপরচুনিটিজ" শীর্ষক সেশনে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব কাজী এম আমিনুল ইসলাম (বাম থেকে চতুর্থ), স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড বাংলাদেশ'র কান্ট্রি চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার জনাব নাসের এজাজ বিজয় (বাম থেকে তৃতীয়), বেজা'র নির্বাহী সদস্য জনাব মোঃ হারুনুর রশিদ (ডান থেকে চতুর্থ), ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব কেএমএম মাজেদুর রহমান (ডান থেকে তৃতীয়), ফিকি'র সভাপতি জনাব সেহজাদ মুনিম (বাম থেকে দ্বিতীয়), শেনজেন স্টক এক্সচেঞ্জ'র পরিচালক জনাব ফু জং লি (ডান থেকে দ্বিতীয়), রবি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মাহতাব উদ্দিন আহমেদ (বামে) এবং ভিয়েলাটেক্স গ্রুপের চেয়ারম্যান জনাব কে এম রেজাউল হাসনাত (ডানে) উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই'র ৬০ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত "ডেস্টিনেশন বাংলাদেশ" শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের "ইনোভেশন অ্যান্ড ডিজিটাল বাংলাদেশ" শীর্ষক সেশনে বক্তব্য রাখছেন ঢাকা চেম্বারের জনাব সভাপতি আবুল কাসেম খান (মাঝে)। ২৮ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখের অনুষ্ঠানে স্ন্যাপচ্যাট, ইউএসএ'র চীফ স্ট্রাটেজিক অফিসার জনাব ইমরান খান (বাম থেকে দ্বিতীয়), ডাটাসফট সিস্টেম বাংলাদেশ লিমিটেড'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মাহবুব জামান (ডান থেকে দ্বিতীয়), বিকাশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব কামাল কাদির (ডানে) এবং পাঠাও'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব হুসাইন এম ইলিয়াস (বামে) উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

দেশের ঐতিহ্যবাহী এবং অন্যতম প্রাচীন বাণিজ্য সংগঠন হিসেবে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র ৬০ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখে আয়োজিত "মেজবান"-এ ডিসিসিআই সভাপতি, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি, পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ, প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দ, প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতিবৃন্দ, প্রাক্তন সহ-সভাপতিবৃন্দ, প্রাক্তন পরিচালক, আহ্বায়ক, যুগ্ম-আহ্বায়ক এবং সম্মানিত সদস্যবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে।

দেশের ঐতিহ্যবাহী এবং অন্যতম প্রাচীন বাণিজ্য সংগঠন হিসেবে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র ৬০ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখে আয়োজিত "মেজবান"-এ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান সহ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত "মেজবান"-এ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান এবং প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দ কে মধ্যাহ্নভোজে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র ৬০ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত "মেজবান"-এ গণমাধ্যমের প্রতিনিধিবৃন্দের নিকট সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান।

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত "মেজবান"-এ এফবিসিসিআই সভাপতি জনাব মোঃ শফিউল ইসলাম (মহিউদ্দিন) (বাম থেকে তৃতীয়), বিজেএমইএ'র সভাপতি জনাব মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান (ডান থেকে চতুর্থ), ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে চতুর্থ), সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন (ডানে), পরিচালক সর্বজনাব ইঞ্জিঃ আকবর হোসেন (ডান থেকে তৃতীয়), হোসেন এ সিকদার (ডান থেকে দ্বিতীয়), ইমরান আহমেদ (বামে), প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (বাম থেকে দ্বিতীয়) উপস্থিত রয়েছেন।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত "মেজবান"-এর ছবিতে বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডান থেকে চতুর্থ), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ গ্রুপ ফটো সেশনে অংশগ্রহণ করেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ইউএসএআইডি'র এগ্রিকালচার ভ্যালু চেইনস প্রকল্পের সহযোগিতায় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত "ডিসিসিআই এগ্রোটেক এক্সপো ২০১৮"-এর উদ্বোধন করছেন মাননীয় কৃষি মন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী, এমপি (ডান থেকে তৃতীয়)। ০৩ মে, ২০১৮ তারিখের অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন (বাম থেকে দ্বিতীয়), ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে তৃতীয়), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (ডান থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন (ডানে) এবং পরিচালক জনাব ইমরান আহমেদ (বামে) উপস্থিত রয়েছেন।

ইউএসএআইডি'র এগ্রিকালচার ভ্যালু চেইনস প্রকল্পের সহযোগিতায় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত "ডিসিসিআই এগ্রোটেক এক্সপো ২০১৮"-তে ডিসিসিআই'র স্টল পরিদর্শন করছেন মাননীয় প্রধান অতিথি কৃষি মন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী, এমপি।

ইউএসএআইডি'র এগ্রিকালচার ভ্যালু চেইনস প্রকল্পের সহযোগিতায় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত "ডিসিসিআই এগ্রোটেক এক্সপো ২০১৮"-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে গ্রুপ ফটো সেশনে ডিসিসিআইর সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান-কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এমপি (বামে) "ডিসিসিআই প্রেসিডেন্ট'স এক্সিকিউটিভ ফ্লোর"-এর নাম ফলক উন্মোচন করছেন। ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখের ছবিতে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান, প্রাক্তন সভাপতি জনাব এএসএম কাসেম, পরিচালক সর্বজনাব হোসেন এ সিকদার, মোঃ আলাউদ্দিন মালিক, প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব এম আবু হোরায়রাহ, পরিচালক জনাব হোসেন আখতার প্রমুখকে দেখা যাচ্ছে।

"ডিসিসিআই প্রেসিডেন্ট'স এক্সিকিউটিভ ফ্লোর"-এর উদ্বোধন করছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এমপি (বাম থেকে তৃতীয়)। ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বামে), পরিচালক সর্বজনাব হোসেন এ সিকদার (বাম থেকে দ্বিতীয়), মোঃ আলাউদ্দিন মালিক (ডানে), ইমরান আহমেদ (ডান থেকে দ্বিতীয়), কেএমএন মঞ্জুরুল হক (বাম থেকে চতুর্থ), প্রাক্তন সভাপতি এএসএম কসেম (ডান থেকে চতুর্থ) এবং আসিফ ইব্রাহীমসহ পরিচালনা পর্ষদের অন্যান্য সদসবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে।

নবনির্মিত "ডিসিসিআই প্রেসিডেন্ট'স এক্সিকিউটিভ ফ্লোর" উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এমপি (বামে)। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডান থেকে দ্বিতীয়), উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (ডানে) এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

"ডিসিসিআই প্রেসিডেন্ট'স এক্সিকিউটিভ ফ্লোর"-এ স্থাপিত "ডিসিসিআই টাইমলাইন" দেখছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এমপি। ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান, পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার, প্রাক্তন পরিচালক জনাব রিজওয়ান-উর রহমান, আহ্বায়ক ইঞ্জিঃ এম এ ওয়াহাবকে দেখা যাচ্ছে।

ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বামে) "ডিসিসিআই প্রেসিডেন্ট'স এক্সিকিউটিভ ফ্লোর" উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন। ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখের অনুষ্ঠানে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এমপি (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং ডিসিসিআই'র উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (ডানে) উপস্থিত রয়েছেন।

"ডিসিসিআই প্রেসিডেন্ট'স এক্সিকিউটিভ ফ্লোর" উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি জনাব আফতাব উল ইসলাম, এফসিএ (বামে)। ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখের অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডান থেকে তৃতীয়), প্রাক্তন সভাপতি সর্বজনাব রাশেদ মাকসুদ খান (ডান থেকে দ্বিতীয়), মতিউর রহমান (ডান থেকে চতুর্থ) এবং আসিফ ইব্রাহীম (ডানে) উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), দৈনিক সমকাল এবং চ্যানেল ২৪ যৌথভাবে আয়োজিত "প্রাক-বাজেট আলোচনা" অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত, এমপি (বাম থেকে দ্বিতীয়)। ১২ মে, ২০১৮ তারিখের অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডান থেকে দ্বিতীয়), দৈনিক সমকাল'র সম্পাদক জনাব গোলাম সারওয়ার (বাম থেকে তৃতীয়), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন, ভূঁইয়্যা (বামে) এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. এ বি মির্জা মোঃ আজিজুল ইসলাম (ডানে) উপস্থিত রয়েছেন।

ঢাকা চেম্বার, সমকাল এবং চ্যানেল ২৪ যৌথভাবে আয়োজিত "প্রাক-বাজেট" আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডানে)। ১২ মে, ২০১৮ তারিখের অনুষ্ঠানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত, এমপি (বাম থেকে দ্বিতীয়), এনবিআর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়্যা, এনডিসি (বামে), দৈনিক সমকালের সম্পাদক জনাব গোলাম সারওয়ার (বাম থেকে তৃতীয়) এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রাক্তন উপদেষ্টা ড. এ. বি. মির্জা মোঃ আজিজুল ইসলাম (বাম থেকে চতুর্থ) উপস্থিত রয়েছেন।

ঢাকা চেম্বার, সমকাল এবং চ্যানেল ২৪ যৌথভাবে আয়োজিত "প্রাক-বাজেট" আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (ডানে)। ১২ মে, ২০১৮ তারিখের ছবিতে মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত, এমপি (বাম থেকে দ্বিতীয়), এনবিআর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়্যা, এনডিসি (বামে), ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে চতুর্থ), দৈনিক সমকালের সম্পাদক জনাব গোলাম সারওয়ার (বাম থেকে তৃতীয়) এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রাক্তন উপদেষ্টা ড. এ.বি. মির্জা মোঃ আজিজুল ইসলাম (বাম থেকে পঞ্চম) উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ঢাকা চেম্বার, সমকাল এবং চ্যানেল ২৪ যৌথভাবে আয়োজিত "প্রাক-বাজেট" আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (ডানে)। ১২ মে, ২০১৮ তারিখের ছবিতে মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত, এমপি (বাম থেকে দ্বিতীয়), এনবিআর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, এনডিসি (বামে), ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে চতুর্থ), দৈনিক সমকালের সম্পাদক জনাব গোলাম সারওয়ার (বাম থেকে তৃতীয়) এবং তত্বাবধায়ক সরকারের প্রাক্তন উপদেষ্টা ড. মির্জা মোঃ আজিজুল ইসলাম (বাম থেকে পঞ্চম) উপস্থিত রয়েছেন।

ঢাকা চেম্বার, সমকাল এবং চ্যানেল ২৪ যৌথভাবে আয়োজিত "প্রাক-বাজেট" আলোচনা সভায় আমন্ত্রিত সম্মানিত আলোচকবৃন্দের একাংশ।

ঢাকা চেম্বার, সমকাল এবং চ্যানেল ২৪ যৌথভাবে আয়োজিত "প্রাক-বাজেট" আলোচনা সভায় আমন্ত্রিত সম্মানিত আলোচকবৃন্দের একাংশ।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ঢাকা চেম্বার এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এর মধ্যকার প্রাক-বাজেট আলোচনায় বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ৩ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখের ছবিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূইয়্যা, এনডিসি (ডানে), ডিসিসিআই'র উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (ডান থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন (ডান থেকে পঞ্চম) এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ কে দেখা যাচ্ছে।

ঢাকা চেম্বার আয়োজিত "প্রাক-বাজেট সংবাদ সম্মেলন"-এ বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে চতুর্থ)। ৫ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখের অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (ডান থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন (বাম থেকে তৃতীয়), পরিচালক সর্বজনাব আন্দালিব হাসান (বামে), হোসেন এ সিকদার (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং ইমরান আহমেদ (ডানে) উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই আয়োজিত "জাতীয় বাজেট ২০১৮-১৯" পর্যালোচনা বিষয়ক অনুষ্ঠানে গণমাধ্যমের প্রতিনিধিবৃন্দের নিকট তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (মাঝে)। ৭ জুন, ২০১৮ তারিখের অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (বাম থেকে চতুর্থ), পরিচালক সর্বজনাব হোসেন এ সিকদার (ডান থেকে পঞ্চম), ইমরান আহমেদ (ডান থেকে দ্বিতীয়), ইঞ্জিঃ মোঃ আল আমিন (ডানে) এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (বাম থেকে তৃতীয়) উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত, এম.পি (ডানে) ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সাথে সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন। ৩০ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডান থেকে দ্বিতীয়), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (ডান থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন (বামে), পরিচালক সর্বজনাব হোসেন এ সিকদার (ডান থেকে চতুর্থ), হুমায়ুন রশিদ (বাম থেকে পঞ্চম), কে এম এন মঞ্জুরুল হক (ডান থেকে পঞ্চম), মোঃ আলাউদ্দিন মালিক (বাম থেকে দ্বিতীয়), ইঞ্জিঃ মোঃ আল আমিন (ডান থেকে ষষ্ঠ), মোহাম্মদ বাশীর উদ্দিন (বাম থেকে চতুর্থ), এস এম জিল্লুর রহমান (ডান থেকে সপ্তম), ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (বাম থেকে তৃতীয়) এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ,এম.পি (ডান থেকে অষ্টম) কে ক্রেস্ট উপহার দিচ্ছেন ডিসিসিআই-এর সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে ষষ্ঠ)। ৩০ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখের সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হেসেন (বাম থেকে পঞ্চম), পরিচালক সর্বজনাব হুমায়ুন রশিদ (ডান থেকে পঞ্চম), ইমরান আহমেদ (বাম থেকে দ্বিতীয়), খন্দ. রাশেদুল আহসান (ডানে), কেএমএন মঞ্জুরুল হক (বাম থেকে অষ্টম), মামুন আকবর (ডান থেকে সপ্তম), মোঃ আলাউদ্দিন মালিক (ডান থেকে নবম), ইঞ্জিঃ মোঃ আল আমিন (বাম থেকে তৃতীয়), মোহাম্মদ বাশীর উদ্দিন (ডান থেকে চতুর্থ), সেলিম আকতার খান (বাম থেকে চতুর্থ), এস এম জিল্লুর রহমান (ডান থেকে দ্বিতীয়), ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (ডান থেকে তৃতীয়) এবং মহাসচিব এএইচএম জনাব রেজাউল কবির (বামে) উপস্থিত রয়েছেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব এএইচএম মোস্তাফা কামাল, এফসিএ (বাম থেকে ষষ্ঠ) কে ফুলের তোড়া উপহার দিচ্ছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে চতুর্থ)। ২২ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (বাম থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন (ডান থেকে ষষ্ঠ), পরিচালক সর্বজনাব আন্দালিব হাসান (ডান থেকে দ্বিতীয়), খন্দ. রাশেদুল আহসান (বামে), ইঞ্জিঃ মোঃ আল আমিন (ডান থেকে পঞ্চম), মোহাম্মদ বাশীর উদ্দিন (বাম থেকে পঞ্চম), এস এম জিল্লুর রহমান (ডান থেকে তৃতীয়) এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর জনাব ফজলে কবির (ডানে)-এর সাথে সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখের আয়োজনে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (ডান থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন (ডান থেকে চতুর্থ), পরিচালক সর্বজনাব ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম (ডান থেকে দ্বাদশ), হোসেন এ সিকদার (ডান থেকে নবম), ইমরান আহমেদ (ডান থেকে অষ্টম), কে এম এন মঞ্জুরুল হক (ডান থেকে পঞ্চম), মোঃ আলাউদ্দিন মালিক (ডান থেকে ষষ্ঠ), ইঞ্জিঃ মোঃ আল আমিন (ডান থেকে দশম), নূহের লতিফ খান (ডান থেকে একাদশ), এবং সেলিম আকতার খান (ডান থেকে সপ্তম) উপস্থিত রয়েছেন।

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব কাজী এম আমিনুল ইসলাম (বাম থেকে চতুর্থ) কে ফুলের তোড়া উপহার দিচ্ছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডান থেকে পঞ্চম)। ২৪ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখের সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (ডান থেকে চতুর্থ), সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন (বাম থেকে তৃতীয়), পরিচালক সর্বজনাব ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম (ডান থেকে দ্বিতীয়), আন্দালিব হাসান (বামে), ইঞ্জিঃ মোঃ আল আমিন (বাম থেকে দ্বিতীয়), এস এম জিল্লুর রহমান (ডানে) এবং ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (ডান থেকে তৃতীয়) এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব পবন চৌধুরী (ডান থেকে সপ্তম) কে ক্রেস্ট প্রদান করছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে ষষ্ঠ)। ৫ মার্চ, ২০১৮ তারিখের সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (ডান থেকে ষষ্ঠ), সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন (বাম থেকে পঞ্চম), পরিচালক সর্বজনাব হোসেন এ সিকদার (বাম থেকে দ্বিতীয়), নূহের লতিফ খান (ডান থেকে দ্বিতীয়), হুমায়ুন রশিদ (বামে), ইঞ্জিঃ মোঃ আল আমিন (ডানে), ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (বাম থেকে তৃতীয়), এসএম জিল্লুর রহমান (ডান থেকে তৃতীয়), প্রাক্তন সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বাম থেকে চতুর্থ), বেজা'র নির্বাহী সদস্য জনাব মোহাম্মদ আইয়ুব (ডান থেকে পঞ্চম) এবং জনাব মোঃ হারুনূর রশিদ (ডান থেকে চতুর্থ) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) অথরিটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দ আফসর এইচ উদ্দিন (ডান থেকে চতুর্থ) কে ক্রেস্ট প্রদান করছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে চতুর্থ)। ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখের ছবিতে পরিচালক সর্বজনাব ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম (বাম থেকে তৃতীয়), আন্দালিব হাসান (ডানে), হুমায়ুন রশিদ (ডান থেকে দ্বিতীয়), সেলিম আকতার খান (বাম থেকে দ্বিতীয়), ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (ডান থেকে তৃতীয়) এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত "এলএনজি'র মূল্য নির্ধারণঃ ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পখাতে-এর প্রভাব" শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক প্রধান সমন্বয়কারী জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ (ডান থেকে তৃতীয়)। ২৪ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের সদস্য জনাব রহমান মুরশিদ (বাম থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে চতুর্থ), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (বাম থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন (বামে), বিদ্যুৎ বিভাগের প্রাক্তন সচিব ড. মোহাম্মদ ফওজুল কবির খান (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. বদরুল আলম (ডানে) উপস্থিত রয়েছেন।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব শুভাশীষ বসু (ডান থেকে তৃতীয়) ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এবং বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইন্সটিটিউট যৌথভাবে আয়োজিত "বৈশ্বিক বাণিজ্য যুদ্ধ এবং বাংলাদেশে-এর প্রভাব" শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন। ১৭ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখের সেমিনারে রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)'র ভাইস চেয়ারম্যান জনাব বিজয় ভট্টাচার্য (বাম থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে চতুর্থ), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (বাম থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন (বামে), বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইন্সটিটিউট'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব আলী আহমেদ (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স কর্পোরেশন'র প্রোগ্রাম ম্যানেজার ও সিনিয়র ইকোনোমিস্ট ড. এম মাশরুর রিয়াজ (ডানে) উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ঢাকা চেম্বার আয়োজিত "আভ্যন্তরীণ নৌপথ ঃ যোগাযোগরে পুনঃমূল্যায়ন ও আর্থিক সম্ভাবনার সুযোগ" বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমান (ডানে)। ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখের অনুষ্ঠানে জাতীয় সংসদের নৌ-মন্ত্রণালয় বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান জনাব নূর-ই-আলম চৌধুরী (বাম থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডান থেকে চতুর্থ), উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (বামে), সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন (ডান থেকে দ্বিতীয়), প্রাক্তন সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং আহ্বায়ক জনাব ইয়াসির হায়দার রিজভী (ডান থেকে তৃতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

ঢাকা চেম্বার আয়োজিত "টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে বেসরকারী খাতের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ" শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক প্রধান সমন্বয়কারী জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ (ডান থেকে তৃতীয়)। ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখের অনুষ্ঠানে আইসিসি- বাংলাদেশ'র সভাপতি জনাব মাহবুবুর রহমান (বাম থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডান থেকে চতুর্থ), এমসিসিআই'র সভাপতি ব্যারিস্টার নিহাদ কবির (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং চট্টগ্রাম চেম্বারের সভাপতি জনাব মাহবুবুল আলম (বাম থেকে চতুর্থ), ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন (বাম থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক জনাব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক (বামে) এবং প্রাক্তন সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (ডানে) উপস্থিত রয়েছেন।

জাতীয় পাট দিবস-২০১৮ উপলক্ষে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় যৌথভাবে আয়োজিত "পাট শিল্পের উন্নয়নে পাটের বহুমুখীকরণ" শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মির্জা আজম, এমপি (ডান থেকে তৃতীয়)। ০৭ মার্চ, ২০১৮ তারিখের অনুষ্ঠানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এবং পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি)-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. হোসেন জিল্লুর রহমান (বাম থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে চতুর্থ), সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন (বাম থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক জনাব ইমরান আহমেদ (বামে), বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন-এর চেয়ারম্যান ড. মোঃ মাহমুদুল হাসান (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং বাংলাদেশ বন গবেষণা ইন্সটিটিউট-এর প্রাক্তন পরিচালক ড. এ এফ এম আকতারুজ্জামান (ডানে) উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

"বেসরকারীখাতের উন্নয়নে কোম্পানী আইনের সংস্কার" শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডান থেকে তৃতীয়)। ২৪ মে, ২০১৮ তারিখের অনুষ্ঠানে মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান, এমপি (ডান থেকে দ্বিতীয়), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব শুভাশীষ বসু (বাম থেকে তৃতীয়), ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (বাম থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন (বামে) এবং আইএফসি-এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার ও সিনিয়র ইকোনোমিস্ট ড. এম মাশরুর রিয়াজ (ডানে) উপস্থিত রয়েছেন।

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন, এম.পি (ডান থেকে পঞ্চম) ঢাকা চেম্বার আয়োজিত "আসন্ন পবিত্র রমজান মাসে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার পাশাপাশি আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে এলাকাভিত্তিক ও বিশেষায়িত ব্যবসায়ী সমিতিগুলোর সাথে মতবিনিময় সভায়" বক্তব্য রাখছেন। ১৫ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখের অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে চতুর্থ), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (বাম থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন (বামে), কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)-এর সভাপতি জনাব গোলাম রহমান (বাম থেকে তৃতীয়), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাধ তত্ত্ব বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. জিয়া রহমান (ডান থেকে চতুর্থ), পরিচালক সর্বজনাব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক (ডান থেকে তৃতীয়), মোহাম্মদ বাশীর উদ্দিন (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (ডানে) উপস্থিত রয়েছেন।

বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার (বিয়াক) এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) যৌথভাবে আয়োজিত "খেলাপী ঋণ আদায়ে এডিআর'র ভূমিকা" শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন আইন, বিচার এবং সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ এবং সংসদ বিষয়ক বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ শহীদুল হক (বাম থেকে দ্বিতীয়)। ২১ জুলাই, ২০১৮ তারিখের অনুষ্ঠানে বিয়াক-এর চেয়ারম্যান জনাব মাহবুবুর রহমান (বামে), ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডান থেকে তৃতীয়), মিডল্যান্ড ব্যাংক-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও জনাব আহসান-উজ জামান (ডানে) এবং বিয়াক'র সিইও জনাব মোহাম্মদ এ (রুমি) আলী (ডান থেকে দ্বিতীয়) উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব কাজী এম আমিনুল ইসলাম (ডান থেকে দ্বিতীয়) "হালাল সনদের মানদণ্ড এবং প্রতিবন্ধকতাঃ বাংলাদেশের সম্ভাবনা" শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) কর্তৃক ০৯ আগস্ট, ২০১৮ তারিখে আয়োজিত সেমিনারে বাংলাদেশে নিযুক্ত সংযুক্ত আরব আমিরাত-এর মান্যবর রাষ্ট্রদূত সাইদ মোহাম্মদ আল-মেহেরি (ডান থেকে চতুর্থ), ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডান থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন (বাম থেকে তৃতীয়), পরিচালক সর্বজনাব ইমরান আহমেদ (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

৫ মার্চ, ২০১৮ তারিখে রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে অনুষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আলোচনা শেষে ভিয়েতনামের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ট্র্যান ডাই কুয়াং (ডানে)-এর সাথে করমর্দন করছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বামে)।

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে "ঢাকার বাণিজ্যিক ইতিহাস" গ্রন্থ উপহার দিচ্ছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডানে)। ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখের সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডানে) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রীয় সফরসঙ্গী হিসেবে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত "বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর বিজনেস ফোরাম ২০১৮" তে যোগদান করেন। ১১ মার্চ, ২০১৮ তারিখে সফরকালে তোলা ছবিতে এফবিসিসিআই সভাপতি জনাব শফিউল ইসলাম (মহিউদ্দিন) (ডান থেকে তৃতীয়), এমসিসিআই সভাপতি ব্যারিস্টার নিহাদ কবীর (বাম থেকে চতুর্থ), বিএজেএমই'র সভাপতি মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান (ডান থেকে চতুর্থ), চট্টগ্রাম চেম্বারের সভাপতি মাহবুবুল আলম (বাম থেকে তৃতীয়) এবং এফবিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি শেখ ফজলে ফাহিম (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রীয় সফর সঙ্গী হিসেবে ১৬ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে সৌদি আরবে অনুষ্ঠিত বাণিজ্য আলোচনা সভার ছবিতে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডান থেকে দ্বিতীয়), এমসিসিআই সভাপতি ব্যারিস্টার নিহাদ কবীর (ডানে), বিজিএমইএ'র সভাপতি জনাব মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান (বামে), চট্টগ্রাম চেম্বারের সভাপতি জনাব মাহবুবুল আলম (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

২১-৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ সময়কালে যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রীয় সফরসঙ্গী হিসেবে ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধি হিসেবে চেম্বারের সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন অংশগ্রহণ করেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

২১ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিসিসিআই'র সমন্বয়কারী পরিচালক, আহবায়ক এবং যুগ্ম-আহ্বায়কবৃন্দের সমন্বয় সভার ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (মাঝের সারিতে, বাম থেকে সপ্তম), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (মাঝের সারিতে, বাম থেকে ষষ্ঠ), সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন (মাঝের সারিতে, বাম থেকে অষ্টম), পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ, প্রাক্তন সভাপতি সর্বজনাব এম এ সাত্তার (বসা, বাম থেকে চতুর্থ), মাহবুবুর রহমান (বসা, বাম থেকে পঞ্চম), এএসএম কাসেম (বসা, ডান থেকে চতুর্থ), এম এইচ রহমান (বসা, বাম থেকে তৃতীয়), ফজলে আর এম হাসান, এফসিএ (বসা, ডান থেকে তৃতীয়), এম এ মোমেন (বসা, বাম থেকে দ্বিতীয়), হোসেন খালেদ (বসা, ডান থেকে দ্বিতীয়), আসিফ ইব্রাহীম (বসা, ডানে), মোহাম্মদ শাহজাহান খান (বসা বামে), আহ্বায়কবৃন্দ এবং যুগ্ম-আহ্বায়কবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মূখ্যসচিব জনাব মোঃ নজিবুর রহমান (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে ক্রেস্ট প্রদান করছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডান থেকে তৃতীয়)। ২৫ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (ডান থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন (ডানে) এবং মহাসচিব এএইচএম রেজাউল কবিরকে দেখা যাচ্ছে।

বাংলাদেশের কৃষি খাতের উন্নয়নে ইউএসএআইডি'র এগ্রিকালচার ভ্যালু চেইনস প্রকল্পের সহযোগিতায় ২৭ মে, ২০১৮ তারিখে "ডিসিসিআই এগ্রো সার্ভিস ডেস্ক উদ্বোধন" অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (ডান থেকে সপ্তম), সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন (ডান থেকে ষষ্ঠ), পরিচালক সর্বজনাব ইমরান আহমেদ (ডান থেকে পঞ্চম), কে এম এন মঞ্জুরুল হক (ডান থেকে চতুর্থ), মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (বাম থেকে দ্বিতীয়), ইউএসএআইডি'র এগ্রিকালচার ভ্যালু চেইনস প্রকল্পের চিফ অব পার্টি পল বানডিক (বাম থেকে পঞ্চম) এবং গ্লোবাল গ্যাপ-এর প্রতিনিধি লিসা হেনিমেন (বাম থেকে ষষ্ঠ) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

বাংলাদেশস্থ মালয়েশিয়ার হাইকমিশনার মিস নূর আশিকিন বিনতে মোহাঃ তায়িব (ডান থেকে চতুর্থ) কে ক্রেস্ট উপহার দিচ্ছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডান থেকে তৃতীয়)। ৬ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখের সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানের ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন (বাম থেকে তৃতীয়), পরিচালক সর্বজনাব আন্দালিব হাসান (বামে), হোসেন এ সিকদার (বাম থেকে দ্বিতীয়), ইঞ্জিঃ মোঃ আল আমিন (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং এস এম জিল্লুর রহমান (ডানে) উপস্থিত রয়েছেন।

বাংলাদেশস্থ ইন্দোনেশিয়ার মান্যবর রাষ্ট্রদূত মিসেস রিনা পি সোমারনো (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে ফুলের তোড়া উপহার দিচ্ছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে তৃতীয়)। ২৩ জুলাই, ২০১৮ তারিখের সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই'র সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন (বাম থেকে দ্বিতীয়), মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (বামে) এবং ইন্দোনেশিয়া দূতাবাসের কাউন্সিলর (ইকোনেমিক অ্যাফেয়ার্স) ইনগ্রিদ রোজালিনা (ডনে) কে দেখা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে নিযুক্ত ভিয়েতনামের মান্যবর রাষ্ট্রদূত ট্রান ভ্যান খোয়া (বাম থেকে অষ্টম) কে ক্রেস্ট উপহার দিচ্ছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডান থেকে ষষ্ঠ)। ১৯ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখের ছবিতে ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (বাম থেকে সপ্তম), সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন (বাম থেকে ষষ্ঠ), পরিচালক সর্বজনাব ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম (ডান থেকে দ্বিতীয়), আন্দালিব হাসান (বাম থেকে তৃতীয়), হোসেন এ সিকদার (বাম থেকে পঞ্চম), হুমায়ুন রশিদ (বাম থেকে চতুর্থ), কে এম এন মঞ্জুরুল হক (ডান থেকে পঞ্চম), মামুন আকবর (ডানে), মোঃ আলাউদ্দিন মালিক (ডান থেকে তৃতীয়), ইঞ্জিঃ মোঃ আল আমিন (ডান থেকে চতুর্থ) এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রুনাই দারুসসালাম'র মান্যবর রাষ্ট্রদূত মিস মাসুরাই মাসরি (ডান থেকে সপ্তম) কে ক্রেস্ট প্রদান করছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে সপ্তম)। ৩০ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন (বাম থেকে ষষ্ঠ), পরিচালক সর্বজনাব আন্দালিব হাসান (ডানে), হুমায়ুন রশিদ (বাম থেকে তৃতীয়), এস এম জিল্লুর রহমান (বাম থেকে চতুর্থ), খন্দ. রাশেদুল আহসান (ডান থেকে চতুর্থ), কেএমএন মঞ্জুরুল হক (ডান থেকে তৃতীয়), মামুন আকবর (বাম থেকে পঞ্চম), ইঞ্জিঃ মোঃ আল আমিন (ডান থেকে পঞ্চম), মোহাম্মদ বাশীর উদ্দিন (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির উপস্থিত রয়েছেন।

চীনের ডোহং পিপল'স এসোসিয়েশন অব ফ্রেন্ডশীপ হতে আগত বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের প্রধান লিও ওসাম (বাম থেকে সপ্তম) কে "কমার্শিয়াল হিস্ট্রি অব ঢাকা" গ্রন্থ উপহার দিচ্ছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডান থেকে সপ্তম)। ৪ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখের অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (বাম থেকে ষষ্ঠ), সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন (বাম থেকে পঞ্চম), পরিচালক সর্বজনাব আন্দালিব হাসান (বাম থেকে দ্বিতীয়), মোঃ আলাউদ্দিন মালিক (বাম থেকে তৃতীয়), ইঞ্জিঃ মোঃ আল আমিন (ডান থেকে পঞ্চম), মোহাম্মদ বাশীর উদ্দিন (ডান থেকে চতুর্থ) এবং নূহের লতিফ খান (ডান থেকে তৃতীয়) দেখা যাচ্ছে।

তুরস্ক বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিল'র সভাপতি লরা গোক (বাম থেকে পঞ্চম)-এর নিকট হতে ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই পরিচালক সর্বজনাব হোসেন এ সিকদার (বাম থেকে চতুর্থ), কেএমএন মঞ্জুরুল হক (ডানে), মহাসচিব এএইচএম রেজাউল কবির (বাম থেকে তৃতীয়), বাংলাদেশস্থ তুরস্ক দূতাবাসের কমার্শিয়াল কাউন্সিলর মুরাদ ইয়ারাত (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

বাংলাদেশে নিযুক্ত ফিলিপাইনের মান্যবর রাষ্ট্রদূত ভিসেনতে ভিভেনসিও টি. বানডিলো (ডান থেকে সপ্তম) কে ক্রেস্ট উপহার দিচ্ছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে চতুর্থ)। ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখের অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন (বাম থেকে তৃতীয়), পরিচালক সর্বজনাব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক (বামে), হোসেন এ সিকদার (বাম থেকে দ্বিতীয়), হুমায়ুন রশিদ (ডান থেকে দ্বিতীয়), খন্দ. রাশেদুল আহসান (ডান থেকে চতুর্থ), ইঞ্জিঃ মোঃ আল আমিন (ডান থেকে পঞ্চম), এস এম জিল্লুর রহমান (ডান থেকে তৃতীয়), ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (ডান থেকে ষষ্ঠ) এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

৬ জুন, ২০১৮ তারিখে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদ এবং বাংলাদেশস্থ ইউরোপীয় ইউনিয়নের মান্যবর রাষ্ট্রদূত রেনজি তেরিঙ্ক (ডান থেকে পঞ্চম)-এর সাথে সাক্ষাৎকার পরবর্তী গ্রুপ ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে ষষ্ঠ), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (ডান থেকে চতুর্থ), সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন (বাম থেকে পঞ্চম), আহ্বায়ক জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না (ডানে), প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর (ডান থেকে তৃতীয়), মহাসচিব জনাব এএইএচএম রেজাউল কবিরকে (ডান থেকে দ্বিতীয়) অন্যান্যদের সাথে দেখা যাচ্ছে।

১১ আগস্ট, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত "ডিসিসিআই বিজনেস এ্যাওয়ার্ড ২০১৮"-এর জুরি বোর্ডের প্রথম সভার ছবিতে জুরি বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব লতিফুর রহমান (ডানে), ডিসিসিআই সভাপতি ও জুরি বোর্ড সদস্য জনাব আবুল কাসেম খান (বামে), এমসিসিআই সভাপতি ও জুরি বোর্ড সদস্য নিহাদ কবির (ডান থেকে তৃতীয়), এমসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি ও জুরি বোর্ড সদস্য মিসেস রোকেয়া আফজাল রহমান (ডান থেকে দ্বিতীয়), বিজিএমইএ'র প্রাক্তন সভাপতি ও জুরি বোর্ড সদস্য জনাব আনোয়ার উল আলম পারভেজ (ডান থেকে চতুর্থ), ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স কর্পোরেশন'র প্রোগ্রাম ম্যানেজার ও সিনিয়র ইকোনোমিস্ট ও জুরি বোর্ড সদস্য ড. এম মাশরুর রিয়াজ (বাম থেকে দ্বিতীয়), ডিসিসিআই পরিচালক ও জুরি বোর্ডের আহ্বায়ক জনাব হুমায়ুন রশিদ (ডান থেকে পঞ্চম) এবং ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডান থেকে ষষ্ঠ) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

১৩ মার্চ, ২০১৮ তারিখে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত "বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর বিজনেস ফোরাম ২০১৮"-এর ছবিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি এবং খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ, এমপি (বামে), ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে চতুর্থ), এমসিসিআই সভাপতি ব্যারিস্টার নিহাদ কবির (বাম থেকে তৃতীয়), চট্টগ্রাম চেম্বারের সভাপতি জনাব মাহবুবুল আলম (ডান থেকে তৃতীয়) উপস্থিত রয়েছেন।

৪ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত "এশিয়া-প্যাসিফিক বিজনেস ফোরাম"-এর অনুষ্ঠানে আইসিসি-বাংলাদেশ-এর সভাপতি জনাব মাহবুবুর রহমান (বাম থেকে চতুর্থ), ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বামে), প্রাক্তন সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং এমসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি মিসেস রোকেয়া আফজাল রহমান (ডান থেকে তৃতীয়) এবং আইসিসি-বাংলাদেশ-এর মহাসচিব জনাব আতাউর রহমান (ডান থেকে চতুর্থ) প্রমুখ উপস্থিত রয়েছেন।

ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি)-এর সহায়তায় ডিসিসিআই আয়োজিত "বাংলাদেশ লজিস্টিকস কস্ট স্টাডি (ওয়ারহাউজ এবং স্টোরেজ)" শীর্ষক ওয়ার্কশপে বক্তব্য রাখছেন নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আব্দুস সালাম (ডানে)। ১৩ মে, ২০১৮ তারিখের অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম তেকে চতুর্থ), উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (বাম থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক খন্দ. রাশেদুল আহসান (বামে), ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি)-এর বাংলাদেশ ও নেপালের কান্ট্রি ডিরেক্টর ওয়েন্ডি জো ওয়ারনার (ডান থেকে পঞ্চম) এবং আইএফসি-এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার ও সিনিয়র ইকোনোমিস্ট ড. এম মাশরুর রিয়াজ (বাম থেকে তৃতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন (ডান থেকে তৃতীয়) ইউএসএআইডি'র এগ্রিকালচার ভ্যালু চেইনস (এভিসি) প্রকল্পের সহযোগিতায় ঢাকা চেম্বার আয়োজিত "ফুলের চাষাবাদ খাতে বিনিয়োগের সম্ভাবনা" শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন। ১৬ মে, ২০১৮ তারিখের অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই পরিচালক সর্বজনাব খন্দ. রাশেদুল আহসান (বাম থেকে চতুর্থ), ইঞ্জিঃ মোঃ আল আমিন (বামে), প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব এম আবু হোরায়রাহ (বাম থেকে দ্বিতীয়), মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (বাম থেকে তৃতীয়), এভিসি প্রকল্পের চিফ অব পার্টি জনাব পল বানডিক (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং বাংলাদেশস্থ ইউএসএআইডি'র কনট্রাকটিং অফিসার জনাব অনীরুদ্ধ হোম রয় (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

ইউএসএআইডি'র এগ্রিকালচার ভ্যালু চেইনস (এভিসি) প্রকল্পের সহযোগিতায় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত "গুড এগ্রিকালচারাল প্রাক্টিস (গ্যাপ)" বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ডঃ মোঃ আব্দুর রউফ (মাঝে)। ২৮ জুন, ২০১৮ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই পরিচালক জনাব ইমরান আহমেদ (বাম থেকে দ্বিতীয়), মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডান থেকে দ্বিতীয়), ইউএসএআইডি'র এগ্রিকালচার ভ্যালু চেইনস প্রকল্পের চিফ অব পার্টি জনাব পল বানডিক (ডানে) এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক জনাব মোঃ আজহার আলী (বামে) উপস্থিত রয়েছেন।

১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখে ঢাকা চেম্বার এবং সিপিডি যৌথভাবে আয়োজিত "রুল অব প্রাইভেট সেক্টর ইন ডেলিভারিং এসডিজি" বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডান থেকে চতুর্থ), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (ডান থেকে পঞ্চম), সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন (ডানে) এবং সিপিডি'র সম্মানিত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য (বাম থেকে চতুর্থ) সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

২১ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয়কারী পরিচালক, আহ্বায়ক এবং যুগ্ম-আহ্বায়কবৃন্দের সমন্বয় সভার ছবিতে ডিসিসিআই প্রাক্তন সভাপতি সর্বজনাব এম এ সাত্তার (ডান থেকে অষ্টম), মাহবুবুর রহমান (বাম থেকে সপ্তম), রাশেদ মাকসুদ খান (বাম থেকে পঞ্চম), মতিউর রহমান (বাম থেকে চতুর্থ), হোসেন খালেদ (বামে), আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে তৃতীয়), মোঃ সবুর খান (বাম থেকে দ্বিতীয়), সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডান থেকে সপ্তম), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (ডান থেকে পঞ্চম), সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন (ডান থেকে চতুর্থ) এবং সমন্বয়কারী পরিচালক, আহ্বায়ক এবং যুগ্ম-আহ্বায়কবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের পরিবেশ অধিদপ্তর, জাপান সরকারের পরিবেশ মন্ত্রণালয় এবং ইনস্টিটিউট ফর গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল স্ট্রাটেজিস (আইজিএস) যৌথভাবে আয়োজিত "জয়েন্ট ক্রেডিটিং মেকানিজম ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশে নিম্নকার্বন ভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণে উৎসাহিতকরণ" শীর্ষক কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (ডানে)। ০৬ মার্চ, ২০১৮ তারিখের ছবিতে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. নূরুল কাদির (ডান থেকে চতুর্থ) এবং বাংলাদেশস্থ জাপান দূতাবাসের সেকেন্ড সেক্রেটারি মাসাটোসি হিগোচি (বাম থেকে তৃতীয়) সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দদের দেখা যাচ্ছে।

ইউএসএআইডি'র এগ্রিকালচার ভ্যালু চেইনস (এভিসি) প্রকল্পের সহযোগিতায় ঢাকা চেম্বার আয়োজিত "গ্লোবাল গ্যাপ-বাংলাদেশ কনফারেন্স" শীর্ষক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (ডান থেকে তৃতীয়)। ২৬ মে, ২০১৮ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন (বাম থেকে চতুর্থ), পরিচালক জনাব ইমরান আহমেদ (বাম থেকে তৃতীয়), আহ্বায়ক জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী (বাম থেকে দ্বিতীয়), যুগ্ম-আহ্বায়ক জনাব মোঃ বেল্লাল হোসেন (বামে), মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডানে) এবং এভিসি প্রকল্পের চিফ অব পার্টি পল বানডিক (ডান থেকে দ্বিতীয়) উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

২১ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের সভার ছবিতে ডিসিসিআই প্রাক্তন সভাপতি সর্বজনাব এম এ সাত্তার (মাঝে), মাহবুবুর রহমান (বাম থেকে চতুর্থ), এ এস এম কাসেম (বাম থেকে দ্বিতীয়), হোসেন খালেদ (ডান থেকে তৃতীয়), আসিফ ইব্রাহীম (বামে), সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ বাংলাদেশ'র চেয়ারম্যান ডঃ মিজানুর রহমান শেলী (বাম থেকে তৃতীয়) প্রমুখ কে দেখা যাচ্ছে।

স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে বাংলাদেশের উন্নীত হওয়া উদযাপন উপলক্ষে ২২ মার্চ, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে ষষ্ঠ), উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (ডান থেকে চতুর্থ), সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন (বাম থেকে দ্বিতীয়), মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (বাম থেকে চতুর্থ) এবং চেম্বারের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

২২ মার্চ, ২০১৮ তারিখে স্বল্পোন্নত দেশ হতে বাংলাদেশের উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ উদযাপনে আয়োজিত শোভাযাত্রাকালে গণমাধ্যমের প্রতিনিধিবৃন্দের নিকট প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

বিমসটেক সেক্রেটারি জেনারেল জনাব শহীদুল ইসলাম (বাম থেকে তৃতীয়) কে ঢাকার বাণিজ্যিক ইতিহাস গ্রন্থ উপহার দিচ্ছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখের অনুষ্ঠানে মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (বাম থেকে দ্বিতীয়) সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

গ্লোবাল গ্যাপ'র প্রতিনিধির নিকট হতে ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (ডান থেকে চতুর্থ)। ২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখের ছবিতে সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন (বাম থেকে ষষ্ঠ), পরিচালক জনাব ইমরান আহমেদ (বাম থেকে পঞ্চম) এবং ইউএসএইড-এভিসি প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

ঢাকা চেম্বার এবং বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র প্রতিনিধিদলের মধ্যকার বাণিজ্য আলোচনায় বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে সপ্তম)। ২৮ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখের ছবিতে বেঙ্গল চেম্বারের সভাপতি জনাব শেখর ঘোষ (ডান থেকে চতুর্থ), ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (বাম থেকে ষষ্ঠ), সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন (বাম থেকে পঞ্চম), পরিচালক সর্বজনাব হোসেন এ সিকদার (বাম থেকে চতুর্থ), খন্দ. রাশেদুল আহসান (বাম থেকে তৃতীয়), ইঞ্জিঃ মোঃ আল আমিন (বামে) এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (বাম থেকে দ্বিতীয়) উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের সভার ছবিতে প্রাক্তন সভাপতি সর্বজনাব এম এ সাত্তার (মাঝে), মাহবুবুর রহমান (বাম থেকে দ্বিতীয়), এএসএম কাসেম (ডান থেকে দ্বিতীয়), হোসেন খালেদ (ডানে), সভাপতি আবুল কাসেম খান (ডান থেকে তৃতীয়) এবং সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ বাংলাদেশ (সিডিআরবি)-এর চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান শেলী (বামে) উপস্থিত রয়েছেন।

আইএসসি গ্লোবাল'র ম্যানেজার মিসেস নাইলা আক্তার (ডান থেকে দ্বিতীয়)-এর নিকট হতে দেশের প্রথম বাণিজ্য সংগঠন হিসেবে "আইএসও-৯০০১" সনদ গ্রহণ করছেন ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (বাম থেকে দ্বিতীয়)। ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মামুন আকবর (ডানে) এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (বামে) উপস্থিত রয়েছেন।

ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা আয়োজনে বিশেষ অবদানের জন্য ইপিবি'র ভাইস চেয়ারম্যান জনাব বিজয় ভট্টাচার্য (বাম থেকে তৃতীয়)-এর নিকট হতে ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন ডিসিসিআই পরিচালক জনাব কেএমএন মঞ্জুরুল হক (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখের ছবিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব শুভাশীষ বসু (বাম থেকে দ্বিতীয়), ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব মোঃ হাবিব উল্ল্যাহ তুহিন (ডানে) প্রমুখ উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

১৮ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখে আইসিসি-বাংলাদেশ আয়োজিত "ট্রেড ফেসিলিটেশন প্রজেক্ট ইন বাংলাদেশ" শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা সভার ছবিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, এনডিসি (মাঝে, ডান থেকে তৃতীয়), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব শুভাশীষ বসু (মাঝে, ডানে), আইসিসি-বাংলাদেশ'র সভাপতি জনাব মাহবুবুর রহমান (মাঝে, ডান থেকে দ্বিতীয়), এফবিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি জনাব এ কে আজাদ (মাঝে, ডান থেকে চতুর্থ) এবং ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (মাঝে, বামে) প্রমুখ উপস্থিত রয়েছেন।

২৬ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত চায়না-বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি কো-অপারেশন সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত ৪র্থ শিল্প বিপ্লব বিষয়ক ওয়ার্কশপে বক্তব্য রাখছেন ঢাকা চেম্বার সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান। ১৩ নভেম্বর ২০১৮ তারিখের অনুষ্ঠানে মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ শাহরিয়ার আলম, এমপি (ডান থেকে তৃতীয়), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক প্রধান সমন্বয়কারী জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ (বাম থেকে দ্বিতীয়), এফবিসিসিআই সভাপতি মোঃ শফিউল ইসলাম (মহিউদ্দিন) (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং এমসিসিআই-এর সভাপতি ব্যারিস্টার নিহাদ কবির (ডানে) উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

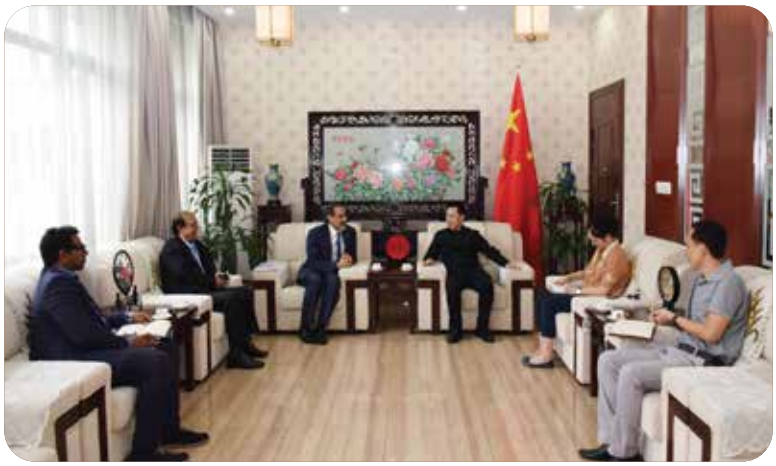

বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের মান্যবর রাষ্ট্রদূত ঝ্যাং জু (ডান থেকে তৃতীয়)-এর সাথে মতবিনিময় করছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে তৃতীয়)। ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই মহাসচিব এএইচএম রেজাউল কবির (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

"আর অ্যান্ড আই বাংলাদেশ ফোরাম"-এর ব্রেইনস্ট্রর্মিং সেশনে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে ষষ্ঠ)। ২৯ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখের ছবিতে পিপিআরসি'র নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. হোসেন জিল্লুর রহমান (বাম থেকে সপ্তম), ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (বাম থেকে পঞ্চম), প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর (বাম থেকে চতুর্থ), প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব এম আবু হোরায়রাহ (বাম থেকে দ্বিতীয়), প্রাক্তন পরিচালক জনাব দাতা মাগফুর (বামে) প্রমুখ উপস্থিত রয়েছেন।

২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ বাণিজ্য মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন (ডানে) সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডান থেকে তৃতীয়), উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (বাম থেকে পঞ্চম), প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমেদ খান, এফসিএ (ডান থেকে দ্বিতীয়), প্রাক্তন সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (ডানে), প্রাক্তন পরিচালক জনাব এম আনোয়ারুল হক (বাম থেকে চতুর্থ) কে ২৯ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত "ফিন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশনস" স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভায় দেখা যাচ্ছে।

২৯ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত কাস্টমস, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন, এনবিআর রিলেটেড ইস্যুজ" স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভার ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে পঞ্চম), উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (ডান থেকে ষষ্ঠ), পরিচালক জনাব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক (ডান থেকে পঞ্চম) সহ কমিটির সদস্যবৃন্দদের দেখা যাচ্ছে।

সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার (বাম থেকে তৃতীয়), আহ্বায়ক ইঞ্জিঃ এম এ ওয়াহাব (ডান থেকে দ্বিতীয়), প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হোসেন আখতার (বাম থেকে দ্বিতীয়), প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব আবসার করিম চৌধুরী (বামে) এবং প্রাক্তন পরিচালক জনাব এম আনোয়ারুল হক (ডানে) ১৫ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত "ডিসিসিআই এস্টেট, কন্সট্রাকশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স" স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভায় উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

২৯ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত "স্কিলস ডেভেলপমেন্ট" স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভার ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (মাঝে), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (বাম থেকে ষষ্ঠ), সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব আন্দালিব হাসান (ডান থেকে পঞ্চম) এবং কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

২০ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত "এগ্রোবেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্শিয়লাইজেশন অব এগ্রিকালচার" স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভার ছবিতে সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব ইমরান আহমেদ (ডান থেকে ষষ্ঠ), আহ্বায়ক জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী (মাঝে) এবং যুগ্ম আহ্বায়ক জনাব মোঃ বেল্লাল হোসেন (বাম থেকে অষ্টম) সহ কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

২৫ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত "পাবলিশিং, প্রিন্টিং অ্যান্ড লাইব্রেরী ডেভেলপমেন্ট" স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভার ছবিতে সমন্বয়কারী পরিচালক ইঞ্জিঃ মোঃ আল আমিন (বাম থেকে চতুর্থ), আহ্বায়ক জনাব এম মোশাররফ হোসেন (ডান থেকে তৃতীয়), যুগ্ম-আহ্বায়ক সর্বজনাব মোঃ আব্দুল হামিদ (ডান থেকে দ্বিতীয়), মোঃ শামীম ভূঁইয়া (ডানে) সহ কমিটির অন্যান্য সদস্য উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক (মাঝে), আহ্বায়ক ইঞ্জিঃ মোঃ শামসুজ্জোহা (বাম থেকে অষ্টম), যুগ্ম-আহ্বায়ক জনাব মোঃ মনোয়ার হোসেন (ডান থেকে নবম) সহ কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত "ল অ্যান্ড অর্ডার অ্যান্ড এন্টি স্মাগলিং ইনিশিয়েটিভ" স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভার ছবিতে উপস্থিত রয়েছেন।

৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত "প্রোটেকশন অব কনজুমার রাইটস্, এশেনসিয়াল কমুডিটিস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং" স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভার ছবিতে সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ বাশীর উদ্দিন (মাঝে), আহ্বায়ক জনাব এম এ রশিদ শাহ সম্রাট (ডান থেকে অষ্টম), যুগ্ম-আহ্বায়ক জনাব আবু বক্কর সিদ্দিকী (ডান থেকে অষ্টম) এবং অন্যান্য সদস্য উপস্থিত রয়েছেন।

৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত "এসএমই ডেলেভপমেন্ট অ্যান্ড ইটুকে" বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সভার ছবিতে সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব মামুন আকবর (বাম থেকে নবম), আহ্বায়ক জনাব মিজানুর রহমান (ডান থেকে ষষ্ঠ) এবং কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

২৮ জুলাই, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত "এগ্রোবেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্সিয়ালাইজেশন অব এগ্রিকালচার" স্ট্যান্ডিং কমিটির সভার ছবিতে সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব ইমরান আহমেদ (মাঝে), আহ্বায়ক জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী (ডান থেকে ষষ্ঠ), যুগ্ম-আহ্বায়ক জনাব মোঃ বেল্লাল হোসেন (বাম থেকে অষ্টম) সহ কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

১৯ মে, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিসিসিআই এস্টেট, কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স কমিটির সভার ছবিতে সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার (মাঝে), আহ্বায়ক ইঞ্জিঃ এম এ ওয়াহাব (বাম থেকে দ্বিতীয়), প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব এম আবু হোরায়রাহ (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে দ্বিতীয়), উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (বামে), প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর (ডানে) এবঅং জিএসএমই'র জেনারেল ম্যানেজার জুলিয়া বারসেল'র মধ্যকার ১৫ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার ছবিতে উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

০১ মার্চ, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত পর্ষদ সভার ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডানে), সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন (বামে) এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দদের দেখা যাচ্ছে।

ঢাকা চেম্বারের আহ্বায়কবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (মাঝে)। ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই পরিচালক সর্বজনাব আন্দালিব হাসান (বাম থেকে তৃতীয়), ইমরান আহমেদ (ডান থেকে ষষ্ঠ), খন্দ. রাশেদুল আহসান (বাম থেকে অষ্টম), মোঃ আলাউদ্দিন মালিক (বাম থেকে সপ্তম), ইঞ্জিঃ মোঃ আল আমিন (বাম থেকে পঞ্চম), মোহাম্মদ বাশীর উদ্দিন (বাম থেকে দ্বিতীয়), নূহের লতিফ খান (বাম থেকে চতুর্থ), এস এম জিল্লুর রহমান (বাম থেকে ষষ্ঠ) সহ আহ্বায়কবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

ইউএসএআইডি'র প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (মাঝে)। ৮ আগস্ট, ২০১৮ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (বাম থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন (বাম থেকে দ্বিতীয়), মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (বামে) এবং ইউএসএআইডি'র প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

৪ জুলাই, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত "ডিসিসিআই এভিসি প্রকল্প" বিষয়ক সভার ছবিতে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (মাঝে), পরিচালক জনাব ইমরান আহমেদ (বাম থেকে তৃতীয়), মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (বাম থেকে দ্বিতীয়), ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ জয়নাল আব্দীন (বামে) এবং ইউএসআইডি প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

২৬ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে "চায়না-বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি কো-অপারেশন" বিষয়ক সেমিনারের ছবিতে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)'র নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব কাজী আমিনুল ইসলাম (প্রথম সারিতে, ডান থেকে দ্বিতীয়), ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে দ্বিতীয়), এফবিসিসিআই সভাপতি শফিউল ইসলাম (মহিউদ্দিন) (ডানে) সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

৯ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সাউথ এশিয়া মেরিটাম অ্যান্ড লজিস্টিক ফোরমে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত "ডিসিসিআই এস্টেট অ্যান্ড মেইনট্যানেন্স" স্ট্যান্ডিং কমিটির ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডান থেকে তৃতীয়), পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার (বাম থেকে তৃতীয়), প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হোসেন আখতার (বাম থেকে দ্বিতীয়), প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব আবসার করিম চৌধুরী (ডানে) এবং প্রাক্তন পরিচালক আলহাজ্ব মোঃ শরফুদ্দিন (বামে) উপস্থিত রয়েছেন।

১২ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখে ডিবিআইতে অনষ্ঠিত "সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট" কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ছবিতে ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (বসা, ডান থেকে তৃতীয়), মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (বসা, ডান থেকে দ্বিতীয়), ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ জয়নাল আব্দীন (বসা, ডানে) এবং প্রশিক্ষণ কোর্সের অংশগ্রহণকারীদের দেখা যাচ্ছে।

২৪ জুন, ২০১৮ তারিখে ডিসিসিআই বিজনেস ইন্সটিটিউট (ডিবিআই)'তে অনুষ্ঠিত "ইম্পরট্যান্স অব ফিন্যান্সিয়াল এনালাইসিস ফর ডিসিশন মেকিং" শীর্ষক কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানের ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন (বসা, বাম থেকে তৃতীয়), ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ জয়নাল আব্দীন (ডান থেকে তৃতীয়), প্রশিক্ষক মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন (বসা, বাম থেকে দ্বিতীয়) সহ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

১৬-১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখে ডিবিআই আয়োজিত "গাইড টু এক্সপোর্ট, ইমপোর্ট অ্যান্ড ইনভেস্টিং বিজনেস" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের সাথে ডিসিসিআই পরিচালক খন্দ. রাশেদুল আহসান (বসা, বাম থেকে তৃতীয়), ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ জয়নাল আব্দীন (বসা, ডান থেকে দ্বিতীয়) প্রমুখ উপস্থিত রয়েছেন।

১০ মার্চ, ২০১৮ তারিখে ডিবিআইতে অনুষ্ঠিত ''ব্রান্ডিং অ্যান্ড মার্কেটিং (সেলস্) ফর বিজনেস সাকসেস" শীর্ষক স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানের ছবিতে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে ডিসিসিআই প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব এম আবু হোরায়রাহ (বসা, মাঝে), ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ জয়নাল আব্দীন (বসা, ডান থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

২৪ মার্চ, ২০১৮ তারিখে ডিবিআইতে অনুষ্ঠিত "ক্লিয়ারিং অ্যান্ড ফরওয়ার্ডিং (সি এন্ড এফ) একটিভিটিজ ম্যানেজমেন্ট" প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের সাথে ঢাকা চেম্বারের পরিচালক জনাব মোহাম্মদ বাশীর উদ্দিন (বসা, ডান থেকে তৃতীয়) এবং ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ জয়নাল আব্দীন (বসা, ডান থেকে দ্বিতীয়) উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

৩১ মার্চ, ২০১৮ তারিখে ডিবিআই অনুষ্ঠিত ''শিপিং প্রসিডিওরস ফর এক্সপোর্ট, ইমপোর্ট অ্যান্ড কাস্টম্স ফরমালিটিস" শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দের সাথে ঢাকা চেম্বারের মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (বসা, বাম থেকে তৃতীয়) এবং ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ জয়নাল আব্দীন (বসা, ডানে) উপস্থিত রয়েছেন।

০৭ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখে ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই) কর্তৃক আয়োজিত 'ওয়্যারহাউজ অপারেশন, ইনভেনটরি অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন ম্যানেজমেন্ট' শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের সাথে ডিবিআই'র নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ জয়নাল আব্দীন (মাঝে), ডিসিসিআই এর প্রকল্প সমন্বয়কারী খন্দকার আনোয়ার কামাল (ডান থেকে দ্বিতীয়), প্রশিক্ষক এবং হেড অব প্রকিউরমেন্ট, এভেরি ডেনিসন বাংলাদেশ লিমিটেড জনাব ইকবাল আনোয়ারুল ইসলাম (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

২৬ জুন, ২০১৮ তারিখে ডিসিসিআই বিজনেস ইন্সটিটিউট (ডিবিআই)'তে অনুষ্ঠিত "ব্যাংকেবল প্রজেক্ট প্রপোজাল প্রিপারেশন" শীর্ষক কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানের ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন (বসা, বাম থেকে চতুর্থ), পরিচালক জনাব ইমরান আহমেদ (বাম থেকে পঞ্চম), আহ্বায়ক জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী (ডান থেকে তৃতীয়), যুগ্ম-আহ্বায়ক জনাব মোঃ বেল্লাল হোসেন (ডান থেকে দ্বিতীয়), ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ জয়নাল আব্দীন (বাম থেকে তৃতীয়) সহ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

৭ জুলাই, ২০১৮ তারিখে ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত "রুলস্ অ্যান্ড প্রসিডিউরস্ অব ভ্যাট অ্যান্ড ইনকাম ট্যাক্স" প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানের ছবিতে ডিসিসিআই'র পরিচালক জনাব এস এম জিল্লুর রহমান (মাঝে), আহ্বায়ক জনাব মোঃ রাশেদ আলী (বাম থেকে তৃতীয়), যুগ্ম আহ্বায়ক জনাব মোঃ মামুনুর রহমান (ডান থেকে তৃতীয়), নির্বাহী পরিচালক, ডিবিআই জনাব মোঃ জয়নাল আব্দীন (বাম থেকে দ্বিতীয়), প্রশিক্ষক জনাব মোঃ রতন মিঞা (ডান থেকে দ্বিতীয়) সহ প্রশিক্ষণার্থীদের ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

১৭ জুন, ২০১৮ তারিখে ডিসিসিআই বিজনেস ইন্সটিটিউট (ডিবিআই)'তে অনুষ্ঠিত "প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজমেন্ট" শীর্ষক কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানের ছবিতে ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মামুন আকবর (বসা, বাম থেকে তৃতীয়), ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ জয়নাল আব্দীন (ডান থেকে তৃতীয়), প্রশিক্ষক জনাব মুরশিদুল আজাদ (বসা, বাম থেকে দ্বিতীয়) সহ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের পক্ষ হতে ঢাকা মহানগর সমিতির প্রতিনিধির হাতে শীতবস্ত্র হস্তান্তর করছেন ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন (ডান থেকে তৃতীয়)। ২৪ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই পরিচালক সর্বজনাব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক (ডান থেকে চতুর্থ), মোহাম্মদ বাশীর উদ্দিন (বাম থেকে তৃতীয়), প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (ডানে) উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

শীতার্থদের মাঝে বিতরণের জন্য কেরাণীগঞ্জের শাহপুর মাদ্রাসার প্রতিনিধি'র নিকট ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখে শীতবস্ত্র হস্তান্তর করছেন ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের পক্ষ হতে ঢাকা চেম্বারের পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার (ডান থেকে চতুর্থ)।

২৮ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের পক্ষ হতে জামালপুর জেলার শীতার্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন পরিচালক জনাব সামির সাত্তার।

লালমনিরহাটের শীতার্থদের মাঝে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের পক্ষ হতে ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন লালমনিরহাট চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র প্রতিনিধিবৃন্দ।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

জাতীয় পাট দিবস-২০১৮ উপলক্ষে ঢাকা চেম্বার এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় যৌথভাবে আয়োজিত "পাট শিল্পের উন্নয়নে পাটের বহুমুখীকরণ" শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এবং পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি)'র নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. হোসেন জিল্লুর রহমান (বামে)। ০৭ মার্চ, ২০১৮ তারিখের সেমিনারের ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি)'র বাংলাদেশ ও নেপালের কান্ট্রি ডিরেক্টর ওয়েন্ডি জো ওয়ারনার ১৩ মে, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত "বাংলাদেশ লজিস্টিকস কষ্ট স্টাডি (ওয়্যারহাউজ এবং স্টোরেজ)" শীর্ষক কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন।

ঢাকা চেম্বার এবং বিএফটিআই যৌথভাবে "বৈশ্বিক বাণিজ্য যুদ্ধ এবং বাংলাদেশে-এর প্রভাব" শীর্ষক সেমিনার বক্তব্য রাখছেন ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স কর্পোরেশন'র প্রোগ্রাম ম্যানেজার ও সিনিয়র ইকোনোমিষ্ট ড. এম মাশরুর রিয়াজ (ডানে)। ১৭ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখের ছবিতে বিএফটিআই'র সিইও আলী আহমেদ (বামে) উপস্থিত রয়েছে।

১৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত "টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে বেসরকারী খাতের সম্ভবনা ও চ্যালেঞ্জ" আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই)'র সভাপতি ব্যারিস্টার নিহাদ কবির।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

০৯ আগস্ট, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত "হালাল সনদের মানদণ্ড এবং প্রতিবন্ধকতাঃ বাংলাদেশের সম্ভাবনা" শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সংযুক্ত আরব আমিরাত-এর মান্যবর রাষ্ট্রদূত সাইদ মোহাম্মদ আল-মেহেরি।

১৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত "টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে বেসরকারী খাতের সম্ভবনা ও চ্যালেঞ্জ" আলোচনা সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করছেন বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (বিআইডিএস)'র সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড. নাজনীন আহমেদ।

১২ মে, ২০১৮ তারিখে ঢাকা চেম্বার, সমকাল এবং চ্যানেল ২৪ যৌথভাবে আয়োজিত "প্রাক-বাজেট আলোচনা" অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সিপিডি'র সম্মানিত ফেলো অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান (ডানে)।

২৪ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত "এলএনজি মূল্য নির্ধারণ ঃ ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পখাতে-এর প্রভাব" শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা বক্তব্য রাখছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. বদরুল আলম।

ACHIEVEMENT OF DCCI BUSINESS INSTITUTE (DBI)

DCCI Business Institute (DBI) awarded Best Training Support Institution-2018 by International Trade Centre (ITC)

For brilliant success in conducting 6-month duration supply chain management course titled Modular Learning System in Supply Chain Management (MLS-SCM(P)) programme, DCCI Business Institute (DBI) won "Best Training Support Institution Award 2018" from the International Trade Centre (ITC) UNCTAD/WTO, Geneva, Switzerland of its Global Network Roundtable 2018, held in Beijing, China recently. DBI awarded 1st place in the Best Training Support Institution category out of 190 institutions of 60 countries.

The award has been given in consideration with five major criterion for instance, consistency performance, growth, innovation, number of training courses and impact stories. Since 2004, around one thousand participants were trained up this MLS-SCM(P) course from DBI. DBI has also awarded the same accolade back in 2011.

দি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র জেনারেল বডিতে ২০১৭-২০১৮ এবং ২০১৮-২০১৯ মেয়াদকালে ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধিবৃন্দ

০১। **জনাব আবুল কাসেম খান**
সভাপতি, ডিসিসিআই

০২। **জনাব এ কে এম কামরুল ইসলাম, এফসিএ**
ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই

০৩। **জনাব হোসেন এ সিকদার**
পরিচালক ও প্রাক্তন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই

০৪। **জনাব এ কে এম আফতাব উল ইসলাম**
প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

০৫। **জনাব ফজলে আর এম হাসান, এফসিএ**
প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

০৬। **জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান**
প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

২০১৮ সালে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সরকারি-আধাসরকারি সংস্থা আয়োজিত সভায় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর পক্ষ থেকে উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ

ক্রমিক নং	অফিস, সংস্থা, বিষয়বস্তু	প্রতিনিধি
১	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ	জনাব আবুল কাসেম খান সভাপতি, ডিসিসিআই
২	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় গঠিত বাণিজ্য সহায়ক পরামর্শক কমিটি (সদস্য)	জনাব আবুল কাসেম খান সভাপতি, ডিসিসিআই
৩	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন "বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেকটিভিটি প্রকল্প-১" (বিআরসিপি) এর আওতায় National Trade and Transport Facilitation Committee (NTTFC)	জনাব আবুল কাসেম খান সভাপতি, ডিসিসিআই
৪	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (পর্ষদ সদস্য)	জনাব আবুল কাসেম খান সভাপতি, ডিসিসিআই
৫	বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই) (পর্ষদ সদস্য)	জনাব আবুল কাসেম খান সভাপতি, ডিসিসিআই
৬	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) (অতিথি সদস্য)	জনাব আবুল কাসেম খান সভাপতি, ডিসিসিআই
৭	ঢাকা জেলা প্রশাসক-এর আওতাধীন "সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন" কমিটি (সদস্য)	জনাব আবুল কাসেম খান সভাপতি, ডিসিসিআই
৮	ঢাকা ওয়াসা বোর্ড (পর্ষদ সদস্য)	জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
৯	বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিএল) (পর্ষদ সদস্য)	জনাব হোসেন খালেদ প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

ক্রমিক নং	অফিস, সংস্থা, বিষয়বস্তু	প্রতিনিধি
	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো/বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	
১০	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত নতুন খসড়া কোম্পানি আইন প্রণয়নের বিষয়ে মতবিনিময় সভায় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর প্রতিনিধি	জনাব নূহের লতিফ খান পরিচালক, ডিসিসিআই জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই জনাব আবসার করিম চৌধুরী প্রাক্তন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই ব্যারিষ্টার আব্দুল বাতেন শেখ আইন উপদেষ্টা, ডিসিসিআই
১১	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত বাংলাদেশের সাথে রাশিয়ার বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর প্রতিনিধি	জনাব এম এস সিদ্দিকী আহ্বায়ক, ডিসিসিআই
১২	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত সেবাখাতের রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে গঠিত ওয়ার্কিং গ্রুপ সভায় ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধি	জনাব এম এস সিদ্দিকী আহ্বায়ক, ডিসিসিআই
১৩	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত বাংলাদেশ ও শ্রীলংকার মধ্যে একটি দ্বি-পাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) স্বাক্ষর বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভায় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর প্রতিনিধি	জনাব এম এস সিদ্দিকী আহ্বায়ক, ডিসিসিআই
১৪	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত দেশব্যাপি ২২-২৬ মার্চ, ২০১৮ সময়ে এলডিসি স্ট্যাটাস থেকে বাংলাদেশের উত্তরণ উদ্‌যাপন বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভায় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর প্রতিনিধি	জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই ব্যারিষ্টার আব্দুল বাতেন শেখ আইন উপদেষ্টা, ডিসিসিআই
১৫	Nomination of DCCI Representatives to the Brainstorming Consultation meeting on Diagonostic Trade Integration Study (DTIS)	Mr. Kamrul Islam, FCA Senior Vice President, DCCI Mr. A H M Maniruzzaman Research Associate, DCCI
১৬	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত পবিত্র রমজান উপলক্ষে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ ও মূল্য পরিস্থিতি পর্যালোচনাসহ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এর উপর অর্পিত যথাযথভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভায় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর প্রতিনিধি	জনাব এম এ রশিদ শাহ সম্রাট আহ্বায়ক, ডিসিসিআই
১৭	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত বাংলাদেশ ৫ম ট্রেড পলিসি রিভিউ এর জন্য ফোকাল পয়েন্ট ও সভায় অংশগ্রহণের জন্য ডিসিসিআই'র প্রতিনিধি	জনাব মোঃ জয়নাল আব্দীন নির্বাহী পরিচালক, ডিবিআই, ডিসিসিআই জনাব এ কে এম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারি যুগ্ম সচিব, ডিসিসিআই
১৮	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো আয়োজিত ঢাকা আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইএফটি)-২০১৮এর অর্থ উপ-কমিটির অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই'র প্রতিনিধি	জনাব মোঃ হাবিব উল্লাহ তুহিন আহ্বায়ক, ডিসিসিআই

ক্রমিক নং	অফিস, সংস্থা, বিষয়বস্তু	প্রতিনিধি
১৯	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো আয়োজিত ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইএফটি)-২০১৮এর স্টিয়ারিং কমিটির অনুষ্ঠিত ৫ম সভায় ডিসিসিআই'র প্রতিনিধি	জনাব হোসেন এ সিকদার পরিচালক, ডিসিসিআই
২০	বণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত "রপ্তানি নীতি ২০১৫-২০১৮"-এ প্রয়োজনীয় পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংশোধন পর্যালোচনার নিমিত্তে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই'র প্রতিনিধি	জনাব একেএম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারি রিসার্চ ফেলো, ডিসিসিআই
২১	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত পবিত্র রমযান উপলক্ষে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মজুদ, সরবরাহ, আমদানি, মূল্য পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে পর্যালোচনাসহ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এর উপর অর্পিত যথাযথভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই'র প্রতিনিধি	জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই জনাব এম এস সিদ্দিকী আহ্বায়ক, ডিসিসিআই
২২	Workshop on "Export Potential of Trade in Services of Bangladesh: Identifying Opportunities and Challenges"	জনাব মোঃ ইকরাম ঢালি যুগ্ম আহ্বায়ক, ডিসিসিআই
২৩	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত WTO Trade and Environment সম্পর্কিত ওয়ার্কিং গ্রুপের অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই'র প্রতিনিধি	জনাব এম ফজলুল করিম যুগ্ম সচিব, ডিসিসিআই
২৪	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো আয়োজিত China International Import Expo (CIIE)- শীর্ষক মেলায় অংশগ্রহণের জন্য অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ হাবিব উল্লাহ তুহিন আহ্বায়ক, ডিসিসিআই
২৫	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত ডব্লিউটিও সেল এর আওতায় Patent Co-operation Treaty (PCT) তে বাংলাদেশের অন্তর্ভূক্তির বিষয়ে মতামত গ্রহণের নিমিত্তে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই'র প্রতিনিধি	জনাব এস এম গোলাম ফারুক আলমগীর যুগ্ম-আহ্বায়ক, ডিসিসিআই
২৬	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত National Trade and Transport Facilitation Committee (NTTFC) অনুষ্ঠিত ১ম সভায় ডিসিসিআই'র প্রতিনিধি	জনাব আবুল কাসেম খান সভাপতি, ডিসিসিআই
২৭	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই'র প্রতিনিধি	জনাব হুমায়ুন রশিদ পরিচালক, ডিসিসিআই
২৮	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আয়োজিত Gulf Co-operation Council এর সদস্যভূক্ত দেশসমূহে পণ্য রপ্তানিতে শুল্ক মুক্ত ও কোটামুক্ত সুবিধা (DFQF) প্রাপ্তির লক্ষ্যে পণ্য চিহ্নিতকরণের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সভায় ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধি	জনাব এম শফিকুল আলম, এফসিএ আহ্বায়ক, ডিসিসিআই
২৯	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত দুবাই এক্সপো ২০২০ এ বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নের Theme Statement প্রস্তুতকরণের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই'র প্রতিনিধি	জনাব কে এম এন মঞ্জুরুল হক পরিচালক, ডিসিসিআই
৩০	বিএসটিআই কর্তৃক আয়োজিত "লেদার, ফুটওয়্যার এন্ড লেদার প্রোডাক্টস" কমিটির ২০১৬-২০১৮ মেয়াদের অনুষ্ঠিত ৫ম সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব হোসেন এ সিকদার পরিচালক, ডিসিসিআই

ক্রমিক নং	অফিস, সংস্থা, বিষয়বস্তু	প্রতিনিধি
৩১	ডব্লিউটিও সেল আয়োজিত "Identification of Non-Tariff Barriers faced by Bangladesh in Exporting Potential Exportable Products in Major Export Markets" শীর্ষক অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এম এস সিদ্দিকী আহ্বায়ক, ডিসিসিআই জনাব এনামুল হাফিজ লতিফি উপ-সচিব, ডিসিসিআই
৩২	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত বিনিয়োগ প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের জন্য কোম্পানি আইনের ধারাসমূহ পর্যালোচনা করে সংশোধন ও অধ্যাদেশ জারীর নিমিত্তে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই'র প্রতিনিধি	ব্যারিষ্টার আব্দুল বাতেন শেখ আইন উপদেষ্টা, ডিসিসিআই
৩৩	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত প্রস্তাবিত "রপ্তানি নীতি ২০১৮-২০২১"-এর খসড়া চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই'র প্রতিনিধিগণ	জনাব আবুল কাসেম খান সভাপতি, ডিসিসিআই জনাব মোঃ জয়নাল আব্দীন নির্বাহী পরিচালক, ডিবিআই, ডিসিসিআই
৩৪	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত ডব্লিউটিও'র ট্রেড রিলেটেড টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্স (টিআরটিএ) সংক্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপের অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই'র প্রতিনিধি	জনাব মোঃ জয়নাল আব্দীন নির্বাহী পরিচালক, ডিবিআই, ডিসিসিআই
৩৫	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত Bangladesh Russia Bilateral অনুষ্ঠিত সভায় ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধি	জনাব এম.এস. সিদ্দিকী আহ্বায়ক, ডিসিসিআই জনাব এনামুল হাফিজ লতিফি উপ-সচিব, ডিসিসিআই
৩৬	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত "Introduction to the WTO" শীর্ষক অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কোর্সে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর প্রতিনিধি	জনাব এনামুল হাফিজ লতিফি উপ-সচিব, ডিসিসিআই
৩৭	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত সেবাখাতের রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে গঠিত ওয়ার্কিং গ্রুপ এর অনুষ্ঠিত সভায় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর প্রতিনিধি	জনাব এনামুল হাফিজ লতিফি উপ-সচিব, ডিসিসিআই
৩৮	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত Permanent Court of Arbitration (PCA), নেদারল্যান্ডস এর সাথে বাংলাদেশের Host Country Agreement (HCA) স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত সভায় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর প্রতিনিধিগণ	ব্যারিষ্টার আব্দুল বাতেন শেখ আইন উপদেষ্টা, ডিসিসিআই
৩৯	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত বাংলাদেশ ট্রেড পোর্টাল সমৃদ্ধকরণের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে তথ্য বিনিময় সম্পর্কিত স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক সংশোধন/চূড়ান্তকরণ বিষয়ক অনুষ্ঠিত কর্মশালায় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর প্রতিনিধি	জনাব এনামুল হাফিজ লতিফি উপ-সচিব, ডিসিসিআই
৪০	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো আয়োজিত ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইএফটি)-২০১৯ উপলক্ষে প্রচার, প্রকাশনা, মুদ্রণ ও স্যুভেনীর সংক্রান্ত গঠিত উপ-কমিটিতে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর প্রতিনিধি	জনাব এনামুল হাফিজ লতিফি উপ-সচিব, ডিসিসিআই
৪১	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত "Sanitary & Phytosanitary (SPS) and Technical Barriers to Trade (TBT)" শীর্ষক অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কোর্সে ডিসিসিআই'র প্রতিনিধি	জনাব এম. এস সিদ্দিকী আহ্বায়ক, ডিসিসিআই জনাব এনামুল হাফিজ লতিফি উপ-সচিব, ডিসিসিআই

ক্রমিক নং	অফিস, সংস্থা, বিষয়বস্তু	প্রতিনিধি
৪২	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো আয়োজিত "World Expo-2020" বাংলাদেশের থিম স্টেটমেন্ট চূড়ান্তকরণ করার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভায় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ হাবিব উল্লাহ তুহিন আহ্বায়ক, ডিসিসিআই
৪৩	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত "Stakeholder Consultation Meeting on Anti-dumping Measures" বিষয়ক অনুষ্ঠিত সভায় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না আহ্বায়ক, ডিসিসিআই জনাব মোঃ জয়নাল আব্দীন নির্বাহী পরিচালক, ডিবিআই, ডিসিসিআই
শিল্প মন্ত্রণালয়/এসএমই ফাউন্ডেশন/বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন/বিএসটিআই/এনপিও		
৪৪	শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত জাতীয় উৎপাদনশীলতা কার্যনির্বাহী কমিটির দ্বাদশতম সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এস এম জিল্লুর রহমান পরিচালক, ডিসিসিআই
৪৫	শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এ্যাওয়ার্ড-২০১৬" প্রদানের লক্ষ্যে এসেসমেন্ট কমিটির অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এস এম জিল্লুর রহমান পরিচালক, ডিসিসিআই জনাব এম ফজলুল করিম যুগ্ম সচিব, ডিসিসিআই
৪৬	শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত E-Commerce Market: Facilitating small start-ups to grow বিষয়ক সেমিনার ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এম ফজলুল করিম যুগ্ম সচিব, ডিসিসিআই
৪৭	বিসিক আয়োজিত ঢাকা জেলার আওতাধীন বিসিক শিল্পনগরী, কেরানীগঞ্জ জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির ২০তম সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব হোসেন এ সিকদার পরিচালক, ডিসিসিআই
৪৮	বিশ্ব মেধাসম্পন্ন সংস্থা (WIPO) প্রণীত National Intellectual Property Policy and Strategy of Bangladesh বিষয়ক পর্যালোচনার জন্য অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব একেএম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারি রিসার্চ ফেলো, ডিসিসিআই
৪৯	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউট আয়োজিত লেদার, ফুটওয়্যার এন্ড লেদার প্রোডাক্ট বিষয়ক শাখা কমিটিতে ডিসিসিআই'র প্রতিনিধি	জনাব হোসেন এ সিকদার পরিচালক, ডিসিসিআই
৫০	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউট আয়োজিত প্রোডাক্ট সার্টিফিকেশন মার্কিং ফি পূনঃনির্ধারণ বিষয়ক কমিটিতে ডিসিসিআই'র প্রতিনিধি	জনাব এম আনোয়ারুল হক প্রাক্তন পরিচালক, ডিসিসিআই
৫১	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউট আয়োজিত ফিশ এন্ড ফিশারিজ প্রোডাক্টস শাখা কমিটি (এএফএসসি-৪)-এর ২০১৬-২০১৮ মেয়াদের উদ্বোধনী (১ম) অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ বেল্লাল হোসেন যুগ্ম-আহ্বায়ক, ডিসিসিআই
৫২	শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত Patent Cooperation Treaty (PCT)-তে বাংলাদেশের অর্ন্তভূক্তির বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এস এম গোলাম ফারুক আলমগীর যুগ্ম-আহ্বায়ক, ডিসিসিআই
৫৩	শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত বাংলাদেশ ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প আইন-২০১৭ নামে সংশোধনী খসড়া চূড়ান্তকরণের অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মিজানুর রহমান আহ্বায়ক, ডিসিসিআই

ক্রমিক নং	অফিস, সংস্থা, বিষয়বস্তু	প্রতিনিধি
৫৪	বিসিক আয়োজিত ঢাকা জেলার আওতাধীন বিসিক চামড়া শিল্পনগরী, হেমায়েতপুর, সাভার এর জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির ১৯ তম সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব হোসেন এ সিকদার পরিচালক, ডিসিসিআই
৫৫	শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত ১ম জাতীয় শিল্প মেলা (এনআইএফ) ২০১৮ সুষ্ঠু এবং সফলভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে গঠিত অংশগ্রহণকারী নির্বাচন উপ-কমিটি'র অনুষ্ঠিত ১ম সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এম ফজলুল করিম যুগ্ম-সচিব, ডিসিসিআই
৫৬	শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত National Intellectual Property Policy ২০১৮ এর খসড়া চূড়ান্তকরণে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এম ফজলুল করিম যুগ্ম-সচিব, ডিসিসিআই
৫৭	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন আয়োজিত "রাবার অ্যান্ড প্লাষ্টিক" কমিটির ২০১৬-২০১৮ মেয়াদের অনুষ্ঠিত ৩য় সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক পরিচালক, ডিসিসিআই
৫৮	বিসিক আয়োজিত ঢাকা জেলার আওতাধীন বিসিক শিল্পনগরী, ধামরাই জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির ২১তম সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব হোসেন এ সিকদার পরিচালক, ডিসিসিআই
৫৯	"SME Development: Challenges & Opportunities in Asia" শীর্ষক ইন্টারন্যাশনাল সেমিনার আয়োজনের নিমিত্তে এসএই ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত কর্মশালায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধিগণ	জনাব মোঃ জয়নাল আব্দীন নির্বাহী পরিচালক, ডিবিআই, ডিসিসিআই জনাব এম ফজলুল করিম যুগ্ম সচিব, ডিসিসিআই
৬০	শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ECNCID)-এর ৮ম সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব সাব্বির আহমেদ খান সহকারী সচিব, ডিসিসিআই
৬১	শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত SAMR China এর সাথে বাংলাদেশের এসএমই বিষয়ক সমঝোতা স্বারক (MoU) সম্পাদনের আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব মিজানুর রহমান আহ্বায়ক, ডিসিসিআই
৬২	শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত ১ম জাতীয় শিল্প মেলা (এনআইএফ) ২০১৮ সুষ্ঠু এবং সফলভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে গঠিত অংশগ্রহণকারী নির্বাচন উপ-কমিটি'র অনুষ্ঠিত ৫ম সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ হাবিব উল্লাহ তুহিন আহ্বায়ক, ডিসিসিআই
৬৩	শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত ১ম জাতীয় শিল্প মেলা (এনআইএফ) ২০১৮ উপলক্ষে সেমিনার উপ-কমিটির অনুষ্ঠিত ১ম সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ হাবিব উল্লাহ তুহিন আহ্বায়ক, ডিসিসিআই
৬৪	শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত "১ম জাতীয় শিল্প মেলা (এনআইএফ)" ২০১৮ লক্ষ্যে গঠিত প্রচার ও প্রকাশনা উপ-কমিটির অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	ইঞ্জিঃ মোঃ আল-আমিন পরিচালক, ডিসিসিআই
৬৫	শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত জাতীয় উৎপাদনশীলতা কার্যনির্বাহী কমিটির চতুর্দশতম সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এস এম জিল্লুর রহমান পরিচালক, ডিসিসিআই
৬৬	শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত "১ম জাতীয় শিল্প মেলা (এনআইএফ)" ২০১৮ লক্ষ্যে গঠিত প্রচার ও প্রকাশনা উপ-কমিটির অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ হাবিব উল্লাহ তুহিন আহ্বায়ক, ডিসিসিআই

ক্রমিক নং	অফিস, সংস্থা, বিষয়বস্তু	প্রতিনিধি
৬৭	শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত বিটাক গভর্নিং বডির অনুষ্ঠিত ১০৮তম সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ জয়নাল আব্দীন নির্বাহী পরিচালক, ডিবিআই, ডিসিসিআই
৬৮	বিসিক আয়োজিত "চামড়া শিল্পনগরী-ঢাকা" শীর্ষক প্রকল্পের ভূমি বরাদ্দ কমিটির ২০তম সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব হোসেন এ সিকদার পরিচালক, ডিসিসিআই
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/ব্লু ইকোনমি		
৬৯	'Blue Economy National Coordination Workshop' শীর্ষক জাতীয় কর্মশালায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এএইচএম রেজাউল কবির মহাসচিব, ডিসিসিআই
৭০	Invitation CBI VCA Validation Workshop on Bangladesh Home Decoration & Home Textiles Sector in Dhaka কর্মশালায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব হোসেন এ সিকদার পরিচালক, ডিসিসিআই
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়		
৭১	জেলা প্রশাসকের কার্যালয় আয়োজিত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ঢাকা এর সম্মেলন কক্ষে আইন শৃঙ্খলা, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ, ভোক্তা অধিকার বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক পরিচালক, ডিসিসিআই
৭২	জেলা প্রশাসকের কার্যালয় আয়োজিত ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের পুরাতন কাপড় আমদানিকারক নির্বাচনের জন্য গঠিত জেলা কমিটিতে সদস্য হিসাবে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব হোসেন এ সিকদার পরিচালক, ডিসিসিআই
৭৩	জেলা প্রশাসকের কার্যালয় আয়োজিত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ঢাকা এর সম্মেলন কক্ষে আইন শৃঙ্খলা, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ, ভোক্তা অধিকার বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব ইঞ্জিঃ শামসুজ্জোহা চৌধুরী আহ্বায়ক, ডিসিসিআই
৭৪	জেলা প্রশাসকের কার্যালয় আয়োজিত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ঢাকা এর সম্মেলন কক্ষে আইন শৃঙ্খলা, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ, ভোক্তা অধিকার বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোহাম্মদ মোনায়েম খান যুগ্ম-আহ্বায়ক, ডিসিসিআই
৭৫	জেলা প্রশাসকের কার্যালয় আয়োজিত ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ বাস্তবায়ন ও উক্ত বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এম এ রশিদ শাহ সম্রাট আহ্বায়ক, ডিসিসিআই
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়/Jute Diversification Promotion Center/DCCI USAID AVC Project/E2K		
৭৬	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় আয়োজিত "Strategic Planning for Jute Sector (2018-2041)" বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না আহ্বায়ক, ডিসিসিআই জনাব এম ফজলুল করিম যুগ্ম-সচিব, ডিসিসিআই
৭৭	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় আয়োজিত জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার এর স্টিয়ারিং কমিটির (বোর্ড অব গভর্নরস এর দায়িত্বরত) সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব ইমরান আহমেদ পরিচালক, ডিসিসিআই
৭৮	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় আয়োজিত জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার এর স্টিয়ারিং কমিটির (বোর্ড অব গভর্নরস এর দায়িত্বরত) ৬ষ্ঠ সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না আহ্বায়ক, ডিসিসিআই

ক্রমিক নং	অফিস, সংস্থা, বিষয়বস্তু	প্রতিনিধি
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন/বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ)		
৭৯	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আয়োজিত গ্যাসের ট্রান্সমিশন চার্জ, ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার পূণনির্ধারণের অনুষ্ঠিত গণশুনানিতে ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব হুমায়ুন রশিদ সমন্বয়কারী পরিচালক, ডিসিসিআই জনাব হারুন অর রশিদ সহকারী সচিব, ডিসিসিআই
৮০	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আয়োজিত পেট্রোবাংলা এবং আরপিজিসিএল এর মার্জিন/চার্জ নির্ধারণের বিষয়ে অনুষ্ঠিত গণশুনানিতে ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব একেএম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারি রিসার্চ ফেলো, ডিসিসিআই
৮১	বিআরটিএ আয়োজিত ঢাকা মেট্রো আরটিসি'র অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	ক্যাপ্টেন মোঃ নুরুল হক সদস্য, ডিসিসিআই
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, এটুআই প্রকল্প, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা), পিপিপি অথরিটি		
৮২	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট পলিসি কো-অর্ডিনেশন কমিটির ১১তম সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব আবুল কাসেম খান সভাপতি, ডিসিসিআই
৮৩	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় "বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন (সংশোধনী) আইন ২০১৮ এর চূড়ান্ত সংশোধনী" প্রস্তাবের বিষয়ে ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
৮৪	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় বাংলাদেশ হতে সুদানে দীর্ঘ মেয়াদি জমি লীজ গ্রহণপূর্বক কৃষিকাজসহ প্রাণিসম্পদ ও মৎস চাষ বিষয়ে ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব রিয়াদ হোসেন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
৮৫	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃক আয়োজিত "Australia Bangladesh Trade Conference 2018"G অংশগ্রহণের বিষয়ে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতিমুলক সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব হোসেন এ সিকদার পরিচালক, ডিসিসিআই
৮৬	বিডা আয়োজিত 83th Edition of the Thessaloniki International Fair এ অংশগ্রহণ সংক্রান্ত প্রস্তুতিমূলক সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এনামুল হাফিজ লতিফি উপ-সচিব, ডিসিসিআই
৮৭	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃক আয়োজিত পোলান্ডে অনুষ্ঠিত বিনিয়োগ ও বাণিজ্য সেমিনারে অংশগ্রহণের প্রস্তুতিমুলক সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ হাবিব উল্লাহ তুহিন আহ্বায়ক, ডিসিসিআই
৮৮	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃক আয়োজিত Workshop for Policy Development (on FDI-driven linkage formulation) ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এনামুল হাফিজ লতিফি উপ-সচিব, ডিসিসিআই
৮৯	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃক আয়োজিত "Ninth edition of the Annual Investment Meeting (AIM) এ অংশগ্রহণের বিষয়ে প্রস্তুতিমুলক সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ হাবিব উল্লাহ তুহিন আহ্বায়ক, ডিসিসিআই
৯০	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃক আয়োজিত Second OIC Regional Investment Forum এ অংশগ্রহণের বিষয়ে প্রস্তুতিমুলক সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এনামুল হাফিজ লতিফি উপ-সচিব, ডিসিসিআই

ক্রমিক নং	অফিস, সংস্থা, বিষয়বস্তু	প্রতিনিধি
শিক্ষা মন্ত্রণালয়/Ministry of Education: Future TVET Plan in Bangladesh in Achieving SDGs		
৯১	শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত স্কিল এন্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (STEP) প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্য গঠিত Institutional Management Committee (IMC) এর অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ জয়নাল আব্দীন নির্বাহী পরিচালক, ডিবিআই, ডিসিসিআই
এফবিসিসিআই এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই প্রতিনিধি		
৯২	এফবিসিসিআই আয়োজিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) বিষয়ক ওয়ার্কশপে ডিসিসিআই এর প্রতিনিধিগণ	জনাব খন্দ. রাশেদুল আহসান পরিচালক, ডিসিসিআই জনাব হুমায়ুন রশিদ পরিচালক, ডিসিসিআই
৯৩	এফবিসিসিআই আয়োজিত "Transforming Business through Digital Financial Services: Challenges and Opportunities" শীর্ষক কর্মশালায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব হোসেন এ সিকদার পরিচালক, ডিসিসিআই
৯৪	এফবিসিসিআই আয়োজিত Ministry of Education (Secondary and Higher Education Division, Technical and Madrasah Education Division) অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ রাশেদ আলী আহ্বায়ক, ডিসিসিআই জনাব এম ফজলুল করিম যুগ্ম-সচিব, ডিসিসিআই
অর্থ মন্ত্রণালয়/জাতীয় রাজস্ব বোর্ড/ট্যারিফ কমিশন/যৌথমূলধনী কোম্পানী অধিদপ্তর		
৯৫	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আয়োজিত National Committee for Trade Facilitation এর অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এম শফিকুল আলম, এফসিএ আহ্বায়ক, ডিসিসিআই মেজর সৈয়দ মুনিবর রহমান (অবঃ) যুগ্ম আহ্বায়ক, ডিসিসিআই
৯৬	অর্থ মন্ত্রণালয় আয়োজিত "National Designated Authority (NDA)" অনুষ্ঠিত ৫ম সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এএইচএম রেজাউল কবির মহাসচিব, ডিসিসিআই
কৃষি মন্ত্রণালয়		
৯৭	কৃষি মন্ত্রণালয় আয়োজিত বাংলাদেশ ও কম্বোডিয়ার মধ্যে কৃষিজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ সম্ভাবনা বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এনামুল হক পাটোয়ারি আহ্বায়ক, ডিসিসিআই
৯৮	কৃষি মন্ত্রণালয় আয়োজিত Food Processing Stream বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ কমিটির অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধিগণ	জনাব এনামুল হক পাটোয়ারি আহ্বায়ক, ডিসিসিআই খন্দকার আনোয়ার কামাল প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর, ডিসিসিআই
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খণিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়		
৯৯	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খণিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় আয়োজিত রুফটপ সোলার সিস্টেম সংক্রান্ত Net Metering Guidelines বিষয়ক অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব সাইফুর রহমান সদস্য, ন্যাশনাল এনার্জি সিকিউরিটি স্ট্যান্ডিং কমিটি, ডিসিসিআই

ক্রমিক নং	অফিস, সংস্থা, বিষয়বস্তু	প্রতিনিধি
	স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়	
১০০	Multi Stakeholders platform (MSP) বিষয়ক অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ জয়নাল আব্দীন নির্বাহী পরিচালক, ডিসিসিআই
	Miscellaneous	
১০১	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগাধীন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ইন্ডাষ্ট্রি অ্যান্ড লেবার উইং এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন "বিজনেস ডিরেক্টরি আপডেট" শীর্ষক জরিপ কার্যক্রম এ অংশগ্রহণের জন্য ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব আবুল হাসান ফজলে রাব্বি উপ-সচিব, ডিসিসিআই
১০২	Integrating Climate Change adaption into sustainable development pathways of Bangladesh project এ ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এএইচএম রেজাউল কবির মহাসচিব, ডিসিসিআই
১০৩	"Inclusive Maritime Vision for Sustainable Development of Bangladesh" শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারে ডিসিসিআই এর প্রতিনিধিগণ	জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
১০৪	ঢাকা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আয়োজিত "স্কিল কম্পিটিশন-২০১৮" তে অংশগ্রহণের জন্য ডিসিসিআই'র প্রতিনিধি	মিসেস খোদেজা বেগম অধ্যক্ষ, ডিসিসিআই
১০৫	Draft Policy Paper on Financial Schemes for Export Competitiveness in Bangladesh organized by BUILD এ ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ জয়নাল আব্দীন নির্বাহী পরিচালক, ডিবিআই, ডিসিসিআই
১০৬	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় আয়োজিত "বিভাগীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরামর্শক কমিটি" সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এম ফজলুল করিম যুগ্ম-সচিব, ডিসিসিআই

ডিসিসিআই স্ট্যান্ডিং কমিটিসমূহের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্তসার ২০১৮

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সার্বিক পরিচালনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা করা, গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলীসহ পরামর্শ ও সুপারিশ প্রণয়ন করা, চেম্বারের প্রশাসনিক কার্জকম, দেশের আমাদনি-রপ্তানি বাণিজ্য, শিল্পায়নে বিরাজমান সমস্যা, জাতীয় বাজেট, নতুন করারোপ এবং সর্বোপরি বাণিজ্যিক প্রতিক্রিয়াসহ নানাবিধ সমস্যার উপর পর্যালোচনার মাধ্যমে বাস্তবমুখী বিশ্লেষণাত্মক পরামর্শ দেয়া স্ট্যান্ডিং কমিটিসমূহের মূখ্য দায়িত্ব। ২০১৮ সালে মোট ১৮টি স্ট্যান্ডিং কমিটি এবং ৪টি বিশেষ কমিটি তাদের কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখেছে। বিষয়ভিত্তিক স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলোর বার্ষিক কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হয়েছে।

ডিসিসিআই রিভিউ অ্যাডভাইজরি বোর্ড

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র মুখপাত্র হিসেবে ডিসিসিআই মাসিক রিভিউ দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশিত হচ্ছে। ব্যবসায়ী মহলে তথা দেশে ও বিদেশে এ প্রকাশনা ইতিমধ্যে একটি স্থান করে নিয়েছে। সংবাদপত্র ও মননশীল প্রকাশনায় খ্যাতিমান কয়েকজন ব্যক্তিত্বের তত্বাবধানে প্রতিমাসে ডিসিসিআই মাসিক রিভিউ প্রকাশিত হয়। এর উপদেষ্টা পরিষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দরা হলেন- ড. মিজানুর রহমান শেলী-চেয়ারম্যান, সৈয়দ কামাল উদ্দিন-সদস্য, জনাব এ এস এম কাসেম-সদস্য, জনাব এম এ মোমেন-সদস্য এবং জনাব হোসেন খালেদ-সদস্য এবং সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন জনাব আবু জর মোহাম্মদ আক্কাস।

এগ্রোবেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্সিয়ালাইজেশন অব এগ্রিকালচার স্ট্যান্ডিং কমিটি

জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষিভিত্তিক শিল্পের ভূমিকা অপরিসীম। বিভিন্ন কৃষিজাত শিল্প স্থাপনের সম্ভাব্যতা, বাজারজাতকরণ, কৃষি নীতিমালা সম্পর্কিত বিষয় এবং WTO Agreement এর আলোকে জাতীয় অর্থনীতিতে, নীতি নির্ধারণী মন্ত্রণালয় এর বিভিন্ন সংস্থার বিবেচনার জন্য এবং কার্যকরী সুপারিশমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) "এগ্রোবেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্সিয়ালাইজেশন অব এগ্রিকালচার ২০১৮" স্ট্যান্ডিং কমিটি কাজ করে আসছে। ২০১৮ সালে ডিসিসিআই'র "এগ্রোবেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্সিয়ালাইজেশন অব এগ্রিকালচার ২০১৮" কমিটির ৫টি সভা এবং ডিসিসিআই এভিসি প্রকল্পের অধীনে ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে ১৪/১৫টি সভা, সেমিনার, ওয়াকর্শপ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কৃষিভিত্তিক শিল্প আলোচনার আওতায় যে বিষয়গুলো বিবেচনায় আসতে পারে, সেগুলো হলো– ফসল ও অন্যান্য কৃষিজ সম্পদ উৎপাদন ও বহুমুখীকরণের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। বাংলাদেশের কৃষিখাতের সাথে গবাদি পশু, মৎস্য ও বন প্রভৃতি খাতসমূহও ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। বাংলাদেশের কৃষি কার্যক্রম মূলত প্রকৃতি, পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর নির্ভরশীল। যেহেতু কৃষিই বাংলাদেশের জনজীবনের প্রধান অবলম্বন, সে কারণে কৃষি সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়সমূহ যেমন– কৃষির ইতিহাস, কৃষি জমি, চাষ পদ্ধতির ধরণ, কৃষি শ্রমিক, কৃষি ঋণ, কৃষি সামগ্রী বিপণন, কৃষি নীতি, কৃষি শিক্ষা ও গবেষণা, ফসলের জাত উদ্ভাবন, ফসলের ক্ষতিকর প্রাণী ও রোগবালাই, কৃষিসম্পদ, কৃষি পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়াদি, কৃষি যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি, খামার উপকরণ ও সরঞ্জাম, কৃষিসংস্থা, কৃষি সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ ইত্যাদি সক্রিয় বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। এ কমিটির ২০১৮ সালের বার্ষিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে কার্যক্রম ও সুপারিশ নিম্নরুপ–

০১। গত ০৯ আগস্ট, ২০১৮ তারিখে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হালাল খাদ্যদ্রব্য বিষয়ক "Halal Certification Standards and Challenges: Opportunities for Bangladesh Market" সেমিনার সফলভাবে আয়োজন করা হয়। এ সেমিনারে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব কাজী এম আমিনুল ইসলাম প্রধান অতিথি এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূত সাইদ মোহাম্মদ আল-মেহেরি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

০২। মাননীয় বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রীর উপস্থিতিতে "পাটের বহুমুখীকরণ (মন্ড ও কাগজসহ) উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং পরিবেশ বান্ধব ব্যবহার (Eco-Friendly Pulp and Paper Processing from Jute)" বিষয়ে একটি সেমিনার আয়োজন করার পর ডিসিসিআই'র সুপারিশক্রমে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়, যেখানে ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি রয়েছেন।

০৩। এ কমিটির সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব ইমরান আহমেদ-কে ডিসিসিআই'র সম্মানিত সভাপতি মহোদয়ের পরামর্শ অনুযায়ী বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ জুট ডাইভারসিফিকেশন সেন্টারের কাউন্সিল সভায় প্রতিনিধিত্ব করার জন্য মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।

০৪। পাট থেকে পরিবেশবান্ধব মন্ড ও কাগজ উৎপাদনে ডিসিসিআই'র সুপারিশক্রমে মাননীয় বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী মির্জা আজম তাঁর বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে Strategic Planning for Jute Sector (2018-2041) বিষয়ক একটি কমিটি গঠন করেছেন, যেখানে ডিসিসিআই'র প্রতিনিধি হিসাবে আহ্বায়ক জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না এবং যুগ্ম সচিব জনাব এম ফজলুল করিম নিয়মিত প্রতিনিধিত্ব করছেন।

০৫। ২০১৮ সালে এ কমিটির মাধ্যমে ডিসিসিআই এগ্রো টেক মেলা 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরা'তে সফলভাবে সম্পন্ন করায় ডিসিসিআই সভাপতি মহোদয় প্রতি বছর এ জাতীয় মেলা আয়োজনের পরামর্শ দিয়েছেন এবং এর লোগোটি ইতোমধ্যে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে।

০৬। পাট থেকে প্রস্তুতকৃত কাগজের বহুমুখী ব্যবহার উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে প্রচারণার জন্য 'Promoting Jute Paper' স্লোগানটি নির্ধারণ ও রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে।

০৭। ডিসিসিআই'র সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন এবং এগ্রোবেইজড কমিটির আহ্বায়ক জনাব এনামূল হক পাটোয়ারীকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে 'বিডা' কর্তৃক আয়োজিত সুদানে কৃষি ও মৎস্য চাষে বিনিয়োগ বিষয়ক সেমিনারে অংশগ্রহণ করার জন্য মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। উভয়েই এরই মধ্যে এই সভায় অংশগ্রহণ করেন।

০৮। ডিসিসিআই'র এগ্রো কমিটির আহ্বায়ক জনাব এনামূল হক পাটোয়ারীকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল সভায় উপস্থিত থাকার জন্য মনোনয়ন দেওয়া হয় এবং তিনি বিগত সভায় অংশগ্রহণ করেন।

০৯। ডিসিসিআই'র এগ্রো কমিটির আহ্বায়ক জনাব এনামূল হক পাটোয়ারী এবং ডিসিসিআই ইউএসএইড প্রকল্পের সমন্বয়কারী খন্দকার আনোয়ার কামালকে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত কৃষি বিষয়ক সভায় উপস্থিত থাকার জন্য মনোনয়ন দেওয়া হয় এবং উভয়ে ইতোমধ্যে এ বিষয়ক বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণ করেন।

১০। ডিসিসিআই-এর ৬০ বৎসর উদযাপন উপলক্ষ্যে এ কমিটির ৩১ জন সদস্যের মধ্যে ২৩ রেজিস্ট্রেশন করেন এবং অতিরিক্ত কমিটির বাইরে ডিসিসিআই'র ৮ জন সদস্য রেজিস্ট্রেশন করেন।

এগ্রোবেইজড স্ট্যান্ডিং কমিটির সহযোগিতায় DCCI-USAID DAI Project এর মাধ্যমে ইতোমধ্যে যে সমস্ত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে এবং যা বাস্তবায়িত হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ

Proposed Activities for the Second Phase

1. **Dialogue with eight district chambers:** Meeting with the President, Vice President and Secretary to brief on the DCCI-DAI AVC Project. Informing them about the benefit of this project, prospective beneficiaries and role of district chambers to implement the project accordingly. Selected Chambers could be Khulna, Satkhira, Bagherhat, Jessore, Faridpur, Pirojpur, Barisal, and Bhola Chamber of commerce.
2. **Organizing Trade Fair:** Three trade fairs were organized (Two at the Southern Belt of Khulna and Barisal, One in Dhaka) with Agro Processing Products for 7 days to facilitate stakeholders gathering and promoting agro-products.
3. **Skills development training:** Skill development training programme was organized on diversified jute goods (handicrafts and others) for 20 participants (7 days long) at 8 district chambers.
4. **Study on Jute Sector:** Conduct a sector study on Jute and its potentials in Bangladesh
5. **Organizing Workshop:** Organized workshops at 8 district chambers to build awareness on the prospects of jute products in home and abroad.
6. **Organizing Seminar:** Three seminars held on Dhaka, Khulna and Barisal regarding Jute Paper Packaging Act.

7. **5 Training Programme at DBI:** Organized five training programme on "How to Prepare Handicraft and Gift Item by Jute" at DCCI Business Institute (DBI) in Dhaka.
8. **2 Training Programme on Global GAP:** Organized 2 training programmes of Global GAP in Dhaka.
9. **Sending delegation to Foreign Trade & Technology Fairs:** Sending 3 delegations consisting of 5 members to visit trade fairs in Dubai, Indonesia and Vietnam.
10. **Capacity Building Training for Project Staffs:** Two capacity building trainings (1 at home and 1 in abroad) could be organized for the projects staffs.
11. **Conducting Study on Prospect of Coconut Industry in Bangladesh:** Conducting a study on Prospect of Coconut and its derivatives in Bangladesh.
12. **Knowledge Dissemination Workshop:** Organized Knowledge Dissemination Workshops with identified Tech-based entrepreneurs at 3 District Chambers.
13. **SME Selection:** Selecting at least 10 SMEs from each region and help them establish as agro-entrepreneurs as per guideline of DCCI E2K Project.
14. **Preparing Brief Paper & Organizing Knowledge Dissemination Workshop:** Prepared a brief paper on horticulture, plant nutrition, agricultural technology commercialization, national and global plant protection, and Soil resource management. A day-long workshop could be organized in Dhaka to disseminate the information of these five papers.

DCCI's – USAID (AVC) Project

Second (2nd) Phase of DCCI's – USAID (AVC) project has been successfully completed. Following are the activities done by DCCI under this project: (From April – June 2018)

S.L	Activities	Remarks
1	Study Tour: A 3-member delegation visited Germany to attend Global GAP actor Fair.	Completed
2	Establishing a DCCI Agro Business Support Services Desk.	Completed
3	Organizing a National Agro value chain actor Fair (DCCI Agro Tech 2018).	Completed
4	Launching a course on designing and manufacturing of diversified high-end jute products at DBI.	Completed
5	Launching a short course on supply chain management at DBI.	Completed
6	Study/research on exploring investment opportunities of Jute paper act and Jute pulp & Jute paper production.	Completed by PPRC
7	Meeting with 5 district (Satkhira, Jessore, Faridpur, Bhola and Barisal) chambers for planning and designing to support local entrepreneurs to ensure access to finance.	Completed
8	Organizing workshop in 5 districts (Satkhira, Jessore, Faridpur, Bhola and Barisal) on enhancing access to finance.	Completed
9	Listing 50 entrepreneurs through screening from 5 districts.	Completed
10	Organizing training on Entrepreneurship and Bankable Project Preparation for listed Entrepreneurs.	Completed
11	Developing Training module on PMP and organizing trainings for staff.	Completed

"Destination Bangladesh Fair" এ কেবলমাত্র বাংলাদেশের প্রোডাক্ট উপস্থাপন করার বিষয়ে সুপারিশ করা হয়। গত ২৮-২৯ অক্টোবর, ২০১৮ ইং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) ৬০ বৎসর উদযাপন উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু আর্ন্তজাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের কার্নিভাল হলে এ মেলা আয়োজন করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই মেলা উদ্বোধন করেন। মেলায় বিভিন্ন পরিসরের খ্যাতিমান ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এই মেলায় মোট ৪০টি স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয় যার প্রতিটির মূল্য নির্ধারণ করা হয় ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা।

DCCI Presents "International Flower Exhibition and Conference: December 06 to 08, 2018 at Bangabandhu International Conference Centre, Dhaka (বিনিয়োগ ও রপ্তানীতে বাংলাদেশের ফুলের বাজারঃ সম্ভাবনা ও সুযোগ) বিষয়ক মেলা আয়োজনে আলোচনা ও সুপারিশ প্রণয়ন;

Potential National and International Exhibitors Selection:

Lists of potential exhibitors are as follows:

- Flower Wholesalers & Retailers
- Processed Flower Traders
- Flower Processing Companies
- Seeds and Fertilizers Traders
- Gardeners
- Production and Process Machines & Equipment Traders
- Planting Material Traders
- Growers & Breeders
- Landscape Contractors & Managers
- Research Organizations
- Educational Institutes
- Packaging, Decorating & Accessories Traders
- Financial Institutions etc.

Thematic Shows and Events:

To attract the visitor, businessman and general audience, different flower based thematic shows and events will be organized not only for recreation purpose, but also to show the uses of flower which will catch the attention of business people. A list of thematic shows and events are as follows:

- Fashion Show
- Exhibition
- Folk Musical Performance
- Photography Show
- Children Art Competition
- Flower Dance by Children
- Children Play Zone
- 3D mapping Show
- Talent Show and Comedy Hours

এ স্ট্যান্ডিং কমিটিতে জনাব ইমরান আহমেদ, সমন্বয়কারী পরিচালক, জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী, আহ্বায়ক; জনাব বেল্লাল হোসেন, যুগ্ম আহ্বায়ক। এ ছাড়া প্রাক্তন পরিচালক জনাব আব্দুল আজিজ সরকার; জনাব মমিন উদ দৌলা; জনাব মোঃ খোরশেদ আলম; জনাব মোঃ ছাখায়েত উল্লাহ; জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, জনাব আবু বকর মোঃ সিদ্দিক; জনাব আতিকুল হাসান; মিসেস মোহাম্মদী খানম; মিসেস পারভিন হোসেন, জনাব মোঃ জামশেদ আলী; ক্যাপ্টঃ মোঃ নুরুল হক; জনাব নান্না মিয়া; জনাব মোঃ কবির হোসেন; জনাব পারভেজ আহমেদ; ইঞ্জি. এম শরিফুল আলম; জনাব এম এ রিয়াজ; মিসেস আসমা খাতুন; জনাব মোঃ সাইফুর রহমান; জনাব মোস্তাফিজুর রহমান; মিসেস তাসলিমা সিদ্দিকা রত্না; জনাব মোঃ শাহজামাল মিয়া; জনাব মোঃ ইকবাল মাহমুদ; জনাব মোঃ সহিফুল ইসলাম শাহিন; জনাব একেএম শরিফুল ইসলাম; ইঞ্জিঃ মোঃ মিজানুর রহমান; জনাব কামরুল ইসলাম তুহিন; জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান; জনাব মোঃ আলমগীর ভুঁইয়া প্রমুখ এ কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

Standing Committee on "Country Competitiveness (New Economy-FDI, Branding, Big B, Blue Economy)"

Committee decided to seat with the sectoral associations and multilateral trade relevant platforms to know their recommendations for making Bangladesh more effective. This committee has organized 5 meetings with the following stakeholders and received following recommendations:

1. BIMSTEC Secretariat:

1. Bangladesh should sign more bilateral and regional free trade agreements, Mutual customs cooperation, Investment facilitation etc. agreements with its business partners.
2. Enhancing connectivity with neighboring countries along with inter country power greed connection, regional value chain development and other resource sharing.
3. Improvement of service sector cooperation to supply skilled manpower like nurses, doctors, engineers and others professionals.

2. BTMA:

1. Allocation of lands for Textile sector in the special economic zone is going to be developed by the government.
2. Bank interest for Textile sectors should be reduced to single digit.
3. Uninterrupted electricity & Gas supply at an economy rate.

3. BEIOA:

1. Providing policy support to the Light Engineering sector by imposing duty on imported agro machinery and spare parts.
2. Offering special featured undine facilities like Turkey for the SME are of Light Engineering sector.
3. Light Engineering Sector should get special corner in the newly developing sector.

4. BASIS:

1. Initiate the capacity building activities including training, workshops, skill development in IT, HRM Sector.
2. More focus is required on IT sector to explore local market by the government.
3. Facilitating single digit interest rate for IT sector.

5. BAPA:

1. Technology adaption in Agro Processing organization.
2. Achieving International Certification providing Training for skill development for the workers and professionals.
3. Bank interest rate for agriculture sector should be fixed at 5%.

Committee has selected following title for the seminar "Country competitiveness: Barriers and Challenges" and recommended a budget of Tk. 1, 25,000/= for the seminar. Committee seated twice at DCCI Gulshan Center and recommended to organize above mentioned seminar with the findings but due to DCCI's 60 years programme this seminar has been forwarded to next year.

Engr. Akber Hakim, Director, DCCI is the Coordinating Director of the Standing Committee on Country Competitiveness; Mr. Shams Mahmud, Convenor, Mr. Zakir Hossain and Mr. Golam Zilani are the Joint-Convenor of the Standing Committee. The other members of the Standing Committee are: Mr. Rizwan-ur Rahman, Former Director, DCCI, Mr. Syed Almas Kabir, Mr. Sameer Sattar, Mrs. Shabina Begum, Mr. Mohammad Dawood Raywas, Mr. A.I.M. Hasanul Mujib, Mr. Shakawat Hossain Mamun, Mr. Md. Enamul Haque Sujon, Dr. Lokiat Ullah, Mr. Syed Tajul Bashar Tapu, Mr. Mohammad Siaam Al-Ddin Malik, Mr. M. A. Hannan Bashar, Mr. Md. Sirajul Islam, Mr. Mamunur Rashid, Mr. Sunny Chandra Saha.

Standing Committee on "Customs, VAT, Taxation, NBR Related Issues"

This standing committee has greater attention to the rules and procedure of Customs, VAT, Taxation and NBR related issues and prepares effective policy recommendations for the simplification and rationalization of the Taxation systems. The committee also discusses the problem faced by the business community regarding Customs, VAT, Tariff and Taxation and suggests for their remedial measures and policy support to the Board of Director of DCCI. The committee also prepares effective and fruitful recommendations on National Budget and provided policy proposal for the Live TV Program on **"Pre-Budget FY 2018-19 Discussion"** jointly organized by DCCI, The Daily Samakal and Channel 24 at Media Bazar, BICC.

At the beginning of the year, a full-year program schedule has created and the committee follows the schedule. During the year, Seven (7) Standing Committee meetings and (2) DCCI Tax Guide Publication Sub Committee meetings were held. Effective and fruitful recommendations on National Budget 2018-2019 Come out and the committee has prepared a total of Twenty One (21) recommendations on Income Tax, Import Duty and Value Added Tax, Tax on Dividend and SD. DCCI recommendations on National Budget 2018-2019 were sent to NBR and FBCCI to incorporate in the National Budget. From the given policy proposal, one proposal to omit Multilayer Tax on Dividend Income is accepted as per the reference of DCCI. While 5 other proposals are partially accepted and it reflects the validity of the proposals given the Standing Committee.

Like last year, under this Standing Committee, the chamber had published its one of the regular publication "Tax Guide 2018-19". To raise awareness about Tax-related matters and to make it interesting to all the members of the chamber, the tax guide was distributed free of charge by Pathao Parcel service within shortest possible time to the members, the office bearer of ICAB, ICMA, ICSB and NBR officials. The Tax Guide is prepared by DCCI internal recourses experts under the guidance of this Standing Committee. Along with this, representatives from this committee/DCCI had participated in various meetings at different Ministries/departments. At the same time, the committee had planned to organize a seminar on proposed "Income Tax Act 2016" but having uncertain circumstance the aforementioned seminar couldn't held.

During the year, Mr. Kamrul Islam, FCA, Director, DCCI & Coordinating Director; Mr. M. Shafiqul Alam, FCA, Convenor; Mr. M. Mosharrof Hossain and Major Syed Munibur Rahman, Retd. & Mr. Manoranjan Bhakta, FCA Joint Convenor of the Standing Committee performed their responsibilities.

The other distinguished members of the Standing Committee were: Mr. Absar Karim Chowdhury, Former Vice President, DCCI; Mr. M. Abu Hurairah, Former Vice President, DCCI; Mr. M. Anwarul Haque, Former Director, DCCI; Mr. Ahmed Hossain Mozumder, Former Director, DCCI; Mr. A.K.D. Khair M Khan, Former Director, DCCI; Mr. Muktar Hossain Chowdhury, Former Director, DCCI; Engr. Kazi Mahbubur Rahman; Mr. Mohammed Nizam Uddin Talukder; Mr. Saiful Islam Chowdhury; Mr. P. K. Roy, FCA; Mr. ASM Nazrul Islam; Haji Shafique Ullah Khan; Mr. Md. Atiqur Rahman; Mr. Noor Hossain; Mr. Md. Sakhayet Ullah; Mr. Md. Atiqul Hasan; Mr. Muhammad Zamsher Ali; Mr. Feroz Ahmed; Mr. A K M Nurul Huda Pintooo; Mr. Imdadul Mahmud; Mr. Mohd. Zakir Hossain; Engr. M. Shariful Alam; Mr. Abul Hasan Muhammad Shahadat Ullah; Mr. Md. Hossain Khan Milan; Mr. Md. Sohiful Islam Shahin; Mr. Golam Gaffar; Mr. M. A. Reaz; Mr. Mohammad Siaam Al-Ddin Malik; Mr. Mohammad Nurun Nabi, FCA. Furthermore, Mr. Animesh. Chandra Saha (Partha), Deputy Chief Accountant and Mr. Harunur Rashid, Assistant Secretary has performed their responsibility as the dealing officer of the Standing Committee.

পাবলিশিং, প্রিন্টিং অ্যান্ড লাইব্রেরী ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি

ডিসিসিআই-এর ক্রমবর্ধমান কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে প্রায়শই বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনা বের করে থাকে। ডিসিসিআই প্রকাশনাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মাসিক ভিত্তিতে প্রকাশিত ডিসিসিআই রিভিউ, বার্ষিক প্রতিবেদন, ট্যাক্স গাইড, কমার্শিয়াল হিস্ট্রি অব ঢাকা, ইনট্রোডিউসিং ডিসিসিআই, ব্রশিউর, ফ্লায়ার, শুভেচ্ছা কার্ড, ডেলিগেশন ব্রশিউর ইত্যাদি। এ সকল প্রকাশনাসমূহের মানোন্নয়নসহ দেশের সার্বিক প্রকাশনা খাতের উন্নয়নে বিভিন্ন সুপারিশ প্রণয়ন এ কমিটির অন্যতম উদ্দ্যেশ্য ও লক্ষ্য। তাছাড়াও এ কমিটি দেশের মুদ্রণ শিল্পের সার্বিক উন্নয়নে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানকল্পে সুপারিশ প্রনয়ন করে থাকে।

জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে পাবলিশিং, প্রিন্টিং অ্যান্ড লাইব্রেরী ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি নিরলস কাজ করে থাকে। এ কমিটি সৃজনশীল প্রকাশনা বৃদ্ধির সুপারিশও প্রণয়ন করেছে। পুরো নাম সুপারিশ অনুযায়ী কমার্শিয়াল হিস্ট্রি অব ঢাকা এর বাংলা সংস্করণ প্রকাশ করেছে। এ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী যথাশীঘ্রই কমার্শিয়াল হিস্ট্রি অব ঢাকা এর ইংরেজী ভার্সনের দ্বিতীয় সংস্করণের কাজ দ্রুত গ্রহণ করা হবে।

এ বছর এ কমিটির ৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও কমিটির সুপারিশের আলোকে এবং ডিসিসিআই পর্ষদ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রিন্টিং, পাবলিশিং ও লাইব্রেরী খাতের উপর সেমিনার আয়োজন করা হবে। কমিটির সুপারিশের আলোকে মুদ্রণ ও প্রকাশনা খাত কে "থ্রাষ্ট সেক্টর" হিসেবে ঘোষণার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সক্ষমতা অর্জনের জন্য এ খাতের উন্নয়নে বন্ড সুবিধা সহ অন্যান্য প্রণোদনা প্রদানের বিষয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পত্র প্রেরণ করা হয়। পাশাপাশি বর্তমান সরকারের প্রস্তাবিত ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের মধ্যে ১টি কে মুদ্রণ ও প্রকাশনা খাতের জন্য বরাদ্দ প্রদান এবং এ খাতের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য একটি আলাদা মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগ প্রণয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও কমিটির সুপারিশের আলোকে **"বিশ্বায়নে বাংলাদেশের প্রকাশনা ও মুদ্রণ শিল্প"** শীর্ষক একটি সেমিনার আয়োজনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ডিসিসিআই'র বিদ্যমান লাইব্রেরীকে একটি আধুনিক ই-লাইব্রেরীতে কিভাবে রুপান্তরিত করা যায় তার একটি রুপরেখা তৈরীর জন্য কমিটির পক্ষ থেকে একটি সুপারিশ করা হয়। এছাড়াও ডিসিসিআই'র পক্ষ থেকে একটি ই-বুলেটিন বের করার বিষয়েও কমিটির সদস্যগণ মতামত প্রকাশ করেন।

পূর্ববর্তী বছরগুলোর মত এ বছরও পাবলিশিং, প্রিন্টিং অ্যান্ড লাইব্রেরী ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি ভ্যাট ট্যাক্স স্ট্যান্ডিং কমিটির সাথে "ট্যাক্স গাইড ২০১৮-১৯" প্রকাশনায় যৌথভাবে শতভাগ সফলতার সাথে কাজ করেছে। এ কমিটি ডিসিসিআই'র জনসংযোগ শাখার আধুনিকায়ন ও দক্ষতা উন্নয়নেও আলোচনা ও সুপারিশ প্রণয়ন করে থাকে।

ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আল আমিন, সমন্বয়কারী পরিচালক; জনাব এম মোশাররফ হোসেন, আহ্বায়ক এবং জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ ও জনাব মোঃ শামিম ভূঁইয়া যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে ২০১৮ সালে এ কমিটিতে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও, ক্যাপ্টেন মোঃ নূরুল হক (অবঃ), ড. খলিলুর রহমান, কবি লিলি হক, জনাব রঘুপতি সেন, জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার মোঃ মেহেদী হাসান, মিস দোয়েল আক্তার, জনাব মোহাম্মদ সেলিম, জনাব আব্দুল আজিজ এবং জনাব ইমাদুল মাহমুদ এ বছর এ কমিটিতে সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ডিসিসিআই এস্টেট, কনস্ট্রাকশন এন্ড মেইন্টেন্যান্স স্ট্যান্ডিং কমিটি

ডিসিসিআই এস্টেট, কনস্ট্রাকশন এন্ড মেইন্টেন্যান্স স্ট্যান্ডিং কমিটি ডিসিসিআই-এর নিজস্ব ভবনের রক্ষণাবেক্ষণ, অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সম্পদ সম্প্রসারণ, ভবনের ভাড়াটিয়া প্রতিষ্ঠানের সুবিধা-অসুবিধা, ভাড়া আদায় ত্বরান্বিত করা, খালি স্পেসসমূহ গ্রহণযোগ্য প্রতিষ্ঠানের নিকট ভাড়া প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে সৃজনশীল প্রস্তাবনা এবং পর্ষদ অনুমোদিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করে থাকে। এছাড়াও এ কমিটি চেম্বারের এস্টেট সংক্রান্ত আইনগত বিষয়গুলোর উপর বস্তুনিষ্ঠ সুপারিশ প্রণয়ন করে থাকে।

চেম্বার ভবনের অফিস স্পেস ভাড়া আয়ের অন্যতম উৎস। কমিটির দিক নির্দেশনা অনুযায়ী ভবনের খালি জায়গাসমূহ ভাড়া দেয়ার বিষয়ে উদ্যোগ নেয়া হয়। এ বছর মধুমতি ব্যাংক লিঃ এর সাথে ৪র্থ তলার ২৭৪৪ বর্গফুট ফ্লোরের ভাড়া নবায়ন করা হয়েছে। অন্যান্য খালি স্পেসগুলোতে গ্রহণযোগ্য প্রতিষ্ঠানের নিকট ভাড়া প্রদানের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। ইতোমধ্যে ৬ষ্ঠ তলার ১৩৩০ বর্গফুট ফ্লোর সিটি ব্রেকারেজ লিঃ এর অনুকূলে ভাড়া প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

৬৫ নং প্লট অবমুক্তির বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টের রায়ের পর আপীল (সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল) কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মেসার্স শেখ অ্যান্ড চৌধুরীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। গত ১১ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে আপিলটি শুনানির দিন ধার্য ছিল এবং শুনানি অপেক্ষমান আছে। কমিটির আদেশে ঢাকা চেম্বারের লিগ্যাল এ্যাডভাইজার বিষয়টি নিয়ে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছেন।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বর্ধিত পৌরকর দাবির প্রেক্ষিতে কমিটির সিদ্ধান্তে বিধি মতে আপিল করা হয়েছে এবং আগের নির্ধারিত হারেই ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের হোল্ডিং ট্যাক্স পরিশোধিত হয়েছে।

চলতি বছরে ইতোমধ্যে এ কমিটির ১০টি সভা ও পর্ষদ কর্তৃক গঠিত গুলশানে ক্রয়কৃত অফিস স্পেস ডেভেলপমেন্ট সংক্রান্ত বিশেষ কমিটির অন্ততঃ ৪টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। কমিটির নিয়মিত সভার পাশাপশি ডিসিসিআই-এর উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত কাজে কমিটি চেম্বার কর্তৃপক্ষের সাথে একাধিক বৈঠক করেছে এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সভাপতি মহোদয়কে তাঁর চাহিদামতে ডিসিসিআই এর কাঠামোগত ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত প্রতিটি উন্নয়ন কর্মকান্ডে স্ট্যান্ডিং কমিটির সমন্বয়কারী পরিচালক, আহ্বায়ক, যুগ্ম আহ্বায়ক, অন্যান্য সদস্যবৃন্দ তাদের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ দিয়ে কমিটির কাজে বিশেষ অবদান রেখেছেন।

এ কমিটির তত্ত্বাবধানে ভবনের ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল, ইলেকট্রিক্যাল/মেকানিক্যাল রক্ষণাবেক্ষণ যেমন এলজি লিফট আধুনিকায়ন, পিএ সিস্টেমের ১৫টি মাইক্রোফোন মেরামত, সাবস্টেশনের ডিএফসি ফিউজ ইন্সটলেশন এসি মেরামত, পিএলসি লাইট প্রতিস্থাপন করে এলইডি লাইট স্থাপন ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া ৩টি লিফট এর ত্রুটি-বিচ্যুতি সংস্কার, প্রয়োজনীয় সিকিউরিটি এলার্ম সংযোজন করা হয়েছে, ইন্টারকম যোগাযোগ নিশ্চিত করাসহ প্রাসঙ্গিক upgradation কার্যক্রম সময়পোযোগীভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।

ভবনের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে Face Lifting কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রস্তাবনা রাখা হয়েছে। সিঁড়ি লবিতে টাইলস স্থাপন কার্যক্রম বাস্তবায়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

এছাড়া ভবনের ৭ম তলায় Presidents Exclusive Floor নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং যা গত ২০-০৯-২০১৮ তারিখে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এমপি আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় তলায় Service/Office Zone এবং ৬ষ্ঠ তলার ছাদে গার্ডেনিং নির্মাণ কাজ শুরু করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।

ভবনের বৈদ্যুতিক ও ফায়ার সেফটি নিশ্চিত সংক্রান্ত দিক নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ফায়ার হাইড্রেন্ট সিস্টেমে ২০ বছরের গ্যারান্টিযুক্ত হোজ পাইপ স্থাপন করা হয়েছে এবং বৈদ্যুতিক বিষয়ে প্রয়োজনীয় ছোট-খাটো সংস্কার ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে।

পূর্বাচলে গত ১৬/০৫/২০১৮ ইং তারিখে রাজউক কর্তৃক ডিসিসিআই বিজনেস ইন্সটিটিউট এর জন্য বরাদ্দপ্রাপ্ত ১ বিঘা জমির বিপরীতে ১ম কিস্তি বাবদ (৪০%) ১,১৪,০০,০০০/- (এক কোটি চৌদ্দ লক্ষ) টাকা ইতোমধ্যে পরিশোধ করা হয়েছে। রাজউক-এর পরবর্তী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ডিসিসিআই এর জন্য Land Owner-দের নিকট থেকে গুলশানে ক্রয়কৃত (bti Landmark কর্তৃক নির্মিতব্য) ৩৩২৪ বর্গফুট অফিস স্পেস **(৩টি পার্কিংসহ)** (প্লট-১৬, ব্লক- সিডব্লিউএস (এ), গুলশান এভিনিউ, ঢাকা-১২১২) এ কমিটির তত্ত্বাবধানে অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষ সমীপে প্রদান করা হয়েছে। আগামী ডিসেম্বর '১৮ এর মধ্যে হস্তান্তরের কথা রয়েছে। ইতোমধ্যে প্রাক্তন সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ এর নেতৃত্বে গঠিত বিশেষ কমিটির সহায়তায় গুলশানে ক্রয়কৃত অফিস স্পেস রিনোভেশন কাজের জন্য স্থাপত্য প্রতিষ্ঠান নির্বাচন ও হস্তান্তর প্রাপ্তি সাপেক্ষে কার্য সম্পন্ন করার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

এ কমিটি ডিসিসিআই এর আইনগত বিষয়সমূহ পর্যালোচনাপূর্বক যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ রাখে। কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে এ কমিটি প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন করেছেন।

জনাব হোসেন এ সিকদার সমন্বয়কারী পরিচালক, ইঞ্জিঃ এম এ ওয়াহাব আহ্বায়ক এবং ইঞ্জিঃ মোঃ মোস্তফা কামাল ও মিস শামসুন্নাহার যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে ২০১৮ সালে এ কমিটিতে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও সর্বজনাব হোসেন আখতার, আবসার করিম চৌধুরী, এম আবু হোরায়রাহ, এম আনওয়ারুল হক এবং আলহাজ্ব মোঃ শরফুদ্দিন কমিটিতে সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ঢাকা চেম্বারের ভবনের সার্বিক উন্নয়নে এই কমিটি সারা বছর কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। এছাড়াও ভবনের চলমান সকল উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সুনিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা এ কমিটির অন্যতম প্রধান কাজ।

Standing Committee on "Export Import Policy, Trade Development & Diversification – (WTO, FTA etc.) & Companies Act"

This Committee spearheads monitoring and evaluating the changing business scenario in Bangladesh with particular reference to pivot reform in the domain of Companies Act, Export-Import policies, and trade competitiveness after achieving Middle Income Status, Post Brexit and further, formulates recommendations/inputs for firming up Bangladesh's position for negotiations in international and regional bodies. Furthermore, this committee deals with critical reforms in policy matters, trade infrastructure and ecosystem by forwarding input to concerned ministries and government agencies for developing and balancing environment for export, import and trade facilitation.

During the year 2018, total two meetings were held under this Standing Committee. The meetings discussed various issues related to Companies Act reform, Export & Import Policy, Export Promotion, FTA, export market expansion, exploring new market and products etc. This Committee appointed two advisors to work on the possible reforms to be proposed in the new Companies Act and ended up preparing a detail study on the draft Companies Act Bill. Under the guidance of this Committee, Research & Development Department of DCCI prepared a synopsis on existing export and import policy orders. Additionally, as decided by the Committee, Research & Development also prepared a synopsis on the trade status of Bangladesh with major regional blocs. Provided the critical need of a robust reform in Companies Act, this Committee arranged a Round table discussion titled 'Companies Act: Critical Reforms for Private Sector Development' on May 24, 2018 at DCCI Auditorium. Mr. M. A. Mannan, MP, Hon'ble State Minister, Ministry of Finance and Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh graced the Round table discussion as the Chief Guest while Mr. Shubhashish Bose, Secretary, Ministry of Commerce, Government of the People's Republic of Bangladesh was present as the Special Guest.

Representatives from this Committee participated in various meetings at various ministries and other government bodies. Members of this Standing committee participated in local and international trade exhibitions and trade missions.

Mr. Nuher Latif Khan, Director, DCCI acted as Coordinating Director, Mr. Amer Yusuf acted as Convenor while Mr. Md. Ikram Dhali and Mr. Noor Hossain acted as Joint Convenor of the Standing Committee.

The other distinguished members of the Standing Committee were: Mr. A.K.M. Delwar Hossain; Mr. Sk. Md. Waliul Islam; Mr. Abu Bakr Md. Siddique; Mr. Parvez Ahmed; Md. Munir Hossain; Mr. Md. Mamunur Rahman; Dr. Md. Zakir Hossain; Mr. Md. Atiqul Hasan; Mr. Md. Omar Faruk; Mr. Md. Kabir Hossen; Mr. Abdul Mumit; Mr. Mohammad Kamruzzaman; Mr. Md. Hossain Khan Milan; Mrs. Suraiya Alam; Mr. M.H.K. Jahangir Mahmud; Mr. Md. Azizur Rahman; Mr. Asaduzzaman and Mr. Md. Shahin Bhuiyan.

Standing Committee on Financial Institutions

The Standing Committee worked as a platform to deal with the matter of the financial sector and provided policy recommendations to the concerned authorities for the effective development of financial institution ranging from the banking sector to NBR. It also has a greater attention to the activities of Central Bank, Capital Markets, Insurance Companies, Brokerages and Investment Companies.

It also regularly assessed and reviewed the Banking and Monetary Policy to forecast the future of the financial sector. Especially, for financing the SME, reducing the NPL and strengthening the business-friendly environment, the committee had provided different policy supports for the Board of Director to pursue the interest of business.

During the year 2018, the Standing Committee has planned to organize a conference on "**National Infrastructure Development Funding"** based on the recommendation retrieved from the Standing Committee meetings. The seminar was planned to identify the need for local equity, debt financing of large PPP and Infrastructure Projects from major stakeholders. It would further highlight regulatory changes needed to support infrastructure funding requirements and coordinates specific reform propositions for the inclusion of the capital markets as a financing source. Moreover, to meet up the Vision 2021 and become the 31 largest world economy in near future, the committee put emphasis on integrated approach of Ministry of Finance, Central Bank, Credit Rating Agency, NBFI and Banking Sector to address the financial instability, NPL Problem and the regulation crisis in the financial sector of Bangladesh.

Mr. Waqar Ahmad Choudhury, Director, DCCI was the Coordinating Director of the Standing Committee and Mr. Ashraf Ahmed was the convenor while Mr. Zeyad Rahman and Mr. M.A. Mannan, the Joint Convenor for the year 2018.

The members of the Standing Committee were Mr. M. Anwarul Haque, Former Director, DCCI, Mr. K.G. Karim, Former Director, DCCI, Mr. Rizwan-ur-Rahman, Former Director, DCCI, Mr. A. K. Mizanur Rahman, FCA, Mr. Tapan Krishna Podder, FCA, FCMA, Mr. P.K Roy, FCA, Mr. Sharfuddin Ahmed Adil, Mr. Abul Kashem Md. Shirin, Mr. Sohail R. K. Hussain, Mr. S.M. Intekhab Alam, Mr. Bidhu Bhusan Chakraborty, Engr. M. Shariful Alam, Mr. Mohammad Siaam Al-Ddin Malik, Mr. M.A. Hannan Bashar, Mr. Md. Sirajul Islam, Mr. Rahel Ahmed and Mr. Q.M. Shariful Ala, FCA.

Standing Committee on Real Estate including Urbanization, Decentralization

Standing Committee on Real Estate including Urbanization, Decentralization focused on promoting sustainable urban housing and encouraging decentralization by formulating policy suggestions and recommendations to the Board of Directors of DCCI for placing to the concerned Ministries and Government agencies.

Dhaka is densely populated, while the economy, administration and social services of the country are centrally concentrated in this city. Currently 40% of the total urban population of Bangladesh lives in Dhaka. Decentralization and planned urbanization are urgently needed to save Dhaka as well as the country from the current critical situation. For this reason, streamlining various services provided by different organizations relating to the urban housing sector development, improvement of habitation and livability in urban life, separate zoning for commercial and residential area, development of relevant infrastructure and utility services were prioritized and persuaded at various policy making levels by this Standing Committee during this year.

During the year 2018, three (3) meetings were held under this standing committee. The meetings discussed about harmonization of regulations and regulatory processes, review the financial accounting and reporting standards for real estate sector, long terms financing issues, standard rating system for real estate developers and developing master plan, land use map and land development regulations for decentralization. Some of the major policy recommendations framed by this Standing Committee to strengthen policy advocacy role of DCCI for the development of real estate sector and encouraging decentralization are noted below:

- Harmonization of various licensing and permission procedures of regulatory agencies.
- Pursue government agencies including NBR to review the financial accounting and reporting standards for real estate sector, allowing to record sales revenue in the financial statement upon receiving payment from clients, even before completion of registration of the asset for transferring to the beneficiary without burden of additional taxation.

- Development of a specialized bank for real estate sector as a solution to long-term financing.
- Consumer based standard rating system for real estate developers need to be introduced based on parameters such as financial solvency, human resource experience, construction quality, customer service, design, transparency and historical track record.
- Taxes and duties on construction materials and equipment must be lessened to reduce construction costs.
- Preferential tax facilities are to be offered for encouraging entrepreneurs to set up commercial, social and business infrastructure outside Dhaka to support the growth of satellite cities.
- Master Plan on national land use needs to be framed to ensure better utilization of limited land against a huge population. In order to develop the Master Plan, issues such as societal growth pattern, land limitation, growing industrialization and historical background shall take into consideration.

The committee also prepared three (3) study papers: (1) Streamline various regulatory and licensing processes related to the real estate sector development, (2) Separate zoning for commercial & residential area and (3) Decentralization. The committee aimed to organize a seminar on 'Urban Housing Sector: Challenges & Opportunities'. However, due to unavoidable circumstances, the aforementioned seminar was not organized in 2018.

Mr. Salim Akhter Khan, Director, DCCI acted as the Coordinating Director; Mr. N K A Mobin, FCA, FCS, CFC acted as the Convenor; Mr. Sk. Md. Waliul Islam and Mr. Arman Haque acted as Joint Convenor of this Standing Committee. The other Members of the Standing Committee were: Mr. K. G. Karim, Mr. A.K.D. Khair M Khan, Mr. Shahzada A. Hamid, Dr. M. Khurshed Alam, Mr. Md. Anowar Hossain, Mr. Ahsanul Haque (Ahsan), Engr. Md. Abdul Waresh, Capt. Md. Nurul Haque (Retd), Mr. Tapan Krishna Podder, Mr. A.K.M. Shariful Islam, Mr. A.I.M. Hasanul Mujib, Mr. Bilash Dash, Md. Bashiruddin, Mr. Rafiquzzaman Bhuiyan, Mr. Md. Enamul Haque and Mr. Mohammad Masoom.

Standing Committee on National Energy Security

The standing Committee had a greater focus on uninterrupted supply of Energy & Power for industrial development and on the demand for energy consumption in the present year and the year to come. The committee had assessed that demand for energy is driven by the growth of industrialization, modern agriculture sector, transformation of the rural economy, rapid urbanization, and improved standard of living. Given the fact, the standing committee creates a platform to identify the problems and constraints in respect of Energy & Power and propose a timely and expeditious solution to this constraint.

The committee also coordinates with DCCI Directors, Members, different ministries, departments and autonomous bodies for formulation of proper policy on the development of Energy & Power sector to smooth the transition period of LDC graduation of Bangladesh. And, the committee provides relevant policy directions, strategies and recommendations to the government with which the committee ensures their active participation in the policy-making level of DCCI for the development of power and energy sector.

During the year 2018, the committee organized two meetings. Retrieving recommendation from these meetings, the committee held a seminar titled, "LNG Tariff: Implication on Trade and Industries". It focuses on charting a strategic plan to rationalize the price of LNG, ensure National Energy Security by focusing on

energy price and LNG distribution and new off-shore and on-shore exploration. It further focuses on ensuring right energy mix for the uninterrupted energy and power supply to the energy-dependent industry.

Mr. Md. Abul Kalam Azad, Principal Coordinator (SDG Affairs), Prime Minister's Office GoB graced the occasion as the chief guest while **Mr. Rahman Murshed**, Member, Bangladesh Energy Regulatory Commission (BERC) was present as the guest of honour. Moreover, representatives from energy and power sector of the government, BGMEA, BKMEA, BTMA, BCMA, BARSMA, WB, ADB and the relevant private sector stakeholders and government agencies had participated in the seminar.

Mr. Humayun Rashid, Director & Former Senior Vice President of DCCI was the Coordinating Director of the committee while Mr. Salman Karim was the Convenor and Mr. Moinuddin Hasan Rashid and Mr. Rayan Moyeen were the Joint Convener for the year 2018.

The Members of the standing committee were Mr. Sameer Sattar; Mr. Md. Saifur Rahman; Mr. N.M. Asaduzzaman; Mrs. Suraiya Alam; Mr. Tarique Ekramul Haque; Mr. Muhammad Nazmul Hoque; Mr. M. A. Reaz; Engr. Macksudul Ferdous; Mr. Mohammad Ferdous Alam; Mr. Shafiul Azam Chowdhury; Ln. Mahmud Hasan; Mr. Mamunur Rashid; Mr. Sunny Chandra Saha; Mr. Md. Rubayet Hossain and Mr. Mohammed Anamul Hoque.

"ল অ্যান্ড অর্ডার অ্যান্ড এন্টি স্মাগলিং ইনিশিয়েটিভ" স্ট্যান্ডিং কমিটি

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর "ল অ্যান্ড অর্ডার অ্যান্ড এন্টি স্মাগলিং ইনিশিয়েটিভ" স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৮ এর কার্যপরিধিতে রয়েছে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়ন, উন্নত যুবসমাজ গঠন, চোরাচালান রোধ, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং দেশের আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কিত সরকারের সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা। এছাড়া আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির বিষয়ে সরকারের নীতিমালা নির্ধারণের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট ডিসিসিআই-এর সুপারিশ প্রেরণ করাও এ স্ট্যান্ডিং কমিটির কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

চলতি বছরের শুরুতেই এই কমিটির সমন্বয়কারী পরিচালক আলহাজ্ব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক, আহ্বায়ক ইঞ্জি. শামসুজ্জোহা চৌধুরী ও যুগ্ম-আহ্বায়ক জনাব মোহাম্মদ মোনায়েম খান এবং জনাব মনোয়ার হোসেন এর উপস্থিতিতে কমিটির বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা (Action Plan) নির্ধারণের বিষয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার Action Plan- এ দু'টি সেমিনার/ মতবিনিময় সভা, স্থলবন্দর পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষন সহ তিনটি Call on মিটিং করার পরিকল্পনা করা হয়। স্ট্যান্ডিং কমিটির একাধিক সভা আয়োজন, পবিত্র রমজান মাসে দ্রব্য-মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখা, দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সক্রিয় ভূমিকা পালন, স্থলবন্দর পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ ও স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের সাথে সভা আয়োজন, দেশের সার্বিক ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ গঠণ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে মতবিনিময় সভা আয়োজন প্রাধান্য দিয়ে এ-কমিটির বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা (Action Plan) করা হয়।

এ কমিটি থেকে চলতি বছরের ১৫ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখে "আসন্ন পবিত্র রমজানে দ্রব্য-মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার পাশাপাশি আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলাকাভিত্তিক ও বিশেষায়িত ব্যবসায়ী সমিতিগুলোর সাথে মতবিনিময়" শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এই মতবিনিময় সভায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) এর সভাপতি জনাব গোলাম রহমান। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাধতত্ত্ব বিভাগের চেয়ারম্যান ও অধ্যাপক ড. মোঃ জিয়া রহমান। এছাড়াও ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম,এফসিএ, সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন এবং পর্ষদের পরিচালকবৃন্দ সহ চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি ও পরিচালকবৃন্দ এবং এই কমিটির সম্মানিত আহ্বায়ক, যুগ্ম-আহ্বায়ক ও সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সম্মানিত অতিথিবৃন্দের উপস্থিতিতে ডিসিসিআই'র পক্ষ থেকে ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন রকম সমস্যার কথা তুলে ধরা হয় এবং সমস্যা সমাধানে সরকারের সহযোগিতার জন্য আহবান জানানো হয়।

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন, এম.পি, রমজান মাসে নৈতিকতার সাথে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতি আহবান জানান। তিনি বলেন, দেশের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যবৃন্দকে ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ অক্ষুন্ন রাখতে এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সর্বপ্রকার সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন। তিনি রমজান মাসে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম সহনীয় পর্যায়ে রাখা এবং বিপনী বিতান সমূহে নিরাপত্তা বিধানে সরকারের পক্ষ হতে সকল ধরনের উদ্যোগ গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করেন।

উল্লেখ্য যে, যথারীতি ২০১৮ সালে কমিটির সমন্বয়কারী পরিচালক আলহাজ্ব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক ও আহ্বায়ক ইঞ্জি. শামসুজ্জোহা চৌধুরী আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ে ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ, সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধ সহ বিভিন্ন কমিটির সভা/সেমিনারে নিয়মিত অংশগ্রহণ করেন এবং বস্তুনিষ্ঠ সুপারিশ দিয়ে ডিসিসিআইকে প্রতিনিধিত্ব করেন।

এই কমিটির সভাসমূহে সাম্প্রতিক সময়ে দেশে মাদক ব্যবসায়ী ও তরুণ সমাজে মাদক গ্রহণের প্রবণতা, খুন, ছিনতাই, রাহাজানি, গুম, হত্যা, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, ডাকাতি ইত্যাদি বিষয়ে এবং পবিত্র রমজান মাসে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা, আমদানিকৃত পণ্যের পরিবহন খরচ এবং ঢাকা-শহরে সর্বত্র বিশেষ করে শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র এবং কূটনৈতিক এলাকায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট মহলকে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করার আহবান জানানো হয়।

এ কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে ছিলেন ডিসিসিআই প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আলহাজ্ব আবদুস সালাম ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হলেন সর্বজনাব মোঃ সিরাজউদ্দিন মালিক, এম আবু হোরায়রাহ, আলহাজ্ব মোঃ শরফুদ্দিন, মাশুক হোসেন, এ.কে.ডি. খায়ের মোহাম্মদ খান, মোঃ রমজান আলী, মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন তালুকদার, হাজী আলতাফ হোসেন, ব্যারিস্টার মোঃ সিয়াম আল-দ্বীন মালিক, সুমন তালুকদার, সিরাজুল ইসলাম, মুহাম্মদ জমসের আলী, নান্না মিয়া, মিসেস লিলি হক, মেসার্স তাসলিমা সিদ্দিক রত্না, হাজ্বী মোঃ মিয়া হোসেন, মোঃ খোরশেদ আলম, নূরুল আনোয়ার চৌধুরী, সৈয়দ তাজুল বাশার তপু, মোঃ মাহমুদ হাসান জামাল, এম. এ. হান্নান বাশার, পারভেজ আহমেদ, রাজীব দাস, এম. এইচ. কে. জাহাঙ্গীর মাহমুদ, এবং তানভীর হাসান।

Standing Committee on National Infrastructure

Standing Committee on National Infrastructure was formed to examine the existing laws, rules programs and procedures of the Communication and transportation sector and to formulate recommendations for rationalization of the system; to examine and review the performance of Railway, Airways, Waterway and Road Transportation system in the country and suggest measures for improving the operating efficiency of all these sectors considering problem of business community of all these sectors; to deal with all matters and issues concerning infrastructure development in communication and transportation sector and keep the Board informed, to review and examine the problems faced by the business community regarding Ports, Shipping, ICD, EPZ & SEZ and make appropriate recommendations to the Government and other Agencies for their remedy; to promote private sector involvement and investment in the development of Port, Contain terminals and other infrastructure and to perform any other that may be assigned by the Board of Directors/ President.

In 2018, President of DCCI set priority on National Infrastructure development encompassing communication infrastructure, energy and power sector. In communication infrastructure, priority has been given on the Inland Waterway development and Chittagong port development.

Following the recommendation and initiative of this standing committee Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) organized a seminar titled 'Inland Waterways-Reshaping Connectivity and Creating Economic Opportunities' on 20th February at Lakeshore Hotel in Dhaka. **Dr. Mashiur Rahman,** Hon'ble Economic Affairs Adviser to the Prime Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh Prime Minister's Office, GoB graced the seminar as the Chief Guest while **Mr. Noor-E-Alam Chowdhury,** M.P. Chairman, Committee on Estimates, Bangladesh Parliament and Former Chairman**,** Parliamentary Standing Committee on Ministry of Shipping, was present as the special guest. **Mr. Abul Kasem Khan,** President of DCCI delivered the welcome address in the event. Keynote Presentation was delivered by Mr. Syed Yasser Haider Rizvi, Convenor, DCCI Standing Committee on National Infrastructure & Addl. Managing Director, Summit Alliance Port Limited (SAPL).

The 1st meeting of the Standing Committee was held on May 9, 2018 at DCCI Gulshan Centre. The committee recommended to from a standalone Standing Committee focusing on EZs and SEZs by DCCI. The committee also suggested R&D department of DCCI to develop a Terms of Reference (ToR) for hiring an independent consultant to conduct study on "Operationalization of Sadarghat-Tongi Waterways" focusing on regulatory aspects, economic benefits, stimulating commercial activities and end mile connectivity.

In this standing committee Kh. Rashedul Ahsan acted as the Coordinating Director, Mr. Syed Yasser Haider Rizvi was the Convenor. The other members of the standing committee were Mr. S.K. Badal, Mr. Syed Tajul Bashar Tapu, Capt. Md. Nurul Haque (Retd), Brig Gen Quamrul Islam (retd), Mr. Shoeb Arafat Siam, Mrs. Lily Haque, Syed Mastafizur Rahman, Mr. Tanjil Chowdhury, Mr. Hedayetul Islam, Mr. A.S.M. Salahuddin, Mr. Mamunur Rashid, Mr. Sunny Chandra Saha, Mr. Md. Rubayet Hossain, Mr. Mohammed Anamul Hoque.

Standing Committee on Industrial Development, Relations and Factory Compliance

This Standing Committee is vocal in reviewing problems faced by the business community with regard to Foreign Direct Investment (FDI), Industrial Policy and Privatization of SOEs and formulating suggestions from time to time to attract FDI, at the same time protecting interest of local businessmen and entrepreneurs. Activities from this Committee also focus on mechanisms to improve labour relations in industries for sustainable business growth, interact with government on the development of the law and support DCCI members' factory compliance, provide services for CSR policy development and corporate governance.

Over the year 2018, total three meetings were held by this Committee capitalizing on setting a particular sector and decided "Pharmaceuticals" as the sectoral priority for this year. In this connection, this committee prepared a list of pharmaceutical industry from DCCI member list for potential co-option to supplement the sectoral priority. Moreover, following the Bangladesh-Bhutan joint statement came up from a state visit to Bhutan from 18-20 April 2017 where Bangladesh side offered to export selected products including pharmaceuticals to Bhutan, the Committee planned to arrange a meeting with the Bhutan ambassador to Bangladesh to share the thought-process of this Standing Committee and can have a joint modality of working in future. Additionally, a call-on with the Chinese ambassador has been decided by this Committee. Furthermore, this Committee is in the process of arranging a seminar on the problems, prospect and reforms relevant to API industries to be held at DCCI auditorium. Prospected government and private sector agencies relevant to this seminar will be API Association, Ministry of Commerce, Ministry of Industries, Ministry of Health and Family Welfare, Directorate General of Drug Administration (DGDA), BB, EPB, BIDA, BEZA etc. and keynote presenter will be a Professor of Chemistry, Jahangirnagar University. It has been decided by the Committee that a team incorporating the office bearers of DCCI, and board members will visit an API factory possibly the factory of Mr Md. Zia Uddin to witness the process of API manufacturing process.

Mr. S.M. Zillur Rahman, Director, DCCI was the Coordinating Director of the Standing Committee. Mr. Md. Zia Uddin acted as the Convener of the Standing Committee. Mr. Ashfaqur Rahman and Mr. Mohammad Siaam Al-Din Malik both acted as the Joint convener of the Committee.

The other members of the committee were Mr. M. Anwarul Haque, Former Director, DCCI, Mr. Rizwan-ur Rahman, Former Director, DCCI, Mr. Tapan Krishna Podder, Mr. N K A Mobin FCA,FCS,CFC, Mr. Mohammed Sohel, Mr. Md. Atiqur Rahman, Mr. Md. Saifur Rahman, Mr. Mohammad Dawood Raywas, Mr. Md. Edrisur Rahman, Mr. Abdur Rahim Sagor, Mr. Noor Hossain, Mr. Md. Omar Faruk, Mr. Abdul Mumit, Mr. Imdadul Mahmud, Mrs. Taslima Siddique Ratna, Mr. Md. Shahin Bhuiyan, Mr. Md. Jashim Uddin Khan Pinto, Mohammed Salman Hossain and Mr. Azazul Hoque.

Standing Committee on "Skills Development (DCCI College, DBI, Leadership Institute-{proposed}, Library and Knowledge Centre)-2018"

Main Terms of Reference (ToR) of the Standing Committee on "Skills Development (DCCI College, DBI, Leadership Institute-{proposed}, Library and Knowledge Centre)" of DCCI could be summarized as follows:

1. To formulate appropriate policies and oversee the preparation of Annual DBI Training Calendar and professional academic courses like BBA & MBA to provide need-based education services.
2. To consider and evaluate viable projects in cooperation with National and International Partners of progress.
3. To guide DCCI Research Cell, Knowledge Centre, Library and DCCI in its activities.

Five meetings of the Standing Committee were held on January 29, 2018, March 31, 2018, May 5, 2018, July 30, 2018 and October 6, 2018 respectively. The following activities were undertaken as per recommendations of the Standing Committee with due approval of DCCI Board of Directors.

1. Activities of DCCI Business Institute (DBI) and Knowledge Centre undertaken during the year 2018 are given below:

As recommended by the Standing Committee, the DBI Training Calendar 2018 (January-December) was prepared, published and distributed among the target groups. Regarding Modular Learning System in Supply Chain Management MLS-SCM(P), 23rd batch (January-June, 2018) and 24th batch (July-December, 2018) of Certificate Course were successfully started with fifty two (52) and thirty eight (38) participants respectively. In addition, 22 and 34 participants have registered for Advanced Certificate and 16 & 15 participants for Diploma courses respectively in 2018. Classes are held on Fridays so as to enable persons on–the-job to attend the training courses conveniently on weekend. The courses help them increase their knowledge, efficiency and creat better job opportunities. Examinations on MLS-SCM(P) Courses were also held in February, May & October, 2018 successfully. Total number of examinees were 150 modules/participants in February, 150 modules/participants in May and 176 modules/participants in October, 2018. The examinations were held strictly as per the standard guidelines of ITC, Geneva up to their full satisfaction. Nineteen (19) short training courses were organized with 228 (Two hundred & twenty eight) participants from January to October 2018. During the same period twenty (20) daylong workshops were organized with 255 (Two hundred and fifty five) trainees.

Developed course curriculum for three new courses titled Marketing Management, Financial Management & Human Resource Management. Admission processes of the said courses are going on. DBI Newsletters has been published to promote activities of DBI among the stakeholders. Third issue of the Newsletters is going to be published soon.

Two corporate training courses were organized for Power Grid Company of Bangladesh Ltd. and Ain-o-Salish Kendra titled on 'Office Management, Filling and Documentation' and 'Managing Accounts-Best Practices', respectively. Four training programme were organized by DBI on Staff Capacity Development Training on - Project Management, Designing and Manufacturing of Diversified High-end Jute Products, Training on Trainer (ToT) and Bankable Project Proposal Preparation financed by DCCI-USAID's AVC Project.

2. Activities of BBA College are summarized below:

Since its inception, with joint collaboration of DCCI, DCCI Business Institute (DBI) College has been relentlessly pursuing its mission and goals as stipulated by Governing Body, Standing Committee, Working Committee and DCCI Board of Directors. DBI (College) provides exceptional teaching and practical learning to inspire and empower students for personal and professional success. It has been consistent with its overall effort to emerge as a leading business institute in the country.

It is worth mentioning that DBI College has achieved commendable success in the fields of academics, administration, facilities, extra curricular activities and student's affair. It's a matter of pride that two of our students (Md. Mamonur Rashid and Md. Rasel) obtained CGPA 3.95 in 8th semester which is the highest and outstanding result in the National University and around 60% student obtained CGPA 3.50 and above. Students of 3rd & 4th batches have done outstanding result in their last semesters (7th semester & 5th semester respectively). One of them named Mohammad Riduwan (3rd batch) obtained CGPA 3.85 out of GPA-4. On an average 50% students obtained CGPA 3.50 and above.

DCCI Foundation & Board of Directors have taken a generous initiative to offer scholarship to students of DBI College. 11 students from DBI College got CZM Genius Scholarship managed by DCCI for the year 2018 (Jan-Dec) session. Students of DBI College get preference for internship opportunity at DCCI. At present 4 students of DBI College are completing their internship at DCCI from 3rd batch. Two of our brilliant students 'Sayed Billal Hossain" and "Aliva Salmin Tafana" had worked in the DCCI Library after completion of their BBA (Professional) degree.

DCCI Business Institute (DBI) College has participated in "4th Showcase Canada-2018" (Trade and Education Fair) held from 6th -7th May. DBI College's principal recently completed the first part of "Master in Leadership Management" degree from Nottingham University of Malaysian Campus (UNMC) in March, 2018 Under College Education Development Project (CEDP) of Peoples Republic of Bangladesh. Four faculty members of DBI College have become NU examiners and successfully completed evaluating answer scripts.

Besides class lectures-individual and group presentation, class study, assignments, group discussion, exercise and other interactive methods of learning are being practiced to explore and expose students potential. Much effort has been taken to enhance students' standard of assimilation, analysis and creativity.

3. The activities of Library are summarized below:

Dhaka Chamber has a well equipped library. DCCI Library has served satisfactorily to its honorable members, faculty members, students and its office staffs since its inception. DCCI Library has begun its all operation by library management software this year. I am happy to inform you all, all kind of Library information has been updated by software. Library is the spine of the research and development activities of DCCI and DBI College. Library having a good collection of Reference books, Directories, Magazines and BBA course related books. It has also an archive section with rare collections including government & non-government publications, National & International business & commercial Publications with study space. DCCI members also use it particularly for International Tenders and consulting International Directories. Allow users especially for students to borrow a good number of books and also served to the Library members regarding various Business information from internet.

The following activities were undertaken in the Library and Information Department in 2018:

1. Collection

- Collection of trade publications from Private & Public sectors and dissemination of the same among members by providing photocopy facilities.
- Collection of International Trade and Business Directories, Journals, Magazines and business literature for reference service.
- Collection and preservation of Govt. Documents, Acts, Ordinances, Policies, etc.
- Collection and Preservation of Training Papers, Research Papers, Reports on Workshops, Conference, Seminar, Symposium held at the DCCI, in the Country and Abroad.
- Purchased and collection complimentary copy of BBA Course related Books for BBA Students.

During October, 2017 to September, 2018 the following Documents were collected in the Library:

- Text Books (Classification, Accessioning and shelving)
- Reference Books (Business Directories, Magazines, Journal, BD Gazette, Act & Policy, A/R etc)
- Tender Documents- Regular basis.
- Training Materials.

2. Service and Activities:

1) Circulation Service (Lending Facilities), 2) Issuance and Renewal of library card, 3) International Tender Service, 4) Current Awareness Service like providing information for book, publication and tender, 5) Selective Dissemination Service, 6) News Clipping Service, 7) In-house Service, 8) Photocopy Service (Generate some income by providing photocopy service), etc.

3. USER SUPPORT

Library is used intensively by the students, Teachers, DCCI BoD, DCCI Officials, Business people, Researchers in order to collect documents and various significant information. Usually 10-12 business people, 30-40 students, 4-6 faculty members, 8-10 In house people and others use the library every day.

Mr. Andaleeb Hasan, Director, DCCI is the Coordinating Director of the Standing Committee; Mr. Md. Rashed Ali, the Convenor, Dr. Kazi Saifuddin Munir and Mr. Md. Mamunur Rahman are the Joint-Convenor of this Standing Committee. Other members of the Standing Committee are: Mr. Absar Karim Chowdhury, Former Vice President, DCCI; K. Atique-E-Rabbani, FCA, Former Vice President, DCCI; Mr. M. Abu Hurairah, Former Vice President, DCCI; Mr. M. Anwarul Haque, Former Director, DCCI; Mr. Data Magfur, Former Director, DCCI; Capt. Md. Nurul Haque (Retd), Mr. Mohammad Nurun Nabi, FCA; Mr. Syed Almas Kabir; Dr. Khalilur Rahman, Mr. Mohammad Osman Ghani; Mr. A K M Nurul Huda Pintoo; Mr. Kamrul Hasan Shayok; Mr. Shaikh Abdul Wahid; Mrs. Doyal Akter; Mst. Asma Khatun and Engr. Md. Mehedi Hasan.

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রটেকশন অব কনজুমার রাইট্স, এসেন্সিয়াল কমোডিটিস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং

প্রটেকশন অব কনজুমার রাইট্স, এসেন্সিয়াল কমোডিটিস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং স্ট্যান্ডিং কমিটির মাধ্যমে ডিসিসিআই'র পক্ষ থেকে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি ও ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণকল্পে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয় যা এই কমিটির অন্যতম দায়িত্ব। ন্যায্য মূল্যে ভোক্তাদের নিকট পণ্য সরবরাহে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের দায়িত্ব, কর্তব্য ও করণীয় সম্পর্কে ঢাকা চেম্বারের সুনির্দিষ্ট সুপারিশসহ এ কমিটি সরকারী মহলে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণে সার্বিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, আমাদের বাজার ব্যবস্থাপনায় সুষ্ঠু ও সুশৃংখল পরিবেশ এখনো গড়ে ওঠেনি। পাশাপাশি এর যতটা আধুনিকায়ন ও স্বচ্ছতা প্রয়োজন সেটিরও যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সরকারের অনেক কিছু করণীয় থাকলেও মুক্তবাজার অর্থনীতির অজুহাত, প্রশাসনিক দৃঢ়তা ও প্রয়োজনীয় আইন অবকাঠামোর অপ্রতুলতার কারণে প্রত্যাশিত পদক্ষেপ সরকারকে অনেক সময় নিতে দেখা যায় না। তদুপরি ব্যবসায়ী সমাজের কাছ থেকে প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতার (Corporate Social Responsibility or CSR) বিষয়টিও বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে।

প্রটেকশন অব কনজুমার রাইট্স, এসেন্সিয়াল কমোডিটিস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় এ কমিটির উদ্দেশ্য, আদর্শ সামনে রেখে মিশন স্টেটমেন্ট এবং বার্ষিক কর্মপঞ্জী প্রস্তুত করা হয় যা ডিসিসিআই পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সভায় ঢাকা চেম্বারের পক্ষ থেকে সমন্বয়কারী পরিচালক, আহ্বায়ক,

সহ-আহ্বায়ক ও কমিটির সংশ্লিষ্ট সদস্যগণ উপস্থিত হয়ে মতামত প্রদান করে থাকেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ, বিপণন ও মূল্য স্থিতিশীল ও যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার নিমিত্তে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রমের জন্য গঠিত কমিটির বিভিন্ন সভায় ডিসিসিআই এর পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ বাশীর উদ্দিন; আহ্বায়ক জনাব এম এ রশিদ শাহ সম্রাট; যুগ্ম আহ্বায়ক জনাব আবু বকর সিদ্দিক; এবং জনাব মোহাম্মদ আহমেদ উল্লাহ। এছাড়াও ডিসিসিআই প্রতিনিধি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন বিষয়ে গণশুনানি সেমিনারে উপস্থিত থাকেন।

ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণ অধিকার (Protection of Consumer Rights)

প্রাথমিক ধারণা এবং আওতা (Primary Concept Paper & Scope)

ভোক্তা অধিকার কি এবং জাতিসংঘ স্বীকৃত ক্রেতা-ভোক্তাদের অধিকারসমূহঃ

১. পণ্য, সেবা-সার্ভিস, ঔষধপত্র, স্বাস্থ্যসেবা গ্রহীতাদের রয়েছে কিছু মৌলিক অধিকার। সেগুলো সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকার।

২. আজ তাই ভোক্তা অধিকার কোন শ্লোগান নয়, একটি মানবিক, সামাজিক, জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক ইস্যু। ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রত্যেক ভোক্তার প্রাপ্য।

৩. মুক্তবাজার অর্থনীতিতে ভোক্তারা বা ক্রেতা-সাধারণ একটি শক্তিশালী পক্ষ হিসেবে স্বীকৃত। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিক্রেতাকে ভোক্তার পছন্দের কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

৪. তত্বগতভাবে একজন বিক্রেতা এবং সেবা প্রদানকারীর প্রত্যেকটি কর্মকান্ড ভোক্তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হবে এটা স্বাভাবিক এবং তিনি সচেষ্ট হবে কিভাবে ভোক্তাকে সন্তুষ্ট করা যায়। এক কথায়, ভোক্তার সন্তুষ্টি লাভের অধিকারই ভোক্তা অধিকার।

জাতিসংঘে স্বীকৃত ক্রেতা-ভোক্তার অধিকারসমূহঃ

১। অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের মৌলিক চাহিদা পুরণের অধিকার;
২। নিরাপদ পণ্য ও সেবা পাওয়ার অধিকার;
৩। পণ্যের উপাদান, ব্যবহারবিধি, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ইত্যাদি তথ্য জানার অধিকার;
৪। ন্যায্য মূল্যে সঠিক পণ্য ও সেবা পাওয়ার অধিকার;
৫। অভিযোগ করার ও প্রতিনিধিত্বের অধিকার;
৬। কোন পণ্য বা সেবা ব্যবহারে ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার;
৭। ক্রেতা-ভোক্তা হিসেবে অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে শিক্ষালাভের অধিকার;
৮। স্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ ও বসবাস করার অধিকার;

ভোক্তার দায়িত্বসমূহঃ

ক) সংহতি; (Solidarity); খ) সমালোচনামূলক সচেতনা; (Criticism Awareness) কার্যক্রম; (Action); গ) সামাজিক দায়বদ্ধতা; (Social Concern); ঘ) পারিপার্শ্বিক / পরিবেশ সচেতনতা; (Environmental Awareness)

এ কমিটির মাধ্যমে অন্যান্য যেসমস্ত সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়, তা হচ্ছেঃ

১। প্রটেকশন অব কনজুমার রাইটস্, এসেন্সিয়াল কমোডিটিস এন্ড মার্কেট মনিটরিং বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির মাধ্যমে ২০১৮ সালে ৩টি সভা এবং ৫টি ওয়ার্কিং কমিটির সভা আয়োজন করা হয়।

২। "প্রটেকশন অব কনজুমার রাইটস্, এসেন্সিয়াল কমোডিটিস এন্ড মার্কেট মনিটরিং" এবং "ল অ্যান্ড অর্ডার অ্যান্ড এন্টি স্মাগলিং ইনিসিয়েটিভ" বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির মাধ্যমে গত ১৫ এপ্রিল ২০১৮ইং "আসন্ন পবিত্র রমজান মাসে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার পাশাপাশি আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে এলাকাভিত্তিক ও বিশেষায়িত ব্যবসায়ী সমিতিগুলোর সাথে মতবিনিময় সভা" আয়োজন করা হয়।

৩। এই মতবিনিময় সভায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) এর সভাপতি জনাব গোলাম রহমান। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাধতত্ত্ব বিভাগের চেয়ারম্যান ও অধ্যাপক ড. মোঃ জিয়া রহমান। এছাড়াও ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম,এফসিএ, সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন এবং পর্ষদের পরিচালকবৃন্দ সহ চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি ও পরিচালকবৃন্দ এবং এই কমিটির সম্মানিত আহ্বায়ক, যুগ্ম-আহ্বায়ক ও সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সম্মানিত অতিথিবৃন্দের উপস্থিতিতে ডিসিসিআই'র পক্ষ থেকে ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন রকম সমস্যার কথা তুলে ধরা হয় এবং সমস্যা সমাধানে সরকারের সহযোগিতার জন্য আহবান জানানো হয়।

৪। "পবিত্র ঈদ উল আযহা উপলক্ষ্যে দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখা এবং পণ্যের গুণগতমান অক্ষুন্ন রেখে সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং আইন, শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ" বিষয়ে চক বাজার ব্যবসায়ী সমিতি; মৌলভী বাজার ব্যবসায়ী সমিতি এবং বাংলাদেশ মনোহারি বনিক সমিতিসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সমিতির নেতৃবৃন্দের সাথে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) গত ১৪ আগষ্ট মঙ্গলবার ২০১৮ইং অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সংশ্লিষ্ট সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

৫। মতবিনিময় সভার সুপারিশঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর সভাপতি মহোদয়ের সম্মতিক্রমে এবং সভাপতি ও পরিচালকবৃন্দের উপস্থিতিতে ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট খাত ভিত্তিক ব্যবসায়িক সমিতিগুলোর সাথে আরো বড় পরিসরে একটি মতবিনিময় সভা আয়োজনের প্রস্তাব করা হয়।

৬। গত ১৮ নভেম্বর ২০১৮ইং ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে "ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইণ ২০০৯" বাস্তবায়ন ও উক্ত আইন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি হিসাবে আহ্বায়ক জনাব এম এ রশিদ শাহ সম্রাট উপস্থিত ছিলেন।

এ স্ট্যান্ডিং কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ জনাব মোহাম্মদ বাশীর উদ্দিন, সমন্বয়কারী পরিচালক, জনাব এম এ রশিদ শাহ সম্রাট; আহ্বায়ক এবং জনাব আবু বকর সিদ্দিক, যুগ্ম আহ্বায়ক; জনাব মোহাম্মদ আহমেদ উল্লাহ, যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কমিটির সদস্য হিসেবে রয়েছেন আলহাজ্ব আব্দুস সালাম, প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ সভাপতি; আলহাজ্ব মোঃ সারফুদ্দিন; প্রাক্তন পরিচালক; জনাব কে জি করিম, প্রাক্তন পরিচালক; জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী, প্রাক্তন পরিচালক; জনাব এ কে ডি খায়ের এম খান; জনাব মোহাম্মদ দাউদ রাইয়াস; জনাব মোঃ ওমার ফারুক; জনাব আবু বকর মোঃ সিদ্দিক; জনাব মোহাম্মদ সেলিম; জনাব মোঃ রমজান আলী; জনাব শাহজাদা এ হামিদ; লায়ন মাহমুদ হাসান; মিসেস আসমা খাতুন; ব্যারিস্টার মোহাম্মদ সিয়াম আল দিন মালিক; লায়ন রুকুনুজ্জামান; জনাব মাজেরুল আলম সুন্ডু; জনাব আজিজুর রহমান; জনাব একেএম সাদেক হোসেন নাঈম প্রমূখ।

এসএমই ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ইটুকে স্ট্যান্ডিং কমিটি

এসএমই ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ইটুকে বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির মাধ্যমে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের প্রতিনিধিত্বকারী দেশের অন্যতম প্রাচীন ও বৃহৎ বাণিজ্য সংগঠন হিসেবে সুদীর্ঘ ছয় দশক ধরে সেবা প্রদান করে আসছে। এ ছাড়া সর্বোপরি ব্যবসায়ী সমাজকে বহুমূখী সেবা প্রদানসহ সরকারকে বিভিন্ন সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ইস্যুতে নীতি-নির্ধারণী সহায়ক সুপারিশ/মতামত প্রদান করে থাকে ডিসিসিআই। সরকার কর্তৃক গৃহীত সঠিক নীতিমালা এবং পদক্ষেপের ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রয়েছে এবং বিগত প্রায় দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে গড়ে ৬ শতাংশের অধিক হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে, যা এ যাবৎ ৭.৮৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ৭ম বার্ষিক পরিকল্পনায় শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জিডিপিতে এর অবদান ৩৩% এ উন্নীতকরণ এবং দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে অতিরিক্ত ১২.৯ মিলিয়ন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের ১০৯ মিলিয়ন কর্মশক্তিকে সম্পৃক্ত করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখা সম্ভব।

এ স্ট্যান্ডিং কমিটি বাস্তবধর্মী বিষয়টিকে বিবেচনায় নিয়ে দেশের বিপুল তরুণ জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনশক্তিতে রুপান্তর এবং অধিক হারে কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক সহযোগিতায় ২০১৩ সালে "ডিসিসিআই ইটুকে" নামে দেশের বৃহত্তম ২০০০ নতুন উদ্যোক্তা উন্নয়নের মহতী কর্মসূচী গ্রহণ করে। এর ধারাবাহিকতায় উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং জুন

২০১৪ সালে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে উদ্যোক্তা ও ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে একটি Conference এর আয়োজন করা হয়। এরই মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ঢাকা চেম্বারকে উদ্যোক্তা উন্নয়ন/প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। সরকারের সঠিক দিক-নির্দেশনায় বর্তমান সরকারের 'রূপকল্প ২০২১' ও 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০' অর্জনে ঢাকা চেম্বার এর "ডিসিসিআই ইটুকে" প্রকল্প দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কাঙ্ক্ষিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা রেখেছে এবং ভবিষ্যতেও এই ধারা অব্যাহত রাখতে সর্বাত্মক চেষ্টা করবে।

উল্লেখ্য, বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট সহযোগী সংগঠন যেমন– মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ইয়ুথ ফোরাম, বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরাম, ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় ডিসিসিআই উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচী গতিশীল রয়েছে। এরই চলমান প্রক্রিয়ায় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প উদ্যোক্তাদের সহযোগিতা এবং নবীন উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে ডিসিসিআই ইউএসএআইডি এভিসি প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে ৮টি বিভাগীয় শহরে SME Exposition আয়োজন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। উক্ত SME Exposition এ নবীন উদ্যোক্তা এবং ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান ছাড়াও Cottage, Agro-based Industries, Jute, ICT, Leather etc কে প্রাধান্য দেয়া হবে। এতে উদ্যোক্তাদের জন্য নিজেদের পণ্য প্রদর্শন এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে মতামত, ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সম্যক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ থাকবে। এই SME Exposition এর মূল উদ্দেশ্য সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সহযোগিতায় উদ্যোক্তা, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মতবিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করা, সমাধানের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়ন, সচেতনতা সৃষ্টি এবং সংশ্লিষ্ট সবার নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের মাধ্যমে সার্বিক পরিস্থিতির উন্নয়নে সহযোগিতা করা।

এসএমই ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ইটুকে স্ট্যান্ডিং কমিটির মাধ্যমে এ বছর যেসব কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে সেগুলোর নিম্নরুপ–

০১। চলতি বছর এসএমই ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ইটুকে স্ট্যান্ডিং কমিটি ২টি সভার আয়োজন করে এবং ডিসিসিআইএর আন্তর্জাতিক সম্মেলন 'ডেস্টিনেশন বাংলাদেশ' অনুষ্ঠানে ২৩ জন সদস্যের মধ্যে ১৩ জন রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে অংশ নেন।

০২। খাতভিত্তিক এসএমই সেমিনার এবং মেলা আয়োজনে ইউএসএইড এভিসি প্রকল্পের আর্থিক সহযোগিতা পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং সে অনুযায়ী কাজ করা হচ্ছে।

০৩। পাটের বহুমুখীকরণ (মন্ড ও কাগজসহ) উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং পরিবেশবান্ধব ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "Eco-Friendly Pulp and Paper Processing from Jute" বিষয়ক প্রকল্পটি বাস্তবায়নে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।

০৪। ইতোপূর্বের সুপারিশ অনুযায়ী ইটুকে প্রকল্পের যাবতীয় কার্যাবলী, সুপারিশসমূহ এসএমই ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত এবং বাস্তবায়িত হচ্ছে।

০৫। বাংলাদেশ ব্যাংক, এসএমই ফাউন্ডেশন, শিল্প মন্ত্রণালয়ের শিল্প নীতিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প (এসএমই) বিষয়ক যে সমস্ত সুপারিশ, নিয়ম নীতি, পরামর্শ আছে তা সংগ্রহ করে ইটুকে প্রকল্পের মাধ্যমে ডিসিসিআই-তে সংরক্ষণ ও সম্মানিত সদস্যদের সেবা প্রদান করা।

০৬। ডিসিসিআই ইটুকে প্রকল্পকে আরও গতিশীল ও এর কার্যক্রম প্রসারিত করার জন্য প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বাজেট নির্ধারণ ও অনুমোদন নেওয়া।

০৭। ইটুকে প্রকল্পের জন্য জরুরীভাবে ওয়েবসাইট উন্নয়ন এবং বাংলায় প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রস্তুতের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক।

০৮। ইটুকে প্রকল্পে প্রস্তাবিত বাজেট অনুমোদন পাওয়ার পর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণের বিষয়ে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের উপস্থিতিতে ডেমো প্রেজেন্টেশন এর মাধ্যমে প্রকল্প প্রস্তাবনা গ্রহণের কার্যক্রম পুনরায় আবার আরম্ভ করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে।

০৯। এ কমিটির আহ্বায়ক জনাব মিজানুর রহমান বিভিন্ন সংস্থা, মন্ত্রণালয় আয়োজিত (যেমন শিল্প মন্ত্রণালয়, এসএমই ফাউন্ডেশন) সভা, সেমিনার, কর্মশালায় নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে,

ক) শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'বাংলাদেশ ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প আইন-২০১৭' এর সংশোধনী খসড়া চূড়ান্তকরণের অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি হিসাবে আহ্বায়ক জনাব মিজানুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

খ) শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত SAMR China-এর সাথে বাংলাদেশের এসএমই বিষয়ক সমঝোতা স্মারক (MoU) সম্পাদনের জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি হিসাবে আহ্বায়ক জনাব মিজানুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

১০। উদ্যোক্তা উন্নয়নে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো কমিটির মাধ্যমে চিহ্নিতকরণ এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে–

ক) উদ্যোক্তা, উদ্যোগ, উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক ধারণা ও উদ্যোক্তার সক্ষমতা–

- ব্যবসায়িক পরিচিতি ও ব্যবসায় পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা
- পণ্য ও পণ্যের ধরণ, পণ্য নির্বাচন, পণ্যের বৈশিষ্ট্য
- পণ্যের বাজার সম্ভাব্যতা যাচাই, মোড়কীকরণ, গুদামজাতকরণ ও পণ্য বাজারজাতকরণে পরিবহন ব্যবস্থা
- বাজার ও বাজারজাতকরণ, বাজার জরিপ (সম্ভাব্যতা যাচাই)
- ব্যবসার ধারনা ও ব্যবসায় পরিকল্পনা এবং একটি ব্যবসা পরিকল্পনা তৈরীর পদ্ধতি
- ব্যবসায়িক ঝুঁকি ও ঝুঁকি মোকাবেলায় করণীয়
- ব্যবসায়িক হিসাব ও হিসাব সংরক্ষণ
- ঋণ, ঋণ সংক্রান্ত হিসাব ও হিসাব সংরক্ষণ
- ব্যাংক হিসাব ও ব্যাংক ঋণ সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন / নীতিমালা

খ) নতুন উদ্যোক্তা তৈরীর জন্য প্রার্থী নির্বাচনের প্রক্রিয়া–

- বাংলাদেশের বৈধ নাগরিক হতে হবে
- প্রার্থীর বয়স ১৮ বছর বা তার অধিক হতে হবে
- প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা এস.এস.সি (SSC) বা এর সমমান বা তার অধিক হতে হবে
- ব্যবসায়িক উদ্যোগ গ্রহণে আগ্রহী হতে হবে
- ব্যবসার ধারনা বা পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে

গ) তহবিল সংগ্রহে সম্ভাব্য উৎস ও উপায়–

প্রকল্প বাস্তবায়ন ও পরিচালনা এবং প্রশিক্ষণ প্রদানসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে নিম্নের উল্লিখিত সম্ভাব্য উৎসসমূহে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

- আগ্রহী বিভিন্ন কর্পোরেট অফিস, যারা তাদের সিএসআর ফান্ড থেকে সাহায্য (Donate) করতে পারে
- সম্ভাব্য আগ্রহী অংশগ্রহণকারী
- ব্যক্তিগত উদ্যোগ
- বাণিজ্যিক ব্যাংক বা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান
- ডিসিসিআই-এর নিজস্ব তহবিল।

এ কমিটির সম্মানিত সমন্বয়কারী পরিচালক, আহ্বায়ক, সহ আহ্বায়ক, সদস্যবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ বিভিন্ন সভা, সেমিনার এ ডিসিসিআই এর পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। এ কমিটির ২০১৮ সালে ২টি স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ হচ্ছেন, জনাব মামুন আকবর, সমন্বয়কারী পরিচালক, ডিসিসিআই; জনাব মিজানুর রহমান, আহ্বায়ক; জনাব আনোয়ারুল ইসলাম, যুগ্ম আহ্বায়ক; জনাব আনোয়ার হোসেন মন্ডল, যুগ্ম আহ্বায়ক, জনাব এম আনোয়ারুল হক, সদস্য ও প্রাক্তন পরিচালক; জনাব রাশেদুল করিম মুন্না, সদস্য, জনাব আবু বকর মোঃ সিদ্দিক, সদস্য, মিসেস সুরাইয়া আলম, সদস্য, মিসেস পারভিন হোসেন, সদস্য, জনাব সারমাদ মনসুর, সদস্য; মিসেস নাসরিন আনোয়ার চৌধুরী, সদস্য; জনাব মোঃ আতিকুল হাসান, সদস্য, জনাব আব্দুল মুহিত, সদস্য; জনাব মোহাম্মদ দাউদ রাইয়াস, সদস্য; জনাব মোহাম্মদ শাহ জামাল মিয়া; সদস্য; জনাব মোঃ হোসেন খান মিলন, সদস্য; মিসেস আসমা হক, সদস্য; জনাব মোঃ খোরশেদ আলম, সদস্য; মিসেস মিতা ওসমান তিশমা; সদস্য; মিসেস আসমা খাতুন, সদস্য; মিসেস গীতি আরা বাড়ই, সদস্য; মিসেস জেরিন চৌধুরী, সদস্য; জনাব আজিজুর রহমান, সদস্য প্রমুখ।

Standing Committee on Telecom, ICT and IP Rights-2018

The Standing Committee has been working as a platform to deal with the matters related to Information Technologies, Telecommunication sector and IP Rights provided policy recommendations to concerned authorities for the effective development of this sector. This committee deals with the policy matters, IT infrastructure and ecosystem by devising effective policy recommendations as well as forwarding input to concerned ministry and government agencies for developing balancing environment for IT Industry. The committee also advocates and formulates the recommendation to improve business by reducing the cost of doing business It also reviewed the present activities of DCCI Secretarial Digitization.

During the year 2018, the committee organized six meetings. The Standing Committee has implemented Library Management, Inventory Management and HRM Software to DCCI Secretariat for smooth Operational chores. Also, this committee initiated Business to Business (B2B) web Portal and DCCI Website development for the Business community. Mr. S. M. Golam Faruk Alamgir, Joint Convener attended a meeting on Accession of Bangladesh to the Patent Cooperation Treaty (PCT) at Ministry of Commerce.

Mr. Riyadh Hossain, Vice President, DCCI was the Coordinating Director of the committee, Mr. Syed Mamnun Quader was the convenor while Mr. Zubair B. A. Siddiky and Mr. S. M. Golam Faruk Alamgir were the Joint Convenor for the year 2018. The Members of the standing committee were Mr. Syed Almas Kabir, Mr. Shah Rafiul Kabir, Dr. Kazi Saifuddin Munir, Mr. Md. Asifuzzaman, Mr. Asif Mahmood. Mr. Swadesh Ranjan Saha, FCA, FCS, Mr. Nur Muhammad Abdullah, Ms. Mita Osman Tisma, Mr. Md. Enamul Haque Sujon, Engr. Md. Mehedi Hasan, Mrs. Doyal Akter, Mr. Md. Jahirul Islam, Mr. Mohammad Iqbal Mahmood, and Mr. Fayz Salehin.

ট্রেড ডেলিগেশন, ট্যুরিজম সার্ভিস সেক্টর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ট্রেড ফেয়ার স্ট্যান্ডিং কমিটি

দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নয়ন, অর্থনৈতিক অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ এবং শিল্পপণ্যের বিকাশে দেশে ও বিদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বাণিজ্য মেলায় ডিসিসিআই'র পক্ষ থেকে অংশগ্রহণ এবং বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণে এ কমিটি কাজ করে থাকে। বিশেষ করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি ত্বরান্বিত করা এবং দেশের বাণিজ্য পরিবেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করতে এ কমিটি সব সময় সচেষ্ট। এছাড়া দেশীয় পণ্য ও বিভিন্ন সেবাসমূহ নিজ ও অন্য দেশের ক্রেতা-ভোক্তাদের সামনে উপস্থাপনে সরকারী পর্যায়ে গৃহীত বিভিন্ন নীতিমালা ও সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে এ কমিটি সারা বছর কাজ করে থাকে। বিভিন্ন সময়ে দেশী বিদেশী বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য মেলা সংক্রান্ত তথ্যাদি ডিসিসিআই মাসিক রিভিউ, ওয়ের সাইট, নোটিশ বোর্ড, জেনারেল সার্কুলার, ই-মেইল এর মাধ্যমে ডিসিসিআই'র সদস্যবৃন্দকে অবহিত করা হয়। দেশে ও বিদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বাণিজ্য মেলায় এ কমিটির মাধ্যমে বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হয়। তাছাড়া এ কমিটির সুপারিশ মোতাবেক বাংলাদেশে অবস্থিত সকল দূতাবাসসমূহকে তাঁদের স্ব-স্ব দেশে অনুষ্ঠিত মেলাসমূহের তথ্যাদি প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। দু'টি দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য বাণিজ্য প্রতিনিধি দলের দ্বি-পাক্ষিক সফর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাণিজ্য প্রতিনিধি দলের সফর দু'দেশের ব্যবসায়ীদের একে অপরের সাথে পরিচিত হওয়ার একটি সুযোগ সৃষ্ঠি করে।

ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়সহ ইপিবিতে বছরব্যাপী অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভায় এ কমিটির মাধ্যমে ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

চায়না কাউন্সিল ফর দি প্রোমোশন অফ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড (সিসিপিআইটি) এর আমন্ত্রণে চীনের কুনমিং এ অনুষ্ঠিত ১৩তম চায়না সাউথ-এশিয়ান বিজনেস ফোরামে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র পক্ষ থেকে প্রতিনিধিদল যোগদান করেন। এছাড়াও বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, এফবিসিসিআই আয়োজিত বিভিন্ন ডেলিগেশনে ডিসিসিআই'র পক্ষ থেকে নাম প্রস্তাব করা হয়। বিভিন্ন দেশ থেকে যে সকল বাণিজ্য মেলার তথ্য চেম্বারে গৃহিত হয়, তা ফেয়ার ক্যালেন্ডার আকারে সদস্যবৃন্দের কাছে নিয়মিত পৌছে দেয়া এ কমিটির অন্যতম একটি কাজ।

জনাব কেএমএন মঞ্জুরুল হক এ কমিটির সমন্বয়কারী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। জনাব হাবিব উল্লাহ্ তুহিন, জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন এবং জনাব মোঃ শাহিদ হোসেন যথাক্রমে আহ্বায়ক ও যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আলহাজ্ব আব্দুস সালাম, জনাব মোঃ সিরাজউদ্দিন মালিক, জনাব এম আবু হোরায়রাহ্, জনাব মাশুক হোসেন, জনাব নাজির হোসেন, জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী, জনাব মোঃ শাখায়াত উল্লাহ্, জনাব সাইফুল ইসলাম, জনাব সারমাদ মানসুর, মিসেস নাসরিন আনোয়ার চৌধুরী, জনাব পারভেজ আহমেদ, মিসেস সাবিনা বেগম, জনাব নান্না মিয়া, জনাব মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন তালুকদার, জনাব মোঃ মনির হোসেন, জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন মিয়া, জনাব মোঃ রমজান আলী, বিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) কামরুল ইসলাম, মিসেস নাজমা চৌধুরী, জনাব মোঃ আবুল কালাম, জনাব মোঃ শাখাওয়াত হোসেন, জনাব মোহাম্মদ জমশের আলী, জনাব নূরুল আনোয়ার চৌধুরী, মিসেস পারভিন হোসেন, জনাব মোঃ কবির হোসেন, ড. লকিয়ত উল্লাহ্, ইঞ্জিনিয়ার মোঃ শরিফুল আলম, লায়ন মাহমুদ হাসান, জনাব মোঃ নাজমুল হক, জনাব মোহাম্মদ ওয়াহিদুল আলম, জনাব মোঃ সেলিম, মিসেস আসমা খাতুন, জনাব আব্দুল আজিজ, জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম, মিস মিতা ওসমান তিসমা, জনাব এমএইচকে জাহাঙ্গীর মাহমুদ এবং জনাব মোহাম্মদ সিয়াম আল দ্বীন মালিক এ কমিটিতে সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ম্যানেজমেন্ট কমিটি অন ডিসিসিআই ফাইন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস

ম্যানেজমেন্ট কমিটি ডিসিসিআই ফাইন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস ২০১৮ পর্ষদের নির্দেশনায় আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। এ লক্ষ্যে বর্তমান বছরে এই কমিটি ৯টি সভা করেছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এই কমিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে সকল কাজসমূহ সম্পন্ন করেছে তা হলোঃ ঢাকা চেম্বারের হিসাব ও হিসাব-বিবরণী মাসিক ভিত্তিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সুপারিশ প্রণয়ন করেছে, চেম্বারের ব্যয় নিয়ন্ত্রণে পর্ষদে সুপারিশ করেছে, চেম্বারের আর্থিক নীতি নির্ধারণে পর্ষদে সুপারিশ করেছে, চেম্বারের আর্থিক বাজেট প্রণয়ন ও বাজেটারী নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রেখেছে, চেম্বারের অর্থের লাভজনক বিনিয়োগে কার্যকরী সুপারিশ প্রদান করেছে।

এ স্ট্যান্ডিং কমিটিতে জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ও সমন্বয়কারী পরিচালক এবং প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি হায়দার আহমেদ খান, এফসিএ আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হলেনঃ জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা, খন্দকার শহীদুল ইসলাম, জনাব এম. আনওয়ারুল হক এবং জনাব রফিকুল ইসলাম খান, এফসিএ।

Special Committee on Project Monitoring

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) বিভিন্ন সময়ে তার পার্টনারদের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের প্রজেক্ট বাস্তবায়নকরে থাকে। প্রজেক্টের সফল বাস্তবায়নসহ প্রজেক্ট প্রপোজাল তৈরী, পার্টনারদের সাথে যোগাযোগে ডিসিসিআই'র এই প্রজেক্ট মনিটরিং কমিটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

"স্পেশাল কমিটি-প্রজেক্ট মনিটরিং"এর ২০১৮ সালে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা ও সুপারিশ প্রণয়নঃ

১। ডিসিসিআই-এর চলমান প্রজেক্ট সমূহের নাম এবং বাস্তবায়ন অবস্থাঃ

এ অর্থবছওে ডিসিসিআই ইউএসএআইডি-এভিসি প্রজেক্ট, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মেটাবিল্ড প্রজেক্ট, চায়না সাপ্লাই চেইন প্রজেক্ট এবং ডিসিসিআই ইটুকে প্রজেক্ট গুলো খুবই সাফল্যজনক ভাবে বাস্তবায়ন করেছে। এরই প্রেক্ষিতে আগামীতে ডিসিসিআইএর প্রকল্প বিভাগের সাথে আরো নতুন কিছু প্রকল্প সংযুক্ত হবে এবং সামনে এর কার্যক্রম আরো বিস্তৃত হবে সাথে লোকবলও আরো বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

২। প্রকল্প বিভাগের জন্য জায়গা নির্ধারণঃ

ডিসিসিআই ভবনের ১০ তলার অব্যবহিত ২৮০০ বর্গফুট জায়গা সংস্কার করে প্রকল্প বিভাগের জন্য বরাদ্দ করার বিষয়ে প্রস্তাবনাটি ডিসিসিআই পর্ষদে প্রেরন করা হয়। ডিসিসিআই পর্ষদ সংস্কার এর আর্থিক সংস্থান সাপেক্ষে পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পরামর্শ দেন।

৩। Destination Bangladesh Fair প্রসঙ্গে আলোচনা ও সুপারিশ প্রণয়নঃ

গত ২৮ ও ২৯ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে বিআইসিসিতে Destination Bangladesh Fair সফলভাবে আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত মেলায় বিভিন্ন সেক্টরের মোট ৩৮টি কোম্পানী ৪০টি স্টলের মাধ্যমে তাদের পণ্য-সামগ্রী প্রদর্শন করে। ডিসিসিআইএর দায়িত্ব প্রাপ্তকর্মকর্তা/কর্মচারীগণ দক্ষতার সাথে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি মেলার কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করেন।

৪। International Floriculture Trade Fair প্রসঙ্গে আলোচনা ও সুপারিশ প্রণয়নঃ

International Floriculture Trade Fair আগামী ৬,৭ ও ৮ ডিসেম্বর ২০১৮ইং বিআইসিসিতে অনুষ্ঠিত হবে বলে সুপারিশ করা হয়। উক্ত মেলায় দুইটি কনফারেন্স এবং ৭০টি দেশী বিদেশী স্টল থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। তাছাড়া মেলার কার্যক্রম এবং এ সংক্রান্ত আয়-ব্যয়, ভেন্যু ভাড়ার অগ্রিম ইত্যাদি বাজেট সংক্রান্ত বিষয়াদি আগামী পর্ষদ সভায় প্রেরন করার সুপারিশ করা হয়।

৫। DCCI Help Desk:

ঢাকা চেম্বরা অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) ভবনে এবছর Global GAP & Local GAP সংক্রান্ত একটি Help Desk স্থাপন করা হয়। উক্ত Help Desk-এর মাধ্যমে ডিসিসিআইএর সদস্যসহ অন্যান্যদের Good Agriculture Practice (GAP) বিষয়ে বিভিন্ন পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। ডিসিসিআই Global GAP-এর Country Partners হিসেবে পরবর্তিতে কাজ করার জন্য চুক্তির বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে।

জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি কমিটির সমন্বয়কারী পরিচালক, জনাব রাজীব এইচ চৌধুরী, আহ্বায়ক এবং জনাব গোলাম জিলানি, যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। জনাব ওসামা তাসীর, জনাব এম আনোয়ারুল হক, জনাব মাহবুব এনাম, জনাব এন কে এ মুবীন, জনাব নূর মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ এবং জনাব মোঃ এনামুল হক সুজন উক্ত কমিটির সম্মানিত সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

"ঢাকা সিটি ট্রাফিক, ইকোনমি, ট্রেড অ্যান্ড বিজনেস" বিষয়ক বিশেষ কমিটি

"ঢাকা সিটি ট্রাফিক, ইকোনমি, ট্রেড অ্যান্ড বিজনেস" বিষয়ক বিশেষ কমিটি ঢাকা শহরের ক্রমবর্ধমান যানজট ও রেল যোগাযোগ ও গণপরিবহন সংকট মোকাবেলায় এ কমিটি বাস্তবভিত্তিক সুপারিশমালা প্রণয়ন ও তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহে প্রেরণের সুপারিশ করে থাকে।

এ বছর এ কমিটির ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ বছর এ কমিটি যানজট নিরসনে আধুনিক সড়ক ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক একটি সেমিনার আয়োজন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ ছাড়া বাংলাদেশ রেলওয়ের আধুনিকায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

"ঢাকা সিটি ট্রাফিক, ইকোনমি, ট্রেড অ্যান্ড বিজনেস" বিষয়ক বিশেষ কমিটি ২০১৮ সালের একশন প্লান বিষয়ে উপস্থিত প্রায় সম্মানিত সকল সদস্যবৃন্দ নিম্নরূপ মতামত ও সুপারিশ প্রদান করেনঃ

ক) ঢাকা সিটিকে স্মার্ট সিটি পরিণত করতে হলে ডিসিসিআই সভাপতি মহোদয়ের প্রস্তাব অনুযায়ী এস ডি জি পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রস্তাবনা ও সুপারিশ প্রণয়ন করতে হবে।

খ) ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মহোদয়ের সাথে দেখা করে দিন, তারিখ নির্ধারণ পুর্বক যানজট নিরসনের উপর একটি সেমিনার আয়োজন এবং এ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সেমিনার পেপার প্রস্তুত করা।

গ) উক্ত সেমিনার আয়োজনে অন্ততঃ ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ) টাকার বাজেট প্রস্তাব রাখা হয় এবং একজন রিসোর্স পারসনকে দিয়ে সেমিনার প্রস্তুত করার জন্য দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে।

ঘ) পুরান ঢাকার এলাকা ভিত্তিক সমিতিগুলোর সাথে আলোচনা করে এলইডি লাইট বসানোর বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা। এ ব্যাপারে সহ সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন এবং পরিচালক জনাব মোহাম্মদ বাশীর উদ্দিন-এর পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে।

ঙ) পুরাতন ঢাকার বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধকতা নিরসনে সুষ্ঠু যানচলাচলের ব্যবস্থা প্রণয়নের নিমিত্তে একটি গোলটেবিল বৈঠক আয়োজনের সুপারিশ গ্রহণ করা হয়।

চ) ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) কর্তৃক আয়োজিত "ডেস্টিনেশন বাংলাদেশ" বিষয়ক মেগা ইভেন্টে উক্ত কমিটির ১৫ জন সদস্যের মধ্যে ১২ জন রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন।

ছ) "ঢাকা সিটি ট্রাফিক, ইকোনমি, ট্রেড অ্যান্ড বিজনেস" বিষয়ক বিশেষ কমিটির ২০১৮ সালে ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। একটি ওয়ার্কিং কমিটির সভা সহ সভাপতি এবং সমন্বয়কারী পরিচালক, আহ্বায়ক এবং যুগ্ম আহবায়কের সমন্বয়ে ডিসিসিআই গুলশান সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়।

"ঢাকা সিটি ট্রাফিক, ইকোনমি, ট্রেড অ্যান্ড বিজনেস" বিষয়ক বিশেষ কমিটির ২০১৮ সালের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ হচ্ছেন রিয়াদ হোসেন, সহ সভাপতি, ডিসিসিআই এবং সমন্বয়কারী পরিচালক; জনাব মোঃ নেয়ামত উল্লাহ মজুমদার, আহ্বায়ক; লায়ন মাহমুদ হাসান, যুগ্ম আহ্বায়ক; আলহাজ্ব আব্দুস সালাস, প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ সভাপতি, ডিসিসিআই এবং সদস্য; জনাব মোঃ সিরাজউদ্দিন মালিক, প্রাক্তন সহ সভাপতি, ডিসিসিআই এবং সদস্য; আলহাজ্ব আব্দুল আজিজ সরকার, প্রাক্তন পরিচালক, ডিসিসিআই এবং সদস্য; আলহাজ্ব মোঃ সারফুদ্দিন, প্রাক্তন পরিচালক, ডিসিসিআই এবং সদস্য; জনাব এ. কে. ডি. খায়ের মোহাম্মদ খান, প্রাক্তন পরিচালক, ডিসিসিআই এবং সদস্য; জনাব মোহাম্মদ মোনায়েম খান, সদস্য; জনাব দ্বীন মোহাম্মদ, সদস্য; হাজী আব্দুর রাজ্জাক, সদস্য; জনাব মোঃ রমজান আলী, সদস্য; জনাব আশফাকুর রহমান, সদস্য; মিসেস লিলি হক, সদস্য; জনাব এ কে এম সাদেক হোসেন নাঈম, সদস্য; কো-অপ্ট সদস্যবৃন্দ হচ্ছেন জনাব এম আবু হোরায়রাহ্, প্রাক্তন সহ সভাপতি, ডিসিসিআই এবং সদস্য; জনাব নাজির হোসেন, প্রাক্তন পরিচালক, ডিসিসিআই এবং সদস্য; জনাব নাসির হোসেন, প্রাক্তন সহ সভাপাতি, ডিসিসিআই এবং সদস্য; জনাব মনোয়ার হোসেন, সদস্য; জনাব মালেক হোসেন, প্রাক্তন পরিচালক, ডিসিসিআই এবং সদস্য; জনাব হাকিম সুমন, সদস্য; জনাব সফিক হোসেন, প্রাক্তন পরিচালক, ডিসিসিআই এবং সদস্য; জনাব রাহাত মিটু, সদস্য এবং ব্যারিস্টার মোহাম্মদ সিয়াম আল দ্বীন মালিক, সদস্য প্রমুখ।

Advisory Committee of RNi Bangladesh Forum

The engagement of the industry and academia on contemporary economic affairs needs to be deeper and more intense due to the rapid economic changes and challenges faced by Bangladesh. Various research works at different levels need to be synchronized to reduce research and industry gaps for our industrial acceleration. Therefore, the Advisory Committee of RNi Bangladesh Forum was formed aiming to create an independent entity of DCCI under "Research and Innovation Bangladesh (RNi Bangladesh). This will begin not only the process of engaging leaders and specialists in the economic arena to unveil new and improved way of thinking but also help bridge understanding among the stakeholders especially bringing the industry centric research approach within the country.

The key objectives of the Advisory Committee were:

- Foster initiative to facilitate industry-academia linkage to invent new modality of research and innovation;
- Support the process to create an independent entity of DCCI 'Research and Innovation Bangladesh (RNi Bangladesh)' in order to improve research work;
- Identify new growth drivers of economy;
- Extend collaboration between RNi Bangladesh Forum and relevant international entities;
- Year wise and sector wise live depository on research works.

During the year 2018, the following activities were performed under this Committee:

- Registered trademark of "Research and Innovation Bangladesh (RNi Bangladesh)";
- Two meetings were held on 29 January 2018 and 8 April 2018 respectively;
- Organized a seminar on "Diversification of Jute for the Development of Jute Industry" in collaboration with Ministry of Textiles and Jute, Government of the People's Republic of Bangladesh, to mark the National jute day, on 7 March 2018. Mr. Mirza Azam, M.P., Hon'ble State Minister, Ministry of Textiles and Jute, Government of the People's Republic of Bangladesh, was present as the Chief Guest at the seminar;
- Prepared a research paper titled "Opportunities of the Jute Paper Act and Jute Pulp & Jute Paper Production Process";

The Advisory Board consisted of nine (9) distinguished members. Of which six members are sector experts and economists having profound expertise on core avenues of economy and remaining three are DCCI Ex-officio. The advisory committee of RNi Bangladesh Forum was chaired by Dr. Hossain Zillur Rahman, Chairman, PPRC & Former Adviser to the Caretaker Government of Bangladesh. Dr. Ijaz Hossain, Professor & Head, Department of Chemical Engineering, BUET acted as energy sector specialist; Dr. Mohammad Ali Taslim, Professor, Department of Economics, DU & Former Chairman, Tariff Commission acted as specialist on local and international Trade & WTO Issues; Dr. Selim Raihan, Professor, Department of Economics, DU & Executive Director, SANEM acted as sector specialist on Macro-economic issues; Prof. Imran Rahman, former Vice Chancellor, University of Liberal Arts Bangladesh (ULAB), acted as sector expert on Skill development; Dr. S M Saleh-uddin, Former Executive Director, DTCB, acted as sector specialist on Physical infrastructure and transportation networks; Mr. Arif Khan, FCMA, CEO & Managing Director, IDLC Finance Ltd., acted as sector specialist on Financing eco-system. The DCCI Research & Development Department acted as the Member Secretary of this Advisory Committee.

ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই)
DCCI Business Institute (DBI)

DCCI Business Institute (DBI) has been conducting various training programme as per its Training Calendar 2018. The Training Calendar was prepared under the guidance of DCCI "Skills Development (DCCI College, DBI, Leadership Institute-{proposed}, Library and Knowledge Centre)" Standing Committee and approved by the Board of Directors. Later, the Training Calendar was finalized, printed and distributed among the target groups. DBI has continued to organize Certificate, Advanced Certificate, Diploma courses and hold Examinations on "Modular Learning System in Supply Chain Management (MLS-SCM^{P})", in accordance with the Agreement between DCCI and International Trade Centre (ITC)-UNCTAD/WTO, Geneva. These courses were appreciated by the participating business organizations and individual participants. Responses from the business community and public sector organizations, as a whole, are satisfactory. In addition it has also been implementing forty five (45) short training courses and forty five (45) daylong workshops to develop forward-looking entrepreneurs and business managers in private sector in Bangladesh.

The Vision & Mission of DBI:

Vision: To emerge as a professional business school with wide-ranging modern knowledge-based education and a Center of Excellence.

Mission: DBI plans to conduct short, medium and long term business-related training courses and curricula eventually to graduate as a full-fledged Business School for Entrepreneurs & Professionals.

The main activities of DBI in the year 2018 are narrated below:

01. Conducting Certificate, Advance Certificate & Diploma Courses on Supply Chain Management under MLS-SCM$^{(P)}$ Programme of ITC, Geneva:

DCCI entered into an Agreement with ITC-UNCTAD/WTO, Geneva in 2004, to conduct Certificate and Diploma Courses on Modular Learning System in Supply Chain Management (MLS-SCM^{P}) and to hold examinations of the same in DCCI Business Institute (DBI). The Agreement was renewed a number of times and in 2017 it was again renewed for another period of three (3) years upto 2019. According to the Agreement, DCCI is the only Authorized Examination Body (AEB) of ITC in Bangladesh. In 2018, DBI has successfully conducted the MLS-SCM$^{(P)}$ courses and examinations. These courses improve the capacity of business organizations to become competitive in the globalised market in home and abroad, by effectively managing the supply chain. The main objective of the course is to train up participants how to obtain quality inputs at a competitive price and keep the customers satisfied to reach its organizational goal. Slogan of the MLS-SCM$^{(P)}$ course is **"Purchasing into Competitiveness"** where "P" of MLS-SCM^{P} denotes power of Purchasing. The MLS-SCM^{P} course has the following eighteen (18) modules, which cover all aspects of the supply chain of a business, from purchasing of raw materials and other inputs up to Customer Relationship Management: 1. Understanding the Corporate Environment; 2. Specifying Requirements & Planning Supply; 3. Analysing Supply Markets; 4. Developing Supply Strategies; 5. Appraising & Short-listing Suppliers; 6. Obtaining & Selecting Offers; 7. Negotiating; 8. Preparing the Contract; 9. Managing the Contract & Supplier Relationships; 10. Managing Logistics in the Supply Chain; 11. Managing Inventory; 12. Measuring and Evaluating Performance; 13. Environmental Procurement; 14. Group Purchasing; 15. E-Procurement; 16. Customer Relationship Management; 17. Operations Management; and 18. Managing Finance along the Supply Chain. More modules are in the process of development.

ITC has developed these excellent and easily intelligible modules of MLS-SCM(P) for quick and effective learning of the participants. Then they can help concerned companies to achieve excellence in the supply chain management to make them competitive in international market.

During 2018, 23rd batch (January-June, 2018) and 24th batch (July-December, 2018) of Certificate Course were successfully started with fifty two (52) and thirty eight (38) participants respectively. In addition, 22 and 34 participants have registered for Advanced Certificate and 16 & 15 participants for Diploma courses respectively in 2018. Classes are held on Fridays so as to enable persons on–the-job to attend the training courses conveniently on weekend. The courses help them to increase their knowledge, efficiency and job opportunities. Examinations on MLS-SCM(P) Courses were also held in February, May and October 2018 successfully. Total 86 examinees were participated in 150 modules in February 2018, 80 examinees were participated in 150 modules in May 2018 and 99 examinees were participated in 176 modules in August 2018. The examinations were held strictly as per the standard guidelines of ITC, Geneva up to their full satisfaction.

The turn up of participants in the MLS-SCM(P) certificate course in 2018 exhibits the popularity of MLS-SCM courses of DBI, despite the fact that many other competitors like BRAC University, UK-based Chartered Institute of Purchasing & Supply (CIPS) and USA-based International Supply Chain Education Alliance (ISCEA) have entered into Bangladesh market with Diploma in Supply Chain Management Course. MLS-SCM course of ITC is a unique, proven and powerful management system to cut cost, reduce lead-time and become competitive in the Global Market. DCCI has developed an excellent infrastructure and a pool of twenty five (25) experienced trainers through holding eight (8) ToT Workshops for conducting Certificate & Diploma Courses on MLS-SCM(P). For holding these workshops, Master Trainers came from ITC, Geneva with necessary training modules and imparted rigorous training to the trainers in ToT workshop. They were trained not only about the content of the courses but also how to design a course and deliver them effectively. One of DBI trainers won "Best Trainer of the Year 2018 Award" from ITC, Geneva.

Glorious Achievements of DBI in MLS-SCM(P):

After taking necessary preparatory steps for 3 years from 2004, DCCI Business Institute (DBI) started offering MLS-SCM(P)courses from 2007 regularly. Up to July 2018, 941 participants participated in Certificate, 476 in Advanced Certificate and 323 in Diploma courses of DBI. Out of them 262 have already received International Certificates, 122 received International Advanced Certificates and 97 received International Diplomas on MLS-SCM(P). In 2018, 90 participants have been admitted for the certificate course. Diploma holders of DBI are the champions of certified Supply Chain Management professionals in Bangladesh. Many of them are working as Heads of Procurement and Supply Chain Departments of many government organizations, NGOs and private companies including multinational companies. Bangladesh Army, Navy, Air Force, Coast Guard, Police and many other Govt. organizations are sending participants for the course every year.

DCCI Won "Best Training Support Institution Award 2018" and "MLS-SCM(P) Best Network Partner Institution Award-2010" of ITC-UNCTAD/WTO, Geneva:

It is worth mentioning that DCCI won "**Best Training Support Institution Award 2018**" of ITC's **SCM Global Network Roundtable 2018**, held at Beijing, China from 31st October to 2nd November 2018. DCCI received **"MLS-SCM(P) Best Network Partner Institution Award"** of International Trade Centre (ITC)-UNCTAD/WTO, Geneva, among its partner Institutions in 69 countries. The award was given at ITC's **"MLS-SCM(P) Global Network Roundtable",** held at Kuala Lumpur, Malaysia in 2011.

02. Short-term Training Courses and Workshops:

DCCI started conducting short training courses to provide training services to its members for development of business executives and entrepreneurs under a joint project with ITC-UNCTAD/ WTO, Geneva In 1991. After end of the one year project with ITC, DCCI continued the program of human resource development jointly with other development partners like ZDH & GTZ, Germany. Meanwhile DCCI upgraded its training centre into DCCI Business Institute (DBI) in 1999. Since then, DBI has been conducting short-term training courses. It has also started daylong courses and workshops from 2015.

Training Courses: DBI organized 23 short training courses from October 2017 to September 2018. Total participants in these courses were two hundred & seventy eight (278). Topics of the courses were as follows: 1. Managing Accounts -Best Practices; 2. Guide to Export, Import & Indenting Business; 3. Managing Accounts – Best Practices; 4. Development of Managerial Leadership Skills; 5. Human Resource Development (HRD); 6. Logistics, Inventory and Store Management; 7. How to Prepare a Bankable Project Proposal for Availing Loan; 8. Guide to Export, Import & Indenting Business; 9. Branding & Marketing (Sales) for Business Success; 10. Effective Office Management; 11. Clearing & Forwarding (C & F) Activities Management; 12. Understanding L/C Procedures for Export & Import Operation; 13. Bangladesh Labour Laws as amended in 2013 & Labour Rules 2015; 14. Project Management Professionals, 15. Agribusiness Supply Chain Management; 16. Design, Implement and Measure KPI; 17. Designing and Manufacturing of Diversified High-end Jute Products; 18. How to Develop Distribution Network for Marketing of Products; 19. Rules & Procedures of VAT & Income Tax, 20. Logistics, Inventory and Store Management; 21. Development of Managerial Leadership Skills; 22 Guide to Export, Import & Indenting Business and 23. Understanding L/C Procedures for Export & Import Operation.

Workshops: DBI also organized 27 workshops with 375 participants in the said period. Topics of the workshops were as follows: 1. Shipping Procedures for Export, Import and Customs Formalities, 2. Effective Office management and Filing System, 3. Management Skills for Administrative Professionals, 4. Effective Warehousing and Distribution Management, 5. VAT & Customs Procedures for Import & Export, 6. How to Become a Dynamic Leader, 7. Office Management & Secretarial Skill Development, 8. Domestic Enquiry and Disciplinary Action According to Labour Law, 9. Income Tax Planning to Minimize Tax Burden Legally, 10. Management Skill Development for Administrative Professionals, 11. Customer Behaviour and Excellent Customer Services, 12. Shipping Procedures for Export, Import & Customs Formalities, 13. Procurement Strategies for Competitiveness, 14. Warehouse Operation, Inventory & Distribution Management, 15. Material and Inventory Management, 16. Agile HRM for Organizational Growth and Profit, 17. Training of Trainers on Supply Chain Management, 18. Customer Relationship Management (CRM), 19. Effective Office Management and Filing System, 20. Bankable Project Proposal Preparation, 21. Shopping Procedures for Export, Import & Customs Formalities, 22. Fron Desk Behaviour and Recepsionist Skills, 23. Domestic Enquiry and Disciplinary Action According to Labour Law, 24. Brand Marketing in the Age of Social Media, 25. Income Tax Planning to Minimize Tax Burden Legally, 26. Strategic Procurement Skills, 27. How to Become a Dynamic Leader

3. Corporate Training Programme: Two corporate training courses were organized for Power Grid Company of Bangladesh Ltd. and Ain-o-Salish Kendra titled on 'Office Management, Filling and Documentation' and 'Managing Accounts-Best Practices', respectively.

4. **Organized Training Programme financed by DCCI-USAID's AVC Projects:** Four training programme were organized by DBI on "Project Management", "Designing and Manufacturing of Diversified High-end Jute Products", "Training on Trainer (ToT) on Supply Chain Management" and "Bankable Project Proposal Preparation" financed by DCCI-USAID's AVC Project.

5. **Initiation of New Professional Certificate Courses:** DBI has developed Course Curriculum for three new Professional Certificate Courses on "Marketing Management", "Financial Management" and "Human Resource Management". Admission process of the said courses are going on.

6. **Publication of DBI Newsletter:** DBI took initiative to promote its existing activities as well as advertisement its upcoming training courses, workshops, professional certificate courses and MLS-SCM courses regularly. Two issues of DBI Newsletter has been published in 2018 and 3rd issue will be published soon. DBI published a new Leaflet and distributed among the stakeholders.

7. **DCCI Knowledge Centre (KC):**

DCCI-Knowledge Center (KC) was established in cooperation with South-Asia Enterprise Development Facility (SEDF) in 2004. After expiry of the MoU with them in June, 2008, DCCI continued the activities of KC as an extended wing of DCCI Business Institute (DBI). The objectives of Knowledge Center are to enhance both quantity and quality of training and services, particularly to facilitate the use of Information Technology (IT) for SME development. The goal of Knowledge Center is to provide a "one-stop-knowledge service" to local SMEs, students, academics, NGOs and business service providers. It is also used as online examination hall of MLS-SCM(p) participants and the Computer Laboratory of the students of Professional BBA Course of DBI College, being conducted under National University.

Services of KC: The main services of KC are: (i) Trade & Technology Information service, (ii) CD ROM & Library service, (iii) Training service, and (iv) Development and Communication services. ***Sale of Services:*** it includes the income from different services provided by KC, like membership registration fees, internet browsing, printout, photocopy, CD-ROM, scanning etc.

The participants of the above courses expressed great satisfaction on the outcome of the courses which enhanced their forward looking attitude, practical and theoretical knowledge and skill which widened their mental horizon to make them confident in doing their job professionally. They also requested to continue these courses in future.

DCCI BUSINESS INSTITUTE (DBI) COLLEGE

(A BBA College with a Difference)

Introduction

- Since its commencement, DBI College has been relentlessly pursuing its mission and goals as stipulated by the Governing Body, Standing Committee, Working Committee and DCCI Board of Directors. DCCI Business Institute (DBI) College, with a difference, has been consistent with its overall effort to emerge as a leading business school in the country. DCCI Business Institute (College) is a centre for teaching, learning, dedicated to life-changing education. DBI (College) provides exceptional teaching and practical learning to inspire and empower students for personal and professional success. It has been consistent with its overall effort to emerge as a leading business institute in the country. Accordingly, it has achieved commendable success in the fields of academics, administration, facilities, extra-curricular activities and students' affair. However, the overall achievement in 2018 seemed steady and consistent. In addition to that, National University of Bangladesh has recognized the huge potential that DBI College could manifest in the implementation of BBA (Professional) Program.

Objectives and Values

- The objective of this program is to develop knowledge and skills that will enable the students to undertake responsibility of the young executives in business organization successfully. Progressive thinking, breaking with convention, challenging the status quo and improving the world around us are our core nuclease.

Academics

- Academics have been the main focus of concentration of DBI for preparing efficient future managers and entrepreneurs. Simultaneously, all other activities supportive to academic excellence have been given due preference. It is worth mentioning that DBI College has achieved commendable success in the fields of academics under the counseling Committee, students are counseled regularly to resolve their issues regarding academic and morality. Significant progress has been achieved in the following areas of interest;
- **Teaching Methodology:** DBI College is focused on innovative learning techniques. In addition to lectures, group discussion, group presentation, case study, assignments, exercise and other interactive methods of learning has been introduced to explore, expose and develop the potentiality and creativity of the students. To look after the Academic related issues academic committee has been working.
- **Academic Calendar:** The Calendar is a comprehensive guide to all programs, courses, services, and policies at the DBI College. The Calendar also serves as a record of many College academic policies and procedures. Academic Calendar or detailed year calendar, containing dates of holidays, examination schedule, socio-cultural events, visits, etc are being prepared and implemented.
- **Programs of Study:** DBI (College) offers 4- year BBA program under National University which is divided into eight semesters with specialization in major areas like Accounting, Finance, Management, Marketing and MIS.
- **Syllabus and Textbooks:** Syllabus and name of the textbooks are given by the College to the students for better preparation and to complete the exercise. To ensure the activities of classes "Class Monitoring Committee" has been made. In addition to this class performance diaries for each course have been introduced.

- **Examinations**: Results of the public exams have been satisfactory. Md. Mamonur Rashid and Mr. Rasel, students of 2nd batch have scored 3.95 out of 4.00 in 8th semesters which was the highest score in whole Bangladesh. For his outstanding result, Md. Mamonur Rashid was provided with the opportunity to participate in a training program at DBI (free of cost). From 3rd batch, around 50% student obtained CGPA 3.5 and above and a student Mohammad Riduwan has scored 3.85 out of 4.00 in 7th semester. Students from other batches are also doing well.
- **Faculty:** There are six full time faculty members working in DBI (College) campus for supporting DBI's (College) mission of research, teaching and scholarship.

Students' Affairs

Besides class lectures-individual and group presentation, class study, assignments, group discussion, exercise and other interactive methods of learning are being practiced to explore and expose students potential. Accordingly, class Monitoring Committee, Exam Committee, Debate Committee, Counseling Committee; Media & Communication Committee etc have been developed.

Scholarship Program

- **DCCI Foundation Scholarship:** DCCI Foundation & Board of Directors have taken a generous initiative to offer scholarship to students of DBI College. 28 Students have been nominated for DCCI Foundation Scholarship for the session 2018-2019.
- **CZM Scholarship:** From DBI College 11 students got CZM Genius Scholarship for the year 2018 (Jan-Dec) session.

Internship Program

Students get internship placement support at DCCI and DCCI member's enterprises. 03 of our students of 2nd batch were selected as Interns at DCCI. Besides, other students also got the opportunity to work as Interns at various renowned organizations, such as- Meghna Bank Ltd., City Bank Ltd., Standard Bank Ltd., Modhumoti Bank Ltd., Uttara Bank Ltd., & some other IT firms.

- **Job and Internship Assistance for students from DCCI:** Two students from the 2nd batch of DBI College **Sayed Billal Hossain** & **Aliva Salmin Tafana** have worked in DCCI library after completing their graduation from DBI College.

  Four students of 3rd batch have joined in DCCI as intern for 2018 session. Three students of 2nd batch have successfully completed their internship program in DCCI after the end of their BBA program.

Administration

College administration has been considerate to include educational leadership, the capacity to bring about shared vision, collaborative decision- making ability and managerial skills.

- **Governing Body**: Regular Governing Body has been constituted and its meeting is being arranged for dealing necessary and important college related issues. With joint Collaboration since its inception, DCCI Business Institute (DBI) College has been relentlessly pursuing its mission and goals as stipulated by Governing Body, Standing Committee, Working Committee and DCCI Board of Directors.
- **Principal**: Ms. Khodeza Begum is the Principal of DBI College. She has been running the College satisfactorily consistent with its goals, mission and vision. She is putting every possible effort to reach the vision.
- **Teachers and Supporting Staff**: There are faculty and staff members across our campuses supporting our mission of research, teaching and scholarship. Four new faculty members are recruited in 2018 for enhancing the learning of our students.
- **New Admission:** Steps are underway to attract and retain more good students for 8th Batch in 2019.
- **Affiliation Renewed:** Affiliation of DBI College has been renewed. It is valid up to 2022.

Facilities/Logistics

DCCI has been fully supportive in providing all sorts of facilities including accommodation, furniture, multimedia projector, security and maintenance. College has been committed to provide state of art classroom. Provision of appropriate facilities is an important component for maintaining environment conducive to effective learning and growth.

Extra- Curricular Activities

There are timely initiatives in place to explore latent aptitude, improvise mental development, rejoice of students and excel in real-life skills alongside academic learning development. Following clubs are in place to cater those needs: Debating club, Reciting club, Cultural club, Career club.

DBI College students participating in DCCI Seminar, Workshop and Conferences:

Students of DBI College are continuously participating in different programs organized by DCCI since the inception of DBI College. Students of 7th Batch have recently participated in a Workshop "Round Table Discussion on Potential Roles and Challenges of Private Sectors to Achieve Sustainable Development Goals (SDGs)".

Around 80 students along with all the faculty members and principal of DBI College have participated in "DESTINATION BANGLADESH" Conference held on Sunday, 28th October, 2018 at Bangabandhu International Conference Center (BICC). 2 of our Students also took part in "DESTINATION BANGLADESH FAIR-2018" held on 28 & 29 October, 2018 at the occasion -60 year celebration of DCCI.

DBI College participated in "4th Showcase Canada-2018"(Trade and Education Fair):

DCCI Business Institute (DBI) College has participated in "4th Showcase Canada-2018" (Trade and Education Fair) held from 6th -7th May. On behalf of DBI (College), Principal Khodeza Begum, Lecturer Fahad- Bin –Roshed, Lecturer Md. Azadur Rahman and Admin Staff Anwera Islam participated in the fair. Canada Bangladesh Chamber of Commerce and Industry (CanCham) with the report of High Commission of Canada in Bangladesh organized "4th Showcase Canada-2018" (Trade and Education Fair) Dhaka.

DBI College's Faculty Members have become NU Examiners

Four faculty members**;** Md. Azadur Rahman, Lecturer of Accounting, Fahad Bin Roshed, Lecturer of Management, Md. Mahabub Iqbal, Lecturer of Marketing & Tahsinul Zannat, Lecturer of Finance have become NU examiners and successfully completed evaluating answer scripts.

DBI College Principal completed 1st part of MS Degree from Nottingham University under CEDP:

Under College Education Development Project (CEDP) of Peoples Republic of Bangladesh, DBI College's principal has been selected to obtain "Master of Arts in Educational Leadership and Management" degree from Nottingham University of Malaysian Campus (UNMC) and recently completed the first part of it in March' 2018.

Conclusion

The National University has shown confidence in the ability of DCCI for running the BBA (Professional) Programme in DBI. DBI College has been unique of its kind with versatile possibilities. All of its patrons have been proactive toward the attainment of desired goals. We are confident that with the able guidance and cooperation of DCCI and National University, DBI College will reach a glorious phase and upgrade itself into a University College. Much effort has been taken to enhance students' standard of assimilation, analysis and creativity day by day.

সংবাদপত্রে ডিসিসিআই

The Financial Express
Tropicana Tower (4th floor), 45, Topkhana Road, Dhaka-1000
Monday, October 29, 2018
Kartik 14, 1425 BS: Safar 18, 1440

Prime Minister Sheikh Hasina receiving a crest from DCCI President Abul Kasem Khan at a conference titled 'Destination Bangladesh', organised by the DCCI to mark its 60th anniversary, at the Bangabandhu International Conference Centre in the city on Sunday — FE

কালের কণ্ঠ
২৯-১০-২০১৮

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে গতকাল 'ডেসটিনেশন বাংলাদেশ' শীর্ষক অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির নেতাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ছবি : পিআইডি

প্রথম আলো
২৯-১০-২০১৮

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডিসিসিআইয়ের ৬০তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী সম্মেলনে বক্তব্য দেন। গতকাল রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে। ছবি : পিআইডি

The Daily Star
FOUNDER EDITOR
LATE S. M. ALI
DHAKA MONDAY OCTOBER 29, 2018, KARTIK 14, 1425 BS

Progress to stall if AL not elected

Says Hasina at international business conference

BSS, Dhaka

Prime Minister Sheikh Hasina yesterday feared that the national progress would be stalled unless the ruling Awami League was re-elected.

"Our past experience is very bitter," she told business leaders. The country in the past witnessed discontinuation of the development process with the change of government.

"I don't know what will happen if another party comes to power as the election is nearing."

If people vote for the AL again, then it will be able to fulfil its targets, the PM said. "And, even if we don't get their votes, we will also try to stand by them."

Hasina inaugurated an international business conference titled "Destination Bangladesh" at Bangabandhu International Conference Centre on the occasion of 60th anniversary of Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI).

On the occasion, the DCCI conferred the "Visionary Leadership Award" on the PM, calling her a "torchbearer" of Sonar Bangla and a real change maker, who is an inspiration to the private sector.

FROM PAGE 1

"Sheikh Hasina opened the gateway for greater investment and is a trendsetter of transforming Bangladesh into 'Destination Bangladesh'," said a DCCI citation.

Hasina said in 1996 to 2001, her government had showed success in many areas, including power generation, improving literacy rate and food production.

"But unfortunately we found that the country went backwards in all those sectors in the next seven years, and the country went in the complete grip of terrorism, militancy, lawlessness and other anti-social activities.

"Two governments -- one at Hawa Bhaban and the other at the Prime Minister's Office -- ruled the country when doing business was impossible for business people without making them happy," the PM said.

After coming to power in 2009, Hasina said her government gradually brought discipline and put in force a system to take the country forward in a planned way.

Now, Bangladesh is progressing fast and many international agencies have also praised the country for the success, she added.

Hasina said according to PricewaterhouseCoopers, a multinational professional services network headquartered in London, Bangladesh would emerge as the world's 28th largest economy by 2030 and 23rd largest economy by 2050, exceeding many developed economies like Australia, Spain, Malaysia and the

In this regard, she mentioned inclusion of a business delegation in her every foreign trip, saying, "I always encourage them to search for their business partners during the visit."

Hasina said her government had set a goal for quick development of the country through fulfilling the basic rights of 160 million people.

"In doing this, we have given utmost importance to the private sector as the sector is the key to strengthening the economy through investment."

The PM said her government had done everything for the development of the economy in a planned way and set a goal to make Bangladesh a middle-income country by 2021.

To achieve the goal, she said the first five-year plan had already been implemented and the implementation process of the second five-year plan was underway.

Hasina said her government had also given focus on rural development and sending the benefits of trade and commerce to the grassroots.

Pointing out her government's focus on regional and sub-regional cooperation, the PM said, "We want to explore the large market of South Asia."

Against the backdrop of increasing per-capita income and purchasing capacity of people, Hasina hoped that the country would be able to achieve 8.25 percent growth next year as private sector would play a big role in fulfilling the target.

Mentioning her government's plan

কালের কণ্ঠ
০২-১০-২০১৮

৬০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন

বিনিয়োগ বাড়াতে আন্তর্জাতিক সম্মেলন করবে ডিসিসিআই

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

দেশের অন্যতম বৃহৎ বাণিজ্যিক সংগঠন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে চলতি মাসের শেষের দিকে বিনিয়োগকারীদের নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করতে যাচ্ছে। উদ্দেশ্য দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ানো।

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আগামী ২৮ অক্টোবর 'ডেস্টিনেশন বাংলাদেশ' শীর্ষক এ সম্মেলনে স্থানীয় এবং বিদেশি ব্যবসায়ীরা অংশ নেবেন। এ ছাড়া দিনব্যাপী সেমিনারে দেশি-বিদেশি ৪২ জনের বেশি আলোচক অংশগ্রহণ করবেন।

'ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি' এই সুদীর্ঘ পথচলায় ৬০ বছর পূর্তি উদযাপন করছে। বিগত ছয় দশক ধরে দেশের বেসরকারি খাতের প্রসারণায় 'ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি' মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে।

আশির দশকে ব্যাংক ও বীমা খাতের সংস্কারেও ডিসিসিআই মূল ভূমিকা পালন করে। নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে বর্ধনশীল বেসরকারি বিনিয়োগের জন্য 'ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি' মোবাইল টেলিযোগাযোগের উন্মোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২০০০ সালের শুরু থেকে নীতি-নির্ধারণী ও সংস্কার, কর ব্যবস্থার সরলীকরণ পদ্ধতি, আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য সহজতা, উন্নত নীতি প্রণয়নের জন্য পাবলিক-প্রাইভেট প্ল্যাটফর্ম, বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশের জন্য ব্যবসায়িক নীতি সংস্কার ও সর্বোপরি বাংলাদেশের বাণিজ্যিক

আগামী ২৮ অক্টোবর 'ডেস্টিনেশন বাংলাদেশ' শীর্ষক এই সম্মেলনে স্থানীয় ও বিদেশি ব্যবসায়ীরা অংশ নেবেন

কর্তৃক বলেন, বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধনের ছয় দশক উপলক্ষে ডিসিসিআই ব্যতিক্রমী এসব উদ্যোগ নিচ্ছে। তাঁর আশা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।

তিনি আরো বলেন, 'অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে আমাদের অর্থনীতিতে আনুমানিক ৩০০ থেকে ৩২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের প্রবৃদ্ধির গতি ত্বরান্বিত

NEW AGE

Prime minister Sheikh Hasina is seen with commerce minister Tofail Ahmed and state minister for finance and planning MA Mannan and top business leaders of the country at the inaugural ceremony of the 'Destination Bangladesh: Gateway to growth and Development' organised by Dhaka Chamber of Commerce and Industry to celebrate its 60th anniversary at the Bangabandhu International Conference Centre in Dhaka on Sunday. — New Age photo

Diversify products, explore new markets, PM tells businesses

United News of Bangladesh . Dhaka

PRIME minister Sheikh Hasina on Sunday asked the business community to diversify their products and explore new markets in the world for their items availing of government support.

'We've to diversify our export products. You've to think how much varieties you can bring in your export basket,' she said.

... Industry (DCCI) to celebrate its 60th anniversary at Bangabandhu International Conference Centre in Dhaka.

Hasina said that the business community needed to come out from the traditional mindset of reaching only one or two destinations for their products. 'Now markets are there in many countries. We've to look at those destinations, we have to find out which country wants what type of products, and we have to go ... particular area, and the demand of the product also has to be in the consideration.'

The prime minister said the government would do whatever was needed for taking the country forward.

Briefly describing various development activities of the government for advancing the country, Hasina said the country would be able to attain 8.25 per cent GDP growth in the current fiscal. 'We've fixed the target, our ... 8.25 per cent GDP growth.

Mentioning the various steps taken in the last 10 years for the balanced development of the country, Hasina said her government did not think about the development of urban areas only.

She said the private investors could come up with their investment individually or even under public-private partnership initiative or in any other form of approach.

About the role of the ... mit specific recommendations keeping in mind the emerging economic potentials of Bangladesh.

Commerce minister Tofail Ahmed, state minister for finance and planning MA Mannan, Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI) president Md Shafiul Islam (Mohiuddin) and DCCI president Abul Kasem Khan also spoke at the programme.

At the programme, the

সংবাদপত্রে ডিসিসিআই

আমরা জনগণের পক্ষে

বাংলাদেশ প্রতিদিন

সোমবার | ঢাকা ১৪ কার্তিক ১৪২৫ | ২৯ অক্টোবর ২০১৮

দৃষ্টি বেসরকারি বিনিয়োগ-শিল্পায়নে

'ডেসটিনেশন বাংলাদেশ' ব্যবসায়ী সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'ডেসটিনেশন বাংলাদেশ' শীর্ষক আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন —বাংলাদেশ প্রতিদিন

প্রতিদিন ডেস্ক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রপ্তানি আয় বাড়াতে পণ্যের বহুমুখীকরণের পাশাপাশি নতুন রপ্তানি বাজার খোঁজার ওপর জোর দিয়ে বলেছেন, আমরা শিল্পের বহুমুখীকরণ করতে চাই। একই সঙ্গে আমরা বিশ্বের চাহিদার দিকেও খেয়াল রাখতে চাই। কোন দেশে কী চাহিদা আছে, আর বাংলাদেশ কী জোগান দিতে পারে, সেদিকে নজর রাখতে হবে। সূত্র : বাসস ও বিডিনিউজ।

গতকাল ডিসিসিআইয়ের ৬০তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'ডেসটিনেশন বাংলাদেশ' শীর্ষক আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী ব্যবসায়ীদের উদ্দেশে বলেন, আমি চাই আপনারা এসব মাথায় রেখেই ব্যবসা-বাণিজ্য করবেন। বেসরকারি খাতে বিনিয়োগের ওপর গুরুত্বারোপ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, শুধু কৃষির ওপর নির্ভর না করে দেশে যাতে শিল্পায়ন হয়, সেদিকে আমরা দৃষ্টি দিয়েছি। খাদ্যের জোগানে কৃষির প্রয়োজন রয়েছে। ১৬ কোটি মানুষের খাদ্য.

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

সংবাদ

২৯-১০-২০১৮

গতকাল ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত 'ডেস্টিনেশন অফ বাংলাদেশ' শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীকে স্মারক ক্রেস্ট উপহার দেয়া হয় —সংবাদ

সমকাল

সোমবার | ২৯ অক্টোবর ২০১৮ | ১৪ কার্তিক ১৪২৫

বিনিয়োগ বাড়াতে বেসরকারি খাতকে সুযোগ দিতে হবে

■ সমকাল প্রতিবেদক

ঢাকা চেম্বারের সম্মেলনে বক্তারা

বণিক বার্তা

'ডেস্টিনেশন বাংলাদেশ' সম্মেলনে বক্তারা

অবকাঠামো উন্নয়নে ৩২ হাজার কোটি ডলার বিনিয়োগ প্রয়োজন

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

শেষ পৃষ্ঠার পর

dailyobserver

29-10-2018

...e Minister Sheikh Hasina flanked by the leaders of Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) at a programme titled Destination ...ladesh at Bangabandhu International Conference Centre on Sunday. PHOTO: PID

সমকাল

সোমবার | ২৯ অক্টোবর ২০১৮ ১৪ কার্তিক ১৪২৫

ব্যাংক ও পুঁজিবাজারের দুরবস্থায় কাঙ্ক্ষিত বিনিয়োগ আসছে না

■ সমকাল প্রতিবেদক

ঢাকা চেম্বারের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

প্রথম আলো

২৯-১০-২০১৮

দেশের এত সম্ভাবনার মূল্য নেই, যদি তা ধরা না যায়

ঢাকা চেম্বারের বাণিজ্য সম্মেলন

HKG STEEL
নির্মাণে নিশ্চিন্ত নির্ভরতা

সংবাদপত্রে ডিসিসিআই

The Financial Express

Tropicana Tower (4th floor), 45, Topkhana Road, Dhaka-1000
Sunday, December 24, 2017

Abul Kasem DCCI president again

FE Report

The 56th annual general meeting (AGM) of Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) was held on Saturday reelecting Abul Kasem Khan as its president for the year of 2018.

It also picked Kamrul Islam, FCA, and Riyadh Hossain as senior vice-president and vice-president of the trade body respectively.

Abul Kasem Khan was born in a respectable Muslim family of Chittagong in 1968.

He completed his higher education in Business Administration (BBA) in 1992.

He briefly worked in the

Continued to page 7 Col. 6

Abul Kasem DCCI president

Continued from page 1 col. 8

banking sector from 1992 to 1996 and later joined his family business in 1996.

He is currently a director of AK Khan and Company Ltd (AKK), one of the oldest private sector business conglomerates in Bangladesh established in 1945.

Mr Khan who is also the managing director of AK Khan Telecom Ltd is the eldest son of AM Zahiruddin Khan, who was the president of Chittagong Chamber of Commerce and Industry (1974-76), president of FBCCI (1977) and former planning and industries minister of Bangladesh government.

Kamrul Islam, FCA, is the chairman of Mashnoons Limited and partner of Islam Aftab Kamrul and Co. Chartered Accountants.

He was born in 1959 in a respectable Muslim family. He did his Masters in accounting from the University of Dhaka.

He is the fellow member of Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB) and Institute of Chartered Secretaries of Bangladesh (ICSB).

Kamrul Islam

Riyadh Hossain

He is presently director of Japan-Bangladesh Chamber of Commerce and Industry and president of the Accounting Alumni, University of Dhaka.

He is director of Sonali Bank Ltd. He was also director of DCCI and Janata Bank Ltd and member of the governing council of Housing and Building Research Institute.

He is the permanent member of Uttara Club Ltd and life member of Transparency International's Bangladesh chapter.

Riyadh Hossain was born in Armanitola, Baghbari in the old part of the capital.

He completed his higher education in Business Administration from North South University.

He joined his family business 'Cock Brand Mosquito Coil' after his graduation and was also involved in various trading businesses.

Mr Hossain is the son of Nazir Hossain who was a former director of DCCI, member of FBCCI and the chairman of N.H International and also grandson of late Hafez Monir Hossain, founder member of DCCI.

The newly-elected directors of DCCI are: Andaleeb Hasan, Engineer Md. Al Amin, Mohammad Bashiruddin, Nuher L. Khan, S M Zillur Rahman and Waqar Ahmad Choudhury.

talhabinhabib@yahoo.com

The Daily Star

DHAKA SUNDAY NOVEMBER 18, 2018, *AGRAHAYAN 4, 1425 BS*

US-China trade war a blessing: study

Star Business Report

The ongoing trade war between the US and China has been a blessing for Bangladesh as the local exporters, especially garment makers, have been receiving a lot of work orders from both China and the US, according to a new study revealed yesterday.

"It is an opportune moment for Bangladesh as China also announced tariff cuts on goods imports from the country," said Abul Kasem Khan, president of the Dhaka Chamber of Commerce and Industry, at a seminar organised at its office in the capital.

Many buyers are coming back to Bangladesh and the country's share in the American garment market increased 6.46 percent in the first nine months of the year, said Ali Ahmed, chief executive officer of Bangladesh Foreign Trade Institute, who authored the study 'Trade war and its implications for Bangladesh'.

Other than the inflow of work orders for apparel items for competitive pricing, Bangladesh will also benefit in its cotton purchase as China has stopped buying from the US.

China used to purchase cotton worth a little more than $1 billion from the US.

Now, Bangladesh is the largest cotton importer as China stopped sourcing the white fibre to subsidise its domestic growers and to end the previous stocks.

Already the cotton price fell 10 percent year-on-year in the October-November period due to oversupply, Ahmed said at the seminar, which was attended by exporters, importers, trade experts, entrepreneurs, trade body leaders and government higher-ups.

Bangladesh will also receive a lot of investment as the owners of the Chinese sunset industries are looking for new destinations as production costs in China rose due to higher tariff measures by the US and shortage of skilled workforce.

The global foreign direct investment flows fell 23 percent to $1.43 trillion in 2017.

Khan also called for exercising caution when receiving FDI because in many areas like in the garment sector the local entrepreneurs are performing well.

The recent trade war may not sustain for a long time, said Shubhashish Bose, senior secretary of the commerce ministry.

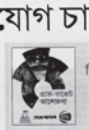

As a result of the trade war many factories from China may be relocated to some of the potential Asian countries and Bangladesh should chase this lead.

READ MORE ON B3

DCCI

Shubhashish Bose, *third form right*, senior secretary of the commerce ministry, and Abul Kasem Khan, *fourth from left*, president of DCCI, attend a seminar on "Trade war and its implications for Bangladesh" at the latter's office in the capital yesterday.

The Daily Star

DHAKA SUNDAY MAY 13, 2018, *BAISHAKH 30, 1425 BS*

Corporate tax cuts on way

Star Business Report

The government will cut corporate tax rates and bring in special measures for investors and exporters in the upcoming budget for the ease of doing business and encouraging investment.

"I have made commitments about reducing the corporate tax rate in various pre-budget discussions," said Finance Minister AMA Muhith.

Muhith's comments came at a pre-budget discussion organised by the Dhaka Chamber of Commerce and Industry, Daily Samakal and Channel 24 at the Bangabandhu International Conference Centre in Dhaka yesterday.

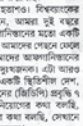

He said he has had discussions with the National Board of Revenue about the multi-layer taxation system and a decision will be taken on the issue within the next two to three

STAR

Finance Minister AMA Muhith speaks at a pre-budget discussion at the Bangabandhu International Conference Centre in Dhaka yesterday. Md Mosharraf Hossain Bhuiyan, chairman of the NBR, Golam Sarwar, editor of

সমকাল

রোববার ১৩ মে ২০১৮ ৩০ বৈশাখ ১৪২৫

অবকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ মনোযোগ চান ব্যবসায়ীরা

বিদেশি বিনিয়োগ আনতে মেয়াদি পরিকল্পনার পরামর্শ

প্রথম আলো

এ সপ্তাহের সাক্ষাৎকার

চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের জন্য আগামী সোমবার মুদ্রানীতি ঘোষণা করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে কী ধরনের মুদ্রানীতি প্রত্যাশা করা হচ্ছে, তা নিয়ে প্রথম আলোর সঙ্গে কথা বলেছেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সভাপতি **আবুল কাসেম খান**। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **রাজীব আহমেদ**

ঋণ-সংকট যেন তৈরি না হয়

কেমন মুদ্রানীতি চাই

প্রথম আলো

যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের বাণিজ্যযুদ্ধ ও বাংলাদেশে তার প্রভাব বিষয়ে ঢাকা চেম্বারের আয়োজিত সেমিনারে বক্তব্য দেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব শুভাশীষ বসু। গতকাল রাজধানীর মতিঝিলে ডিসিসিআই মিলনায়তনে। ছবি : ঢাকা চেম্বারের সৌজন্যে

সাময়িক লাভের সম্ভাবনা

বাণিজ্যযুদ্ধ

বাণিজ্যযুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে শেষমেশ বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি কমে যাবে। এতে কোনো দেশেরই লাভ হবে না।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

প্রথম আলো

বিশ্লেষণ : সহজে ব্যবসা সূচক

এখন আফগানিস্তানের কাছ থেকেও শিখতে হবে, এটা দুঃখজনক

আবুল কাসেম খান, সভাপতি, ডিসিসিআই

আবুল কাসেম খান

প্রথম পৃষ্ঠার পর

The Daily Star

DHAKA SUNDAY DECEMBER 24, 2017, *POUSH 10, 1424 BS*

Abul Kasem Khan reelected DCCI president

Star Business Desk

Abul Kasem Khan, a director of AK Khan & Co Ltd, has been reelected president of the Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) for 2018.

The new board of directors took charge at DCCI's 56th annual general meeting at its

man of Mashnoons Ltd, has been elected senior vice president and Riyadh Hossain, proprietor of RH International, vice president, DCCI said in a statement.

Khan is also the managing director of AK Khan Telecom Ltd and director of AKPEN Ltd and Akceycom Ltd.

He completed his higher education in business administration in 1992. He briefly worked in the banking sector from 1992 to 1996 and later joined his family business in 1996.

Senior Vice President Kamrul Islam is also a partner of Islam Aftab Kamrul and Co Chartered Accountants.

He completed his masters in accounting from Dhaka University. He is a fellow member of the Institute of

সংবাদপত্রে ডিসিসিআই

কালের কণ্ঠ

০৬-০৫-২০১৮

এলএনজির দাম যৌক্তিকভাবে নির্ধারণের আহ্বান

প্রাক বাজেট

আগামী বাজেটে ব্যক্তির করমুক্ত আয়সীমা আড়াই লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে তিন লাখ টাকা চায় ডিসিসিআই

করপোরেট কর টানা তিন বছর কমানোর প্রস্তাব

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

দৈনিক ইত্তেফাক

বুধবার, ২৩ কার্তিক ১৪২৫
৭ নভেম্বর ২০১৮

মালয়েশিয়াকে দ্রুত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির আহ্বান ঢাকা চেম্বারের

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

DCCI
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

বণিক বার্তা

আইটিসির পুরস্কার পেল ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট

যুগান্তর

শুক্রবার ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮
৩০ ভাদ্র ১৪২৫

ডিসিসিআই'র আলোচনায় বৃহস্পতিবার এসডিজি বিষয়ক প্রধান সমন্বয়কারী আবুল কালাম আজাদসহ অন্যরা — যুগান্তর

ডিসিসিআই'র আলোচনা

এসডিজির বাস্তবায়নে নতুন চ্যালেঞ্জ 'সন্ত্রাসবাদ'

যুগান্তর রিপোর্ট

প্রথম আলো

শুক্রবার, ২৫ মে ২০১৮, ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫

কোম্পানি আইন সংস্কার নিয়ে ঢাকা চেম্বারের গোলটেবিল

সহজে ব্যবসা করার মতো পরিবেশ সৃষ্টির আহ্বান

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

"সহজে ব্যবসা করার সূচকে আমাদের অবস্থান এত নিচে যে লজ্জা লাগে"
মোহাম্মদ আবদুল মান্নান
অর্থ প্রতিমন্ত্রী

"কোম্পানি আইন সংস্কার করে সহজে ব্যবসা করার সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান উন্নত করা সম্ভব"
আরিফ খান, সিইও, আইডিএলসি

"বর্তমান করব্যবস্থায় ব্যবসায়ীরা সবচেয়ে বেশি হয়রানি হয়"
আবিদ এইচ খান
সাবেক সভাপতি, আইসিএবি

DCCI seminar: Despite global demand, flowers industry yet to gain momentum in Bangladesh

SM Abrar Aowsaf

Despite being a favourable region for the flower industry, Bangladesh is yet to gain momentum in this sector, experts said yesterday.

Speakers made the observation at a seminar on investment opportunities in the flower industry, organized at the Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) auditorium by the DCCI and USAID's Agriculture Value Chains (AVC) Project.

They highlighted the variety as some of the challenges in this sector.

The flower industry in the USA alone is worth $26 billion, with that in China worth of $23 billion. However, Asia is the fastest growing region for the flower industry.

President of China Horticulture Business Services Dr Heidi Wernett said that Bangladeshi farmers are currently producing flowers worth $10-20 million.

"These flowers are grown by 200,000 farmers on just 6,300 hectares of land," said Dr Heidi,

tries involved in the cultivation of these ornamental crops. The flower export target was fixed at $13 million for the fiscal year 2017-18 and already more than $8 million has been earned from July to December of 2017," he added.

According to the Bangladesh Flower Society, around 10,000 hectares of land are currently being used in the country for the cultivation of flowers.

USAID AVC project Chief of Party Paul Bundick, Deputy Chief of Party Bani Amin, Contracting

সংবাদপত্রে ডিসিসিআই

NEWAGE
21-09-2018

'Govt working to reduce cost of doing business: Tofail

Bangladesh Sangbad Sangstha · Dhaka

COMMERCE minister Tofail Ahmed on Thursday said that the government 'was working to reduce further the cost of doing business by slashing source tax and taking other initiatives.

'For doing business, a congenial atmosphere is a must and now it is the best time to invest more in industries,' he said, speaking as the chief guest at the inauguration of 'president's

Commerce minister Tofail Ahmed speaks at an inauguration programme of 'President's Executive Floor' of the Dhaka Chamber of Commerce and Industry at DCCI building in Dhaka on Thursday. DCCI president Abul Kasem Khan was also present, among others. — New Age photo

প্রথম আলো
০৮-০৩-২০১৮

প্রবৃদ্ধির নতুন চালক হতে পারে পাট

ঢাকা চেম্বারের সেমিনার

বিশ্ববাসী পরিবেশ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছে। এতে পাটের নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলেছে। তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে এ সম্ভাবনা আরও বেড়েছে।

কালের কণ্ঠ
২৫-০২-২০১৮

অবকাঠামো খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর আহ্বান ডিসিসিআইয়ের

অর্থনীতিকে রাজনৈতিক অস্থিরতার বাইরে রাখুন

কালের কণ্ঠ

ডিসিসিআইয়ের সেমিনারে বক্তারা

বন্দর সক্ষমতা বাড়াতে চাই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা

The Export Leader
CROWN CEMENT

theindependent
28-05-2018

DCCI opens agro service desk

A help desk named 'DCCI Agro Service Desk' has been set up at the premises of Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) for the development of Bangladesh's agriculture sector as well as to assist the stakeholders and entrepreneurs of this sector, reports UNB.

DCCI Senior Vice President Kamrul Islam FCA inaugurated the desk yesterday. The desk

The Daily Star
DHAKA WEDNESDAY JANUARY 31, 2018, MAGH 18, 1424 BS

Ensure ease of doing business: DCCI

STAR BUSINESS REPORT

The Dhaka Chamber of Commerce and Industry yesterday proposed that the government form a high-powered monitoring cell to ensure ease of doing business.

Commerce Minister Tofail Ahmed may head the cell, Abul Kasem Khan, president of the apex trade body, said in a meeting with the minister, at the latter's secretariat office in Dhaka.

Khan said private investment needs to be scaled up to 29 percent of the gross domestic product from the current 23.1 percent.

Bangladesh achieved 7.28 percent economic growth and the size of its GDP touched $250 billion in 2016-17. Even then the country's rank in the World Bank's Doing Business 2018 Index has gone one notch down to 177 in 2017, he said.

Govt should form a high-powered monitoring cell to gauge progress in ensuring ease of doing business, the chamber says

The country needs at least $15 billion of annual investment in infrastructure development to attract foreign and local investment, he said.

Bangladesh will require $320 billion by 2030 to develop a reliable, sustain-

The signing of a free trade agreement between Bangladesh and Sri Lanka will be a "learning case" for future bilateral deals with bigger trading partners, he said.

He also urged the government to take up initiatives to integrate Bangladesh with the Association of Southeast Asian Nations (Asean) as well as the Regional Comprehensive Economic Partnership.

The partnership comprises the 10 existing members of Asean and China, India, Japan, South Korea, Australia and New Zealand.

Bangladesh will lose the Generalised System of Preferences from the European Union -- which contributes 54.2 percent of the country's total export earnings -- as soon as the Asian nation graduates from being a least developed country.

Bangladesh will later be eligible for GSP plus benefits in the years to come.

The country needs to take rigorous preparation to qualify for the EU's GSP plus facility by complying with core international standards in the areas of human and labour rights, environmental protection and good governance.

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ৩০ মাঘ ১৪২৪
১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

পিপিপির আওতায় অবকাঠামো নির্মাণে প্ল্যাটফর্ম গঠনের তাগিদ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

The Daily Star

বণিক বার্তা

বিনিয়োগে বাধা ওয়্যারহাউজ স্বল্পতা ও দুর্বল বন্দর ব্যবস্থাপনা

ভোরের কাগজ

হালাল পণ্যের জন্য হবে আলাদা অর্থনৈতিক অঞ্চল

DHAKA THURSDAY 25 JANUARY, 20

MARKET DIGEST

DCCI urges govt to declare 2019-2021 as 'infrastructure years'

Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) on Wednesday called upon the government to declare 2019-2021 as "The Infrastructure

সংবাদপত্রে ডিসিসিআই

NEWAGE

Govt, businesses' efforts emphasised to tap into $2t global halal market

Staff Correspondent

BUSINESSES and experts on Thursday said that both the government and the entrepreneurs should give more focus on halal products to seize all the opportunities they offer to venture into the over $2 trillion global halal market.

Bangladeshi products, including agro-processed foods, beverages, cosmetics and pharmaceuticals, have a huge prospect in the global market of halal products, which is growing fast, they said at a seminar on 'halal certification standards and challenges: opportunities for Bangladesh market'.

Dhaka Chamber of Commerce and Industry organised the seminar at its auditorium in the capital.

Bangladesh Investment Development Authority executive chairman Kazi Md Aminul Islam suggested that a separate economic zone could be established for manufacturing halal products.

An international standard certification body is also needed so that local halal products are generally accepted across the world, he said.

He said that there was a trillion dollar ready market for halal products in the world, including in countries where a significant number of Muslims live.

Emphasising on infrastructure development, including a standard certification body, testing facility and policy support, in this connection, he said that Islamic Foundation was now issuing halal certificates, which is not enough to meet the global standards.

Referring to Global Islamic Economy 2017-18 Report of Thomson Reuters, DCCI president Abul Kasem Khan said that global Islamic market was around $2 trillion which was 11.9 per cent of the world expenditures.

Bangladesh has the potential to flourish in the halal market if proper policy supports are given, he said.

He emphasised on developing an international halal certification process, setting up a separate economic zone for halal product manufacturers, framing a roadmap and a new policy along with providing fiscal and non-fiscal incentives to seize the opportunities of the growing market.

United Arab Emirates ambassador to Bangladesh Saed Mohammed Saed Hmaid Almheiri said that the popularity of halal foods and other consumer items had been rising even among non-Muslims as these products were hygienic and healthy.

Referring to the estimate of Transparency Market Research, he said that the global halal product market was valued at $2.7 trillion in 2015 and expected to rise to $ 10.51 trillion by 2024.

He said that Bangladesh had been exporting halal meat to a limited number of countries but it could be expanded by ensuring safe and healthy cattle meat.

UAE is ready to help Bangladesh in developing halal certification, he added.

UAE-based RACS Quality Certificates Issuing Service

Continued on B2 Col. 4

Bangladesh Investment Development Authority executive chairman Kazi Md Aminul Islam speaks at a seminar organised by the Dhaka Chamber of Commerce and Industry at its auditorium in Dhaka on Thursday. United Arab Emirates ambassador to Bangladesh Saed Mohammed Saed Hmaid Almheiri and DCCI president Abul Kasem Khan were also present, among others. —New Age photo

প্রথম আলো

বিনিয়োগের শর্তে করপোরেট করে ছাড় চায় ডিসিসিআই

বাজেট প্রস্তাব

"যেসব ব্যাংক ফেল (ব্যর্থ হওয়া) করতে চায়, তাদের ফেল করতে দেওয়া উচিত। ফেল করার সময় বারবার সহায়তা দেওয়া হলে ভালো ব্যাংককে তা নিরুৎসাহিত করে।"

আবুল কাসেম খান, সভাপতি, ডিসিসিআই

daily sun

Diversify agro-products to boost exports: Matia

Staff Correspondent

Agriculture Minister Begum Matia Chowdhury on Thursday highlighted the urgency for diversification of agricultural products to boost their exports.

"We do not have other options, but to diversify agro-products for boosting export of agricultural products," said the agriculture minister while speaking at the inaugural ceremony of 'DCCI Agro Tech 2018 Expo' at International Convention City Bashundhara in Dhaka.

Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI), supported by USAID's Agriculture Value Chain (AVC) Project, organized the two-day expo to bring different agro entrepreneurs, agro-processors, modern agro machinery importers, exporters, financial institutions, researchers under one roof.

The agriculture minister also urged the private sector to promote more diversity and expansion in agricultural production. She also pointed out that the country has already discovered the salinity-tolerant variety of jute and it will be cultivated in the country very soon.

"Jute will not only be used for producing traditional sacks and pulp, Bangladesh needs to do extensive research through BCSIR and Jute Research Institute so that jute can be used for textile sector as well," said the minister.

Mentioning the surplus production of potato, she said, this year production of potato stood at 1.2 crore metric tons against the demand for 60 lakh metric tons. But the potato growers will not have to face any loss as the government is trying to export the surplus potato, she added.

She also hoped that one day Bangladesh will be able to comply with 'Good Agriculture Practice (GAP)' as the country's entrepreneurs have every potential in this regard.

Secretary of the science and technology ministry Md. Anwar Hossain attended the inaugural ceremony as special guest while DCCI President Abul Kasem Khan delivered welcome address.

DCCI Vice President Riyadh Hossain, directors Akber Hakim, Andaleeb Hasan, Hossain A Sikder, Humayun Rashid, Imran Ahmed, Rashedul Ahsan, Mamun Akbar, Mohammad Bashir Uddin, SM Zillur Rahman, Waqar Ahmad Chowdhury, former Presidents Asif Ibrahim and Md. Sabur Khan were present at the ceremony.

DCCI President Abul Kasem Khan said the role of agriculture is undeniable in poverty alleviation, employment generation and source of raw materials for industry. For the development of agriculture Bangladesh needs to use modern technology, quality seeds, and fertilizer and diversification, he added.

Khan urged the government to give subsidy to the agro sector. To attain the export target of $1.0 billion by the year 2021 form agro sector, Bangladesh have to develop skills of farmers, agro entrepreneurs, producers, importers, exporters and researchers, he added.

Agriculture Minister Matia Chowdhury inaugurates the 'DCCI Agro Tech 2018 Expo' at International Convention City Bashundhara in the capital on Thursday. The Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) organised the two-day expo.

Experts speaking at the round-table discussion on using ADR to managing risks of non performing loans COURTESY

'ADR can help reduce non-performing loans'

Rafikul Islam

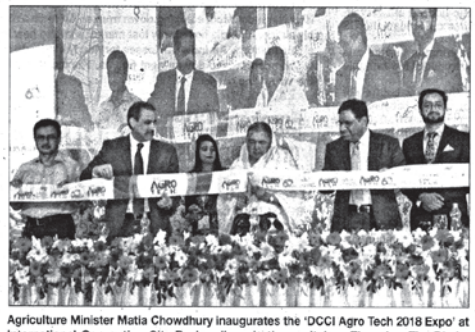

Speakers at a discussion posited that alternative dispute resolution (ADR) can help reduce non-performing loans.

They came up with the suggestion at a roundtable titled "ADR in Managing the Risk of Non Performing Bank Loans" at the Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) auditorium yesterday, according to a statement.

Bangladesh International Arbitration Centre (BIAC) and DCCI co-organized the event.

Md Shahidul Haque, senior secretary at legislative and parliamentary affairs division of the Ministry of Law, stressed the importance of the implementation part of the legislation.

He lauded the BIAC for joining the process of settling commercial disputes beyond the court.

Shahidul said in the developed nations only 2% of a bank's loans is allowed to be non-performing whereas in Bangladesh it is 10% which is not accepted.

He said the Financial Institutions Division should come up with a few proposals about how to address the issues of non-performing loans.

Bangladesh Bank, Office of the Chief Justice, Ministry of Law, Bankers' Association, and Ministry of Finance should work collectively to address the issue, the secretary added.

Shafayat Ullah, head of legal at the City Bank Limited, who read out the keynote paper, said large defaulters are rarely penalised. Instead, loans are restructured.

To overcome such problems he recommended the introduction of ADR as an alternative route that can be used in managing default loans.

BIAC Chairman Mahbubur Rahman said to convert non performing loans into performing loans, effective implementation of the law is mandatory.

He voiced concern over the ... forming Loans (NPL).

BIAC along with Bangladesh Bank and the Association of Bankers Bangladesh Ltd has been working out a draft guideline for the banks which will expedite the process of ADR and make it more effective, Mahbub said.

DCCI President Abul Kasem Khan said non-performing loans account for 10.78% of total outstanding loans, which represents an increase from 9.31% in December 2017.

He recommended improving the corporate governance of banks, ensuring proper due diligence processes, adopting zero tolerance policies on loan defaults, taking legal action against loan defaulters and their collaborators, and introducing alternative recovery options.

To reduce the number of cases in the banking industry and bringing down non-performing loans to a tolerable level, ADR can be used as an effective alternative mechanism, he said.

BIAC Chief Executive Officer Muhammad A (Rumee) Ali said non-performing loans are linked with the liquidity of banks.

There must be a way out before going to the court for the realization of bad loans so there should be an arbitration clause in the contract, he said.

The BIAC boss sought cooperation from the legislative and parliamentary affairs division for popularizing ADR to mitigate non-performing loans as a resort

> BIAC along with Bangladesh Bank and the Association of Bankers Bangladesh Ltd has been working out a draft guideline for the banks which will expedite the process of ADR and make it more effective

সংবাদপত্রে ডিসিসিআই

The Daily Star

DHAKA SUNDAY FEBRUARY 25, 2018, FALGUN 13, 1424 BS

Abul Kasem Khan, president of Dhaka Chamber of Commerce and Industry, along with the trade body's former heads Mahbubur Rahman, MA Sattar, Matiur Rahman, R Maksud Khan, Benajir Ahmed, MA Momen and Asif Ibrahim pose at a programme to celebrate the 60th anniversary of the chamber, at Army Golf Club in the capital yesterday.

DCCI celebrates diamond jubilee

STAR BUSINESS REPORT

The Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) yesterday celebrated its 60th anniversary reaffirming its commitment to work for ensuring a business-friendly environment in Bangladesh.

"Since its establishment in 1958, the

FROM PAGE B1

Shafiul Islam Mohiuddin, president of the Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry; Siddiqur Rahman, president of Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, and Mahbubur Rahman, president of the International Chamber of Commerce Bangladesh, attended the programme.

Former DCCI presidents MA Sattar, Aftab-ul Islam, Syeeful Islam, MH Rahman, R Maksud Khan, Benajir Ahmed, MA Momen, Hossain Khaled, and Asif Ibrahim were also present.

The Financial Express

Tropicana Tower (4th floor), 45, Topkhana Road, Dhaka-1000

Tuesday, July 24, 2018

Introduce Dhaka-Jakarta direct flight to boost bilateral trade

Says DCCI chief

FE Report

The Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) has urged Indonesia to take steps to reduce the bilateral trade gap with Bangladesh for the mutual benefits of the two countries.

The trade body also stressed the need for introducing a direct flight between Dhaka and Jakarta to this end.

The issues were discussed at a meeting between DCCI president Abul Kasem Khan and Indonesian ambassador in Dhaka Rina P Soemarno at the DCCI office on Monday.

The DCCI chief called on the Indonesian envoy to take an initiative to start direct air flight between Dhaka and Jakarta to boost bilateral trade, especially in the tourism sector.

He proposed arranging a joint road show in Dhaka as well as in Jakarta in order to attract investments.

He also laid emphasis on the need to take a government-to-government initiative for signing a preferential trade agreement (PTA) between Bangladesh and Indonesia.

In response, Ambassador Rina P Soemarno said that her country is actively considering signing the PTA with Bangladesh.

The two countries have held several meetings on this issue, she added.

The DCCI president suggested that entrepreneurs of both the countries should explore the potential to grab a share of the international halal food market.

He invited Indonesian investors to invest in agriculture, information technology (IT), leather, infrastructure and tourism sectors in Bangladesh.

He requested the Indonesian investors to avail themselves of investment-friendly environment now prevailing in Bangladesh.

Mr Khan informed the envoy that DCCI is going to celebrate its 60th anniversary this year.

To mark the anniversary, DCCI will host an international business conference titled 'Destination Bangladesh', he said.

Ambassador Rina P Soemarno said jute and jute goods, shoes and other diversified products of Bangladesh have a potential market in Indonesia.

She invited Bangladeshi entrepreneurs to attend 'Tradexpo Indonesia' to be held in Indonesia from October 24 to 28.

She expressed her country's interest to jointly work in the blue economy sector to explore its potentials.

The ambassador also backed the idea of establishing a direct flight between Dhaka and Jakarta.

She stressed the need for exchange of visits by trade delegations of the two countries.

Such initiatives would bring the entrepreneurs of both the countries close to each other, she said.

DCCI vice president Riyadh Hossain invited Indonesian investors to invest in the IT sector of Bangladesh.

At present, the bilateral trade volume is in favour of Indonesia.

Bangladesh exported goods worth US$46.389 million to Indonesia against the import of US$1149.9 million in fiscal year (FY) 2016-17.

Counsellor-economic affairs of Indonesian Embassy Inggrid Rosalina was also present.

কালের কণ্ঠ

সোমবার। ১৬ এপ্রিল ২০১৮। ৩ বৈশাখ ১৪২৫

ডিসিসিআইয়ের আলোচনায় বক্তারা

রমজানে পণ্যের দাম বাড়ায় কিছু অসাধু ব্যবসায়ী

নিজস্ব প্রতিবেদক

ডিসিসিআইয়ের আলোচনায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানসহ অন্য অতিথিরা

- পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে আরো উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান
- ভেজাল ও নিম্নমানের পণ্য রোধে নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করতে হবে

সমকাল

বৃহস্পতিবার

৮ মার্চ ২০১৮ ২৪ ফাল্গুন ১৪২৪

পাট হতে পারে প্রবৃদ্ধির নতুন চালক

ঢাকা চেম্বারের সেমিনারে বক্তারা

সমকাল প্রতিবেদক

The New Nation

Dhaka, Monday, May 28, 2018

DCCI launches agro service desk

Business Desk

For the development of the agriculture sector and to assist the stakeholders and entrepreneurs associated with this, "DCCI Agro Service Desk" has been established at the premises of Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI).

DCCI Senior Vice-President Kamrul Islam on Sunday inaugurated the desk as the chief guest at a function at DCCI in Dhaka, said a press release.

USAID's Agriculture Value Chain (AVC) Project has supported to DCCI for initiating the desk.

During the programme, Kamrul Islam said in Bangladesh, the contribution of agriculture in GDP is 14.75 per cent and it employs 40.6 per cent (around 24.5 million people) of the total employment.

"Our export earnings from agro-food reached to US $553 million in 2016-2017 which is only 1.59 per cent of total export basket," he added.

To enter into the world market especially the European and US market, Kamrul Islam mentioned, good Agriculture Practice (GAP) and other standards need to be strictly maintained.

Vice-President of DCCI Riyadh Hossain, Directors of the DCCI Imran Ahmed, KMN Manjurul Hoque, representative of Global GAP Lisa Heinemann and DCCI Secretary General AHM Rezaul Kabir were present at that time.

ভোরের কাগজ

'করপোরেট কর আরো কমানোর দাবি ডিসিসিআইয়ের

কাগজ প্রতিবেদক

ইনকিলাব

দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির পরামর্শ

দৈনিক ইত্তেফাক

মঙ্গলবার, ২২ ফাল্গুন ১৪২৪

৬ মার্চ ২০১৮

কার্যকর অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠায় বেজা'র সহযোগিতা চায় ডিসিসিআই

ইত্তেফাক রিপোর্ট

সরকারের প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহের কার্যকারিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা) সহযোগিতা চেয়েছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (ডিসিসিআই)। গতকাল ডিসিসিআই সভাপতি আবুল কাশেম খানের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল বেজা'র নির্বাহি চেয়ারম্যান পবন চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাতকালে এ সহযোগিতার আহ্বান জানান তারা। বৈঠককালে আবুল কাশেম খান বলেন, স্বল্প সময়ে জমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন, অগ্রাধিকারভিত্তিতে গ্যাস-বিদ্যুৎ ও পানির সংযোগ প্রদান, অর্থনৈতিক অঞ্চল সমূহের সাথে স্থল এবং সমুদ্র বন্দরের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন অত্যন্ত প্রয়োজন। পাশাপাশি সড়ক, রেল এবং নৌপথের যোগাযোগ খুবই জরুরি। সেই সঙ্গে স্বল্পমূল্যে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ-গ্যাসসহ অন্যান্য সেবা প্রদানের আহবান জানান এবং পিপিপি কার্যালয়ের সাথে বেজা'র সমন্বয় আরো বাড়ানো প্রয়োজন।

সমকাল

বুধবার

আঞ্চলিক যোগাযোগ বাড়াতে বন্দরের উন্নয়ন জরুরি

ঢাকা চেম্বারের সেমিনার

সংবাদপত্রে ডিসিসিআই

দৈনিক ইত্তেফাক

বুধবার, ২১ চৈত্র ১৪২৪
৪ এপ্রিল ২০১৮

‘বিনিয়োগের পরিবেশ না দিলে টাকা দেশে থাকবে না’

৩ বছরে কর্পোরেট করহার ১০ শতাংশ কমানোর প্রস্তাব ডিসিসিআই’র • আগামী বাজেটে কর্পোরেট কর কমানোর আশ্বাস দিতে পারছে না এনবিআর

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

daily observer

FBCCI LEADERS MEET PRESIDENT TRAN DAI QUANG

Bangladesh, Vietnam hold Business Forum today

Business Correspondent

Leaders of the Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI) led by its President Md. Shafiul Islam (Mohiuddin) made a courtesy call on Vietnam President Tran Dai Quang at a city hotel Monday afternoon.

FBCCI Senior Vice President Sheikh Fazle Fahim and Vice President Md. Muntakim Ashraf also accompanied the FBCCI President.

FBCCI jointly with the Planning and Development Ministry of Vietnam and the Vietnam Embassy in Bangladesh is going to organise 'Vietnam-Bangladesh Business Forum' on Tuesday at 9 a.m. at a city hotel.

Vietnam President is scheduled to attend the forum and present the keynote speech. Around 100 Vietnam businesspeople representing different trade organisation will also attend the forum.

Vietnam President Tran Dai Quang receiving a bouquet from FBCCI President Md. Shafiul Islam (Mohiuddin), who along with a FBCCI team made a courtesy call on the Vietnam President at a city hotel Monday afternoon.

Bangladesh Commerce Minster Tofail Ahmed M.P., Vietnam Minister for Planning and Investment Nguyen Chi Dung, and Vietnam Vice Minister for Minister for Posts, Telecommunications and Information Technology Mustafa Jabbar and Bangladesh Investment Development Authority (BIDA) Chairman Kazi M.

It may be mentioned that, Bangladesh exported goods worth $66.44 million to Vietnam in 2016-17 and imported things worth $412.20 million.

Vietnam are agricultural products, jute and leather goods, frozen foods and pharmaceutical products etc. The import items from Vietnam are mineral products, textiles and tex-

The Daily Star

DHAKA FRIDAY MAY 25, 2018, JAISHTHA 11, 1425 BS

DCCI

Abul Kasem Khan, president of Dhaka Chamber of Commerce and Industry, speaks at a roundtable on companies act organised by the chamber at its office in the capital yesterday. MA Mannan, state minister for finance, and Shubhashish Bose, commerce secretary, were also present.

Companies act needs robust reform: analysts

STAR BUSINESS REPORT

With the expansion of the economy, the country's companies act needs a robust reform in order to cut the cost of doing business and attract foreign investment, said speakers yesterday.

The reforms of the act may ease the doing of business and could attract more foreign direct investment, said Arif Khan, chief executive officer of IDLC Limited.

He was echoed by a number of speakers at a discussion on "Companies Act: critical reforms for private sector development" organised by the Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) in its office in the capital.

Masrur Reaz, senior economist of the International Finance Corporation, emphasised simplification of the companies law so that it could aid the ease of doing business.

"Bangladesh is ranked 177th in the ease of doing business index out of 180 countries. So, we need to go for corporate governance and corporate management

FROM PAGE B1

The initiative to amend the act has remained stalled since 2013 although the economy has witnessed a lot of changes over the years. There is only one bench dedicated to resolve company-related cases in the High Court. As a result, dispute settlement takes many years, businesspeople said.

"A robust company law regime is a must," said Barrister Rashna Imam, an advocate of the Supreme Court, adding that the number of benches in the HC should either be increased or a specialised tribunal set up.

Adeeb H Khan, senior partner of KPMG Bangladesh, said although the office of the Registrar of Joint Stock Companies (RJSC) claims that it has drastically reduced the time needed to register new companies, it still takes more than a week compared to only two days in some other countries.

"The government needs to improve the RJSC as it has a scope to be a regulator of the private sector," he said. Most of the time the official server of the RJSC remains down, said a number of discussants.

Shubhashish Bose, commerce secretary, said the companies act was formulated in 1930 and amended in 1994.

"For the sake of greater interest of the businesses and the economy we feel that it needs a further amendment."

policy and reduction of fees to formulate the new companies act.

"By the next week, the compilation of new companies act will be finalised."

MA Mannan, state minister for finance and planning, said he has discussed with the stakeholders while compiling the revision of the act. The revision will benefit the businesses, he said.

DCCI President Abul Kasem Khan said if the new companies act comes into effect, it would bring more companies under the tax net and increase government revenue.

Asif Ibrahim, a former DCCI president, said the country has many laws and regulations, but there was no proper implementation. "We need to customise our companies act according to our own interest."

Arif Khan of IDLC Ltd said currently, Bangladesh gets only $2 billion in FDI which was very low compared to the amount attracted by Singapore and Vietnam as they have amended their laws to make them FDI-friendly.

"Our corporate governance is weak and most of the functions of registration process are paper-based. We need to go for automation," said Khan.

He called for coordination among the RJSC, Bangladesh Bank, the Bangladesh Securities and Exchange Commission, the National Board of Revenue, Bangladesh

দৈনিক ইত্তেফাক

সমুদ্র ও স্থল বন্দরের অবকাঠামোগত সমস্যা নিরসনের তাগিদ

ভিয়েতনামের রাষ্ট্রদূতের সাথে ঢাকা চেম্বারের বৈঠক

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

কালের কণ্ঠ

সরকারি-বেসরকারি অবকাঠামো প্ল্যাটফর্ম করার তাগিদ

বাণিজ্য ডেস্ক ▷

The Financial Express

Tropicana Tower (4th floor), 45, Topkhana Road, Dhaka-1000
Friday, September 14, 2018

ICC Bangladesh President Mahbubur Rahman and others seen at a roundtable discussion on "Potential Roles and Challenges of Private Sector to Achieve Sustainable Development Goals (SDGs)" organised by DCCI in the city on Thursday

Broader govt-pvt sector role vital for achieving SDGs

FE Report

Broader collaboration between the government and the private sectors is vital for achieving the sustainable development goals (SDGs), said speakers at a discussion on Thursday.

They also underscored the need for bigger participation of the private sector in power, health care and education fields to achieve the targets within such goals.

The views came at a roundtable discussion on "Potential Roles and Challenges of

president of the DCCI Asif Ibrahim.

The speakers also stressed the need for faster communication between Dhaka and Chittagong.

Speaking as the chief guest, principal coordinator (SDG Affairs) of the Prime Minister's Office Md Abul Kalam Azad underlined the need for creating skilled manpower, building required infrastructure while increasing exports for achieving SDGs.

He noted the private sector contributed a lot in achieving the millennium development goals (MDGs).

বণিকবার্তা

করপোরেট করহার না কমালে বিনিয়োগ বাড়বে না

বিনিয়োগের শর্তে কর ছাড় চায় ডিসিসিআই

Flower is a widely used product around the world. Export of flowers and floral products has seen an impressive growth around the world, contributing to the GDP. It is indeed a pleasure to know flower export target was fixed at USD 13 Million in FY 2017-18 and already more than USD 8 Million has been earned from July to December. According to the Bangladesh Flower Society, around 10,000 hectares of land is being cultivated in this regard. Currently, more than 25,000 families are engaged in cultivating flowers and 200,000 people are directly and indirectly dependent on this sector. Bangladesh has a competitive advantage due to its favorable climate and topography as well as low labor cost and relatively low capital investment which help enable this sector to thrive.

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI), country's largest and most vibrant chamber, is going to organize a three day long Flower Exhibition and Conference marking its 60th anniversary during 6th to 8th December, 2018 at the Bangabandhu International Conference Center (BICC), Dhaka in association with USAID AVC project. At least 80 companies from home and abroad are going to participate in this international event.

The purpose of this event is to attract immediate to near term investment from businesses or investors in order to develop the flower industry in Bangladesh and build connections among the actors in the wider Asian regional market. It will work as a platform for participants to exchange the latest information on new varieties and techniques.

Among the exhibitors at the event, this year will be growers, breeders, purchasers and technical suppliers from Bangladesh, China, India, Thailand, Sri Lanka etc. It will also include domestic flower associations, floriculture experts and floriculture supplies and technology companies.

DCCI hopes to attract investment and improve Bangladesh's flower growing technology, quality, output and varieties through this event. In order to further this goal, organizers have arranged a number of auxiliary activities. These include a series of seminars at the venue on topics such as 'Investment opportunities for flower production in Bangladesh', Business to Business Meetings and an introduction to Godkhali's famous floral production clusters. There will be additional activities such as children's art competition, cultural show, fashion show and interactive sessions on flower designs.

২০১৮-১৯ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর সুপারিশমালা

সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে এক মত প্রকাশ করে দেশের বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) সব সময় সরকারের নীতিমালা প্রণয়নে গঠনমূলক সুপারিশ ও পরামর্শ প্রদান করে সরকারকে সহযোগিতা করে। এরই ধারাবাহিকতায় ডিসিসিআই এ বছর উল্লেখিত সুপারিশসমূহ সরকারের কাছে পেশ করেছেঃ

আয়কর সংক্রান্ত প্রস্তাব

ক্রমিক নং	বিদ্যমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)
১.	**ব্যক্তি শ্রেণীর আয়করঃ** (ক) প্রথম ২,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর - শূন্য (খ) পরবর্তী ৪,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর - ১০% (গ) পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর - ১৫% (ঘ) পরবর্তী ৬,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর - ২০% (ঙ) পরবর্তী ৩০,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর -২৫% (চ) অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর - ৩০%	**ব্যক্তি শ্রেণীর আয়করঃ** ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতার কর মুক্ত আয়ের সর্বোচ্চ সীমা ২,৫০,০০০ টাকা হতে বাড়িয়ে ৩,০০,০০০ টাকা করে নিম্ন বর্ণিত হারে আয়করের হার পূনর্বিন্যাস করার প্রস্তাব করছি। (ক) প্রথম ২,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর - শূন্য (খ) পরবর্তী ৪,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর - ১০% (গ) পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর - ১৫% (ঘ) পরবর্তী ৬,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর - ২০% (ঙ) পরবর্তী ৩০,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর - ২৫% (চ) অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর - ২৫%
২.	**সারচার্জ** **নীট সম্পদের মূল্য — বিদ্যমান সারচার্জের হার** (১) ২.২৫ কোটি টাকা পর্যন্ত -শূন্য (২) ২.২৫ কোটি টাকার অধিক কিন্তু ৫ কোটি টাকার অধিক নয় -১০% (৩) ৫ কোটি টাকার অধিক কিন্তু ১০ কোটি টাকার অধিক নয় -১৫% (৪) ১০ কোটি টাকার অধিক কিন্তু ১৫ কোটি টাকার অধিক নয় -২০% (৫) ১৫ কোটি টাকার অধিক কিন্তু ২০ কোটি টাকার অধিক নয় -২৫% (৬) ২০ কোটি টাকার অধিক -৩০%	**নীট সম্পদের মূল্য — সারচার্জের হার** (১) ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত -শূন্য (২) ৫ কোটি টাকার অধিক কিন্তু ১৫ কোটি টাকার অধিক নয় -১০% (৩) ১৫ কোটি টাকার অধিক কিন্তু ২৫ কোটি টাকার অধিক নয় -১৫% (৪) ২৫ কোটি টাকার অধিক কিন্তু ৩৫ কোটি টাকার অধিক নয় -২০% (৫) ৩৫ কোটি টাকার অধিক - ২৫% সারচার্জ হ্রাসের মাধ্যমে অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগের ধারাবাহিকভাবে ৪৫%, ৬০% এবং ৭৫% আইপিও (IPO), ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ড, ইক্যুইটি এবং অন্যান্য খাতে বিনিয়োগের সুযোগ প্রদানের প্রস্তাব করছি। এর ১০% করদাতা ও তার পরিবারের সদস্যদের উচ্চ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নে বিনিয়োগের সুযোগ প্রদান করা যেতেপারে।

আয়কর সংক্রান্ত প্রস্তাব

<table>
<tr><th>ক্রমিক নং</th><th>বিদ্যমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা</th><th>প্রস্তাব
(সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)</th></tr>
<tr><td>৩.</td><td>কর্পোরেট করঃ

<table>
<tr><td colspan="2">বিদ্যমান কর্পোরেট করের হার</td></tr>
<tr><td>ব্যবসার প্রকারভেদ</td><td>বিদ্যমান কর হার</td></tr>
<tr><td>১. স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে ননলিস্টেড কোম্পানি</td><td>৩৫%</td></tr>
<tr><td>২. স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে লিস্টেড কোম্পানি</td><td>২৫%</td></tr>
<tr><td>৩. স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে লিস্টেড ব্যাংক, ইনস্যুরেন্স, এনবিএফআই</td><td>৪০%</td></tr>
<tr><td>৪. স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে ননলিস্টেড ব্যাংক, ইনস্যুরেন্স, এনবিএফআই</td><td>৪২.৫%</td></tr>
<tr><td>৫. মার্চেন্ট ব্যাংক</td><td>৩৭.৫%</td></tr>
<tr><td>৬. স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে লিস্টেড মোবাইল ফোন কোম্পানি</td><td>৪০%</td></tr>
<tr><td>৭. স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে ননলিস্টেড মোবাইল ফোন কোম্পানি</td><td>৪৫%</td></tr>
</table></td><td>কর্পোরেট কর হার প্রস্তাবঃ প্রগেসিভ হারে কর্পোরেট কর হার সকল স্তর থেকে আগামী ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরে পর্যায়ক্রমে ৫%, ৭% ও ১০% হারে হ্রাস করার প্রস্তাব করছি।

<table>
<tr><td colspan="3">বিদ্যমান কর্পোরেট করের হার</td></tr>
<tr><td>২০১৮-১৯</td><td>২০১৯-২০২০</td><td>২০২০-২১</td></tr>
<tr><td>৩০%</td><td>২৮%</td><td>২৫%</td></tr>
<tr><td>২০%</td><td>১৮%</td><td>১৫%</td></tr>
<tr><td>৩৫%</td><td>৩৩%</td><td>৩০%</td></tr>
<tr><td>৩৭.৫%</td><td>৩৫.৫%</td><td>৩২.৫%</td></tr>
<tr><td>৩২.৫%</td><td>৩০.৫%</td><td>২৭.৫%</td></tr>
<tr><td>৩৫%</td><td>৩৩%</td><td>৩০%</td></tr>
<tr><td>৪০%</td><td>৩৮%</td><td>৩৫%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>৪.</td><td>ডিভিডেন্ড ট্যাক্স
ডিভিডেন্ডের উপর ট্যাক্স আরোপ কোম্পানির ক্ষেত্রে ২০% এবং ব্যক্তি টিআইএন ধারী হলে তার ক্ষেত্রে ১০% ও টিআইএন ধারী না হলে ১৫%।</td><td>কর্পোরেট ডিভিডেন্ডের আয়ের উপর ১০% কর নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি এবং তা চুড়ান্ত কর হিসেবে গণ্য করার প্রস্তাব করছি।</td></tr>
<tr><td>৫.</td><td>গবেষণা ও উন্নয়ন “R&D”
এখন গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে বিনিয়োগ করলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের করযোগ্য আয়ে কোনরূপ করকর অব্যাহতি প্রদান করা হয় না।</td><td>কোম্পানির করযোগ্য আয়ের ৫ শতাংশ পর্যন্ত গবেষণা ও উন্নয়ন “R&D” এবং ব্যবসায়ের SDG খাতের কার্যক্রমে বিনিয়োগ করলে উক্ত আয় করমুক্ত ঘোষণা দেয়ার প্রস্তাব করছি।</td></tr>
<tr><td>৫.</td><td>আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর আওতায় (Section 44(2), Investment tax rebate.) এর বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী একজন (assesse) নির্ণয়কৃত, একজন বাসিন্দা বা একজন অনাবাসী বাংলাদেশী, ১৫%, ১২% এবং ১০% মত বিভিন্ন পরিমাণে তার মোট আয়ের উপর প্রদেয় করের পরিমাণ থেকে একটি ক্রেডিট পাওয়ার অধিকারী হবে।</td><td>একজন assessee, বাংলাদেশি বা বিদেশি হোক, তিনি তার মোট করযোগ্য আয়ের ইউনিফর্ম রেট ১৫% ক্রেডিট পাওয়ার অধিকারী হবে এবং ইনভেস্টমেন্ট ট্যাক্স ক্রেডিট ২৫% থেকে ৩০%-এ বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করছি।</td></tr>
</table>

আয়কর সংক্রান্ত প্রস্তাব

<table>
<tr><th>ক্রমিক নং</th><th>বিদ্যমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা</th><th>প্রস্তাব
(সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)</th></tr>
<tr><td>৭.</td><td>বর্তমানে ব্যক্তি পর্যায়ে করদাতার জন্য শিক্ষা ভাতা: সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষাব্যয় নির্বাহের জন্য কোন কর অব্যাহতি প্রদান করা হয় না।</td><td>সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষাব্যয় নির্বাহের জন্য বাৎসরিক শিক্ষা ব্যয় বাবদ ১,২০,০০০/- (১ লক্ষ ২০ হাজার) টাকা কর অব্যাহতি প্রদান করার প্রস্তাব করছি।</td></tr>
<tr><td>৮.</td><td>বর্তমানে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি পাসপোর্টধারী বিদেশে অবস্থানরত দক্ষ শ্রমিক কাজ করছে। অথচ দক্ষ শ্রমিকের অভাবে প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে ৫-৬ বিলিয়ন ডলার আয় করে নিয়ে যাচ্ছে বিদেশি শ্রমিকরা।</td><td>বাংলাদেশি পাসপোর্টধারী বিদেশে অবস্থানরত সকল শ্রেণির দক্ষ পেশাজীবীদের দেশে ফিরে আসার আগ্রহ সৃষ্টি করতে বাংলাদেশে তার আয়ের প্রথম ৫ বছরের আয় করমুক্ত করার প্রস্তাব করছি।</td></tr>
<tr><td>৯.</td><td>বর্তমানে সকল স্মার্ট ফোন, ল্যাপটপ, ট্যাবসহ সকল মেবাইল ফোন ক্রয়ে কর প্রদান করতে হয় এবং এতে করমুক্ত বিনিয়োগ করা যায় না।</td><td>ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে সকল স্মার্ট ফোন, ল্যাপটপ, ট্যাবসহ সকল মেবাইল ফোন ক্রয়বাবদ সর্বাধিক ২৫,০০০/= টাকা পর্যন্ত করমুক্ত বিনিয়োগ হিসেবে গণ্য করার প্রস্তাব করছি। ইহা আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর 6th Schedule Part B তে অর্ন্তভূক্ত করার প্রস্তাব করছি।</td></tr>
<tr><td>১০.</td><td>ঢাকা চেম্বারের প্রস্তাবনুযায়ী Tax Card প্রদান করার জন্য রাজস্ববোর্ড এর মাননীয় চেয়ারম্যানকে আন্তরিক ধন্যবাদ।</td><td>Tax Card প্রাপ্তদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে হাসপাতাল, চিকিৎসকের চেম্বার, ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়, হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট, ট্রান্সপোর্ট, এয়ারলাইন/টিকেট রিজার্ভ, সরকারি অনুষ্ঠানসহ অন্যান্য সেবা সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ সেবা (Special Care) প্রদান করার প্রস্তাব করছি।
এ ক্ষেত্রে করদাতাদের কর প্রদানের হারের সাথে সঙ্গতি রেখে Tax Card কে ছয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন গ্রিন কার্ড, গ্রিন পাস কার্ড, সিলভার কার্ড, গোল্ড কার্ড, গোল্ড পাস কার্ড, প্লাটিনিয়াম কার্ড।
<table>
<tr><th>TAX CARD Slab</th><th>Tax Card</th><th>Tax Contribution (Tk)</th></tr>
<tr><td>Minimum Tax Pazers</td><td>গ্রীণ কার্ড</td><td>৫০,০০০ পর্যন্ত</td></tr>
<tr><td>Minimum Plus Tax Pazers</td><td>গ্রীণ পাস কার্ড</td><td>৫০,০০১ থেকে ২,৫০,০০০ পর্যন্ত</td></tr>
<tr><td>Medium Tax Pazers</td><td>সিলভার কার্ড</td><td>২,৫০,০০১ থেকে ৭,৫০,০০০ পর্যন্ত</td></tr>
<tr><td>High Tax Pazers</td><td>গোল্ড কার্ড</td><td>৭,৫০,০০১ থেকে ১৫,০০,০০০ পর্যন্ত</td></tr>
<tr><td>High Tax Pazers Plus</td><td>গোল্ড পাস কার্ড</td><td>১৫,০০,০০১ থেকে ২৫,০০,০০০ পর্যন্ত</td></tr>
<tr><td>Verz High Tax Pazers</td><td>প্লাটিনিয়াম কার্ড</td><td>২৫,০০,০০০ এর উপরে</td></tr>
<tr><td>Minimum Tax Pazers</td><td>গ্রীণ কার্ড</td><td>৫০,০০০ পর্যন্ত</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

আয়কর সংক্রান্ত প্রস্তাব

ক্রমিক নং	বিদ্যমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)
১১.	জাতীয় রাজস্ববোর্ড কতৃক প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী TIN ধারী করদাতার সংখ্যার ৩২ লক্ষ কিন্তু নিয়মিত ২০ লক্ষ TIN ধারী আয়কর প্রদান করে থাকে।	করের আওতা ও ট্যাক্স জিডিপি রেশিও বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন ব্যবসায়ী চেম্বার ও এসোসিয়েশন এর সাথে আলোচনার প্রস্তাব করছি। রাজস্ব আদায়ের হার অঞ্চলভিত্তিক বাড়ানোর জন্য মফস্বল অঞ্চল ও শহরে করের আওতা বাড়াতে করদানে সক্ষম ব্যক্তি চিহ্নিত করতে পাইলট সার্ভে পরিচালনা করার প্রস্তাব করছি। সেবাখাতকে করের আওতায় নিয়ে আসা এবং সকল আয়করদাতাদের অনলাইনে কর প্রদানের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রস্তাব করছি।
১২.	রাজস্ববোর্ডের তথ্যমতে বাংলাদেশের মোট BIN ধারী ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট বিনধারীরর সংখ্যা ৮লক্ষ ৫০ হাজার এর মধ্যে শুধুমাত্র মোট BIN ধারী ৪% নিয়মিত ভ্যাট প্রদান করে।	ভ্যাট আদায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং বর্তমান প্যাকেজ ভ্যাট বলবৎ রাখা ও টার্নওভার করের লিমিট ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বাড়ানোর প্রস্তাব করছি। ভ্যাট প্রদানে সক্ষম ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান চিহ্নিতকরণ ও ভ্যাটের আওতা বাড়িয়ে বর্তমান করদাতাদের উপর করবোঝা লাঘব করার প্রস্তাব করছি।

ডিসিসিআই আয়োজিত সেমিনার/কনফারেন্স/ওয়ার্কশপসমূহের সুপারিশমালা

Seminar Report on "Inland Waterways-Reshaping Connectivity and Creating Economic Opportunities"

Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) organized a seminar titled 'Inland Waterways-Reshaping Connectivity and Creating Economic Opportunities' on 20th February at Lakeshore Hotel in Dhaka. **Dr. Mashiur Rahman,** Hon'ble Economic Affairs Adviser to the Prime Minister Government of the People's Republic of Bangladesh Prime Minister's Office, GoB graced the seminar as the Chief Guest while **Mr. Noor-E-Alam Chowdhury,** M.P. Chairman, Committee on Estimates Bangladesh Parliament and Former Chairman, Parliamentary Standing Committee on Ministry of Shipping, was present as the special guest. **Mr. Abul Kasem Khan,** President of DCCI delivered the welcome address in the event. **Keynote Presentation** by **Mr. Yasser Rizvi**, **Convenor,** DCCI Standing Committee on National Infrastructure & Addl. Managing Director, Summit Alliance Port Limited (SAPL).

Mr. Mohammad Sarwar Alam Chowdhury, Country Operations Manager, Maersk Bangladesh Ltd., **Mr. Tarun Patwary**, Managing Director, Kuehne+Nagel Ltd. (Bangladesh), **Mr. Ahamedul Karim Chowdhury**, Terminal Manager, Pangaon Inland Container Terminal (PICT) and **Ms. Shwapna Bhowmick**, Country Head, Marks & Spencer (Bangladesh & Myanmar) were present as the distinguished discussants. **Mr. Hossain Khaled**, Former President, DCCI moderated the open discussion session. In addition, renowned business leaders, investors, energy experts, thought leaders, researchers and academicians, economists, geologists and High officials of the Government, diplomats of the different diplomatic missions in Bangladesh, Board of Directors of DCCI, Past Presidents, Former SVPs and Former VPs of DCCI attended the event.

Major Recommendations from the seminar

- Bangladesh economy requires approximately USD300b - 320b until 2030 in Infrastructure alone increasing the Infrastructure investment to 5%- 6% from current 3% to GDP.
- This one-side development/investment in the transport sector is a serious hindrance to transport efficiency as the other modes (Rail and Water) are cheaper to build and thus cost less to use.
- To avoid congestion on highways and in Chittagong port, the use of river for carrying containers must be encouraged and supported. And Inland Container Terminals (ICT)s are a key building block to this process, and we must see greater importance to this sector.
- The economic zone remains linked with seaports and other port facilities for quick handling of goods. Since, we will have many Special Economic Zones (SEZs) on stream soon, with a target of exporting Usd40billion by 2030, establishing Inland Container Terminals (ICT)s and engaging such ICTs will become a critical enabler for our import and export growth.
- Shipping Ministry should allow Export and import through inland water ports.
- Waterways and the Inland Terminals can play a vital role in boosting RMG Exports by providing a secure, timely passage and help avoid Benapole Land Port which is not presently suited for RMG / container handling.
- Development of Common-user Inland Terminals; most bulk cargo are destined for own Importer's own jetty / use of makeshift arrangements at the river banks.

- Govt. should subsidy (for container transportation) provided for developing new trade routes as even under normal situation it is risky to have such a high dependency on a single Port; USD 250 subsidy per 20' container is less that 1% of cargo value.
- Formation of "National Maritime & Port Authority" to develop a 5-10 year long proper road map in maritime and port sector.
- Drafting of the river needs to be increased as the rivers of country is deteriorating and the number of routes is dying due to non-operation of routes
- Relevant infrastructural facilities need to be developed for the decentralization of Dhaka using Inland Waterways.
- Private river port needs to be treated as other public ports and therefore restrictive clauses on private port need to be lifted.
- Special budgetary allocation for dredging as in some places it can make the ports more operative.
- Government should give incentives to building inland Water port and special budgetary allocation need to be allocated for expanding Berge size from 15 feet and 3000 M. Ton Capacity.
- Impose 20% capital machinery import obligation for textile manufacturers through Pangaon Port.

"পাট শিল্পের উন্নয়নে পাটের বহুমুখীকরণ" শীর্ষক সেমিনার

জাতীয় পাট দিবস উপলক্ষে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে ৭ মার্চ ২০১৮ তারিখে "পাট শিল্পের উন্নয়নে পাটের বহুমুখীকরণ" সেমিনার আয়োজন করে। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী **জনাব মির্জা আজম, এমপি**। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও পিপিআরসি'র নির্বাহী চেয়ারম্যান **ড. হোসেন জিল্লুর রহমান** । অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ডিসিসিআই এর সম্মানিত প্রেসিডেন্ট **জনাব আবুল কাসেম খান**। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডিসিসিআই এর স্পেশাল কমিটি অন "আরএনআই বাংলাদেশ অ্যান্ড রিসার্চ ইনক্লুডিং জুট ডাইভার্সিফিকেশন (পাল্প অ্যান্ড পেপার)" বিষয়ক বিশেষ কমিটির আহ্বায়ক এবং ক্রিয়েশন প্রাইভেট লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক **জনাব রাশেদুল করিম মুন্না**। পাট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক **জনাব মোঃ শামসুল আলম**, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট এর পরিচালক (কারিগরি) **ড. মোঃ আসাদুজ্জামান**, বিজেআরই এর পরিচালক (জুট টেক্সটাইল) **ড. মোঃ আবুল কালাম আজাদ**, কর্ণফুলী পেপার মিলস লি: (বিসিআইসি) এর টেকনিক্যাল বিভাগীয় প্রধান **ড. ক্ষুদিরাম ভৌমিক**, ডিসিসিআই'র পরিচালক **জনাব এস এম জিল্লুর রহমান,** 'প্রকৃতি'র নির্বাহী পরিচালক **জনাব স্বপন কুমার দাস**, ডিসিসিআই'র এসডিজি লক্ষ্য ও কৌশল- ২০৩০ বিষয়ক বিশেষ কমিটি'র আহ্বায়ক **জনাব এম এস সিদ্দিকী** এবং জুট এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন এর সভাপতি **জনাব এনামুল হক পাটওয়ারী** উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

পাট খাতের উন্নয়নে ডিসিসিআই'র সুপারিশ

১. পাল্প, পেপার এবং রেয়ন ভিত্তিক পাট শিল্পের ওপর গুরুত্ব দেয়া হলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ হবে। সেই সঙ্গে সোনালি আঁশের ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবিত হবে, কর্মসংস্থান হবে।

২. পাট কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে পরিবেশ বিপর্যয় রোধে সর্বোৎকৃষ্ট বিকল্প, তাই বাজারের চাহিদা ও ক্রেতার পছন্দের ভিত্তিতেই পাটপণ্যের বহুমুখীকরণের উপর আরো মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন।

৩. আগামী সাত বছরে পাট খাতের রপ্তানী আয় এক বিলিয়ন ডলার থেকে ৫/৭ বিলিয়ন ডলারে নিয়ে যাওয়ার ভিশনকে মাথায় রেখে একটি সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন জরুরি।

৪. বাংলাদেশ সরকারের রপ্তানী নীতি ও শিল্প নীতিতে বহুমূখী পাট পণ্য খাতকে আগামী ১০ বছর বিশেষ অগ্রাধিকার দিতে হবে। যাতে অনেক দূর এগিয়ে যাওয়া প্রতিযোগী দেশের সাথে আমাদের উদ্যোক্তারা অতি দ্রুত তাদের সক্ষমতা নিশ্চিত করতে পারে।

৫. পাটকে কৃষি ও কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য হিসাবে অতি দ্রুত তালিকাভুক্ত করা- যাতে কৃষি পণ্যে সরকার ঘোষিত আর্থিক সহযোগিতা পাট খাতও পেতে পারে।

৬. এই খাতের উৎপাদন কার্যক্রমে দক্ষ জনবল উন্নয়নে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন অত্যন্ত জরুরি। কেননা গার্মেন্টস্-এর পরে রপ্তানী বৃদ্ধির মাধ্যমে অদূর ভবিষ্যতে এই শিল্পেই একমাত্র বিপুল কর্মসংস্থান সৃষ্টি হওয়া সম্ভব।

৭. সম্ভাবনাময় বিভিন্ন বিশেষায়িত খাত উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ ফান্ড, যেমন-রিফাইন্যান্সিং ফান্ড বা গ্রীণ ফান্ডিং-এ ঋণ সুবিধার আওতায় পাট পণ্যকে অন্তর্ভুক্ত করা।

৮. উন্নতমানের বীজ স্থানীয়ভাবে উৎপাদন নিশ্চিত করা খুবই জরুরি।

৯. ভারতের মতো পাট শিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষ গ্র্যান্ট ও ঋণসহ কলকারখানাগুলোর পুরোনো মেশিন পরিবর্তন করে উন্নত আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে কারখানাগুলোর আধুনিকীকরণে সরকার ও দাতা সংস্থার মাধ্যমে বিশেষ গ্র্যান্ট প্যাকেজের উদ্যোগ নিতে হবে যাতে সরকারি ও বেসরকারি উভয় মিলগুলোর আধুনিকায়ন নিশ্চিত হয় যা প্রতিযোগী দেশগুলোর সাথে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১০. বিশ্বের উন্নত টেক্সটাইল প্রযুক্তির আওতায় বিশেষায়িত বেশ কয়েকটি কম্পোজিট জুট মিল স্থাপনের মাধ্যমে বিশ্ব বাজারের চাহিদা অনুযায়ী বৈচিত্র্যময় উন্নতমানের ফেব্রিক উৎপাদন নিশ্চিত করতে হবে - যা পাটের বহুমুখীকরণে অপরিহার্য।

১১. একই ছাতার নীচে উন্নতমানের কাঁচামালসহ উন্নতমানের ডায়িং ও লেমিনেশন সুবিধাসহ স্পেসালাইজড জুট মিল স্থাপন, যেখানে ছোট ছোট উদ্যোক্তারা তাদের কাঁচামাল সহজেই প্রতিযোগী মূল্যে পেতে পারে।

১২. আন্তর্জাতিক মানের গবেষণার জন্য পাট মন্ত্রণালয়ের আওতায় একটি প্রফেশনাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট গড়ে তোলা অতি জরুরী যারা উদ্যোক্তাদের নতুন নতুন পণ্যের ধারণা দিতে পারে।

১৩. আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে 'বাংলাদেশের ব্র্যান্ডিং'-এর জন্য পাটকে আমরা গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করতে পারি।

১৪. পাট থেকে পেপার-পাল্প ও পেপার তৈরী করার জন্য যদি সরকার একটি পেপার এ্যাক্ট ঘোষণা করে, তাহলে অনেক উদ্যোক্তাই পাট থেকে পেপার উৎপাদনে আগ্রহ দেখাবে। সর্বোপরি এই শিল্পকে এগিয়ে নিতে দীর্ঘ, মধ্যম ও স্বল্প মেয়াদী একটি সমন্বিত পরিকল্পনা হাতে নেওয়া প্রয়োজন।

সেমিনার থেকে প্রাপ্ত অন্যান্য সুপারিশ

১৫. পাটকে প্রবৃদ্ধির চালকের আসনে আনতে নীতিকেন্দ্রিক বিভিন্ন বাধা দূর করা এখন প্রধান চ্যালেঞ্জ। এসব বাধা দূর করতে হবে।

১৬. অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে পাটের যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে তা কাজে লাগাতে একটি পথনকশা প্রণয়নের পরামর্শ দেন তিনি।

১৭. পাট থেকে তৈরি পেপারের উৎপাদন খরচ বেশি হওয়াতে সাধারণভাবে ব্যবহার্য কাগজ উৎপাদন করা কঠিন। সেক্ষেত্রে ভ্যালু অ্যাডেড পেপার যেমন কারেন্সি পেপার উৎপাদনের তাগিদ দেন তিনি।

১৮. ভারতে পুরনো মেশিন রিপ্লেসমেন্টে ভর্তুকি দেয়া হয় । বাংলাদেশেও এমন সুবিধা জরুরি।

১৯. বিজেএমসি যেন যথাসময়ে কৃষকদের নিকট থেকে পাট ক্রয় করে তা নিশ্চিত করতে হবে।

Round Table Discussion on "Potential Roles and Challenges of Private Sector to Achieve Sustainable Development Goals (SDGs)"

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a Roundtable Discussion titled 'Potential Roles and Challenges of Private Sector in achieving SDGs' on 13th September at DCCI Auditorium, Motijheel, Dhaka. **Mr. Md. Abul Kalam Azad**, Principal Coordinator, SDG Affairs, Prime Minister's Office, Government of the People's Republic of Bangladesh graced the Roundtable Discussion as the Chief Guest. **Barrister Nihad Kabir**, President, Metropolitan Chamber of Commerce and Industry (MCCI) and **Mr. Mahbubul Alam**, President, The Chittagong Chamber of Commerce & Industry (CCCI) graced the event as Special Guests. **Mr. Abul Kasem Khan**, President, Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) delivered the welcome address and **Dr. Nazneen Ahmed**, Senior Research Fellow, Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS) presented the Key Note paper. **Mr. Asif Ibrahim**, Former President, DCCI moderated the session. **Mr. Riyadh Hossain**, Vice President, DCCI delivered the Vote of Thanks to the distinguished guests. In addition, renowned business leaders, Policy makers, Economists also joined the event.

Major Recommendations from the Round Table Discussion-

- Policy support programs such as "tax break" or incentives/subsidies are required to engage private sector in SDG implementation.
- All the related policy continuity, consistency and cohesiveness e.g. Industrial Policy, Agricultural, Jute Policy, ICT, Tax policy and other Policies should have coordinated role to address SDG agenda.
- Regulatory reforms in all major policies related to the economy, trade, investment and tax must be top priority to clear the bottlenecks.
- Shared responsibility – and PARTNERSHIP between Public and Private SECTOR. There should be more private representatives to serve in BIDA, BEZA, PPP Authority and other important organizations related to investment, industry and infrastructure. Creation of NIDMAA – National Infrastructure Development and Monitoring Advisory Authority where Infrastructure project will be monitored under a special PPD platform.
- Private sector Participation in Policy Design/Programs. In all mainstream policy level areas private sector needs to be involved. There is a need for a structured dialogue between business and government to identify, prioritize and resolve key constraints to private sector development.
- The SME sector tends to have limited access to and influence in policymaking. Structured dialogue initiatives should therefore make special provision to obtain input from SMEs via greater importance and engagement of the SME sector.
- A Private Sector Task Force can be established to put forward integrated shared ideas under PPD Platform without confusing the Government.
- Support Research and Innovation work across various sectors in the economy. Support developing countries to strengthen their scientific and technological capacity to move towards more sustainable patterns of consumption and production under GOAL 12.
- Adequate policy support, policy due diligence, and policy reforms must be undertaken wherever needed from trade to taxation.
- Policy regime has changed from export focus to investment focus. Aligning with regime changes long term tax policy is required.
- Good policy environment, rule of law is critical for achieving SDGs.

- Coordination between BBS and private sector is required to minimize the data gap regarding SDG 12.
- Industrial clustering and benchmarking is crucial for SDG implementation to match private sector participation against government's roadmap.
- SDGs need to be integrated with core business operations and growth strategy, value chain and policy advocacy to government.
- Private Universities and technical and vocational education need to be supported by Government in terms of curriculum changes.
- Dispute resolution needs to be quicker and process needs to be simplified for attracting FDI.
- There has to be a level of certainty in our policy, there has to be clarity and everybody needs to be on the same page.
- We need to work to reshuffle the perception gap. The multinational companies in Bangladesh are most profitable companies in Bangladesh though our position in Ease of Doing Business index is 176th .
- 10% of our population suffers from some form of disability. There must be policy support for the development of this 10% population.
- Institution building, partnership is critical for SDG achievement.
- Realistic and long-term policy guidance for the real estate sector must be taken by government to encourage investment and development in Bangladesh's real estate.
- Improving the investment climate should ensure rigorous actions involving further business deregulation, financial sector reforms, tax reforms, legal reforms, cost of doing business condition improvement and better governance.
- The government should also increase sub-regional connectivity which can facilitate 20% additional cross-border trade growth by 2030.
- Greater emphasis needs to be given in attaining local and sector focused marketable skills of young workforce in support of industrial growth.
- A framework is required to align the use of CSR with SDG goals and targets and also for monitoring.
- Government should encourage generation and use of renewable energy, embarking market oriented measures for lowering prices of renewable energy technologies.
- Government should recognize the other key forces of private sector like the role of labor, role of farmers and role of consumers.
- Private sector needs to hold dialogues to ensure proper monitoring and accountability in SDG implementation.
- Need to reduce structural impediments by providing access to credit and good governance platform for private sector.
- The issue of corruption in business process has to be brought into public sphere and need to talk about.
- Research on Technology for recycling and waste management is critical for SDG achievement.
- Private sector needs to be involved in the transformation process in education and health sector. Therefore, PPP projects need to be focused.

- To create employment we need more growth and diversity in export sector. Technology creates inequality. This issue also needs policy attention.
- To initiate regionally balanced development district wise char region needs to be identified for establishing SEZs.
- We need to focus in entrepreneurship and improve the process of informal sector's business.
- Prioritization of some goals among 17 SDGs and achieve the goals gradually.
- Process of collecting money from NRBs need to be more simplified and proper banking facilities need to be onboard.
- Welfare fund of expatriates need to be well utilized.
- Investment for preparedness to disaster needs to be planned. Disaster Management Impact needs to be conducted with existing Environmental Impact Assessment while setting up industries and mega projects.
- Multimode transport system needs to be implemented with a special focus on railway and waterway transportation.
- Clearly identify private sector's role in implementing SDGs in Government Policies.

Seminar on "Halal Certification Standards and Challenges: Opportunities to Bangladesh Market"

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) in collaboration with United Arab Emirates (UAE) based firm RACS Quality Certificates Issuing Service Ltd organized a seminar titled **"Halal Certification Standards and Challenges: Opportunities to Bangladesh Market"** at DCCI Auditorium on August 9, 2018. **Mr. Kazi M. Aminul Islam,** Hon'ble Executive Chairman, Bangladesh Investment Development Authority (BIDA) graced the occasion as the Chief Guest and **His Excellency, Mr. Saed Mohammed Saed,** Hon'ble Ambassador of the United Arab Emirates (UAE) to Bangladesh was present as Special Guest. **Mr. Abul Kasem Khan**, President, DCCI delivered the welcome speech and **Mr. Ossama Emam,** Head of Sales & Marketing Department, RACS, Dubai, UAE presented the Keynote paper**. Mr. Riyad Hossain,** Vice President, DCCI gave vote of thanks. **Mr. Imran Ahmed**, Director, DCCI, **Mr. S. M. Zillur Rahman**, Director, DCCI, **Mr. Waqar Ahmad Chowdhury,** Director, DCCI, **Mr. Alauddin Malik,** Director, DCCI were present among others.

Major Recommendations from the Seminar

The following recommendations emerged from the discussions for creating enabling environment to grow Halal centric local and international business:

1. In order to develop Halal industry and improve the Halal business operations in Bangladesh, a comprehensive long term "Road Map" needs to be framed with proper policy support, fiscal and non-fiscal incentives.
2. Frame guidelines scoping Halal Business opportunities.
3. Declare Halal industry as priority sector with proper policy support and incentivize private sector led R&D facilities to expand Halal centric business.
4. Multiple Halal standards are the biggest trade barrier. Develop a global standard international authority in Bangladesh with regional support to certify Halal products to take on the global market.
5. Like BSTI for testing the standards of the product, another institute such as BHSTI (Bangladesh Halal Standards Testing Institute) can be constituted for authorization of products whether it is Halal or Haram.

6. Establishment of SEZ for Halal products will accelerate to grow the Halal industry.
7. Develop training facilities, skilled manpower, trained inspectors, scientific analysts, quality testing facility and awareness among the actors involve in supply chain process to flourish Halal centric business in Bangladesh as well as boost-up export.
8. Islamic Foundation needs to be strengthened with necessary manpower and logistics facilities. Islamic foundation and BSTI can jointly work and investigate the products for issuing Halal certificate.
9. Refrain cattle farmers from using harmful and unhealthy medicine for fattening the cattle.
10. Use UAE as the base for exporting to third countries from Bangladesh. Moreover, concentration on Muslim common market with extensive focus on OIC countries to expand Halal centric trade and investment.
11. Engagement of the Government with dedicated Agency under a PPP platform to support and encourage Halal business.

Seminar on Knowledge Dissemination on Local GAP

DCCI, supported by Agricultural Value Chains Project of USAID, organized a seminar on "Knowledge Dissemination on Local/Bangladesh GAP" at DCCI auditorium on 28th June, 2018 to initiate a discussion on opportunities and threats to adhering to international and local standards and grades. The workshop covered the various key regimes including Bangladesh GAP, Local GAP, GlobalGAP, etc. Participants included DCCI Board members, DCCI's standing committee members of Agro based trade & services, Members from Agro Exporters Association, Representative of the Department of Agriculture Extension (DAE), Bangladesh, Representative from USAID's AVC project team, and media etc. The focus was on opportunities and threats faced by entrepreneurs/exporters/growers attempting to become compliant with local and international standards and how to produce safe food, why farmers should adopt GAP etc. The workshop called for joint action to support and improve the adherence to local and international standards as well as more awareness building campaign to make local farmers and agriculture based entrepreneurs aware about Bangladesh GAP and Global GAP. The dialogue session included detailed key-note presentation by **Krishibid Kazi Md. Shaiful Islam,** Additional Director (Input), Field Service Wing, Department of Agricultural Extension, Khamar Bari, Farmgate, Dhaka 1215. **Dr. Md. Abdur Rouf**, Additional Secretary, Ministry of Agriculture, Government of the People's Republic of Bangladesh and **Dr. Md. Azahar Ali**, Additional Director, Department of Agriculture (DAE), Government of the People's Republic of Bangladesh graced the seminar as the Chief Guest and Special Guest respectively. While **Mr. Imran Ahmed**, Director, DCCI chaired the seminar.

Major Recommendations from the Seminar

- Conducting dialogue sessions such as this at regional level would serve to be effective in raising awareness on a wider scale about this matter.
- Eliciting more participation from the entrepreneurs would make these discussions more inclusive.
- Presenting facts and information regarding Good Agricultural Practice (GAP) using layman's words and fewer technical terms would make knowledge dissemination more effective.
- Advocating to the government for providing training on GAP around the country.

পবিত্র রমজান মাসে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার পাশাপাশি আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে এলাকাভিত্তিক ও বিশেষায়িত ব্যবসায়ী সমিতিগুলোর সাথে মতবিনিময় সভা

গত **১৫ এপ্রিল, ২০১৮** তারিখে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত **"পবিত্র রমজান মাসে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার পাশাপাশি আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে এলাকাভিত্তিক ও বিশেষায়িত ব্যবসায়ী সমিতিগুলোর সাথে মতবিনিময় সভা"** ডিসিসিআই-এর অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়।

ডিসিসিআই-এর সম্মানিত সভাপতি, জনাব আবুল কাসেম খান এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত মতবিনিময় সভায় **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন, এম.পি প্রধান অতিথি** এবং **কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)-এর সভাপতি জনাব গোলাম রহমান** বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। **ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাধ তত্ত্ব বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. জিয়া রহমান মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন**। এছাড়াও ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম,এফসিএ, সহ-সভাপতি জনাব রিয়াদ হোসেন এবং পর্ষদের পরিচালকবৃন্দ সহ চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি ও পরিচালকবৃন্দ এবং এই কমিটির আহবায়ক, যুগ্ম-আহবায়ক ও সদস্যবৃন্দসহ পুরান ঢাকা ও দেশের বিভিন্ন ব্যবসায়ী সমিতির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভায় নিম্নেবর্ণিত সুপারিশমালা গৃহীত হয়ঃ

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সুপারিশঃ

- আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে পরিবহণ খাতে চাঁদাবাজি বন্ধকরণে, দ্রুত সময়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য পরিবহনে ও যানজট নিরসনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে, পণ্যদ্রব্যের অনিয়ন্ত্রিত মজুদ চিহ্নিত ও বন্ধ করণে এবং বাজার তদারককারী সংস্থাকে সহায়তা প্রদানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- সমগ্রদেশে নিয়মিত মূল্য তালিকা হালনাগাদ করা এবং মূল্য তালিকা কার্যকর করা।
- টিসিবির মাধ্যমে সমগ্রদেশে খোলা বাজারে সরকারি বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করে ন্যায্যমূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে বিক্রির ব্যবস্থা করা। টিসিবি'র সেবাকে আরো বেশি ভোক্তা পর্যায়ে পৌছানোর জন্য ই-কমার্সের মাধ্যমে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা।
- খাদ্যে ভেজালরোধে এবং বাজার মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি বাজারে ঝটিকা মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা। এছাড়াও রাজধানীসহ প্রতিটি জেলা-উপজেলায় বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে বাজার মনিটরিং সেল গঠনের মাধ্যমে দক্ষ ও পর্যাপ্ত বাজার মনিটরিং-এর ব্যবস্থা করা।
- ছোলা, চিনি, ভোজ্যতেল, পেঁয়াজ ও রসুনের নেতৃস্থানীয় আমদানিকারকদের উপর বিশেষ নজরদারি রাখা এবং তারা যেন চাহিদা অনুযায়ী যথাসময়ে উপযুক্ত পরিমাণে পণ্য বাজারে সরবরাহ করে তা নিশ্চিত করা। যেসকল আমদানিকারক পণ্যের দাম বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে পণ্য যথাসময়ে বাজারে সরবরাহ করে না, তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া।
- মিল ও আমদানিকারকদের গুদাম থেকে যথাসম্ভব দ্রুততর পণ্য ট্রাকে লোড নিশ্চিত করা। পণ্য লোডিং এর বিলম্বের কারণে পরিবহণ ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং দ্রব্যমূল্যের উপরেই এর প্রভাব পরে।
- খাদ্যে ভেজালরোধে এবং বাজার নিয়ন্ত্রণের নামে ভ্রাম্যমাণ আদালতের দ্বারা সাধারণ ব্যবসায়ীরা যেন হয়রানির শিকার না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা।
- রমজান মাসে বিভিন্ন সেবাখাতের বিশেষ করে বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস লাইনের মেরামতের নামে অপরিকল্পিতভাবে রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি করা হয়, ফলে রাস্তায় যানজট প্রকটাকার ধারণ হয়। তাই রমজানের আগে এই ধরণের অপরিকল্পিত রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি বন্ধ করা।

আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে সুপারিশঃ

- দিন শেষে ব্যবসায়ীরা যাতে তাদের বিক্রির টাকা নিরাপদে ব্যাংকে জমা দিতে পারে সে জন্য রমজান মাসে রাত পর্যন্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু রাখা।
- বড় অংকের নগদ টাকা পরিবহণে পুলিশি নিরাপত্তা প্রদান করা।
- হাইওয়েতে যানজট নিয়ন্ত্রণে, চাঁদাবাজি বন্ধে এবং পণ্যবাহী গাড়ি ছিনতাইরোধে হাইওয়ে পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। পাশাপাশি চাঁদাবাজি ও ছিনতাইরোধে গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি করা।
- বাস ও লঞ্চ টার্মিনাল, রেলস্টেশন, গুরুত্বপূর্ণ সড়ক, মার্কেট ও বাজার এলাকায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো, যাতে করে দোষী ব্যক্তিদের সহজে চিহ্নিত করা যায়।
- যানজট ও আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য আনসার বাহিনী ও কমিউনিটি পুলিশ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা এবং এলাকা ভিত্তিক টহল পুলিশের কার্যক্রম জোড়দার করা।
- মার্কেট ও শপিংমল কেন্দ্রিক ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং জাল টাকা শনাক্ত করার জন্য শপিংমল ও পাইকারি বাজারগুলোতে যন্ত্র স্থাপন করা।
- যানজট নিরসনের লক্ষ্যে রাজধানীর বিভিন্ন রাস্তা ও ফুটপাত দখলমুক্ত করা এবং যত্রতত্র গাড়ির পার্কিং বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া।
- বাস ও লঞ্চ টার্মিনাল এবং রেলস্টেশনসূমহে পুলিশ চেকপোস্ট স্থাপন করা এবং সাদা পোশাকে পুলিশ মোতায়েন করা।

Workshop on "Joint Crediting Mechanism (JCM)-Supporting Commitments to the Mitigation Targets"

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) in collaboration with Department of Environment, Ministry of Environment, Forest and Climate Change and Institute for Global Environmental Strategies (IGES) arranged a workshop titled **"Joint Crediting Mechanism (JCM)-Supporting Commitments to the Mitigation Targets"** on **06 March, 2018** at DCCI Auditorium, DCCI Building. **Mr. Abdullah Al Mohsin Chowdhury,** Secretary, MoEF Government of the People's Republic of Bangladesh graced the occasion as the Chief Guest while **Dr. Sultan Ahmed**, Director General, Department of Environment was present as Special Guest and **Dr. Nurul Quadir**, Additional Secretary, MoEF & Co-chair, JCM Joint Committee was present as the Guest of Honor. **Mr. A.H.M. Rezaul Kabir**, Secretary General, DCCI & Ex-Secretary, MoEF was the Session Chair.

Recommendations:

- The diffusion of leading low carbon technologies through this Joint Crediting Mechanism (JCM) contributes to taking low carbon development pathways engaging developing country like Bangladesh is indeed laudable. So, equipping **Clean Development Mechanism (CDM)** to de-carbonize our economy is imperative.
- It is well evident that Private Sector has a critical role in holding the rein of carbon emission if necessary steps followed. Since Low Carbon Development (LCD) path has a significant correlation with adopting advance technology, it requires economic investment from the Private Sector. In this connection, the handy way to engage Private Sector in LCD path is to inform them of the opportunity presented by **climate compatible development** and **climate finance avenues like the Green Climate Fund (GCF).**
- Timely **support to the private banks and financial institutions** will ease strategic access to and use of climate finance resources by the Private Sector for implementation of carbon mitigation activities.

- **Private Sector can take a stance on carbon-control with following opportune areas:**
- Since **40% of Bangladesh's emissions are of the powerful greenhouse gases and come from agriculture**, Private Sector-led agro-processing industries could spearhead scientific practices to curtail carbon-emission by practicing **flooded rice fields**, **modifying livestock diets**, **managing manures** and **diversifying crops** to develop and market **climate resilient and less carbon-induced seed production**;
- Private Sector-led **alternative energy future** can be realized through promoting **solar home system**. There is a growing demand for this source of renewable energy which Private Sector can expedite;
- Materializing Government's **Carbon-Tax proposal**, can gain spontaneity if Private Sector is involved. Moreover, the existing **Tax Card could incorporate a separate parameter for Carbon-Tax payment which will help track businesses with more or less carbon footprint;**
- According to section 14.7 of the Industrial Policy 2016, Government of Bangladesh encourages the Private Sector to develop green industry. In this connection, Private Sector can negotiate with Government regarding **higher interest rate against bank loan impeding to set up green industry which is highest 10-12% at present.** It is worth notable that, a green factory uses **40% less energy**, **41% less water** and **emits 35% less carbon** compared to a regular RMG factory;
- **Private Sector-led Pulp & Paper industry can increase recycling rates** and, together with manufacturers, develop solutions that **lead to less wood fiber use from natural forest sources** in Bangladesh and further ensure low carbon emission;
- Private Sector can expedite the outcome of Clean Development Projects going in Bangladesh (e.g., UNDPs' GREEN Brick Project). It is worth mentionable that **projects registered as Clean Development Mechanism (CDM) under UNFCCC, are expected to cut emissions each year by about 75,000 tCO2e per year**. So, it is an opportune area JCM and Private Sector of Bangladesh can further follow.

Recommendations from DCCI

- A Private Sector led **Green Investment Bureau** to create Carbon Management stake among businesses
- A **Carbon Credit Research Wing** can be established involving Private Sector and Academia to source and research the potential of **Carbon trading**, **Carbon Taxation**, **de-carbonized product portfolio** etc. in the context of Bangladesh
- Private Sector led **Climate Finance Council** can be established to foster the implication of Crop Insurance, Micro-Crop Insurance, Disaster Micro-insurance, Micro-Flood Insurance, Green Bond, Weather Index Based Crop Insurance (WIBCI) etc. in Bangladesh
- Establish Private Sector led **Eco-Design Programs** and take-back systems that include proper control and monitoring of **e-waste**
- A **Data Base on Green Initiative(s)** taken by Private Sector could be created with the support of JCM and concerned bodies.

"প্রাক-বাজেট আলোচনা"

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), দৈনিক সমকাল এবং চ্যানেল ২৪ এর যৌথভাবে আয়োজিত **"প্রাক-বাজেট আলোচনা" ১২ মে, ২০১৮ তারিখে** মিডিয়া বাজার (নীচতলা), বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা) অনুষ্ঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী **জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত**, এমপি উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এই আলোচনা সভায় মূল আলোচক হিসেবে ছিলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা, **ড. এ. বি মির্জা মোঃ আজিজুল ইসলাম** এবং পলিসি রিসার্চ ইন্সটিটিউট-এর নির্বাহী পরিচালক, **ড. আহসান এইচ মানসুর**। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক হিসেবে ছিলেন দৈনিক সমকালের সম্পাদক জনাব গোলাম সারওয়ার।

১ম সেশন ঃ আয়কর

১. বাংলাদেশে কর্পোরেট করহার বেশি। আর ডিসিসিআই কর্পোরেট করহার যে প্রগ্রেসিভ হারে পর্যায়ক্রমে হ্রাস করার প্রস্তাব করেছে, তার অভিঘাতগুলো রাজস্ববোর্ড পরীক্ষা করে দেখতে পারে।

২. ডিভিডেন্ডের উপর মাল্টিপল ট্যাক্স নিরসনে ১৯৮৪ সনের আয়কর অধ্যাদেশের গ্রুপ অব কোম্পানির সংজ্ঞা পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

৩. পাশাপাশি, আয়কর হার নিরূপনের ক্ষেত্রে ডিসিসিআই যে প্রস্তাব দিয়েছে– যে বর্তমান সর্বনিম্ন করযোগ্য আয় তিন লক্ষ টাকা করা হোক, তা ভাবা যেতে পারে। কিন্তু পরবর্তী স্ল্যাব নির্ধারণে রাজস্ববোর্ড পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে পারে।

৪. বাংলাদেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রা বাড়াতে কীভাবে ট্যাক্স-জিডিপি রেশিও বাড়াতে হবে, তা নিয়ে সরকারকে ভাবতে হবে। ভারত নতুন ভ্যাট আইন ও Cashless Society আইডিয়া প্রতিষ্ঠার কারণে তাদের ৪০% ট্যাক্স আদায় বেড়েছে।

৫. ভ্যাট আইন রাজনৈতিক কারণে বাস্তবায়ন পেছানো হয়েছে, কিন্তু এই আইন বাস্তবায়নের জন্য অবকাঠামোগত আধুনিকায়ন ও প্রস্তুতি নেয়া প্রয়োজন। ভ্যাট আইন বাস্তবায়নের জন্য আমাদের ইসিআর মেশিনের টেন্ডারিং প্রসেস দ্রুত সম্পন্ন করার প্রয়োজন।

৬. এছাড়া Withholding Tax আদায়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তি যে পরিমাণ স্বপ্রণোদিত হয়ে কর প্রদান করেন, তাই রাজস্ব বোর্ড মেনে নেয়। এ ক্ষেত্রে রাজস্ববোর্ডের কর্মক্ষমতা বাড়ানোর প্রস্তাব করছি যাতে করে ট্যাক্স জিডিপি রেশিও আরও বৃদ্ধি পায়।

৭. সিগারেট ও তামাকে কর আরোপের ক্ষেত্রে বিড়ি ও সিগারেট ইত্যাদিতে যৌক্তিক হারে আরও কর বৃদ্ধি করা যেতে পারে। যাতে করে এ শিল্প থেকে আরও রাজস্ব আয় বাড়ানো যায়।

৮. কর্মচারীরা কর দিবে কি, দিবে না তার দায়ভার গত বছর থেকে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তথা মালিক শ্রেণির উপর দায়িত্ব পড়েছে। কারণ কর্মচারী ট্যাক্স রিটার্ন না দিলে মালিক কর্তৃপক্ষ শাস্তি পাবে। ট্যাক্স কাটার সাথে সাথে ট্যাক্স রিটার্নও মালিক কর্তৃপক্ষ জমা দিতে হবে, এ ধরনের নিয়ম ব্যবসার জন্য বড় প্রতিবন্ধকতা। এ কারণে এ ধরনের আইন সংশোধনের প্রস্তাব করছি।

৯. তাছাড়া **এক্সেস পারকুইজিট**, অর্থাৎ কোন কর্মচারীর আয় ৪ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা হলে ঐ আয়ের উপর কর্মচারী ও মালিক কর্তৃপক্ষকে আলাদা আলাদা করে দুইবার ট্যাক্স প্রদান করার বিষয়টি সংশোধন করতে হবে।

১০. পাশাপাশি কোন বড় কোম্পানির ধার্যকৃত করের ডিসপিউটেড অ্যামাউন্ট করের উপর **এডিআর** এর আওতায় আপিলাত বোর্ডে শুনানি করতে গেলে ১০% ও হাইকোর্টে ১৫% কর দিতে হয়। যেহেতু এই বড় করদাতার নির্ধারিত কর **ডিসপিউটেড,** তাই এই অগ্রিম ২৫% কর যৌক্তিক হারে হ্রাস করতে হবে।

১১. পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের রাজ্যগুলোতে বিনিয়োগ ও শিল্পায়নের জন্য ভর্তুকি দিচ্ছে যাতে করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। আমাদের বিনিয়োগ আশানুরূপ হচ্ছে না আর এজন্য বর্তমান ট্যাক্স হার যৌক্তিকহারে হ্রাস করতে হবে, যাতে করে রাজস্ব আহরণও হ্রাস না পায় আবার ব্যবসায়ীরা কর দিতে আগ্রহী হয়।

১২. আমাদের স্থানীয় শিল্পে সম্পূরক শুল্ক একধরনের বোঝা। যেমন বেভারেজ, পেইন্ট ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর সম্পূরক শুল্ক আছে। অথচ পূর্বে সম্পূরক শুল্ক ছিল বিলাসবহুল পণ্যের উপর। তাই দেশীয় শিল্পের উপর এভাবে যখনতখন সম্পূরক শুল্ক বসালে আমরা কীভাবে কম্পিটিটিভ থাকবো, তা বিবেচনা করা উচিত।

১৩. আমদানির ক্ষেত্রে আমাদের অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্সের উপর ভিত্তি করে আমাদের মূল আয় বাড়িয়ে বা অতিরিক্ত দেখিয়ে অতিরিক্ত কর ধার্য করা হচ্ছে। ব্যবসায়ীদের অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্সের জন্য রাজস্ববোর্ডের কর্মকর্তারা আমাদের পুরো ব্যালেন্স শিট পরিবর্তন করে ফেলছে। আবার ব্যবসায়ীরা রিফান্ড পাওয়ার যোগ্য হলেও রিফান্ড দিচ্ছে না। তাই অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স হ্রাস করে ২% করতে হবে।

১৪. ১২০ ধারার আওতায় যে কোন সময় পুরাতন ফাইল অ্যাসেসম্যান্টের নামে কর কমিশনারের হয়রানি করার ক্ষমতা রহিত করতে হবে।

২য় সেশন ঃ অবকাঠামো, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী

১. দেশীয় গ্যাসের উপর ১০০% ভ্যাট, ট্যাক্স ও শুল্ক রয়েছে। এলএনজির মতো দেশীয় গ্যাসের উপরও ভ্যাট কমিয়ে ১৫% হারে ভ্যাট আরোপ করা যাতে গ্যাস সহনীয় পর্যায়ে শিল্পে গ্যাস দেয়া যেতে পারে।

২. বিদ্যুৎ উৎপাদনে এলএনজির ব্যবহার শুরু হলে এলএনজি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের অর্ধেক হবে ডিজেলে। ডিজেল ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন থেকে এলএনজি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে যাওয়া উচিত।

৩. নিজস্ব ক্ষমতা অর্জনের জন্য নিজস্ব কয়লা উৎপাদন ও তেল গ্যাসের অনুসন্ধান বৃদ্ধি করতে হবে ।

৪. লোকাল ক্যাপাসিটি বিল্ডিং করতে হবে। লোকাল ক্যাপাসিটি বিল্ডিং বলতে Engineering খাতে ডেভেলপ করতে হবে, Procurement এবং Construction খাতে ডেভেলপ করতে হবে। EPC খাতে ক্যাপাসিটি ডেভেলপ না করলে আমরা পরনির্ভরতা কমাতে পারবো না। ভ্যাট আইনে EPC'র ক্ষেত্রে ডলারে পেমেন্ট হলে Deemed Export হিসেবে ধরা হয়। ট্যাক্স আইনে এটাকে Deemed Export হিসেবে ধরা হয় না, taxed হয়। চাইনিজ EPC Bidder দের কোনো ট্যাক্স দিতে হয় না বরং প্রণোদনা দেয়া হয়। কিন্তু বাংলাদেশে স্থানীয় EPC Bidder দের উপর কর আরোপ করা হয় । এটা আমাদের জন্য উৎসাহজনক নয়। ভারতে এবং শ্রীলঙ্কায় স্থানীয় EPC Bidder দের প্রটেকশন দেয়া হয় যা বাংলাদেশেও দেয়া যেতে পারে। এর মাধ্যমে আমাদের লোকাল ক্যাপাসিটি বিল্ডিং করতে হবে।

৫. আমাদের অবকাঠামো খাতে অর্থায়ন হচ্ছে জিডিপির মাত্র ২ শতাংশ। এটাকে ১০ শতাংশে উন্নীত করতে হবে। এজন্য এখাতে এফডিআই বা প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ প্রয়োজন। অবকাঠামোখাতে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ নিয়ে আসতে হলে সংশ্লিষ্ট আইন কাঠামোতে বড় পরিবর্তন নিয়ে আসতে হবে।

৬. ব্যক্তিখাতের স্থানীয় বিনিয়োগ বাড়াতে ব্যক্তিখাতের হাতে উদ্বৃত্ত অর্থ থাকতে হবে কিন্তু ডিভিডেন্ডের উপর মাল্টিপল ট্যাক্স থাকায় এর পরিমাণ কমে এসেছে। তাই ডিভিডেন্ডের উপর মাল্টিপল ট্যাক্স প্রত্যাহারে আশু পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

৭. মানবসম্পদ এবং প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বাড়াতে শিক্ষাব্যবস্থায় গুণগত পরিবর্তন নিয়ে আসতে সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রয়োজন।

৮. শুধু বিদ্যুৎ খাতে নয়, বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে অবকাঠামোর অন্যান্য খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল কোম্পানির ডিভিডেন্ডের উপর মাল্টিপল ট্যাক্স প্রত্যাহার করতে হবে।

৯. যারা বিভিন্ন সরকারি প্রজেক্টের কন্ট্রাক্টর বা সাপ্লায়ার হিসেবে কাজ করে তাদের বিল পেমেন্ট থেকে করবাবদ ৭.৫% কেটে নেয়া হয়। এর ফলে টিকে থাকতে হলে মুনাফা করতে হবে ২২.৫% যা অসম্ভব। তাই এই হার ৭.৫% থেকে হ্রাস করা প্রয়োজন।

১০. বাংলাদেশে উৎপাদিত ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনাবলিং প্রোডাক্টগুলোর বিদেশে বেশ চাহিদা রয়েছে। তাই দেশীয় উৎপাদকরা এই পণ্যগুলো যাতে বিদেশে রপ্তানি করতে পারে সেজন্য এই পণ্যগুলোর Raw material করমুক্ত আমদানির প্রণোদনা দেয়া প্রয়োজন।

১১. অবকাঠামো প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নের ধীরগতির কারণে খরচের মাত্রা বেড়ে যায়। আমাদের পরিবহন খাতের প্রকল্পগুলোর গুণগত মান অনাকাঙ্ক্ষিত। আমরা আশা করি, অবকাঠামো প্রকল্পগুলোতে বরাদ্দ বাড়ানোর পাশাপাশি এর সময়মত বাস্তবায়ন এবং গুণমান নিশ্চিত করতে আগামী বাজেটে দিক-নির্দেশনা থাকবে।

১২. প্রবাসী বা ননরেসিডেন্ট বাংলাদেশিরা তাদের আয় সাধারণত ঘর বাড়ি নির্মাণসহ অন্যান্য অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় করেন। তাদের আয় যদি ঢাকা চেম্বার প্রস্তাবিত ইনফ্রাস্ট্রাকচার বন্ড নিডমা বন্ডে বিনিয়োগ করার জন্য প্রণোদনা দেয়া হয় তাহলে তারা উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ হবেন এবং দেশের উন্নতিতে অবদান রাখতে পারছেন ভেবে প্রবাসীরা গর্ববোধ করবেন।

৩য় সেশন ঃ শিল্প, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল ও বাণিজ্য

১. এবারের বাজেটে Light Engineering Sector কে সেক্টোরাল প্রায়োরিটি হিসাবে আনা উচিত। এতে করে নতুন কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

২. Automobile Industry'র জন্য আমাদের কোন আলাদা নীতিমালা না থাকায় অনেক সম্ভাবনাময় বিনিয়োগকারী পার্শ্ববর্তী দেশে চলে গিয়েছে। এবারের বাজেটে এই বিষয়ে সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

৩. দক্ষ মানবসম্পদ বিনির্মাণের জন্য আলাদা প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন দরকার এবং সেক্টরভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা সহকারে বিদ্যমান ব্যবস্থাসমূহের পুনর্গঠন প্রয়োজন।

৪. SEZ মাস্টারপ্ল্যানের সাথে সঙ্গতি রেখে Port Connectivity, Skills Development সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোতে গুরুত্ব দিতে হবে।

৫. One Stop Service Act থেকে rules এর দ্রুত প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন। এক্ষেত্রে BIDA, BEZA, BEPZA and BHPA প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সমন্বয় করা যেতে পারে।

৬. Supplementary Duty (SD) এমনভাবে rationalize করা যাতে করে নতুন সম্ভাবনাময় শিল্পগুলো domestic protection পায়।

৭. Bonded Warehouse Facility কে শক্তিশালী করা। এক্ষেত্রে Customs Bond Comissionerate এর সাথে ASYCUDA কে সমন্বয় করে এবং EUD (End-user Development) সিস্টেম অবলম্বন করে Bonded Warehouse Facility কে বেগবান করা সম্ভব।

৮. কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ ও LDC পরবর্তী সময়ের অর্থনৈতিক Strategy'র জন্য পাবলিক পলিসির মধ্যে সমন্বয় থাকা প্রয়োজন।

৯. Regulatory Policy ও ব্যবসায়ের কর ও শুল্ক হারের Predictability থাকা প্রয়োজন।

১০. বাজেটে off-site infrastructure তৈরি করার জন্য বিশেষ বরাদ্দ বা পলিসি নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন।

১১. Tariff rationalization এমনভাবে করতে হবে যেন priority sector গুলোর export competitiveness নিশ্চিত করা যায়।

১২. বিদেশ থেকে technological-knowhow আনতে গেলে সেটার উপর যে ২০% ডিউটি (AIT) দিতে হয় সেটার পুনর্মূল্যায়ন করা দরকার।

১৩. পুরাতন প্রযুক্তির উপকরণগুলি যেন অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশসমূহে বিক্রয় করা যায় এবং এটার জন্য আলাদা নীতিমালা বিদ্যমান কাস্টমস অ্যাক্ট এ সংযোজন করা।

১৪. Raw materials এবং spare parts এর import duty'র বিষয়টা সমন্বয় করা দরকার।

১৫. Manufacturerদের gross value'র উপর ৩% AIT দেয়ার যে বাধ্যবাধকতা রয়েছে সেটার পুনর্মূল্যায়ন করা একান্ত জরুরি। এক্ষেত্রে AIT দেয়ার বাধ্যবাধকতা gross value'র উপর থেকে উঠিয়ে net value'র উপর সমন্বয় করা যেতে পারে অথবা AIT এর পরিমান কমানো যেতে পারে।

১৬. মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানিতে কর্মরত employeeদের মেডিকেল ব্যয়ের উপর থেকে Tax তুলে নেয়া হোক। বর্তমানে বিদ্যমান নিয়মমতে, মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানিতে কর্মরত কোন employee'র মেডিকেল ব্যয় ১,২০,০০০ টাকার উপরে গেলে সেটি ট্যাক্সযোগ্য হয়।

১৭. কাঁচা রাবার এর উপর থেকে ট্যাক্স প্রত্যাহার করা। রাবার কে কৃষিপণ্য হিসেবে বিবেচনা করা। রাবার বোর্ড এর জন্য ফান্ড বরাদ্দ করা।

৪র্থ সেশন ঃ বিনিয়োগ, ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর এবং পুঁজিবাজার

১. সরকারী সঞ্চয়পত্র বিনিয়োগ ঝুঁকি মুক্ত বিনিয়োগ। সাধারনত: ঝুঁকিমক্ত বিনিয়োগে সুদের হার কম হয়। কিন্তু বাংলাদেশে ঝুঁকিমুক্ত বিনিয়োগ সঞ্চয়পত্রে সুদের হার অনেক বেশী। গত ৩ বছরে সঞ্চয়পত্রে প্রায় ২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ হয়েছে। সাধারণত মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্তরা সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ করছে। এটা নিম্নবিত্ত বা কম আয়ের লোকদের সামাজিক নিরাপত্তার নামে অপচয় হচ্ছে। সঞ্চয় পত্রের সুদের হার কমিয়ে যুক্তিযুক্ত করা উচিত।

২. সঞ্চয়পত্র সুদের হারের সাথে মিল রেখে বন্ডের কুপন রেট নির্ধারণ করতে হয়। ফলশ্রুতিতে তা Feasible হয়না। বন্ড মার্কেট ডেভেলপমেন্ট এর জন্য Policy Predictability সহ সরকারের একটি ফোকাল পয়েন্ট থাকা উচিত।

৩. অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য জিডিপির ১০% বিনিয়োগ দরকার, যার পরিমান বছরে প্রায় ২৫ বিলিয়ন ডলার। প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ মাত্র বছরে ২ বিলিয়ন ডলার বিদেশী বিনিয়োগ বাংলাদেশে আসে যা আমাদের প্রতিযোগী দেশ ভিয়েতনাম থেকে অনেক কম। কাঙ্ক্ষিত দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ আকর্ষণে বিভিন্ন প্রণোদনা যেমন: আয়কর প্রণোদনা, লক-ইন পিরিয়ড ১ বছরে কমিয়ে আনা এবং অর্থ প্রত্যাবাসন মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সহজ প্রদানের মাধ্যমে প্রাইভেট ইক্যুইটি ইন্ডাস্ট্রিকে সচল করতে হবে।

৪. সরকারী, বহুজাতিক ও বেসরকারী খাতের ভাল ও বড় কোম্পানীকে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত করতে কি ধরনের উৎসাহমূলক প্রণোদনা দিতে হবে তা নিয়ে ভাবতে হবে।

৫. মিউচুয়াল ফান্ড দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের উৎস। ভারতে মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করলে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত লভ্যাংশ আয়ে করমুক্ত সুবিধা পায়, যা বাংলাদেশে মাত্র ২৫,০০০ টাকা। বাংলাদেশে মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ আকর্ষণ করার জন্য বছরে ২,০০০ টাকা লভ্যাংশ আয়ে করমুক্ত সুবিধা প্রদান না করে কোয়ান্টাম হারে লভ্যাংশ আয়ে করমুক্ত সুবিধা প্রদান করা উচিত।

৬. শেয়ার বাজার এবং মিউচুয়াল ফান্ডে কেন বিনিয়োগ গুরত্বপূর্ণ তার উপর সরকারের একটি সেন্ট্রাল পলিসি হওয়া উচিত।

৭. বাংলাদেশে নানা ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ এখনও কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ের নিচে। যদিও বাজেটে নারীদের জন্য বিশেষ বরাদ্দ থাকে, এ তহবিল শুরুর দিকে অব্যবহৃত থাকলেও এখন ব্যবহার হচ্ছে। আরও অধিক সংখ্যক নারী উদ্যোক্তা তৈরীতে বরাদ্দটি বাড়িয়ে অন্তত ৫০০ কোটি টাকা করা হোক এবং বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে এর জন্য একটি গাইডলাইন তৈরী করা হোক।

৮. গবেষণায় দেখা গেছে Grass Root পর্যায়ে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ঋণের সুদের হার বিষয় নয়। নারী উদ্যোক্তাদের জন্য পণ্যের বাজার এবং Access to Finance নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইডলাইনে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জামানতবিহীন ব্যাংক ঋণের সুবিধা থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে ১০ লক্ষ টাকা ব্যাংক ঋণের জন্য জামানত চাওয়া হয়। জামানতবিহীন ঋণের সীমা বৃদ্ধি করে ৪০ লক্ষ টাকা করা উচিত।

৯. বিনিয়োগ ছাড়া ও অন্যান্য ক্ষেত্রে মেয়েদের জন্য সাপোর্ট সার্ভিস নিশ্চিত করা।

১০. ডে-কেয়ারের জন্য মহিলা উদ্যোক্তাদের বিশেষ সুদের হার বা বিশেষ সুবিধা প্রদান।

১১. ৫০% মহিলা উদ্যোক্তা শুধুমাত্র উপজেলা পর্যায়ে তাদের পণ্য বিক্রয় করে। তারা চায় অন্য মার্কেটে আসতে। জেলা বা উপজেলা পর্যায়ে অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে মার্কেট তৈরী করে মহিলা উদ্যোক্তাদের সংখ্যা বাড়ানো যায় তাহলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে।

১২. বাংলাদেশে মাত্র ২১% লোক মোবাইল ডাটা ব্যবহার করে এবং ৫০% লোকের ফোন আছে। মোবাইল ডাটা ও মোবাইল ফোনের আওতা বৃদ্ধিতে পলিসি আউটলুক পরিবর্তন করা উচিত।

১৩. মোবাইল ডাটা ব্যবহার বৃদ্ধিতে মোবাইল ডাটা ব্যবহারের উপর ভ্যাট হ্রাস করা প্রয়োজন।

১৪. ফোরজি সেবা চালুর পর গ্রাহকদের থ্রিজি সিম রিপ্লেস করতে ১০০ টাকা চার্জ করা হয় যা সরাসরি সরকারী কোষাগারে জমা হয়। স্বল্পমেয়াদে ফোরজি সিম রিপ্লেস এর উপর কর অবকাশ প্রদান করা যেতে পারে ফলশ্রুতিতে অনেক গ্রাহক ফোরজির আওতায় আসবে।

১৫. বাংলাদেশে spectrum খরচ অনেক বেশী। spectrum খরচ যুক্তিযুক্ত করা।

১৬. বেসরকারী বিনিয়োগ বাড়ছে তবে তা কতিপয় বড় গ্রুপের কাছে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। এভাবে কেন্দ্রীভূত হওয়ার কারণে বাজারে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। এবং প্রতিযোগিতার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। ফলে ছোট ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিযোগিতার সক্ষমতা হারাচ্ছে। সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থার স্বার্থে প্রতিযোগিতা নীতি আইন কার্যকর করতে হবে।

১৭. শুধুমাত্র টার্গেট গ্রুপ যেমন- সীমিত আয়ের মানুষ এবং পেনশন ভোগীদের জন্য সঞ্চয়পত্রের সুবিধা প্রদান এবং অন্যান্যদের বিনিয়োগ সুবিধার জন্য বন্ড মার্কেটের উন্নয়ন করা।

Roundtable Discussion on 'Companies Act: Critical Reforms for Private Sector Development'

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a Round table discussion titled '**Companies Act: Critical Reforms for Private Sector Development'** on May 24, 2018 on Thursday at 1.30 pm at DCCI Auditorium.

Mr. M. A. Mannan, MP, Hon'ble State Minister, Ministry of Finance and Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh graced the Round table discussion as the Chief Guest while **Mr. Shubhashish Bose,** Secretary, Ministry of Commerce, Government of the People's Republic of Bangladesh was present as the Special Guest.

Mr. Abul Kasem Khan, President of DCCI delivered the welcome address and moderated the open discussion session in the event. **Mr. Nuher L. Khan**, Director, DCCI & Coordinating Director of Export Import Policy, Trade Development & Diversification-(WTO, FTA etc.) & Companies Act Standing Committee-2018, DCCI presented the Key Note Paper.

Reform Recommendations from DCCI:

1. **Section 2(87):** Whether a company is a subsidiary or not, must be determined by reference to the shareholding interest containing voting power only.
2. **Section 2(51):** Since the concept of "Interested Directors" is relevant for listed companies, references should be directed through the Securities and Exchange Commission Ordinance.
3. **Section 2(69):** There is a reference to Companies Act 1913 in the definition of "previous company legislation". We are aware that Companies Act 1913 had been repealed by the Companies Act 1994 and no longer serves any purpose. Therefore, deletion of reference of Companies Act 1913 should be initiated.
4. **Section 3:** The Companies Bill contemplates "unlimited company". In the Companies Bill, the Parliament is contemplating retaining the "limited liability concept". In this connection, the necessity of having unlimited company should be reviewed.
5. **Section 6(4) (ga)(a):** The mandatory provision of TIN and NID submission against subscribers is creating challenges to multinational companies since there are foreign entities and/or persons do not have National ID Numbers and/or TIN numbers. With regard to foreign investors, alternate form of ID be required for incorporation purpose; Passport for individuals and Certificate of Incorporation for Single Entity Companies.
6. **Section 6(4)(cha):** It is evident that for incorporation purpose, 2 separate declarations will be required to be submitted to the RJSC- one by a proposed director and one by a lawyer or a chartered accountant. For many small companies, it is not feasible to appoint a lawyer or Chartered Accountant at the time of incorporation. Hence, the requirement of declaration by the lawyer or Chartered Accountant can be removed.
7. **Section 8(3)(ga):** Under the Companies Bill, the Certificate of Incorporation ("COI") will contain amongst others information as to whether the company is limited. There is no mention of what the COI will contain in the event a company is "unlimited". In this connection, relevant provision can be arranged accordingly.
8. **Section 5:** There is a requirement that at the time of incorporation, the promoter would need to set out the name of the person who would be the shareholder of the Company in the event of the promoter's death and upon death, the nominee will be the shareholder of the company. There is no need for this specific provision and hence may be deleted as it conflicts with the Laws of Succession and it should prevail in such matters.

9. **Section 5:** The Bill contemplates that the single shareholder would be a natural person. This means that a single shareholding cannot have a holding company. Moreover, confining the benefit only to individual does not make any commercial sense, particularly when there are jurisdictions which permit a holding company to have a single shareholding company as a subsidiary company. To fix this, a "Juristic Person" (A Company, Limited, Public, Listed/Unlisted) besides "A Natural Person" should be allowed.

10. **Section 10:** This Section makes concealment of important information a penal offence. However, what constitutes "important information/guruttopurnotottho" is not defined. The term "important information/guruttopurnotottho" term should have definition. Otherwise, the regulator would be in a position to "abuse the discretion" and more importantly, a penal provision would become "unguided".

11. **Section 25:** Section 25 of the Companies Bill is not entirely clear. It would be advisable to list out the provisions which would be applicable under Section 25 to ease the reading and understanding of the applicability of certain provisions.

12. **Section 27(2)(kha)(aa):** A 3rd party dealing with a company who is aware that a director of the company is working beyond his capacity given under the Memorandum and Articles of Association cannot be considered to have acted with ill motive. This seems to be a very lenient approach and such approach cannot be in the best interest of the company. This should be deleted.

13. **Section 35(kha):** Companies Bill prohibits name for companies: (1) names that may lead to occurring an offence and (2) offensive names. Given this confusion, the term "may lead to occurring of offence" should be clarified.

14. **Section 46(3):** The order of the Registrar (so far it relates to change of name) would be stayed as soon as appeal is filed. It is clarify that no law that contemplates automatic order of stay as soon as appeal is filed. Moreover, this provision relating to automatic stay would create confusion on the status of the entity having the name. Hence, provision for "automatic stay" can be removed from the Companies Bill.

16. **Section 79:** Annual Returns All Audited Statements should be concluded before AGM. It is directed that Small companies (Section 2(85)) which include private companies with a certain amount of paid up capital and turnover are not required to have company secretaries sign and attest the return. Other private companies which are not small companies are required to do so. To remove this discriminatory approach, Small Companies should be defined as any company with an Annual Turnover of less than 2 Crores. In these cases, these companies should be exempt from stringent procedural matters.

17. **Section 91(3):** This provision contemplates that in the event a person is convicted, he can prefer appeal and if the appeal is preferred within a certain time; he will not be disqualified to hold the post of director. However, the provision seems to imply that mere filing of the appeal would suffice and there seems to be no need to have the order of conviction stayed. Suggestion is: the person should have a right of appeal and, also the convicted person to be qualified to hold the office of director the conviction must be "stayed" by a court Superior than the court passing the order of conviction.

18. **Section 94:** There should be a provision which would empower the Company to take steps to return the guarantees and securities after resignation and the banks and financial institutions should also be under similar obligation.

19. **Section 95:** Similar to the issues raised in Section 94. The suggestion should equally apply for the director who was forced to be removed same as for Section 94.

20. **Section 106(2):** This provision restricts the Company's ability to advance credit even to its subsidiaries, employees etc. There should not be such restriction since it is a common practice a Parent/Holding Company advances credit to its "Sister/Subsidiary" concerns under done under the mechanism of 'Inter-Company Borrowing/lending.

21. **Section 106(5):** Requiring every director to agree to the investment decision is too harsh, may prove to be counterproductive in modern corporate world. So, this provision should be amended to remove the word "unanimous" with majority.

22. **Section 113:** Board of Directors is not applicable in single person company.

23. **Sections 116(3) and (4):**This provision deals with ratification of the acts of directors for negligence, breach of trust, failure etc. While It is common/possible for a director to commit an error of judgment that may result in loss, justifying the need of ratification of the act or omission, the rational for ratification for the reasons set out in the provision is not clear. So, the scope of ratification can be reduced to cover only error of judgments.

24. **Section 117:** Any Agendas under the heading of "others" or "miscellaneous" should not be permissible. Because, serious issues lying under the heading of "other issues" are prone to have less significance to be addressed by the relevant director.

25. **Sections 122-123:** The provisions of Shadow Director should be removed as it undermines the provision of having a board of directors.

26. **Section 124:** The Bill contemplates that a private limited company does not need to have any company secretary. In that case, the law should clearly clarify who should be convening the Board Meetings and how should the person be carrying out this functions. For private Limited Companies this should be the Managing Director (MD).

27. **Section 136:** Directors of the board should be permitted to participate in the Board Meetings though electronic means.

28. **Banking practice of requiring personal guarantees from directors:** The requirement of personal guarantee of a director by the banks amounts to making the liability of a director unlimited towards the debts of a company, which is absolutely prohibited by the provisions of Companies Act. When shareholders/directors of a company issues a Personal Guarantee it entirely defeats the spirit of a Limited Liability Company as the liability becomes "unlimited" whereas the spirit of a limit liability company as governed by the Companies Act is to limit liabilities for shareholders/directors and this practice can be cancelled putting a provision in the Company Act.

29. **Clearing High Court's Pending cases Backlog**: Disposal of business matters by the court should be in tune with the speed with which business is being transacted in recent time. In view of the pendency of company law cases in the Company Bench of the High Court, we recommend Two or more Company Benches in the High Court, Establishment of a Registrar of the Company Bench to perform all administrative work of the Company Bench, Establishment of a Secretariat of the Company Bench to extend Secretarial support in Company Bench and Disposal of cases by the court in prescribed time within 120 days from the date of presentation of the case can be followed and in case of delay Fine can be imposed on party causing delay.

30. **Section 284: Merger and Amalgamation of Companies:** The foreign company and local company merger need to be subject to check of the company profile, credit report check as act stated that foreign company does not have any business in Bangladesh can merge/make acquisition local companies. And, this section needs to be repealed or discouraged as it may exposé our local businesses to extreme risk.
31. **Section 291-296: Minority Protection:** Under the Minority Protection provisions in the Bill, sections 291(2) and 293(1)(kha) allows for intrusive Governmental control into the affairs of both public and private companies and susceptible to abuse. Section 295 of Minority protection opens up the risk of frivolous litigation which would be very disruptive for all companies and abusive practice affecting the smooth business operation and this provision of Minority protection for the interest of Businesses needs to be deleted.
32. **Section 388 Use of Technology (enabling provisions):** The Companies Bill contains a number of enabling provisions for the use of technology, for example, provision on sending documents relating to written resolutions by electronic means, filing application, documents, etc. To use the technology for the betterment of the company stakeholders, we recommend introducing enabling provisions- the Directors to attend, participate and vote in Board/Committee/General Meetings through video conferencing and/or any other audio visual means as the shareholders' right.
33. **Section 455 Voluntary Winding up of the Company:** The voluntary winding of the company process requires engagement of court. And, Winding up currently requires a lengthy procedure involving at least 6-8 months' time and a substantial amount of money. And, the process of this winding up needs to be easy and simple and be limited to RJSC.

Other Recommendations from the Round Table Discussion:

1. To enforce government regulations to support public interest and emphasized the simplification of company law to help improvement in ease of doing business index.
2. The current (companies) act does not support new type of financing mechanism, like- private equity and employer stock scheme. Bangladesh now needs to move towards stronger corporate governance and management. An appropriate Companies Act can provide such a platform.
3. The most critical rationale for modernizing the companies act is to encourage formalization of informal businesses and referred case in Mexico around 15% informal businesses came under formal business network and 17% new start up business growth in Portugal.
4. Companies Act reform can provide reorganization of companies to combat insolvency as well as empower management and corporate governance.
5. New type of businesses like - single member company, is being formed globally that has prompted many developed countries to move towards such change.
6. Companies are overburdened with multiple audits like statutory, commercial and tax. Reforms of the companies act would not bring much result without reforms to the taxation issues as businesses faced harassment while paying income tax, value-added tax and duties.
7. In the Act, there is a provision of secretarial audit which is creating an additional burden for the businesses.
8. Keeping a provision of National Financial Reporting Authority as several monitoring bodies may create operational redundancy in the company.

9. There should be flexibility in the new Companies Act regarding highest ceiling of the number of Directors in Board of Directors.
10. The office of the Registrar of Joint Stock Companies (RJSC) has drastically reduced the time needed to register new companies; it still takes more than a week compared to only two days in some other countries. The government needs to improve the RJSC as it has further scope to strengthen its role to monitor the compliance issues of registered companies.
11. The new law should be formulated based on the country's need instead of following the version of company law of other countries.
12. Synchronization of the multiple regulatory bodies, like - RJSC, NBR, BB and BSEC to reduce the cost of doing business.
13. The registration process of the companies needs to be fully automated. The new law should focus on simplification of the merger and acquisition process.
14. Need clarification of merger and acquisition issues in the proposed companies act as the country might experience a momentum of merger and acquisition issues in coming days.
15. A robust company law regime is needed to strengthen business confidence.
16. The new Companies Act should incorporate provisions and guidelines to practice Alternative Dispute Resolution (ADR).
17. The need of independent audit whether it really benefits the business community or adds burden on them.
18. A corresponding foreign exchange guideline has to be incorporated in the new act.
19. The power of Anti-Corruption Commission (ACC) to investigate into the affairs of a company and their dependence on the Government to institute those investigations is of grave concern, being susceptible to potential abuse.
20. Due to only one bench in the HC dealing with the company matters, colossal backlog of cases in the High Court (HC) division causes serious concern for doing business in the country. The problem can be solved by increasing the number of benches or forming special tribunals like India.
21. In the case of merger and acquisition, there is not enough legislative ground to deal with these matters. She further stressed on a benchmark against which merger should be adjudicated or sanctioned.
22. Disposal of company disputes in the HC has to be expedited. In this connection, a responsibility sharing mechanism will help speed-up procedural delays.
23. The country has many laws and regulations, but there was no proper implementation. In this regard, we need to customise our companies act in the context of Bangladesh.
24. The act should be finalised and implemented within the current fiscal year.
25. Expressed dissatisfaction over the delay in completion of the reform process referring a similar event was held in eight years back.
26. Our corporate governance is weak and most of the functions of registration process are paper-based. To fix this, we need to go for automation.

27. For better functioning, coordination among RJSC, Bangladesh Bank, SEC, NBR, BIDA, City Corporations and other concerned regulators is a must.
28. Director shouldn't be freed from giving personal guarantee since we already are overburdened with high NPL.
29. A bankruptcy Act is essential which will help trouble-shoot impediments relating to insolvency.
30. Liability of the directors should be well-defined and rational to uproot the malpractice of equal penal provision for all directors.
31. The matter of foreign companies allowed in local trading has to be looked into.
32. Power of Chairman in both public and private entity should be clearly defined.
33. Language should be made reader-friendly in the new act.
34. Involvement of Private sector stakeholder in the meetings of Ministry of Commerce and Ministry of Law while any changes in acts planned and determined to be enforced. Attendance from the Private sector could create awareness as well as stake.
35. Merger and Acquisition guideline is needed for fixing conversion and valuation rate.
36. Definition of Company Secretary and their appointment procedure should be well-defined.
37. The new Companies Act should have clarified provisions on "share by back".

Roundtable Discussion on ADR in Managing the Risk of Non Performing Bank Loans

Bangladesh International Arbitration Centre (BIAC) and Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) jointly organized a **Roundtable Discussion themed "ADR in Managing the Risk of Non Performing Bank Loans"** at DCCI Auditorium, Dhaka on **21 July 2018**. **Mr. Mohammad Shahidul Haque**, Senior Secretary, Legislative and Parliamentary Affairs Division of the Ministry of Law, Justice & Parliamentary Affairs attended as Chief Guest and **Mr. Ahsan-uz Zaman**, Managing Director & CEO of the Midland Bank Limited and **Professor Imran Rahman**, Special Advisor to the Board of Trustees, ULAB were present as Special Guests. **Mr. Mahbubur Rahman**, Chairman, BIAC moderated the programme. The Keynote paper was presented by **Barrister Shafayat Ullah**, EVP & Head of Legal, The City Bank Limited.

Recommendations:

- Large defaulters are rarely penalised, instead loans are being restructured. To overcome the problems he emphasized introduction of ADR as an alternative route that can be used in managing default loans.
- 11% of the total loans are bad loans in Bangladesh at present. All organizations should incorporate Mediation-Arbitration Clause in the commercial contracts with the provision of both Mediation and Arbitration under an institutional framework with rules to administer these processes like BIAC.
- Artha Rin Adalat Ain 2003 should be amended and include the provision of arbitration within the ambit of the definition of 'Adalat'. And, legislation amendments should incorporate arbitration clauses into the sanction advice in order to help financial institutions implement these clauses and bring down number of pending cases.

- We need to concentrate on the implementation part of our legislation and equality and equal opportunity in the eye of law must be ensured.
- If policy reform is needed to reduce NPL, Financial Institutions Division, should come up with a few proposals of how to address the NPL issues. In this case, Bangladesh Bank, Office of the Chief Justice, Ministry of Law, Bankers' Association and Ministry of Finance should work collectively to address the NPL issues.
- Improving corporate governance of banks and under proper due diligence process, adopting zero tolerance policy on loan recovery, bringing loan defaulters and their collaborators under law and introducing alternative recovery options should be necessitated.
- NPL is linked with liquidity of banks. There must be a way out before going to the court for realization of the bad loans so there should be arbitration clause in the contract.
- ADR can be a start to resolving this problem because assuming the entire defaulter population as willful is inappropriate. Proper research on the volume can make a huge difference.
- To reduce NPL using ADR reforms in the legislation is required along with reforms in the financial recovery system, policies and provisions. Banks should include ADR clause in their contracts and the process of the implementation must be streamlined.
- The Chief Executive Officers of banks must believe and be involved in the process for the intended change to start.
- Bank representatives in the mediation should have the authority to negotiate and settle. They only act as "post box" to relay the proceedings to higher management of the bank later.
- Courts should take into cognizance pre litigation mediation and arbitration because even after mediation and arbitration have been unsuccessful litigation is always available as last resort. Under such circumstances the dispute can go to trial immediately.
- ADR is included in many of our legislations; however, the law must be amended to provide for pre-litigation ADR in order to serve the intended purpose.
- For ADR to be successful there should be a balance of power between the parties involved. Penalty provisions for stalling dispute resolution through ADR can effectively expand adherence to ADR methods.

Stakeholder Workshop on 'Bangladesh Logistics Study Key Issues, Prospects and Priorities'

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) and International Finance Corporation (IFC) jointly organized stakeholder workshop titled '**Bangladesh Logistics Study Key Issues, Prospects and Priorities'** on May 13, 2018 at the Balcony Hall, Pan Pacific Sonargaon Hotel, Dhaka on the key findings of Bangladesh Logistics (Warehousing & Storage) study undertaken by the World Bank Group.

Mr. Md. Abdus Samad, Secretary, Ministry of Shipping, Government of the People's Republic of Bangladesh graced the seminar as the Chief Guest while **Ms. Wendy Jo Werner**, Country Manager for Bangladesh, Bhutan and Nepal, International Finance Corporation (IFC) was present as the Special Guest.

Mid-term Recommendations

- Need to overhaul the Warehouse Ordinance Act 1959.
- Allow storage public goods in 3rd party warehousing. Adequate policy support to increase investment as 3rd party logistic provider as well as private investment in warehousing and logistic.
- Physical verification of goods create problem for faster clearance. Likewise Singapore, scanner machines need to be installed in every gate of Chittagong port needs for faster clearance.
- Priority for reform for development of warehouse include revision of land zoning, exclusive policy for logistics & warehousing, policy for setting up logistics parks, regulation to allow common bonded warehousing and allocation of areas exclusively for warehousing within industrial parks, EPZ and EZ.
- Industry/goods category wise warehousing facilities in EZ which are in the development stage.
- Due to land limitation, focus needs to be given of vertical logistic warehousing learning from the model of Hong Kong.
- Common sharing warehouse can be developed in upcoming EZ underpinned by cooling and non-cooling facilities. In this case Sri Lanka can be a learning case for Bangladesh.
- For developing warehouse sector in Bangladesh country specific experience from China and India can be investigated.
- Develop warehouse in river side.
- Better connectivity between SEZ and Ports.
- Compliance is not maintained in Government warehousing such as Chittagong Port and Airports. Ensure same compliance for Government warehousing and private warehousing.
- Serious land shortage spilling crippling impact on warehousing development. Emphasized on productive uses of land.
- Warehousing facilities in Airports and Sea port needs to be modernized.

Long-term Recommendations

- Constitute Ministry of Logistics for considering the importance and potential of this logistic and warehousing.
- For better transport connectivity, government may focus on inland waterways.
- Bangladesh can promote the warehousing concept to India. India may storage goods in Bangladesh rather than using this country as transit point.

Seminar on "Trade War and its Implications for Bangladesh"

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) and Bangladesh Foreign Trade institute (BFTI) jointly organized a seminar titled "Trade War and its Implications for Bangladesh" at DCCI auditorium on 17 November, 2018.

Senior Secretary, Ministry of Commerce Shubhashish Bose was present as chief guest while Vice Chairman of EPB Bijoy Bhattacharjee was present as special guest. CEO of BFTI Ali Ahmed presented the keynote paper.

Summary of recommendations emerged from the seminar is as follows:

Short-term Recommendations

- To stop energy-use pilferage, we need to focus on skill development of workers in industries.
- Diversification away from natural gas to renewable energy, coal, and nuclear solutions is critical.
- Checking illegal connections, cost-based pricing and modern metering system are imperative to ensure optimum use of natural gas in the country.
- LNG contracts signed so far should be made public in order to help set a reasonable price by adjusting imported fuel oil prices.
- Taking into consideration various indices when negotiating liquefied natural gas (LNG) contracts with foreign countries.
- LNG pricing must follow a benchmarking with the oil price.
- We need to assess whether the captive power cost comparable to grid power.
- Trade bodies should be vigilant and directive in LNG tariff structure.
- Accurate figure of system loss should be revealed regularly.
- The principle "first come first save" regarding distribution line is discriminatory. This challenges industries at the lower-end of the pipeline. This should be reviewed.
- Stop national grid leakage which hampers energy-intensive industries like knitwear.
- Restructuring of the Titas office for easing the process of obtaining gas connections for industrial units and carrying on the growth momentum.
- Provided the low gas pressure seen in the households in recent times, Government must take initiative to control the price of LPG cylinder since households are taking resort to LPG cylinder as an alternative.

Mid-term Recommendations

- We need the right investment in the right energy mix to realize optimum economic advantages.
- We need to do continuous impact analysis on the LNG pricing to address the issue of our competitiveness and comparative advantages given the situation versus countries like Vietnam, Myanmar, Cambodia and others.
- A right energy mix is desired so that energy security is based mainly on local energy sources. Imported fuel market is always subject to volatility, and therefore, we should not make ourselves over dependent on imported sources as our main source for energy security for which:
- Seismic survey for both on-shore and off-shore should continue and be expedited.
- Capacity building of BAPEX under top priority, to conduct own exploration with frequency of exploration should be increase to global standards.
- Extensive exploration for new gas field both on-shore and off-shore
- We support the plan to increase coal dependency to 50% as per 7th Five Year Plan but we want this should be based on maximizing local coal usage under a long-term plan.
- Gas prices should be hiked reasonably. A 10 percent hike in energy price will lead to a 1 percent drop in the export value of goods from Bangladesh as the cost of production also goes up.

- Adding "Depletion Premium" while fixing price to be exercised by the regulators.
- LPG Licensing regulation should be reviewed with public consultation.
- Cross-border energy sharing is a good option to offset energy crisis. However, quality, pricing, land and peripheral environmental issues should be carefully assessed while sourcing energy security across the border.
- There should be strategy while selling gas to industries according to calorific value. Because, unanimous distribution of energy based on calorific value incur gas wastage. It should be regulated.
- Bangladesh should take into cognizance whether the country will face any balance of payment pressure for LNG imports.
- Instead of supplying gas to households and vehicles, the government should prioritise the industrial sector.
- Government should plan to revitalize its policy to spearhead LPG and to establish zonal LPG storage point.
- The legacy of CNG in transportation system should be replaced with LPG. Cars alone can be fed only through CNG. Rather LPG could be a good alternative.
- We should invite foreign corporations to commission both on-shore and off-shore exploration which, in turn, will ease the technical gap of BAPEX. Moreover, a series of FDI flow will add to our economy.
- We should invite foreign corporations to commission both on-shore and off-shore exploration which, in turn, will ease the technical gap of BAPEX. Moreover, a series of FDI flow will add to our economy.
- EVM meter should be made permissible to most of the factories apart from textiles. Installing EVM meter will correct the calorific gas value and will help owners to have transparent billing. Moreover, it will curtail at least 60% of billing cost.

Long-term Recommendations

- Given the "economic loss" versus "economic gains, the right decision in terms of economic benefit to the nation must be set as the top most importance rather than to have short-term revenue balancing.
- LNG will help sustain industry led economic growth for short term, but for mid-term and long-term energy need, we must set strategies.
- Industrialists will have to augment energy efficiency at their factories. There is of course gas pilferage, which needs to be reduced. The use of EVC meters has to be ensured. Only then they will feel comfortable even after an LNG price hike.
- SAARC Solar Grid should be initiated faster to meet the energy demand.
- Exploration of domestic natural gas and also resorting to renewable energy and nuclear solutions.
- Government should plan in the areas:
- To transform reserve in to resource
- To transform resource in to possibility
- To transform the possibility to probability
- To transform the probability to proven form

- We must have "Depletion Policy" to safeguard our energy security momentum.
- Long-term energy pricing forecast need to be placed which will help businesses to forecast their growth.
- Reassess the feasibility of establishing land-based terminals in Bangladesh. Government must assess and disclose the cost associated with channel dredging and maintenances cost needed to facilitate the ships to arrive.
- Price adjust mechanism should entail a gradual price increasing structure based in fiscal years.
- A "National Power Usage Efficiency Matrix" should be prepared and government should create a certain body to commission energy audit on industries to unveil factory level energy efficiency transparently.
- Government must explore undiscovered gas resources at the same time drill the newly explored blocks before opting for expensive LNG as a long-term solution for gas crisis.
- Policy consistency in the area of energy security is a must. Because it is already evident that due to erratic policy by the regulators our foreign investors feel compelled to leave this country.

Roundtable Discussion on 'LNG Tariff: Implication on Trade and Industries'

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI organized the Roundtable Discussion titled **"LNG Tariff: Implication on Trade and Industries"** on November 24, 2018 at DCCI Auditorium, Dhaka to engage stakeholders who are the first responders of Bangladesh's LNG era and fetch their valuable insights on the LNG tariff and current energy ecosystem of Bangladesh.

Mr. Md. Abul Kalam Azad, Principal Coordinator (SDG affairs), Prime Minister's Office, was present as the Chief Guest and **Mr. Rahman Murshed**, Member, Bangladesh Energy Regulatory Commission (BERC), as the Guest of Honor.

Mr. Abul Kasem Khan, President, DCCI delivered the welcome address and moderated the open discussion session and **Dr. Muhammad Fouzul Kabir Khan,** Former Secretary, Power Division presented the Keynote Paper.

Summary of recommendations emerged from the seminar is as follows:

Short-term Recommendations

- To stop energy-use pilferage, we need to focus on skill development of workers in industries.
- Diversification away from natural gas to renewable energy, coal, and nuclear solutions is critical.
- Checking illegal connections, cost-based pricing and modern metering system are imperative to ensure optimum use of natural gas in the country.
- LNG contracts signed so far should be made public in order to help set a reasonable price by adjusting imported fuel oil prices.
- Taking into consideration various indices when negotiating liquefied natural gas (LNG) contracts with foreign countries.
- LNG pricing must follow a benchmarking with the oil price.
- We need to assess whether the captive power cost comparable to grid power.
- Trade bodies should be vigilant and directive in LNG tariff structure.
- Accurate figure of system loss should be revealed regularly.

- The principle "first come first save" regarding distribution line is discriminatory. This challenges industries at the lower-end of the pipeline. This should be reviewed.
- Stop national grid leakage which hampers energy-intensive industries like knitwear.
- Restructuring of the Titas office for easing the process of obtaining gas connections for industrial units and carrying on the growth momentum.
- Provided the low gas pressure seen in the households in recent times, Government must take initiative to control the price of LPG cylinder since households are taking resort to LPG cylinder as an alternative.

Mid-term Recommendations

- We need the right investment in the right energy mix to realize optimum economic advantages.
- We need to do continuous impact analysis on the LNG pricing to address the issue of our competitiveness and comparative advantages given the situation versus countries like Vietnam, Myanmar, Cambodia and others.
- A right energy mix is desired so that energy security is based mainly on local energy sources. Imported fuel market is always subject to volatility, and therefore, we should not make ourselves over dependent on imported sources as our main source for energy security for which:
- Seismic survey for both on-shore and off-shore should continue and be expedited.
- Capacity building of BAPEX under top priority, to conduct own exploration with frequency of exploration should be increase to global standards.
- Extensive exploration for new gas field both on-shore and off-shore
- We support the plan to increase coal dependency to 50% as per 7th Five Year Plan but we want this should be based on maximizing local coal usage under a long-term plan.
- Gas prices should be hiked reasonably. A 10 % hike in energy price will lead to a 1 % drop in the export value of goods from Bangladesh as the cost of production also goes up.
- Adding "Depletion Premium" while fixing price to be exercised by the regulators.
- LPG Licensing regulation should be reviewed with public consultation.
- Cross-border energy sharing is a good option to offset energy crisis. However, quality, pricing, land and peripheral environmental issues should be carefully assessed while sourcing energy security across the border.
- There should be strategy while selling gas to industries according to calorific value. Because, unanimous distribution of energy based on calorific value incur gas wastage. It should be regulated.
- Bangladesh should take into cognizance whether the country will face any balance of payment pressure for LNG imports.
- Instead of supplying gas to households and vehicles, the government should prioritise the industrial sector.
- Government should plan to revitalize its policy to spearhead LPG and to establish zonal LPG storage point.
- The legacy of CNG in transportation system should be replaced with LPG. Cars alone can be fed only through CNG. Rather LPG could be a good alternative.

- We should invite foreign corporations to commission both on-shore and off-shore exploration which, in turn, will ease the technical gap of BAPEX. Moreover, a series of FDI flow will add to our economy.
- We should invite foreign corporations to commission both on-shore and off-shore exploration which, in turn, will ease the technical gap of BAPEX. Moreover, a series of FDI flow will add to our economy.
- EVM meter should be made permissible to most of the factories apart from textiles. Installing EVM meter will correct the calorific gas value and will help owners to have transparent billing. Moreover, it will curtail at least 60% of billing cost.

Long-term Recommendations

- Given the "economic loss" versus "economic gains, the right decision in terms of economic benefit to the nation must be set as the top most importance rather than to have short-term revenue balancing.
- LNG will help sustain industry led economic growth for short term, but for mid-term and long-term energy need, we must set strategies.
- Industrialists will have to augment energy efficiency at their factories. There is of course gas pilferage, which needs to be reduced. The use of EVC meters has to be ensured. Only then they will feel comfortable even after an LNG price hike.
- SAARC Solar Grid should be initiated faster to meet the energy demand.
- Exploration of domestic natural gas and also resorting to renewable energy and nuclear solutions.
- Government should plan in the areas:
- To transform reserve in to resource
- To transform resource in to possibility
- To transform the possibility to probability
- To transform the probability to proven form
- We must have "Depletion Policy" to safeguard our energy security momentum.
- Long-term energy pricing forecast need to be placed which will help businesses to forecast their growth.
- Reassess the feasibility of establishing land-based terminals in Bangladesh. Government must assess and disclose the cost associated with channel dredging and maintenances cost needed to facilitate the ships to arrive.
- Price adjust mechanism should entail a gradual price increasing structure based in fiscal years.
- A "National Power Usage Efficiency Matrix" should be prepared and government should create a certain body to commission energy audit on industries to unveil factory level energy efficiency transparently.
- Government must explore undiscovered gas resources at the same time drill the newly explored blocks before opting for expensive LNG as a long-term solution for gas crisis.
- Policy consistency in the area of energy security is a must. Because it is already evident that due to erratic policy by the regulators our foreign investors feel compelled to leave this country.

Mr. Abul Kasem Khan, President of DCCI delivered the welcome address and moderated the open discussion session in the event. **Mr. Sugata Sarkar**, Director, Market Research and Advisory, Knight Frank presented the Key Note Paper.

Short-term Recommendations

- Declare warehousing as thrust sector in order to get the priority attention of the Government.
- In order to promote and popularize the warehousing concept supported by modern facilities, end-users dialogue with in the Government and private sector needs to be arranged and roles of respective parties need to be identified.
- Tax incentives to facilitate to thrive warehousing & logistics as new industry.
- NIDMAA-a Public Private Dialogue proposed by DCCI, can be a platform to bring this kind of discussion to the forefront of policy makers.
- Stressed on learning and bring example of MNC to developed modern warehousing.
- Gap between polices and implementation needs t be minimized.
- More interaction with NBR for restoring the confidence on central warehousing facility.

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলন "Destination Bangladesh" থেকে প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য সুপারিশমালা

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি তার ৬০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করতে গত ২৮ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'ডেস্টিনেশন বাংলাদেশ' শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক ব্যবসায় সম্মেলনের আয়োজন করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ এমপি, মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান, এমপি এবং এফবিসিসিআই'র মাননীয় সভাপতি জনাব শফিউল ইসলাম (মহিউদ্দিন)। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র মাননীয় সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান ।

দিনব্যাপী এই আন্তর্জাতিক ব্যবসায় সম্মেলনটিতে একটি প্লেনারি সেশন- ১) গেটওয়ে টু গ্রোথ অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট এবং ৬টি থিমেটিক সেশন- ১) এসডিজি বাংলাদেশ, ২) ইনফ্রাস্ট্রাকচার বাংলাদেশ-প্রাইভেট সেক্টর এঙ্গেজমেন্ট, ৩) ইনফ্রাস্ট্রাকচার বাংলাদেশ- ফাইন্যান্সিং দ্য ফিউচার, ৪) সাসটেইনেবল জুট পাল্প পেপার অ্যান্ড জুট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট, ৫) ইনভেস্টমেন্ট বাংলাদেশ-এফডিআই অপরচুনিটিজ এবং ৬) ইনোভেশন অ্যান্ড ডিজিটাল বাংলাদেশ- এর আয়োজন করা হয়েছিল। সেশনগুলোতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ, সুযোগ ও সম্ভাবনাগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দেশি ও বিদেশি ৫০জন গবেষক, বিশেষজ্ঞ, সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ী এই সম্মেলনের প্লেনারি ও থিমেটিক সেশনগুলোতে বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নেতা, গবেষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, অর্থনীতিবিদ, বিদেশী বিশেষজ্ঞ, নীতি প্রণয়নকারী, বেসরকারি খাতের প্রতিনিধি, শিল্পপতি এবং উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তাসহ দেশে ও বিদেশের প্রায় ৯০০ জন ব্যক্তি দিনব্যাপী এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন।

প্রধান সুপারিশমালা

১. দক্ষ জনসম্পদের বিকাশ দেশের উন্নয়নের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তাই আর্থিক ও অন্যান্য নীতিগুলোতে উন্নত ও কার্যকরী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে অগ্রাধিকার দেয়া প্রয়োজন। শিল্পের বহুমুখীকরণ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারের মতো চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলায় এই প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত সকল স্তরে তথ্য প্রযুক্তি এবং অন্যান্য বিজ্ঞানভিত্তিক বিষয়ের ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক দিকগুলোও শিক্ষা কারিকুলামে অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন যা সৃজনশীলতা এবং উদ্ভাবনকে বিকশিত করবে । নতুন এই শিক্ষা ব্যবস্থা বিকশিত করতে শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ জরুরি।

২. গবেষণা, উদ্ভাবন, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমে কর অব্যাহতি, প্রণোদনা এবং ভতুর্কির মতো নীতি সহায়তা কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। গবেষণা, উদ্ভাবন এবং দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমের ব্যয়ের জন্য **কোম্পানির মোট আয়ের ১ শতাংশ পর্যন্ত কর অব্যাহতি** ঘোষণা করা যেতে পারে।

৩. গবেষণা প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করতে কোম্পানিগুলোকে উৎসাহিত করতে এই খাতে বিনিয়োগকে কর অব্যাহতি দেয়া উচিত। এছাড়া ব্যক্তিখাতের করদাতাদের প্রশিক্ষণ, দক্ষতা উন্নয়ন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পণ্য ক্রয়ে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ব্যয়ে কর অব্যাহতি দেয়া উচিত যাতে প্রতিটি পরিবার দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম এবং তথ্য প্রযুক্তি খাতে ব্যয় করার উৎসাহ পায়। প্রাথমিক স্তরে দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে পারিবারিক পর্যায়ে প্রণোদনা প্রদান জরুরি।

৪. গবেষক, অ্যাকাডেমিয়া এবং শিল্পখাতের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়ন খুব জরুরি। ডিসিসিআই **'রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন বাংলাদেশ (আরএনআই বাংলাদেশ)'** প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে। বাংলাদেশে এটিই প্রথম উদ্যোগ যেখানে শিল্পখাতের চাহিদা অনুযায়ী উদ্ভাবন ও গবেষণার জন্য ইন্ডাস্ট্রি এবং অ্যাকাডেমিয়া একযোগে কাজ করবেন । এ ধরনের উদ্যোগে সরকারের সহযোগিতা এবং অর্থসংস্থান করা প্রয়োজন।

৫. ব্যবসায়ের পরিবেশ এবং আস্থা উন্নয়নের জন্য নীতির ধারাবাহিকতা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এর সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যে আইনি প্রতিবন্ধকতা কমানো, আর্থিক খাতের সংস্কার, করহার কমানো এবং কর ব্যবস্থা সহজীকরণ, আইনি সংস্কার, ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যয় হ্রাসকরণ এবং সহজীকরণের মাধ্যমে ডুয়িং বিজনেস সূচকে উন্নয়নে সংস্কার কর্মসূচীতে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিতে হবে। বৈশ্বিক অর্থনীতির পরিবর্তনগুলো সম্পর্কে গভীরভাবে বোঝারপড়ার জন্য নীতি প্রণয়নে বেসরকারি খাত এবং অন্যান্য অংশীজনকে অন্তর্ভূক্ত করা পয়োজন। এ কারণে সরকারি-বেসরকারি খাতের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন **'ন্যাশনাল কম্পিটিটিভ স্ট্র্যাটেজিক অ্যাকশন কমিটি'** প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

৬. ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের প্রাক্কালে অটোমেশন এবং কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা (আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স) পোশাক, চামড়া এবং অন্যান্য শ্রমঘন শিল্পের কর্মসংস্থান হ্রাস করবে। এক্ষেত্রে, প্রয়োজনীয় দক্ষতা উন্নয়ন অর্থনীতির পরিবর্তনে বড় ভূমিকা রাখবে। তাই কর্মসংস্থান সৃষ্টিকে স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী নীতির আলোকে বিবেচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যথাযথ সদ্ব্যবহারের মধ্য দিয়ে একটি উদ্ভাবনী পরিবেশ তৈরিতে গবেষক, অ্যাকাডেমিয়া এবং শিল্পখাতের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। ব্যবসায় উদ্যোগ এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। **এছাড়া তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কিত অন্যান্য সকল যন্ত্রপাতির উপর কর ও শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে যোগাযোগের ব্যয় হ্রাস করতে হবে।**

৭. প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে বাংলাদেশের প্রতিযোগী দেশসমূহ যেমন ভিয়েতনাম, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড এবং চীনের ন্যায় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে হবে। অরিজিনাল ইকুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং (ওইএম) থেকে অরিজিনাল ডিজাইন ম্যানুফ্যাকচারিং (ওডিএম)- এ রূপান্তরের মাধ্যমে বৈশ্বিক ভ্যালু চেইনে অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিকরণে মেধাস্বত্ব আইন প্রয়োগ এবং সর্বাঙ্গীন নীতি কাঠামো প্রণয়ন করতে হবে।

৮. পাটখাত পুনরুজ্জীবিত হতে শুরু করেছে এবং পাট খাত আমাদের অর্থনীতির **'পরবর্তী প্রবৃদ্ধির চালক'** হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে। পাটখাতের বহুমুখীকরণ ত্বরান্বিত করতে এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিষয়টি বিবেচনা করে **'জুট রোড ম্যাপ ২০৩০'** শীর্ষক পাটখাতের জন্য একটি ভিশন প্রস্তুত করা প্রয়োজন।

৯. ডিসিসিআই সরকারি এবং বেসরকারি খাতের সমন্বয়ে **'ন্যাশনাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড মনিটরিং অ্যাডভাইজরি অথরিটি (নিডমা)'** নামে একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন অবকাঠামো প্রকল্প তদারকি কর্তৃপক্ষ সৃষ্টির প্রস্তাব করছে। এই কর্তৃপক্ষ জাতীয় অবকাঠামো পরিকল্পনা প্রণয়নে বেসরকারিখাতের অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে। এছাড়া, অবকাঠামো প্রকল্পগুলোকে জাতীয় বাজেট ডকুমেন্টে পাবলিক, জিটুজি এবং পিপিপি'র আওতায় সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। ব্যাংক বিনিয়োগ করতে পারে এমন প্রকল্পগুলোকে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে না করে পিপিপি'র মাধ্যমে সম্পন্ন করা প্রয়োজন।

১০. নৌপরিবহন খাতে দক্ষতা, প্রতিযোগিতা এবং স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণে ডিসিসিআই **'ন্যাশনাল ম্যারিটাইম অ্যান্ড পোর্ট অথরিটি'** নামে একটি একটি স্বতন্ত্র পোর্ট কর্তৃপক্ষ সৃষ্টির প্রস্তাব করছে। এটি বন্দর খাতে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে। নৌপরিবহণ খাতকে প্রতিযোগিতাসক্ষম করে তোলার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মধ্যে যোগাযোগের একটি প্রবেশপথ ও পরিবহন হাব হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে।

১১. সরকারের নিকট থেকে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা পেতে ওয়্যারহাউজিংকে (গুদামজাতকরণ) একটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত হিসেবে ঘোষণা করা প্রয়োজন। ভূমি বিন্যাসে সংস্কার, লজিস্টিক্স এবং গুদামজাতকরণ সম্পর্কিত স্বতন্ত্র নীতি প্রণয়ন, লজিস্টিক্স পার্ক স্থাপনে নীতি প্রণয়ন, কমন বন্ডেড ওয়ারহাউজিং- এর জন্য এবং শিল্পপার্ক, রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল ও অর্থনৈতিক অঞ্চলে স্বতন্ত্র গুদাম সুবিধা রাখার জন্য আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন। লজিস্টিক্স পারফরমেন্স ইনডেক্স ২০১৮ প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৮ সালে বাংলাদেশ ১৬০ টি দেশের মধ্যে ১০০তম স্থান অর্জন করেছে যেখানে ২০১৬ সালে বাংলাদেশ ছিল ৮৭তম। লজিস্টিক্স এবং ওয়্যারহাউজিং-এর গুরুত্ব এবং সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা উচিত বলে আমরা মনে করি।

১২. সরকার অনুমোদিত লাইসেন্সপ্রাপ্ত গ্রিন ফিল্ড অবকাঠামো প্রকল্পগুলোকে পুঁজিবাজারে লিস্টিং, বিভিন্ন ইক্যুইটি ও ঋণ (Debt) ইনস্ট্রুমেন্টের প্রচলন করা, বৃহৎ অবকাঠামো প্রকল্পের অর্থায়নে পেনসন, সঞ্চয় ও বীমা ফান্ড ব্যবহার করে বিশেষায়িত ব্যাংক ও অবকাঠামো ফান্ড গঠন করার মতো উদ্ভাবনী বিকল্প অর্থায়নের উপায়গুলো অনুসন্ধান ও বিবেচনা করা উচিত।

Key Recommendations of International Business Conference "Destination Bangladesh"

Organized by Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI)

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized an International Business Conference titled 'Destination Bangladesh' on 28th October, 2018 at Bangabandhu International Conference Center (BICC) to celebrate its 60th anniversary. The Honorable Prime Minister, Government of People's Republic of Bangladesh Her Excellency **Sheikh Hasina**, MP inaugurated the Conference. **Mr. Tofail Ahmed**, MP, Honorable Commerce Minister, **Mr. M. A. Mannan**, MP, Honorable State Minister of Finance & Planning, GoB and **Mr. Md Shafiul Islam (Mohiuddin),** President, FBCCI were present as Special Guests at the inaugural ceremony while Mr. Abul Kasem Khan, President, Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) delivered the welcome speech as the chair of the session.

In addition to the inaugural ceremony, the day-long International Business Conference 'Destination Bangladesh' was comprised of one plenary session- Gateway to Growth and Investment and six thematic sessions- *(1) SDG Bangladesh (2) Infrastructure Bangladesh– Private Sector Engagement (3) Infrastructure Bangladesh– Financing the Future (4) Sustainable Jute Pulp Paper and Jute Sector Development (5) Investment Bangladesh– FDI Opportunities and (6) Innovation & Digital Bangladesh.* The sessions highlighted the opportunities and challenges given the country's current momentum of growth and prosperity.

Around 50 Experts, Government High Officials and Businessmen from home and abroad were present as Keynote Presenters and Panel Speakers at the plenary session and thematic sessions of this conference. About 900 participants comprising Hon'ble Ministers, Members of Parliament, Eminent Business leaders, Researchers, Academicians, Economists, Foreign dignitaries, Policy makers, Private Sector representatives, Industrialists and Senior Government officials from home and abroad joined the day-long conference.

Key Recommendations:

1. As development of skilled human resources is of paramount importance, fiscal and other policies should be realigned to enable better training and development of people. This is required to face the challenges of industrial diversification, artificial intelligence, expansion of ICT sector and so forth. Starting from **our primary to higher education system needs to be redefined with intense practical application of ICT and other Science based education** curriculum encouraging creativity and innovation. Furthermore, Training of teachers will also be a critical element in developing such new education system for the nation.
2. Policy support programs such as tax break, incentives and subsidies are required to engage private sector in research including training, innovation and skill development therefore, **minimum 1% of gross revenue for each company** to be used for ***research, innovation and skill development*** which will be treated as TAX deductible expenses.
3. Companies to be encouraged for investing in **Research Institutes** which should also be allowed as tax deductible. In addition, **individual tax payers** spending on **training, skill development, including purchase of IT/ICT products** amounting to Tk.500,000 (taka five lacs) per year can be considered as "tax deductible" so that individual families are encouraged to spend money on **ICT including skill development**. Building incentive at family levels will be critical in attracting skills development at early stage.
4. **Building** collaboration between **researchers, academia, industry is critical.** DCCI is in the process of creating Research and Innovation Bangladesh (RNi Bangladesh). This will be the first of its kind where industry and academia will meet to bring industry centric research. Such initiatives will need to be supported and funded by the Government.

5. For improving investment climate, policy continuity is very important for improved predictability on business climate and confidence, in addition, actions involving business deregulation, financial sector reforms, tax rate reduction and simplification, major legal reforms, improvement in cost of doing business conditions with improvement in ease of doing business conditions need to be top priority under reform agenda, and engaging Private Sector and stakeholders in Policy Design will be needed to understand the dynamics of the global economic shifts and therefore a high powered '**National Competitive Strategic Action Committee**' under public private initiative needs to be setup.
6. Automation and artificial intelligence under the 4th Industrial Revolution (4IR) will take away jobs in RMG, footwear and other labor intensive industries, therefore, skill set development will become a major transformation for the economy and for job creation therefore, this needs to be under a short-term, mid-term and long-term policy perspective Including building collaboration between researchers, academia and industry including, expanding financing opportunities for promoting IT innovation and entrepreneurship, **reducing cost to communication including making ICT and all ICT related convergence equipment under tax free/duty free mechanism** will be **super critical** in fostering an innovation ecosystem around the ICT sector.
7. Need to improve productivity in line with competing countries like Vietnam, India, Indonesia, Thailand and China. Enforcement of intellectual property as well as comprehensive policy framework needs to be developed for transitioning from typical manufacturing (OEM manufacturing) to ODM (Original Design Manufacturing) for **greater participation in global value chain.**
8. As the revival of jute has started, it has the potential to be emerged as the **"Next Growth Driver**" for our economy. A vision for jute titled '**Jute Road Map 2030**' needs to be framed to accelerate Jute diversification and considering the context of SDG objectives.
9. DCCI proposes a high-powered infrastructure project oversight authority named 'National Infrastructure Development and Monitoring Advisory Authority **(NIDMAA)'** represented by the government and the private sector to be formed to develop a National Infrastructure Plan and prepare a blueprint for national infrastructure plan for deeper engagement of the private sector. Projects need to be identified in a disciplined fashion under Public, G2G and PPP arrangements. Bankable projects need to be developed under PPP rather than Annual Development Program (ADP).
10. In order to improving maritime transport efficiency and competitiveness and creating a stable maritime transport infrastructure, DCCI proposes for a single port authority named '**National Maritime & Port Authority'** which will be an important milestone for private sector participation, in addition, Bangladesh has the potential to become gateway between South Asia and Southeast Asia and also the transportation hub for the region.
11. **Declare warehousing as thrust sector** in order to get the priority attention of the Government. Priority for reform for development of warehouse include revision of land zoning, exclusive policy for logistics & warehousing, policy for setting up logistics parks, regulation to allow common bonded warehousing and allocation of areas exclusively for warehousing within industrial parks, Export Processing Zones and Economic Zones. Logistics Performance Index 2018 shows that overall country competitiveness of Bangladesh slipped to 100 in 2018 from the previous 87 in 2016, out of 160 countries. **We feel that separate Ministry should be setup considering the importance and potential of logistic and warehousing activities.**
12. Explore innovative financing options like allowing listing licensed government approved GREEN FIELD infrastructure **projects in capital market introducing various equity and debt instruments**, creating specialized bank and infra fund for large infrastructure financing using pension, savings and insurance fund.

A. QASEM & CO.
Chartered Accountants Since 1953

Gulshan Pink City
Suites # 01-03, Level : 7, Plot # 15, Road # 103
Gulshan Avenue, Dhaka - 1212, Bangladesh.

Phone : 880-2-8881824-6
Fax : 880-2-8881822
E-mail : aqasem@aqcbd.com

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE MEMBER'S OF DHAKA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY, DHAKA

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of **"Dhaka Chamber of Commerce and Industry, Dhaka"** which comprises the statement of financial position as at 30 September 2018, and the statement of comprehensive income and the statement of cash flows for the year ended 30 September 2018, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Bangladesh Accounting Standards (BASs)/Bangladesh Financial Reporting Standards (BFRSs) and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Bangladesh Standards on Auditing (BSAs). Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

'In our opinion, the financial statements, in all material respects, give a true and fair view of the financial position of Dhaka Chamber of Commerce and Industry, Dhaka as at 30 September 2018 and of its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with Bangladesh Financial Reporting Standards (BFRS) and comply with the Companies Act 1994 and other applicable laws and regulations.

We also report that

a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and made due verification thereof;

b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the company so far as it appeared from our examination of those books;

c) The statement of Financial Statements dealt with by the report are in agreement with the books of account.

Dated, Dhaka
November 17, 2018

A. Qasem & Co.
Chartered Accountants

A member firm of Ernst & Young Global Limited
EY refers to the global organization, and/or one or more of the independent member firms of Ernst & Young Global Limited

EY
Building a better working world

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
Statement of Financial Position
As at 30 September 2018

Assets	Notes	2018 Taka	2017 Taka
Non-Current Assets			
Property, Plant and Equipment	3	34,886,147	36,250,013
		34,886,147	**36,250,013**
Current Assets			
Accounts Receivable	4	45,403,554	26,940,268
Interest Receivable		77,509,838	51,416,135
Deferred Revenue Expenditure	5	2,663,450	1,815,712
Advance, Deposits and Pre-payments	6	124,981,410	99,519,909
Inventories		1,655,376	1,489,526
Cash and Cash Equivalents	7	598,867,494	580,698,922
		851,081,122	**761,880,472**
Current Liabilities			
Liabilities for Expenses & Services	8	11,508,199	6,996,008
Liabilities for Other Finance	9	48,814,413	43,810,002
Advance Building Rent	10	12,018,499	16,273,822
Short Term Loan Finance		37,106	5,087,106
		72,378,217	**72,166,938**
Net Current Assets		**778,702,905**	**689,713,534**
Net Assets		**813,589,052**	**725,963,547**
Sources of Funds			
General Fund	11	722,403,653	634,357,422
DCCI Relief & Social Welfare Fund	12	11,965,254	21,312,780
DCCI Development Fund	13	61,380,387	52,653,636
Deferred Liability - Gratuity	14	17,764,128	17,065,578
Grant Received	15	75,630	574,131
Total Fund		**813,589,052**	**725,963,547**

The accompanying notes form an integral part of these Financial Statements.

A H M Rezaul Kabir
Secretary General

Kamrul Islam, FCA
Coordinating Director

Abul Kasem Khan
President

Singed in terms of our separate report of even date annexed

A. Qasem & Co.
Chartered Accountants

Dated, Dhaka
November 17, 2018

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
Statement of Comprehensive Income
For the year ended 30 September 2018

Income	Notes	2018 Taka	2017 Taka
A) General Income			
Subscriptions	16	34,291,200	34,279,650
Admission fee	17	6,727,500	6,036,000
Bulletin fee	18	1,371,275	1,386,175
Certificate of origin fee		1,824,625	1,621,700
Certification and attestation fee		2,014,100	1,436,850
Rent	19	47,983,992	47,839,278
Income from Investment - interest	20	50,052,682	47,590,021
DBI (DCCI Business Institute)		14,359,569	11,822,107
Miscellaneous income	21	2,840,016	3,056,037
Total General Income		**161,464,959**	**155,067,818**
B) Extraordinary Income			
International Seminar (New Economic Thinking)		-	24,058,590
Projects Income	22	7,936,483	1,051,402
Total Extraordinary Income		**7,936,483**	**25,109,992**
C) Total income (A+B)		**169,401,442**	**180,177,810**
Expenditure			
D) General Expenses			
Pay and allowances	23	38,765,617	31,116,714
Postage and telephone	24	927,103	1,141,759
Printing and stationery		992,882	903,601
Newspapers, bulletin and publications	25	3,724,265	3,518,639
Travelling & conveyance		360,558	285,677
Repairs and maintenance	26	3,082,435	1,852,063
Fuel and lubricants		432,463	539,692
Entertainment		1,056,615	969,400
Audit and Legal fees	27	1,072,300	263,748
Subscription expense		374,583	960,000
Donation to ICC		2,500,000	-
Seminar & symposium, conference and delegation	28	1,618,074	1,984,725
AGM, EGM and election expenses		1,385,064	1,280,022
Utility charges	29	2,237,052	2,132,681
Rent -Gulshan Centre		1,584,000	1,444,000
DBI (DCCI Business Institute)		10,205,781	9,319,172
Iftar party expense		-	471,042
Rate and taxes		1,204,686	1,197,175
Estate expenses		995,171	409,488
Deferred revenue expenses-written off		529,328	324,264
Promotion of DCCI 60 yrs celebration/mezbaan expense		1,546,149	-
Research & Studies exp.		100,000	-
Depreciation		3,120,465	3,194,383
Miscellaneous expenses	30	3,047,274	2,461,117
Total General Expenses		**80,861,865**	**65,769,362**
E) Extraordinary Expenses			
International Seminar exp.		-	19,807,410
Project expenses		1,006,307	1,178,801
Total Extraordinary Expenses		**1,006,307**	**20,986,211**
F) Total expenditure (D+E)		**81,868,172**	**86,755,573**
Excess of income over expenditure	**11**	**87,533,270**	**93,422,237**

The accompanying notes form an integral part of these Financial Statements.

A H M Rezaul Kabir
Secretary General

Kamrul Islam, FCA
Coordinating Director

Abul Kasem Khan
President

Singed in terms of our separate report of even date annexed

Dated, Dhaka
November 17, 2018

A. Qasem & Co.
Chartered Accountants

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
Statement of Cash Flows
For the year ended 30 September 2018

	2018 Taka	2017 Taka
Cash flows from operating activities		
Excess of income over expenditure for the year	87,533,270	93,422,237
Adjustment for items not involving movement of cash:		
Depreciation on fixed assets	3,120,465	3,194,383
Gratuity paid against provision	698,550	1,580,143
(Increase) / Decrease in current assets:		
Accounts receivable	(18,463,286)	(3,062,545)
Interest receivable	(26,093,703)	(22,577,735)
Deferred revenue expenditure	(847,738)	324,265
Advance, deposits and prepayments	(25,461,501)	(38,920,960)
Inventories	(165,850)	76,915
Increase / (Decrease) in current liabilities:		
Liabilities for expenses & services	4,512,191	191,331
Liabilities for other finance	5,004,411	(1,426,167)
Short Term Finance	(5,050,000)	(25,982,494)
Advance Building rent	(4,255,323)	6,757,492
Net cash provided by operating activities	**20,531,486**	**13,576,865**
Cash flows from investing activities		
Acquisition of fixed assets	(1,756,599)	(757,391)
Net cash used in investing activities	**(1,756,599)**	**(757,391)**
Cash flows from financing activities		
General Fund	512,961	(713,060)
DCCI Relief & Social Welfare Fund	(9,347,526)	1,704,431
DCCI Development Fund	8,726,751	7,850,691
Grant received	(498,501)	(2,424,713)
Net cash used in financing activities	**(606,315)**	**6,417,349**
Net increase in cash and cash equivalents	**18,168,572**	**19,236,823**
Opening cash and cash equivalents	580,698,922	561,462,099
Cash and cash equivalents at the end of the year	**598,867,494**	**580,698,922**

The accompanying notes form an integral part of these Financial Statements.

A H M Rezaul Kabir
Secretary General

Kamrul Islam, FCA
Coordinating Director

Abul Kasem Khan
President

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
Notes to the Financial Statements
as at for the year ended 30 September 2018

1.0 Background

1.1 Incorporation

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (here-in-after referred to as the DCCI) was incorporated on 10 March 1959 as a company limited by guarantee under the Companies Act, 1913 (replaced by Companies Act 1994).

1.2 Objectives

Main objectives of the DCCI are as follows:

a. To promote and foster ideas of co-operation and mutual help amongst the members engaged in Trade, Commerce and Industry in Bangladesh.

b. To watch over, protect and safeguard in general commercial and industrial interest in Bangladesh particularly of the members engaged in business in the District of Dhaka or any other place.

c. To consider and help in formulating the policy of Government from time to time relating to questions pertaining to Trade, Commerce and Industry.

2.0 Summary of Significant Accounting Policies

2.1 Accounting basis

These Financial Statements have been prepared in accordance with generally accepted accounting principles (GAAP) under historical cost convention which has been in conformity with the Bangladesh Accounting Standards (BAS) issued by The Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB).

2.2 Property, plant and equipment

Fixed Assets are stated at actual cost less accumulated depreciation in the Financial Statements.

2.3 Depreciation

Depreciation on Fixed Assets is charged on reducing balance method at rates ranging from 2.5% to 20% per annum depending on the estimated life of assets. Full year's depreciation is charged on the additions to fixed assets irrespective of the date of acquisition thereof.

2.4 Revenue recognition

All income and expenses, other than subscription income/bulletin fee are accounted for on accrual basis. Subscription and bulletin fee are recognized as income on the date these are received on cash basis excepting that so much thereof as relates to the period subsequent to the year ended 30 September 2018 is accounted for as a liability (advance subscription under Liabilities for other finance).

Dhaka Chamber of Commerce & Industry

2.5 Inventories

Inventories are valued at the lower of cost and net realizable value.

2.6 Employee benefits

Adequate provisions have been set up in the accounts for Gratuity and for Annual Leave (earned leave) benefits to employees.

2.7 Provision for Income Tax Liability

National Board of Revenue, Bangladesh vide SRO # 234-Ain-Income Tax/2011 dated 6 July 2011, SRO # 216-Ain-Income Tax/2012 dated 27 June 2012 and SRO # 210-Ain-Income Tax/2012 dated 1 July 2013 introduced income tax on Trade Bodies. The issue has been protested by Trade Bodies and the decision from the Government is awaiting. DCCI maintains accounts from October to September. If the above noted SROs stand, DCCI may have to pay tax on its partial income for the year. The matter being unresolved till to date, no provision for income tax has been made.

2.8 Reporting currency

DCCI maintains its Books of Accounts in Bangladeshi Taka (BDT), and all figures represented in the financial statements are in BDT.

2.9 Reporting period

The reporting period of the DCCI cover one year from October to September consistently.

2.10 Responsibility of the preparation and presentation of the Financial Statements

The management of the DCCI is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements.

2.11 General

a) Previous year's figures have been re-arranged wherever considered necessary to conform to current year's presentation.

b) Figures appearing in the Financial Statements have been rounded off to the nearest Taka.

Dhaka Chamber of Commerce & Industry

		2018 Taka	2017 Taka
3.0	**Property, plant and equipment**		
(A)	**At Cost**		
	Opening balance	114,213,650	113,456,259
	Add: Additions during the year	1,756,599	798,828
		115,970,249	114,255,087
	Less: Disposals / adj. during the year	-	(41,437)
	Closing balance	**115,970,249**	**114,213,650**
(B)	**Less: Accumulated depreciation**		
	Opening balance	77,963,637	74,769,254
	Add: Charge during the year	3,120,465	3,194,383
		81,084,102	77,963,637
	Less: Acc. depreciation of disposed assets	-	-
	Closing balance	**81,084,102**	**77,963,637**
(A-B)	**Written down value**	**34,886,147**	**36,250,013**

Details are shown in the enclosed Annexure-1

		2018 Taka	2017 Taka
4.0	**Accounts receivable**		
	Considered good		
	Building rent	3,131,376	9,012,204
	Utility charge (Electricity)	1,239,091	413,411
	Utility charge (WASA)	123,433	36,163
	Advertisement receivable	1,457,276	139,776
	Sponsorship & other income receivable	5,244,465	1,530,000
	Auditorium rent receivable	115,000	115,000
	Service charge (Modhumoti Bank)	119,000	78,400
	Current A/C with DBI-BBA	32,053,959	13,901,547
	Current A/C with DCCI Foundation	575,437	369,250
		44,059,037	**25,595,751**
	Considered doubtful		
	Building rent	1,233,039	1,233,039
	Utility charge (electricity)	54,290	54,290
	Utility charge (WASA)	57,188	57,188
		1,344,517	**1,344,517**
		45,403,554	**26,940,268**

4.1 i) The aforesaid doubtful debts of Tk. 1,344,517 include Tk. 725,494, Tk. 236,012 and Tk.383,011 receivable from M/s Progressive Plastic Industries Limited, Mir Shafiul Haque (an ex-employee) and Mannujan Textile respectively. Management has taken all possible steps to realize the dues.

(ii) In this respect, cases were lodged with the court which are now in process.

		2018 Taka	2017 Taka
5.0	**Deferred revenue expenditure**		
	Opening balance	1,815,712	2,139,977
	Expenses/(Income) during the year:		
	Commmercial History (Bangla)	650,000	-
	Budget Discussion Meeting	727,066	-
		1,377,066	-
		3,192,778	2,139,977
	Less: Written off (Note-5.1)	529,328	324,265
		2,663,450	**1,815,712**
5.1	**Written off**		
	Commmercial History (Bangla)	205,064	-
	Estate expenses - Gulshan	324,264	324,265
		529,328	**324,265**
5.2	**Break up of Deferred revenue expenditure**		
	Pre Budget Discussion Meeting	727,066	-
	Commmercial History (Bangla)	1,552,610	1,107,675
	Estate expenses - Gulshan Centre	383,774	708,037
		2,663,450	**1,815,712**

Management has decided to amortize the aforesaid deferred Estate expenses - Gulshan Centre in five years effective from the year 2017. Deferred Commercial History (Bangla) completed. In 2017 and will be amortized from the year 2018 after decision thereon.

6.0	**Advances, deposits and pre-payments**		
	Advances		
	Advance against salaries	83,078	7,020
	Advance against expenses	88,721,555	71,382,745
	Taxes deducted at source by bank / parties	32,077,984	27,129,621
		120,882,617	**98,519,386**
	Security deposits		
	Gulshan Centre	400,000	400,000
	PDB	314,000	314,000
	T&T	5,540	5,540
	Others	19,360	19,360
		738,900	**738,900**
	Prepayments		
	City Corporation tax	897,880	-
	Prepaid R & M Building Estate	957,792	-
	Prepaid insurance premium	126,029	34,090
	Prepaid subscription - ICCB/FBCCI	696,251	28,753
	Prepaid AGM/ election expenses	54,283	47,506
	Prepaid internet connectivity	42,715	44,324
	Patent & trade marks	93,150	106,950
	Prepaid 60 Yrs. Celebration	491,793	
		3,359,893	**261,623**
		124,981,410	**99,519,909**

Dhaka Chamber of Commerce & Industry

		2018 Taka	2017 Taka
7.0	**Cash and cash equivalents**		
	Cash in hand	29,460	36,818
	Cash at bank (Note 7.1)	598,838,034	580,662,104
		598,867,494	**580,698,922**
7.1	**Cash at bank**		
	On Project Bank acconts	**18,573**	23,583
	On Short Term Deposit (STD) accounts:		
	STD accounts -DCCI	4,875,201	8,318,144
	STD account - Custom Automation	85,662	84,163
		4,960,863	8,402,307
7.2	Investment in FDR		
	FDR accounts - DCCI	593,858,598	572,236,214
		593,858,598	572,236,214
		598,838,034	**580,662,104**
8.0	**Liabilities for expenses & services**		
	Salaries payable	2,964,525	1,981,489
	Employer's contribution to Provident Fund	76,979	60,469
	Utility charges (electricity/water/gas)	814,723	590,877
	Rent/Utility suspense (tenants)	141,294	121,804
	Date expired cheque	92,980	63,280
	Provision for annual leave	1,166,182	1,207,508
	Telephone expenses	43,284	36,723
	Bulletin and publications	1,265,658	297,158
	Newspaper and periodicals	9,106	12,211
	Entertainment	191,120	140,602
	Conveyance	-	240
	AGM/ Election payable	16,200	16,000
	Fax & internet connectivity	81,985	64,392
	Audit fee and legal expenses	224,996	119,746
	Postage and stamp	3,983	42,266
	Repairs and maintenance	641,124	27,403
	Printing and stationery	81,110	35,825
	Seminar exp. Payable	113,988	251,820
	International Seminar payable	900,400	900,400
	Insurance premium	26,000	-
	Washing expense and others	11,177	10,635
	Project payable	12,102	61,404
	Estate expenses	224,635	320,232
	Subscription & Donation payable	862,081	-
	Interest Payable	2,999	11,999
	DCCI 60 Yrs. Cel./Mezban payable	1,279,023	-
	DBI College Scholarship Fund	57,000	-
	DBI exp.	203,546	621,525
		11,508,199	**6,996,008**

		2018 Taka	2017 Taka
9.0	**Liabilities for other finance**		
	Employees' contribution to Provident Fund	155,732	176,625
	Staff income tax	48,600	106,200
	Tax / VAT deducted at sources (parties)	74,161	55,689
	Advance subscription (Note 9.1)	8,917,800	8,557,025
	Subscription advance	26,175	31,200
	Security deposits	2,545,303	1,626,172
	Project -METABUILD / AVC Project	3,226,305	5,560,157
	Advance advertisement	18,000	18,000
	DBI training fee	2,644,082	1,485,869
	Delegation fee payable	32,070	-
	Tax Fund	31,126,185	26,193,065
		48,814,413	**43,810,002**
9.1	**Advance subscription**		
	Opening balance	8,557,025	8,235,950
	Transferred to income	8,557,025	8,235,950
		-	-
	Adjustment for the year:		
	Subscriptions (note 16)	7,285,500	7,095,750
	Admission fee(note 17)	1,342,500	1,179,000
	Bulletin fee (18)	289,800	282,275
		8,917,800	**8,557,025**
10	**Advance Building rent**		
	Opening balance	16,273,822	9,516,330
	Advance rent received during the year	-	20,124,000
		16,273,822	29,640,330
	Advance rent adjusted during the year	4,255,323	13,366,508
		12,018,499	**16,273,822**
11	**General Fund**		
	Opening balance	634,357,422	541,648,245
	Prior year's adjustment	512,961	(713,060)
		634,870,383	540,935,185
	Excess of income over expenditure for the year	87,533,270	93,422,237
		722,403,653	**634,357,422**
12	**DCCI Relief and Social Welfare Fund**		
	Opening balance	21,312,780	19,608,349
	Received from members during the year	1,921,100	1,943,300
	Interest on R.S.W.F. FDR	969,485	863,831
		24,203,365	22,415,480
	Paid during the year against Relief Fund	(12,238,111)	(1,102,700)
		11,965,254	**21,312,780**

Dhaka Chamber of Commerce & Industry

		2018 Taka	2017 Taka
13	**DCCI Development Fund**		
	Opening balance	52,653,636	44,802,945
	Collections during the year	6,410,000	5,540,000
	Interest on Development Fund FDR	2,316,751	2,310,691
		61,380,387	**52,653,636**
14	**Deferred Liability - Gratuity**		
	Opening balance	17,065,578	15,485,435
	Provision made during the year	698,550	1,580,143
		17,764,128	17,065,578
	Paid during the year	-	-
		17,764,128	**17,065,578**
15	**Grant received**		
	a) Custom Automation		
	Received from IFC & interest	19,537,602	19,535,413
	Loan given to Datasoft	(15,000,000)	(15,000,000)
	Custom automation expenses	(4,461,972)	(3,961,282)
		75,630	**574,131**
	b) BUILD Project		
	Received from IFC & interest	18,100,839	18,100,839
	DCCI -BUILD Project STD a/c	(142)	(142)
	Expenses -BUILD	(18,100,697)	(18,100,697)
		-	-
		75,630	**574,131**
16	**Subscriptions**		
	New	6,690,750	5,929,500
	Renewal	32,334,000	32,334,750
	Arrear	2,551,950	3,111,150
	Advance adjustment	-	-
		41,576,700	41,375,400
	Portion attributable to the period from October 2018 to December 2018 transferred to liabilities for other finance (note 9.1)	(7,285,500)	(7,095,750)
		34,291,200	**34,279,650**
17	**Admission fee**		
	Admission fee	6,690,750	5,929,500
	Re-admission fee	1,379,250	1,285,500
		8,070,000	7,215,000
	Portion attributable to the period from October 2018 to December 2018 transferred to liabilities for other finance (note 9.1)	(1,342,500)	(1,179,000)
		6,727,500	**6,036,000**
18	**Bulletin fee**		
	Current	1,552,425	1,522,500
	Arrear	108,650	145,950
	Advance adjustment	-	-
		1,661,075	1,668,450
	Portion attributable to the period from October 2018 to December 2018 transferred to liabilities for other finance (note 9.1)	(289,800)	(282,275)
		1,371,275	**1,386,175**

		2018 Taka	2017 Taka
19	**Rent**		
	Building rent	47,401,116	47,039,278
	Auditorium rent	582,876	800,000
		47,983,992	**47,839,278**
20	**Income from Investment - interest**		
	Interest from Fixed Deposits (Note 20.1)	49,800,374	47,331,199
	Interest from STD and savings account	252,308	258,822
		50,052,682	**47,590,021**
20.1	**Interest from Fixed Deposits**		
	DCCI Fund	42,837,502	40,699,727
	DCCI Scholarship Fund	380,809	294,683
	DCCI Retirement Benefit Fund	2,133,586	1,983,721
	DCCI Research Fund	4,448,477	4,353,068
		49,800,374	**47,331,199**
21	**Miscellaneous income**		
	Membership forms fee	138,300	113,600
	Photocopy charge realized	3,334	3,925
	Advertisement income	756,631	804,000
	Services income	1,317,950	1,226,000
	Commercial History book sale	9,200	43,800
	Seminar & Workshop	177,000	540,122
	Other Income -misc	437,601	324,590
		2,840,016	**3,056,037**
22	**Projects Income**	7,936,483	1,051,402
		7,936,483	**1,051,402**
23	**Pay and allowances**		
	Pay and allowances	36,435,577	29,434,138
	Liveries & Uniforms	109,095	12,546
	Gratuity exp. Provision	2,040,000	1,580,143
	Employees insurance premium (Pension)	180,945	89,887
		38,765,617	**31,116,714**
24	**Postage and telephone**		
	Postage and stamps	489,515	543,987
	Telephone	108,709	120,337
	Fax charges	10,421	14,108
	Internet connectivity	318,458	463,327
		927,103	**1,141,759**
25	**Newspapers, bulletin and publications**		
	Newspapers and periodicals	98,982	109,757
	Bulletin	2,671,575	2,489,770
	Publication	953,708	919,112
		3,724,265	**3,518,639**
26	**Repairs and maintenance**		
	Car	265,456	243,948
	Computer	260,617	110,919
	Lift	268,300	734,600
	AC	315,093	160,150
	Generator	29,150	43,100
	Building	1,262,557	90,684
	Others	681,262	468,662
		3,082,435	**1,852,063**

		2018 Taka	2017 Taka
27	**Audit and Legal fees**		
	Statutory audit	80,000	74,748
	Internal audit	180,000	180,000
	Legal exp.	812,300	9,000
		1,072,300	**263,748**
28	**Seminar & symposium, conference and delegation**		
	Seminar and symposium	1,072,457	1,644,960
	Conference and delegation	545,617	339,765
		1,618,074	**1,984,725**
29	**Utility charges**		
	Electricity	1,980,507	5,624,457
	WASA	228,601	643,572
	Gas	27,944	23,244
	Utility reimbursement from tenants	-	(4,158,592)
		2,237,052	**2,132,681**
29.1	**Utility reimbursement from tenants**		
	Electricity	-	3,764,877
	WASA	-	393,715
		-	**4,158,592**
30	**Miscellaneous expenses**		
	Liveries and uniform		
	Gift and presentations	84,570	58,125
	Festival / national day expenses	404,920	188,456
	Washing expenses	14,400	14,400
	ISO 9001 Certification exp.	50,100	48,210
	Photography	18,542	6,820
	Bank charge	14,864	10,040
	Training expenses	17,005	-
	Insurance	76,495	87,893
	Advertisement expenses	237,553	105,457
	Commercial History exp.	50,000	-
	Interest on loan from BFIC (note 29.1)	896,621	808,656
	In kind contibution (rent) -BUILD	1,008,000	1,008,000
	Patent & trade marks	60,675	13,800
	Pot plant rent & garden maintenance	57,300	52,800
	Others	56,229	58,460
		3,047,274	**2,461,117**

30.1 Interest on loan from BFIC

Under a sanctioned limit of Tk. 3,45,69,600/- for Six months a short term loan was obtained from Bangladesh Finance and Investment Company Ltd. (BFIC) for working capital on 25 April 2016 and the loan interest rate will be @ 1.25 % higher than the weighted average interest rate of the TDR's against lien of three TDR placed with them. The partial loan was repaid and balance of loan as on 30 Sep, 2018 Tk. 37106/- . Attributable interest of Tk.8,96,621/- on loan amount was also paid during the year.

31 Subsequent events

There was no non-adjusting post balance sheet event of such importance, non-disclosure of which would affect the ability of the users of the financial statements to make proper evaluations and decisions.

Annexure-1

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
Schedule of Property, plant and equipment
As at 30 September 2018

Particulars	Cost				Dep.	Depreciation				Written Down Value (WDV)	
	As at 01 October 2017	Additions during the year	Disposals/ adjustment	As at 30 September 2018	Rate	As at 01 October 2017	Charged during the year	Disposals/ adj.	Accumulated as at 30 September 2018	As at 30 September 2018	As at 30 September 2017
	Taka	Taka	Taka	Taka	%	Taka	Taka	Taka	Taka	Taka	Taka
Land	29,157	-	-	29,157	-	-	-	-	-	29,157	29,157
Building	52,683,490	-	-	52,683,490	5%	35,103,243	879,012	-	35,982,255	16,701,235	17,580,247
Mach. & equipment	9,938,708	1,076,991	-	11,015,699	15%	6,297,044	707,798	-	7,004,842	4,010,857	3,641,664
Furniture & fixtures	7,685,609	411,388	-	8,096,997	10%	4,913,264	318,373	-	5,231,637	2,865,360	2,772,345
Books	1,080,819	-	-	1,080,819	10%	920,491	16,033	-	936,524	144,295	160,328
Electrical inst.	2,289,255	-	-	2,289,255	10%	1,688,564	60,069	-	1,748,633	540,623	600,692
Sanitary fittings & renov.	860,393	-	-	860,393	10%	559,614	30,078	-	589,692	270,701	300,779
Air cooler	9,404,516	109,230	-	9,513,746	15%	8,523,358	148,558	-	8,671,916	841,830	881,158
Wall clock	2,050	-	-	2,050	15%	1,254	119	-	1,373	677	796
Franking machine	17,500	-	-	17,500	15%	17,463	5	-	17,468	32	37
Sundry assets	667,626	8,990	-	676,616	12.50%	489,798	23,352	-	513,150	163,466	177,828
Water installation	126,766	-	-	126,766	2.50%	33,828	2,323	-	36,151	90,615	92,938
Crockery & cutleries	296,576	-	-	296,576	10%	177,943	11,863	-	189,806	106,771	118,634
Telephone inst.	1,348,705	-	-	1,348,705	10%	1,174,628	17,408	-	1,192,036	156,669	174,077
Lift	10,843,860	-	-	10,843,860	10%	7,175,265	366,860	-	7,542,125	3,301,735	3,668,595
Auditorium	6,411,030	-	-	6,411,030	5%	3,633,590	138,872	-	3,772,462	2,638,568	2,777,440
Transformer	1,359,181	-	-	1,359,181	15%	1,231,280	19,185	-	1,250,465	108,716	127,901
E-mail /internet inst.	492,077	-	-	492,077	10%	356,686	13,539	-	370,225	121,853	135,392
DCCI car	3,951,964	-	-	3,951,964	15%	2,755,128	179,525	-	2,934,653	1,017,311	1,196,836
Diesel generator	2,068,090	-	-	2,068,090	15%	1,611,011	68,562	-	1,679,573	388,517	457,079
MIS & Software	779,500	150,000	-	929,500	20%	587,206	68,459	-	655,665	273,835	192,294
Island Development	1,445,498	-	-	1,445,498	5%	436,053	50,472	-	486,525	958,973	1,009,445
Gift assets	431,280	-	-	431,280	-	276,926	-	-	276,926	154,354	154,354
Total	**114,213,650**	**1,756,599**	**-**	**115,970,249**		**77,963,637**	**3,120,465**	**-**	**81,084,102**	**34,886,147**	36,250,015
Previous Year (2017)	**113,456,259**	**798,828**	**(41,437)**	**114,213,650**		**74,769,254**	**3,194,383**	**-**	**77,963,637**	**36,250,013**	

Annexure-2

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI)
Comparative Statement of Operating Activities
For the year ended 30 September 2018

Particulars	2018 Taka	2017 Taka
Subscription income	34,291,200	34,279,650
Admission fee	6,727,500	6,036,000
Bulletin fee	1,371,275	1,386,175
	42,389,975	**41,701,825**
Less: Pay & allowances	(38,765,617)	(31,116,714)
Surplus / (deficit)	**3,624,358**	**10,585,111**
Less: Utilities- net	2,237,052	2,132,681
Printing & stationery	992,882	903,601
Postage and telephone	927,103	1,141,759
Subscription expense	374,583	960,000
Donation to ICC	2,500,000	-
Newspaper, bulletin & publications	3,724,265	3,518,639
Rates & taxes	1,204,686	1,197,175
Entertainment	1,056,615	969,400
Seminar & symposi, conf. & delegation	1,618,074	1,984,725
Travelling & Conveyance	360,558	285,677
AGM, EGM & election expenses	1,385,064	1,280,022
Audit & legal fee	1,072,300	263,748
Repairs & maintenance	3,082,435	1,852,063
Fuel & lubricants	432,463	539,692
Rent -Gulshan Centre	1,584,000	1,444,000
Iftar Party expenses	-	471,042
Estate expenses	995,171	409,488
Deferred revenue expenses - written off	529,328	324,264
Project expenses	1,006,307	1,178,801
Depreciation	3,120,465	3,194,383
Research & Studies	100,000	-
Promotion of DCCI 60 yrs. Celebration/Mezbaan expense	1,546,149	-
Miscellaneous expenses	3,047,274	2,461,117
	32,896,774	**26,512,277**
(Deficit)	**(29,272,416)**	**(15,927,166)**
Add: Income		
Certificate of Origin	1,824,625	1,621,700
Certification & attestation fee	2,014,100	1,436,850
International Seminar (New Eco.Thinking (net)	-	4,251,180
Project Income	7,936,483	1,051,402
Miscellaneous income	2,840,016	3,056,037
	14,615,224	**11,417,169**
(Deficit)	**(14,657,192)**	**(4,509,997)**
Add : Interest income	50,052,682	47,590,021
DBI (DCCI Business Institute) -net	4,153,788	2,502,935
	54,206,470	**50,092,956**
Surplus	**39,549,278**	**45,582,959**
Add : Rent	47,983,992	47,839,278
Excess of Income over Expenditure for the year	**87,533,270**	**93,422,237**

Note

BANGLADESH®
IS BUILDING
BANGLADESH

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
65-66 Motijheel C/A, Dhaka-1000, Bangladesh
Phone : 88-02-9552562 Fax : 88-02-9560830
Email : info@dhakachamber.com
URL : www.dhakachamber.com

DCCI Gulshan Centre
Taj Casilina, Flat- 3C
Plot-SW(I)4, 25 Gulshan Avenue
Gulshan-1, Dhaka-1212, Bangladesh
Phone : 88-02-9852246

ISO 9001
The First ISO Certified Chamber in Bangladesh